মহাপরিনিব্বান সুত্তং

অর্থাৎ

তথাগতের অন্তিমাবদান

"অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা ;
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা"তি। ৫৫ পৃঃ

"হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো ;
বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা"তি। ১৪৪ পৃঃ

রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, বিনয় বিশারদ
(সঙ্কলিত ও অনূদিত)

প্রকাশিকা :—শ্রীঅন্নপূর্ণা বড়ুয়া
২৪৮৫ বুদ্ধাব্দ।
১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী ভিক্ষু
সদ্ধর্ম্মোদয় পালি টোল, রাজানগর
পোঃ আঃ রাজাভুবন, চট্টগ্রাম।

২। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়ুয়া
আনন্দারাম, রাঙ্গুনীয়া
পোঃ আঃ রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৩। শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাস্থবির
রাজবিহার, রাঙ্গামাটী
পোঃ রাঙ্গামাটী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

প্রিণ্টার :—
শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী
প্রবর্ত্তক প্রেস,
চট্টগ্রাম।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

উৎসর্গ পত্র।

বিদ্যোৎসাহী পর-দুঃখ-কাতর প্রজারঞ্জক ধর্ম্মপ্রাণ—

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নলিনাক্ষ রায়, বি, এ, চাকমা রাজা বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে—

—"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন"।

রাজন,—

যে-প্রাণের দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন প্রভাতে আপন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছি, যাঁহার মঙ্গল সঙ্কেতে অমৃতের সন্ধান লাভ করিব বলিয়া শ্রামণ্য বরণ করিয়াছি.—এই সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বৎসর তাঁহার সেবায় যাপিত হইয়াছে শুধুই রাজ প্রদত্ত পিতৃ মাতৃ দুর্লভ সুখ সৌভাগ্য ভোগ ও রাজ অন্ন-বস্ত্রে প্রতিপালিত হইয়া। সেই পরম উদার দানশীল রাজ-পরিবারের স্নেহ-স্মৃতি এই **ভিক্ষু** জীবনের প্রতি রেণু-কণাতে মিশ্রিত।

প্রাতঃস্মরণীয়া পরহিত-ব্রত-চারিণী ধর্ম্মপ্রবণা স্বর্গীয়া রাণী **কালিন্দী**, স্বনাম ধন্য পরহিতব্রত সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় রাজা **ভুবন মোহন** রায়ের অপার সুগত শ্রদ্ধায় ও ধর্ম্ম-গুরু-গারবতায় আমি বিমুগ্ধ। দীন দরিদ্র সন্ন্যাসীর রাজ প্রতিদান দিবার কী বা আছে? আপনি আত্মজ রূপে তাঁহাদেরই প্রতীক।

আপনাদের রক্ষিত এ জীবনে সুগত সম্যকসম্বুদ্ধের যে প্রসাদটুকু লাভ করিয়াছি। আজ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-তর্পণ কল্পে ভবদীয় রাজশ্রীমণ্ডিত শ্রীকরকমলে অর্পণ করিতেছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির

৮।৭।১৯৪১ ইং।

। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নলিনাক্ষ রায়, বি. এ., চাকমা রাজা বাহাদুর। জন্ম ৬ই জুন, ১৯০৯ ইং। রাজ্যাভিষেক ৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ ইং।

গ্রন্থ পরিচয়

মহাকারুণিক ত্রিলোক-শাস্তা ভগবান্ সম্যকসম্বুদ্ধ সংসার-তাপতপ্ত জীবগণের মুক্তির জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম সংগ্রাহকগণ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;— "দীঘনিকাযো, মজ্ঝিমনিকাযো, অঙ্গুত্তরনিকাযো, সংযুক্তনিকাযো, খুদ্দকনিকাযো"। তন্মধ্যে দীর্ঘনিকায় প্রথম। তাহাতে দীর্ঘ চৌত্রিশটি সূত্র সন্নিবেশিত। তাহাও "সীলক্খন্ধবগ্‌গো, মহাবগ্‌গো, পাথিকবগ্‌গো," এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

"চতুত্তিংসেব সুত্তন্তা-তিবগ্‌গো যস্‌স সঙ্গহো,
এসদীঘনিকাযোতি-পঠমো অনুলোমিকোতি"।

এই মহাপরিনিব্বান সূত্র দীর্ঘনিকায়স্থ মহাবর্গের অন্তর্নিবিষ্ট। এই সূত্রে তথাগত সম্যক-সম্বুদ্ধের শেষ জীবনের দেড় বৎসরের ঘটনা এবং পরিনিব্বানের পর, তাঁহার দেহ সৎকার ও দেহাবশেষের সুব্যবস্থার বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আর কোনও সূত্রে এইরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মঙ্গল-নিদান ভগবান্ শেষ জীবনে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ পরিনিব্বান-শয্যায় শায়িত হইয়া শেষ মুহূর্ত্তে যে বলিয়াছেন;—

"হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো,
বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি।"

ভগবানের পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রদত্ত উপদেশ সমূহ তিনি এক অপ্রমাদ পদেরই অন্তর্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্ম্মের সারাংশ সংক্ষেপে ইহাতে নিহিত। রাজা, প্রজা, গৃহস্থ ও প্রব্রজিতগণ কি ভাবে চলিলে, কোন্ নীতির অনুসরণ করিলে এই সংসারে চরম উন্নতি লাভ করিয়া, পরিশেষে পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারেন, এই সূত্রে বিশেষ ভাবে তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতি ও শান্তিকামী এবং নিব্বানাকাঙ্ক্ষীদের ইহা অতি প্রয়োজনীয়।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কিরূপ সেবা করিতেন, ধর্ম্ম সেনাপতি শারিপুত্র ও মহাকশ্যপ ভগবানের প্রতি কিরূপ প্রসন্ন ছিলেন, তাহা সূত্রে আংশিক উক্ত হইয়াছে। মহাপরিনিব্বান সূত্রে খৃঃ, পূঃ ৭ম, ৬ষ্ঠ, ৫ম, ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীর সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইহা ভারতের ছোটখাট একখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন ইতিহাস।

ইংলণ্ড দেশীয় অধ্যাপক চাইল্ডার্স্ মূল মহাপরিনিব্বান সূত্র লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই সূত্রের অনেক সংস্করণ বিদ্যমান আছে। অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্স্ এই সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ Sacred Books of the East Series-এর মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে জর্জ টার্ণার মূল

গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চীন দেশের বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায়, মহাপরিনিনিব্বান সূত্র আটবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে পূর্ব্ব চীন বংশের রাজত্বকালে এই সূত্রের প্রথম অনুবাদ হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের নিব্বান শব্দটি সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত মনে করি। কারণ পালিতে আছে "নিব্বান" বাঙ্গালায় কিন্তু সংস্কৃত নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ব্রহ্ম নির্ব্বাণের-ব্রহ্মে বিলীনের ধারণা জন্মিতেছে না ত? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্ম-বিলীন আমাদের (বুদ্ধের) অরূপ বিমোক্ষ (৩য় অধ্যায়ের ৩৭—৪০নং প্যারাগ্রাফে উক্ত বিমোক্ষ) নিব্বান হইতে স্বতন্ত্র কিছু। পালি শব্দ সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করা বুদ্ধানুমোদিত নহে। ভগবান্ "নিব্বান"ই শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদীয় শিক্ষার ভাষাকে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় নিব্বান লিখিলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ গত দোষ ঘটিয়া যায়।* যাহা হউক আমি পালি অনুযায়ী "নিব্বান" শব্দই ব্যবহার করিলাম। (মহাপরিনিব্বান সম্বন্ধে পরিশিষ্টে ১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এই সূত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পাওয়া যাইবে:—

১ম ভাণবারং (অধ্যায়)—রাজা অজাতশত্রু বজ্জী বা লিচ্ছবিদিগকে অভিভূত করিতে গমনোদ্যোগ এবং পরামর্শ গ্রহণের জন্য স্বীয় প্রধান অমাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণকে ভগবৎ সমীপে প্রেরণ, ভগবান্ কর্ত্তৃক রাজা ও প্রজাদের অপরিহানিয়, শ্রীবৃদ্ধিজনক সপ্তবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ, তৎপর ভিক্ষুদিগকে ক্রমান্বয়ে ৭×৫+৬=৪১টি অপরিহানিয় শ্রীবৃদ্ধিজনক ধর্ম্ম দেশনা। শাস্তা ও শারিপুত্রের আলাপ:—অগ্রশ্রাবক শারিপুত্র কর্ত্তৃক স্বীয় সম্প্রসাদ প্রকাশ, সম্প্রসাদ উৎপত্তির কারণ, বুদ্ধগণের অভিসম্বোধির প্রণালী, ধর্ম্মনীতি (ধম্মন্বয়), সম্যকসম্বুদ্ধের অভিসম্বুদ্ধত্ব। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ, তৎ ভাবনার আনিশংস (সুফল), আস্রব চতুষ্টয় পরিত্যাগের উপায়। **পঞ্চশীলাদি শীল** লঙ্ঘনের অপকারিতা এবং শীল প্রতিপালনের আনিশংস, মনুষ্যপথে দেবগণ কর্ত্তৃক গৃহবস্তু পরিগ্রহণ, পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী. দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সম্মানিত হইবার উপায়, ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবানের তরী বিনা গঙ্গানদী পার ও তন্নিমিত্ত উদান (উল্লাস) প্রকাশ।

২য় ভাণবারং (অধ্যায়)—সংসারে সন্ধাবন ও সংসরণের হেতু, আপন আপন সংসার দুঃখ উপশমের উপায়, পরলোকগতদের জ্ঞানগতি, জ্ঞান অভিসম্পরায় বর্ণনা, চতুরপায়-দ্বার রুদ্ধ করিবার হেতু:—ধর্ম্মাদাস, ধর্ম্মপর্য্যায় (বুদ্ধের ৯ গুণ, ধর্ম্মের ৬ গুণ, সঙ্ঘের ৯ গুণ ও শীলে সুপ্রতিষ্ঠা)। ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধদের অনুশাসন:—স্মৃতিশীলতা ও সম্প্রজ্ঞানতা, আম্রপালী গণিকার সত্যপথ গ্রহণ এবং পিণ্ড ও আরামদান, লিচ্ছবী রাজ পরিষদ ত্রয়স্ত্রিংশ দেব-পরিষদের ন্যায় সুশোভিত হইয়া ভগবৎ দর্শনে আগমন, ভগবান্ তত্র তত্র স্থানে বাস করিবার সময় কথিত নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ, বেলুব গ্রামে ভগবানের বর্ষাযাপন ও সাংঘাতিক পীড়া, সমাপত্তির দ্বারা রোগ-মুক্তি, আয়ুষ্মান আনন্দের পরিচর্য্যা, সকলকে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, ধর্ম্মদ্বীপ, ধর্ম্ম শরণ হইবার জন্য আদেশ ও তাহার আনিশংস। ধর্ম্ম-

+ পালিতে "পরি" পূর্ব্বক "নি" উপসর্গের সহিত "বান" শব্দের সমাসে পরিনিব্বান পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

সেনাপতি শারিপুত্র পরিনিব্বান প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ হইতে বিদায় গ্রহণ, শারিপুত্র-জননীর স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্তি, শারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়নের পরিনিব্বান।

৩য় ভাণবারং (অধ্যায়)—চতুর্ ঋদ্ধিপাদ ভাবনার আনিশংস, তথাগতের কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থানের ক্ষমতা প্রকাশ, পরিনিব্বান প্রাপ্তির জন্য মারের প্রার্থনা, ভগবান্ কর্তৃক আয়ুসংস্কার বিসর্জ্জন, তন্নিমিত্ত ভূমিকম্পন, দেবগর্জ্জন, ভগবানের উদান (উল্লাস ধ্বনি), ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের অষ্টবিধ হেতু, অষ্ট পরিষদ, অষ্ট অভিভায়তন, অষ্ট বিমোক্ষ, ভগবান্ কল্পকাল অবস্থানের জন্য আয়ুষ্মান আনন্দের প্রার্থনা, ভগবান্ কর্তৃক প্রতিক্ষেপ, আয়ুষ্মান আনন্দের দোষারোপ করিয়া শোক অপনোদন। সম্মিলিত ভিক্ষুগনকে দেব মানবগণের হিতার্থে লোকানুকম্পার্থে সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয়ধর্ম্মের উল্লেখ করতঃ তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যকরূপে আচরণের আদেশ এবং তিনমাস পরে মহাপরিনিব্বান প্রাপ্তির ঘোষণা।

৪র্থ ভাণবারং (অধ্যায়)—সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্ত্তে সন্ধাবনের হেতু, আপন আপন সংসার দুঃখ উপশমের হেতু, **চারি মহাপ্রদেশ**, স্বর্ণকার পুত্রের সূকরমদ্দব **প্রতিগ্রহ**, তথাগতের আশ্চর্য্য অদ্ভুত ক্ষমতা, সূকরমদ্দব পরিভোগ, সাংঘাতিক পীড়া, কুশীনারাভিমুখে গমন, পথের মধ্যে বিশ্রাম, জলপান, কালম গোত্রজ আলাড় ঋষির শিষ্য মল্লরাজপুত্র পুক্কুসের সহিত ভগবানের আলাপ, পুক্কুসের ভগবৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ, সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ বস্ত্রযুগল দান, ভগবানের দেহ-জ্যোতির অত্যধিক বিকাশ, ককুধা নদীতে স্নান, আম্রবনে বসিয়া চুন্দের দান বর্ণনা, অন্যান্য দান হইতে মহৎফলতর, সমফল, সম বিপাকপ্রদ পিণ্ডপাতদ্বয়ের উল্লেখ এবং তন্নিমিত্ত উদান (উল্লাস ধ্বনি)।

৫ম ভাণবারং (অধ্যায়)—কুশীনারার উপবর্ত্তনে মল্লরাজাদের শালবনে গমন, যমক শাল তরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে মুঞ্চোপরি সিংহ শয্যায় শয়ন, তথাগতের পূজার জন্য শালতরু প্রভৃতি তরুলতার পুষ্পোদ্গম, পুষ্পবৃষ্টি, দিব্যমন্দার পুষ্প ও দিব্য সুগন্ধি চূর্ণ বর্ষণ, তথাগতের প্রকৃত পূজাবিধি, দশ লোক ধাতুর দেব সম্মিলন ও তাঁহাদের রোদন, শ্রদ্ধাবান লোকদের দর্শনীয় সংবেগজনীয় স্থান চতুষ্টয় (চারিটি তীর্থ), তীর্থ ভ্রমণের আনিশংস, স্ত্রীজাতির প্রতি ভিক্ষুদের ব্যবহার বিধি, রাজচক্রবর্ত্তী ও তথাগতের শরীরের প্রতি ব্যবহার বিধি, স্তূপযোগ্য ব্যক্তি, স্তূপযোগ্য হইবার হেতু, আয়ুষ্মান আনন্দের রোদন, ভগবান্ কর্তৃক সান্ত্বনা প্রদান, আনন্দকে অচিরেই অর্হত্ব প্রাপ্তির আশ্বাস দান, আনন্দের গুণব্যাখ্যা, তাঁহার ও রাজচক্রবর্ত্তীর আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত শক্তি, কুশীনারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, মহাসুদর্শনচক্রবর্ত্তী রাজপ্রবর্ত্তী, সপ্তরত্ন, দশবিধ শব্দ, সপরিষদ মল্লরাজগণের রোদন ও তথাগতকে বন্দনা, সুভদ্র পরিব্রাজকের সন্দেহ অপনোদন ও অর্হত্ব প্রাপ্তি।

৬ষ্ঠ ভাণবারং (অধ্যায়)—শাস্তা নির্দ্দেশ, ভিক্ষুদের পরস্পর সম্বোধন বিধি, ছন্ন ভিক্ষুর প্রতি দাতব্য ব্রহ্মদণ্ড, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ উঠাইয়া দিবার কথা, ভগবানের অন্তিম উপদেশ, মহাপরিনিব্বান, তন্নিমিত্ত মহাভূমিকম্প, দেবগর্জ্জন, মহাব্রহ্মা সহম্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ও আনন্দের ভাষিত গাথা, অবীতরাগ ভিক্ষুদের রোদন, বীতরাগ ভিক্ষুদের সম্প্রজ্ঞান ভাবে অবস্থিতি, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের উপদেশ, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক মল্লরাজগণকে তথাগতের মহাপরিনির্বৃতি জ্ঞাপন, মল্লরাজগণ কর্তৃক সপ্তাহ ব্যাপী তথাগতের শরীর পূজা, জানুপ্রমাণ উচ্চ হইয়া দিব্যমন্দার পুষ্পবর্ষণ,

মল্লিকা দেবী কর্ত্তৃক মহালতা আভরণ দান, মুকুটবন্ধন চৈত্যে তথাগতের শরীর আনয়ন, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের আগমন ও তথাগতের পাদ বন্দনা, আপনা আপনি চিতা জ্বলিয়া উঠা, চিতানল নির্ব্বাপণ, বুদ্ধাস্থি পূজা, বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সুভদ্রের ভাষিত উক্তি শ্রবণে ধর্ম্ম-সংবেগ, সঙ্গীতির জন্য ভিক্ষু নির্ব্বাচন, সপ্তরাজার ধাতু যাচ্ঞা, ধাতুর জন্য যুদ্ধের উপক্রম, দ্রোণ ব্রাহ্মণ দ্বারা মীমাংসা, ধাতু বিভাগ, রাজাগণের বুদ্ধাস্থি লইয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে গমন ও বুদ্ধাস্থি নিধান। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ রাজা অজাতশত্রু দ্বারা একস্থানে আশ্চর্য্যজনক ভাবে মহাধাতু নিধান, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রক্ষা, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের বুদ্ধাস্থি অন্বেষণ ও প্রাপ্তি এবং ৮৪ সহস্র স্থানে নিধান। পরিশিষ্টে আরও নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূলের সহিত পালি অর্থকথা ও টীকাকারের মতানুযায়ী অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদ যাহাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছি। অনুবাদে যে সকল ভাব পরিস্ফুট করিতে পারি নাই তজ্জন্য বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য ও পাদটীকা এবং পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্ট যোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার অনভিজ্ঞতা হেতু সুখ বোধ্য হইয়াছে কিনা জানিনা। আমার বঙ্গভাষা ভাষিগণের ইহার দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হইলেও মদীয় শ্রম সার্থক হইবে। যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাদটীকা এবং পরিশিষ্ট সহ পাঠ করিবেন। সাধারণতঃ নাটক উপন্যাস একবার পাঠ করিলে তাহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, কিন্তু আর্য্যসত্য আর্য্য না হইলে বুঝান ও বুঝা দুরূহ ব্যাপার। তদ্ধেতু পুনঃ পুনঃ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং পরম শান্তি পাওয়া যাইবে।

এই সূত্র অনুবাদে আমার চিরসুহৃদ পণ্ডিত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহাশয়ের নিকট আমি সর্ব্বাংশে ঋণী। তাঁহার পরামর্শে আমি ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। তিনি অনুবাদাংশ পরীক্ষা ও সংশোধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মহামুনি পালি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীমান ধর্ম্মাধারস্থবির তত্ত্বভূষণ, সূত্র বিনয়াভিধর্ম্ম বিশারদ ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বিশেষতঃ ইহার সার গর্ভ ভূমিকা লিখিয়া আমার প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতেও উপকৃত। শ্রীশ্রীযুক্ত কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম, এ, মহোদয় গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন ও প্রবীণ অবসর প্রাপ্ত সুযোগ্য সাব্‌ডেপুটী কালেক্টার, ধর্ম্মপ্রাণ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান মহোদয় এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাঙ্গামাটী গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজি স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতকুমার দেওয়ান বি, এ, মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্ব্ববিষয়ে আন্তরিকতার সহিত সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ ছাপান আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ সহরে অবস্থান সময়ে আমার আহার বিহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। ভগবান্ তাঁহাদের উন্নতি ও সুখ শান্তি বিধান করুন ইহা ভগবৎ সমীপে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অন্যতম ভিক্ষু শ্রীমৎ অনোমদর্শী সূত্র বিশারদ ইহার প্রথম কয়েক ফর্ম্মার প্রুফ্ সংশোধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান জ্ঞানজ্যোতিঃ স্থবির বিনয়বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত), ভিক্ষু শ্রীমান সুবিমল বিদ্যারত্ন ও শ্রীমান প্রিয়দর্শী ভিক্ষু ইহা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। শ্রীমান চারুজীবন বড়ুয়া আমার নির্দ্দেশানুযায়ী পাঁচখানা ছবি সম্পাদন করিয়া দিবার ভার লইয়াছিল কিন্তু তাহার অনবসর বশতঃ শ্রীশ্রীভগবানের পরিনিব্বান শয্যায় শায়িত ছবিখানা মদীয় খরচে ১০ মাসে অঙ্কিত করায়, অবশিষ্ট ছবিগুলি সংযোজিত করিতে পারিলাম না। যদি জীবনে কুলায় বারান্তরে অবশিষ্ট ছবিগুলিও করাইয়া দিবার বাসনা রহিল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ছবিখানা সিলোনী ছবি হইতে এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের ছবিখানা সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে যে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে রাজানগর রাজাভুবন এম, ই, স্কুলের সম্পাদক, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন দেওয়ান, হেডম্যান এবং আরও বহু সদাশয় ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইহার মুদ্রণ উপলক্ষে চট্টগ্রাম সহরে অনেকবার আমাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি :—রাঙ্গুনীয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বড়ুয়া ও তৎ সহধর্ম্মিনী শ্রদ্ধাবতী শ্রীমতী সারদাকুমারী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম সহরের সওদাগর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু বরদাচরণ বড়ুয়া এবং আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শান্তশীল বড়ুয়ার শ্রদ্ধাবতী সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী শান্তিলতা বড়ুয়া সহরে আসা যাওয়ার সময় অন্ন পানীয় দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদের প্রত্যেকের মঙ্গল বিধান করুন।

প্রবর্ত্তক প্রেসের ও দোকানের মেম্বারগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহন চৌধুরী মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে ও অমায়িক ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে আমার নিকট অতি আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। আরও শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চৌধুরী মহোদয় আমার প্রদত্ত ছবিগুলি উৎসাহের সহিত যত্ন সহকারে স্বল্প টাকায় ব্লক করাইয়া দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই
বুদ্ধাব্দ ২৪৮৫, খৃঃ অঃ ১৯৪১

শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির
রাজবিহার, রাজানগর।
চট্টগ্রাম।

মর্ম্মবাণী।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর অমূল্য রত্নের আকর "মহাপরিনিব্বান সুত্তং" অর্থাৎ তথাগতের অন্তিমাবদান মূল পালির সহিত সঠিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম।

প্রেসের কবল হইতে বই উদ্ধার করিতে কত যে যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, অবশ্য যাঁহারা ভুক্ত-ভোগী তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন। প্রথমে চট্টগ্রামের মিণ্টো প্রেসে ইহার মুদ্রাঙ্কণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, এই প্রেসে ৬ মাসে ৭ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। উক্ত প্রেস ওয়ালার ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে অবশেষে প্রবর্ত্তক প্রেসের শরণ লইতে বাধ্য হই। তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ পুস্তকটীর মুদ্রাঙ্কণে বিশেষ মনোযোগ দিয়া নয় মাসে সপ্তবিংশতি ফর্ম্মা ছাপিয়া দিয়াছেন।

মুদ্রণের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন যন্ত্রের কত দূর কৃতিত্ব পাঠক মহোদয়েরাই তাহার বিচার করিবেন। নিজের অজ্ঞতা, অনবধানতা ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, তদুপরি মুদ্রাকরের ত্রুটি ইত্যাদি কারণে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি অনেক ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। ভ্রম গোপন না রাখিয়া প্রদর্শন করা সঙ্গত এই বিশ্বাসে মুদ্রণের পর যে সকল ভ্রম আমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছে সে গুলির জন্য শুদ্ধি পত্র যোগ করিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয়েরা একটু কষ্ট স্বীকার করতঃ অগ্রে সংশোধন করিয়া লইলে পাঠের সুবিধা হইবে। যদি কাহারো চক্ষে গ্রন্থের স্থান বিশেষে আরও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।

বাঙ্গালা অক্ষরে পালির সংযুক্ত অক্ষর প্রেসে না থাকায় এবং বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এবং ল ও ল় (al) এর কোন বিভিন্নতা না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। হসন্ত দিয়া সংযুক্ত অক্ষরের কার্য্য সারিতে হইয়াছে। বর্গীয় ব এর পার্শ্বে বিন্দু এবং ৰ এই চিহ্নিত ব দিয়া একা বর্গীয় ব এর কার্য্য সারা হইয়াছে কিন্তু সংযুক্ত ব (ব্ব) অন্তঃস্থ ব এর ন্যায় রহিয়াছে। ল এবং ল় (al) এর কোন বিভিন্নতা দেখাইতে পারি নাই। আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অবশ্য পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন আশা করি। ল এবং ল় এর বিভিন্নতা বুঝা পাঠক বর্গের জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিবে। ইতি—

গ্রন্থকার।

ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক অক্ষর

ইঃ—ইংলিশ অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক। সীঃ—সিলোনী অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক। বঃ—ব্রহ্মা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক। অঃ—দীঘনিকায়ের অর্থ কথা। টীঃ—দীঘনিকায়ের টীকা।

রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, বিনয় বিশারদ।

ভূমিকা

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

মহাপরিনিব্বান সুত্রের ভূমিকা লিখিবার আদেশ পাইয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে গ্রন্থে গ্রন্থকারের মর্ম্মবাণী, গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থ শেষে সুবিস্তীর্ণ সারগর্ভ পরিশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার উপর আবার ভূমিকার সার্থকতা কি? বুঝি না। তথাপি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

মহাপরিনিব্বান সুত্রে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের শেষ দেড় বৎসরের জীবন-কাহিনী সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিকরূপে আলোচিত হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬২৪ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের ও অগ্রমহিষী মহামায়া দেবীর পুত্ররূপে কুমার গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে জীবের জরা, ব্যাধি ও মরণ দুঃখের অপনোদন মানসে তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৮৯ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় উরুবেলার বোধিদ্রুম মূলে তিনি বোধিজ্ঞান বা সিদ্ধিলাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণিগণের দুঃখ মোচনের জন্য পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন দেশে তাঁহার নবাবিষ্কৃত ধর্ম্ম প্রচার করেন। বর্ষাঋতুতে তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। ১ম বর্ষা বারাণসীর ঋষিপতনে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষা রাজগৃহে; ৫ম বর্ষা বৈশালীর মহাবনে; ৬ষ্ঠ বর্ষা মুকুল পর্ব্বতে; ৭ম বর্ষা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে; ৮ম বর্ষা শুংসুমার গিরে; ৯ম বর্ষা কৌশাম্বীতে; ১০ম বর্ষা পারিলেয়্যবনে; ১১শ বর্ষা নালা-ব্রাহ্মণ গ্রামে; ১২শ বর্ষা বৈরঞ্জ-ব্রাহ্মণ গ্রামে; ১৩শ বর্ষা চালিয় পর্ব্বতে; ১৪শ বর্ষা শ্রাবস্তীর জেতবনে; ১৫শ বর্ষা কপিল বস্তুতে; ১৬শ বর্ষা আলবী নগরে; ১৭শ বর্ষা পুনঃ রাজগৃহে; ১৮শ, ১৯শ বর্ষা পুনঃ চালিয় পর্ব্বতে; ২০শ বর্ষা পুনঃ রাজগৃহে; ২১শ হইতে ৪৪শ বর্ষা পুনঃ শ্রাবস্তীতে; (তন্মধ্যে বিশাখা প্রদত্ত পূর্ব্বারামে ৬ বর্ষা এবং অবশিষ্ট অনাথ পিণ্ডদের জেতবনে) অবস্থান করেন। ৪৫শ বর্ষা বেলুবগ্রামে যাপন করেন। তখন স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ মুক্তির উপায় উপদেশ করিতেন। এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসরের বিচিত্র কর্ম্মজীবনের বিবরণী মানব কল্যাণের জন্য ত্রিপিটকে সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্ষাব্রত উদ্‌যাপিত হইলে, সর্ব্বদা তিনি জগতের প্রতি অনুকম্পা পূর্ব্বক বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, দেব-মনুষ্যের উপকারের জন্য, সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভিক্ষুগণকে নির্দ্দেশ দিতেন; এবং স্বয়ং একদিকে প্রচারার্থ বাহির হইয়া পড়িতেন। ভগবান্ মহাকারুণিক বুদ্ধ এবার চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষা সমাপন করিয়া কার্ত্তিক পূর্ণিমার পর পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রাবস্তী হইতে বহির্গত হইলেন। যথাক্রমে রাজগৃহে পৌছিলেন। তাঁহার রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে

অবস্থিতির সময় বক্ষ্যমান মহাপরিনিব্বান সুত্র দেশনা আরম্ভ হয়। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়—ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। তখন মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজি বা বজ্জীরাজ্য আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই অভিযান সম্বন্ধে ভগবানের অভিমতের জন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে ভগবৎ সমীপে পাঠাইলেন। মহারাজের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ভগবান্ আনন্দ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে সপ্ত অপরিহানিকর নীতি বজ্জীদের মধ্যে প্রতিপালিত হয় কিনা? প্রত্যুত্তরে আনন্দ স্থবির বলিলেন, "প্রভু! তাঁহারা ইহা সযত্নে প্রতিপালন করেন।" ভগবান্ পুনর্ব্বার বলিলেন, "উঁহাদের এক এক নীতি পালনে তাঁহাদের পরাজয় অসম্ভব, সপ্তনীতির কথা কি!" এই উপদেশ কেবল গণতন্ত্র মূলক বজ্জীদের মঙ্গলের জন্য প্রযোজ্য নহে। ইহা সমগ্র মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যশালী হইয়া স্বাধীন-জীবন-যাপন করিতে হইলে এই নীতিগুলি মানব সমাজের অপরিহার্য্য পালনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে বিবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন।

ভগবান্ রাজগৃহ হইতে "আম্রলট্‌ঠিকায়" (বর্ত্তমান 'মিগার'? জিলা পাটনা) উপনীত হইলেন। তথায়ও ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তথা হইতে নালন্দায় (বর্ত্তমান "বড়গাঁও" জিলা পাটনা) গমন করিলেন। স্থানীয় প্রবারিক আম্রকুঞ্জে সারিপুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও আলাপ হয়। এই আলাপ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত দেখা যায়। কাহারো মতে সারিপুত্র ৪২৭ বিক্রম পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের কার্ত্তিক পূর্ণিমায় ও মোগ্‌গল্লায়ন তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীতে পরিনিব্বান লাভ করেন। সুতরাং সারিপুত্রের সাক্ষাৎকার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু অট্‌ঠকথা আচার্য্যের মত যে বেলুবগ্রামে শেষ বর্ষাবাস সমাপন করিয়া ভগবান্ আগতমার্গে পুনঃ শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এই গমনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী পিটকের অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয়। ঐ বৎসরের কার্ত্তিক পূর্ণিমায় ও পরবর্ত্তী অমাবস্যায় সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লায়ণের পরিনিব্বান ঘটে। কাজেই নালন্দায় সারিপুত্র ও ভগবানের আলাপ হওয়া স্বাভাবিক।

ভগবান্ সশিষ্যে নালন্দা হইতে পাটলিগ্রামে (পাটনা) আসিয়া পৌছিলেন। তথাকার আবসথাগারে (অতিথিশালায়) তাঁহাদের বাসস্থান নির্ব্বাচিত হইল। এখানে সমবেত জনতাকে শীলভঙ্গের পরিণাম ও শীল প্রতিপালনের পুরস্কার বর্ণনা করেন। তখন সুনীধ ও বর্ষকার নামক মগধরাজের মন্ত্রীদ্বয় বজ্জীদের আক্রমণ নিবারণকল্পে পাটলিগ্রামে এক নগর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভগবান্ পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম হইবে। কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্ব্বিবাদ দ্বারা ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে।" মন্ত্রীদ্বয় সশিষ্যে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়া নগর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করিলেন। ভগবান্ গৌতমের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত করিয়া যেই দ্বারে তিনি গমন করেন উহার নাম "গৌতমদ্বার" এবং যেই ঘাট দিয়া তিনি গঙ্গা পার হইলেন, উহার নাম "গৌতমতীর্থ" করা হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভগবান্ কোটিগ্রামে উপনীত হইয়া তথায় আর্য্যসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। আর্য্যসত্য বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্থানে, নানা ছন্দ-বন্ধে কেবল এই আর্য্যসত্যই দেশনা করিয়াছেন, "চতুসচ্চবিনিম্মুত্তং নাম ধম্মং নত্থি" অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপিটক চারি আর্য্যসত্যের বিস্তৃত বর্ণনা মাত্র। আর্য্যসত্য দর্শনে অনেকে মনে করেন, "বৌদ্ধধর্ম্ম কি কেবল দুঃখবাদ?" বৌদ্ধধর্ম্মে—দুঃখের স্বরূপ, দুঃখোৎপত্তির নিদান, দুঃখোপশম এবং দুঃখোপশমের উপায় বা কার্য্যকরী পন্থা প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুঃখবাদ নহে, বলা যাইতে পারে ইহা—দুঃখান্তবাদ—দুঃখোপশমবাদই। রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য ও আরোগ্যের উপায়, আয়ুর্ব্বেদ এই চারি অংশে বিভক্ত। যদি কোন ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদকে রোগবাদ বলেন, তবে নিশ্চয় তিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সুবিচার করিতেছেন না অথবা তৎসম্বন্ধে স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই দিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন।

নাতিকায় (রত্তি পরগণা, জিলা মজঃফরপুর) আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর রহস্যোদ্‌ঘাটন করেন এবং "সত্যের মুকুর" নামক ধর্ম্মপর্য্যায় দেশনা করেন। মুকুর গ্রহণে যেমন স্বীয় মুখাবয়ব প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এই আদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই সেইরূপ নিজ নিজ ভবিষ্যত গতি সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয় হইতে পারে।

বৈশালীতে আগমন করিয়া চারি স্মৃত্যুপস্থান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। তথাকার আম্রপালী গণিকা ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল। প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে স্বীয় আম্রকুঞ্জ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্প্রদান করিল। বৈশালী হইতে ভগবান্ শিষ্যগণসহ বেলুবগ্রামে পৌঁছিয়া তথায় বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বর্ষাবাস। বর্ষাবাসের মধ্যে তিনি সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন। স্মৃতি ও সহিষ্ণুতার সহিত এ-যাত্রায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পূজনীয় আনন্দ ভগবানের রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা এবং আরোগ্য হেতু স্বস্তি নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সহাস্য বদনে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আনন্দ! ভিক্ষুসঙ্ঘ আমা হইতে আর কি প্রত্যাশা করে! যাহা শিক্ষা দেওয়ার দিয়েছি, গোপন কিছু রাখি নাই। ভিক্ষুসঙ্ঘ আমাকেই পরিচালনা করিতে হইবে সে নেতৃত্বের দাবী বুদ্ধেরা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে ভিক্ষুদিগকে কে পরিচালনা করিবেন সে আশঙ্কাও আর তাঁহাদের থাকে না। আনন্দ! আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশরণ হও। স্বীয় মুক্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিও না। ধর্ম্মদ্বীপ ও ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া বিহরণ কর।"

বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস সমাপন করিয়া আগতমার্গে পুনঃ শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র পরিনিব্বানের জন্য বিদায় নিলেন। সে দৃশ্য বড়ই করুণ! বড়ই হৃদয় বিদারক। ভগবান্ জেতবন হইতে রাজগৃহে আগমন করিলেন। তথায় মোগ্‌গল্লায়নেরও পরিনিব্বান হয়। উভয় শ্রাবকের ধাতু চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গা ও উক্কাচেল হইয়া পুনঃ বৈশালীর মহাবনে আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিবরণীটুকু মূল সূত্রে উল্লেখিত হয় নাই; পিটকের অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে বেলুবগ্রাম হইতে বৈশালীতে আগমনের কোন

সাড়াও আমরা মূল সূত্রে পাই না। অথচ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই বৈশালীতে তথাগত পিণ্ডাচরণে নিরত। এই সম্বন্ধ ছেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমাদের বিবেক স্বতঃই অট্ঠকথার প্রমাণ নির্ব্বিবাধে মানিয়া লইতে আমাদিগকে বাধ্য করে।

তৃতীয় অধ্যায়—ভগবান্ বুদ্ধ বৈশালীর চাপাল-চৈত্যে অবস্থান করিতেছেন। মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত্রি। মারের অনুরোধে তিন মাস পরে তিনি পরিনিব্বানের ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। আনন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথাগত ভূমিকম্পের আট প্রকার কারণ বর্ণনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আট প্রকার পরিষদ ও আট প্রকার ধ্যান সম্পর্কিত আলোচনা করিলেন। আনন্দ তথাগতের পরিনিব্বান সঙ্কল্প অবগত হইয়া বহুজনের হিত সুখার্থে কল্প বা কল্পাবশিষ্টকাল অবস্থান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ দৃঢ়তার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বৈশালীস্থ সকল ভিক্ষুকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে আমি সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছি। উহা শিক্ষা করিয়া আচরণ করিবে, অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করিবে, স্বীয় জীবনে প্রতিভাত করিবে, তাহা হইলে এই শাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ভিক্ষুগণ! জাগতিক সমস্ত পদার্থই অনিত্য। অপ্রমত্তভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন কর। তথাগত অচিরে তিনমাস পরে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন"।

"পরিপক্ক আয়ু মম স্বল্পকাল এ'জীবন,
ত্যজিব সবায়, আত্ম-নিষ্ঠা করেছি গঠন।"

চতুর্থ অধ্যায়—ভগবান্ বৈশালীতে যথাভিরুচি অবস্থান করিয়া ভণ্ড গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বৈশালীর দিকে নাগদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বলিলেন, "আনন্দ! বৈশালীর প্রতি তথাগতের এই অন্তিম দর্শন।" ভণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আর্য্য-শীল, আর্য্য-সমাধি, আর্য্য-প্রজ্ঞা ও আর্য্য-বিমুক্তি উপলব্ধি করিতে ও প্রতিবেধ করিতে অসমর্থ হেতু আমার ও তোমাদের দীর্ঘকাল সংসারে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এখন তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভবনেত্রী ক্ষীণা হইয়াছে। অতঃপর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।" দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর্য্য-সত্য অদর্শন হেতু আমাদের সংসার ভ্রমণের অবসান হয় নাই, বলা হইয়াছে। এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির অদর্শন হেতু সংসার ভ্রমণ বলা হইতেছে। ইহারা আর্য্য-সত্যের চতুর্থ সত্য মাত্র। সত্য-চতুষ্টয়ের প্রত্যাক্ষানুভূতি যুগপৎ বা এক সঙ্গে হইয়া থাকে। কাহাকে বাদ দিয়া কাহারো জ্ঞান জন্মে না।

তৎপর ভগবান্ হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম ও জম্বুগ্রাম হইতে ভোগনগরে আসিলেন। তথায় চারি মহাপ্রদেশ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এতদ্দ্বারা শাস্তা আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, কাহারো বাক্য বা মত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মান্য কিংবা অমান্য করিতে নাই। উহা ধর্ম্ম বিনয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যদি ধর্ম্ম বিনয়ের অনুকূল হয় তবে মান্য করিবে অন্যথা প্রত্যাখ্যান করিবে। কালাম সূত্রে ভগবান্ আরো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "কোন ধর্ম্ম বা দার্শনিক মত—তাহা যত বড় পণ্ডিতের উপদিষ্ট বা সমর্থিত হোক, যত অধিক সংখ্যক লোকের সম্মানিত ও

আচরিত হোক, এমন কি তোমাদের পিতা পিতামহ পরম্পরায় প্রতিপালিত হউক না কেন? ততক্ষণ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না; যতক্ষণ ঐ মত তোমার বিবেকের সহিত যাচাই করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পার নাই"। এত বড় উদারতা, বেত্তার স্বাধীন বিবেকের প্রতি সম্মান দান জগতের অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় করিতে পারে নাই। এইভাবে মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগনগরস্থ আনন্দ-চৈত্যে ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ করিলেন, "শীল পরিভাবিত সমাধি, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।"

ভোগনগর হইতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যহারে পাবায় আসিলেন, স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের আম্রকুঞ্জে। চুন্দ এ সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল। উত্তম খাদ্য ভোজ্যসহ প্রচুর "সূকরমদ্দব" দ্বারা দানকার্য্য সম্পাদন করিল। কেবল ভগবানই "সূকরমদ্দব" গ্রহণ করিলেন। এই "সূকরমদ্দব" সম্বন্ধে অট্‌ঠকথার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। কাহারো মতে "শূকর মাংস" ও কাহারো মতে "রসায়ন"। আমাদের গ্রন্থকার মহোদয় শেষোক্ত অর্থই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও বলাধানের জন্য এই জাতীয় পথ্য ব্যবহৃত হইত। সহগামী ভিক্ষুদের কেহ তেমন বয়স্ক ছিলেন না, সুতরাং বয়সের অনুপাতে অযোগ্য হইবে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। অন্যথা বিনয়ানুমোদিত লব্ধ মাংস ভিক্ষুদের অখাদ্য নহে। যে দ্রব্যকে অধুনা আমরা মাংস বলি, প্রাক্ বৌদ্ধযুগ হইতেও উহাকে মাংস বলা হইত। তদানীন্তন পালি, সংস্কৃত সাহিত্যে উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে সোজা মাংস না বলিয়া "মদ্দব" বলার সার্থকতা দেখি না। বিশেষতঃ মাংসের পরিবর্ত্তে মদ্দব ব্যবহার পালি সাহিত্যে অন্যত্র বিরল। চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কতগুলি ঔষধ আছে, যাহার নামের সহিত অর্থের কোন সঙ্গতি নাই। যেমন—"গবপান", "মকরধ্বজ"। "মকরধ্বজ" এই বহুব্রীহি সমাসান্ত পদের অভিপ্রেত ঔষধের সহিত মকর কিংবা ধ্বজের কোন সম্পর্ক নাই। "সূকরমদ্দব" সম্বন্ধে সে ন্যায় প্রযোজ্য। ভোজনান্তে ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশে চুন্দকে সুপ্রসন্ন করিলেন। এই পাবাতেই তাঁহার সাংঘাতিক রক্তামাশয় দেখা দিল। মরণান্তিক বেদনা অসীম ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়া তিনি আনন্দসহ কুশীনারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর শ্রান্তি বিনোদনার্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া জলপান করিলেন। আলাড় কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুসের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। পুক্কুস স্বীয় গুরুদেবের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "প্রব্রজিতেরা ধ্যানস্থ হইয়া কি গভীর শান্তিতে অবস্থান করেন! পার্থিব জনরব, শকটশব্দে তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হয় না।" ভগবান্ বলিলেন, "আতুমা নগরে একদিন বৃষ্টিবাদল, কলকল জলনাদ, এমন কি বজ্রধ্বনি ও কোলাহলে আমার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।" এই তুলনা মূলক আলোচনা শুনিয়া পুক্কুস ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইল, এবং পূর্ব্ব ধর্ম্মমত পরিহার পূর্ব্বক ত্রিশরণাগত উপাসক হইল। সম্ভবতঃ শরণাগত উপাসকদের মধ্যে মল্লপুত্র পুক্কুসই ভগবানের অন্তিম মন্ত্রশিষ্য।

ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ককুধা নদীতে গমন করিলেন। তথায় স্নান ও জলপান করিয়া নদীতীরস্থ আম্রকুঞ্জে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন, "আনন্দ! দ্বিবিধ অন্ন মহাফলপ্রদ। যেই অন্ন

আহার করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, এবং যেই অন্ন আহার করিয়া অনুপাদিশেষ নিব্বানে নির্ব্বাপিত হইবেন। ইহা স্বর্ণকার পুত্র চুন্দকে বলিও।” পাবা হইতে কুশীনগর দেড় যোজন মাত্র। ভগবান্ মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় পৌঁছিলেন কুশীনগরে। পথের মধ্যে তাঁহাকে অনেকবার বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়—হিরণ্যবতী নদীর অপরতীরে কুশীনারা উপবর্ত্তন-মল্লদের শালকুঞ্জ। তথায় যুগ্মশাল বৃক্ষমূলে সুসজ্জিত মঞ্চে সিংহ শয্যায় তথাগত শয়ন করিলেন। এখানে তথাগতের পরম পূজা, শ্রদ্ধাবানগণের দর্শনীয়ও সংবেগজনক চারি তীর্থস্থান, নারীজাতির সহিত ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবহার বিধি, তথাগতের শরীর সংকারের বিধি, স্তূপের যোগ্যব্যক্তি ও তাহার কারণ, আনন্দকে সান্ত্বনা দান, জগতের সব কিছু অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল এ সকল বিষয় উপদেশ প্রদান করেন। কোন হিতৈষী পিতা যেমন ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য পুত্রগণকে নানাভাবে উপদেশ দেন, তথাগতের এই উপদেশবাণী ও তদ্রূপ কালোপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী। তৎপর আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ! তুমি মহাপুণ্যবান। মহোদ্যমে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। অচিরেই আস্রবমুক্ত অরহত হইবে।” ভগবান্ এই প্রসঙ্গে আনন্দের সেবা, সময়ের সদ্ব্যবহার, জ্ঞান এবং রাজচক্রবর্ত্তীর মত চতুর্ব্বিধ অত্যাশ্চর্য্য গুণ সম্বন্ধে প্রশংসা করিলেন।

আনন্দ ভগবানকে চম্পা প্রভৃতি মহানগরীতে পরিনিব্বানের প্রার্থনা জানাইলেন। তদুত্তরে ভগবান্ কুশীনগরের প্রাক্তন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। মল্লরাজগণ তথাগতের আসন্ন পরিনিব্বান-বার্ত্তা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া শেষ বারের মত দর্শন ও বন্দনা করিলেন। অনন্তর সুভদ্র নামক এক সন্ন্যাসী স্বীয় সংশয় অপনোদনের জন্য তথাগতের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে তদানীন্তন ছয়জন প্রসিদ্ধ শাস্তার প্রচলিত ধর্ম্মমতে তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী কিনা? ভগবান্ বলিলেন, “সুভদ্র! সেকথা রাখিয়া দাও; এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নাই। পরের ধর্ম্মমত তাহাদের প্রত্যক্ষ সত্য কি কল্পিত এ আলোচনায় কাহারো চিত্ত-শুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যেখানে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ দুঃখ নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় নাই; সেখানে কাহারো নিব্বান মুক্তি ঘটে না। ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ সম্যকরূপে বিহরণ করিলে জগৎ কখনো অরহদ্বিহীন হইবে না।” প্রসন্নচিত্তে সুভদ্র ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা ও অরহত্ব লাভ করিলেন। ইনিই ভগবানের অন্তিম সাক্ষাৎ ভিক্ষু-শিষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বৈশাখী পূর্ণিমা। নিশি অবসান প্রায়। পূর্ণচন্দ্র পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণমালা নিদাঘক্লিষ্ট প্রকৃতির উপর শেষ অমিয়ধারা বর্ষণ করিতেছে। অদূরে হিরণ্যবতী নদী, স্বাভাবিক ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া গতিশীল জীবনের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুম সুবাস বহন করিয়া মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোল সমস্ত শালকুঞ্জকে আমোদিত করিতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাগুলি মিঠিমিঠি জ্বলিতেছে। সমবেত জনতা এক চরম মূহূর্ত্তের অপেক্ষায় উৎসুক নেত্রে সমাসীন। নিস্তব্ধ ধরণী। সহসা নিস্তব্ধ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনিত হইল, “আনন্দ, তথাগতের অবর্ত্তমানে তোমরা মনে করিও না—‘আমাদের শাস্তা নাই, আমাদের শিক্ষাগুরু অন্তর্হিত হইয়াছেন।’ তথাগত যে ধর্ম্ম

বিনয় তোমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই তোমাদের শিক্ষাগুরু। তথাগতকে তোমরা যেরূপে সম্মান ও সম্বোধন করিতে, অতঃপর কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সেরূপ করিবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রয়োজন বোধে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ অথবা আর্য্যমার্গ সম্বন্ধে কাহারো কোন সংশয় থাকিলে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার।" সকলেই নীরব রহিলেন। কারণ তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠও স্রোতাপন্ন ছিলেন। ভগবান্ পুনরায় বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! যৌগিক পদার্থ মাত্রেই ভঙ্গুর, ক্ষয়শীল। অপ্রমত্তভাবেই স্বকার্য্য সম্পাদন কর।" ইহাই তথাগতের অন্তিমবাণী।

অতঃপর তিনি নীরব, ধ্যান পরায়ণ হইলেন। ধ্যানের স্তরের পর স্তরে অধিরোহণ করিয়া সব আনুপূর্ব্বিক বিহারের সর্ব্বোচ্চতম সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন হইলেন। এই ধ্যানে মগ্ন হইবার সময় প্রথম বাক্-সংস্কার অর্থাৎ বিতর্ক-বিচার, তৎপর কায়-সংস্কার অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস, অতঃপর চিত্ত-সংস্কার অর্থাৎ সংজ্ঞা-বেদনা প্রভৃতি সমুদয় চিত্ত-বৃত্তিসহ চিত্ত সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় মৃতদেহের সহিত ধ্যান পরায়ণ যোগীর আয়ু এবং দৈহিক উষ্ণতা ব্যতীত বাহ্যিক কোন বৈষম্য প্রতীয়মান হয় না। এইজন্য পূজনীয় আনন্দ স্থবির প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু অনুরুদ্ধ! ভগবান্ কি পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন?" তদুত্তরে অনুরুদ্ধ বলিলেন, "না বন্ধু! তথাগত সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্ন হইয়াছেন।"

ভগবান্ আবার নিরোধ সমাপত্তি হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত সংস্কার স্পন্দন দিল, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইল এবং ক্রমান্বয়ে ধ্যানের নিম্নস্তরে অবরোহণ করিতে করিতে সর্ব্বশেষে বাক্-সংস্কার উৎপন্ন হইল প্রথম ধ্যানে আসিয়া। তথা হইতে পুনঃ ক্রমশঃ চতুর্থ ধ্যান পরায়ণ হইলেন। চতুর্থ ধ্যান হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধ্যানাঙ্গ ও তৎসম্প্রযুক্ত অন্যান্য সংস্কার সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিলেন। এই প্রত্যবেক্ষণ ব্যাপার কামাবচর ত্রিহেতুক ক্রিয়া জবনের কাজ। ইহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ অবিপাকী সক্রিয় অংশ। মরণাসন্ন জবন ক্রিয়া সমাপনের অনন্তর পর নিষ্ক্রিয় ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হইল।

পটিসন্ধি ভবঙ্গঞ্চ তথা চবন মানসং,
একমেব তথেবেক বিসয়ঞ্চেক জাতিয়ং। (অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ)

অর্থাৎ একজন্মে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি-চিত্ত সমজাতিয় চিত্তই হয়। উহাদের (কৃত্য স্বতন্ত্র হইলেও) অবলম্বনীয় বিষয় একই থাকিবে। এই সকল চিত্ত প্রাক্তন জীবনের সক্রিয় অংশের নিষ্ক্রিয় ফলরূপে উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়। তদ্ধেতু ইহাদিগকে জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ বলা হয়। সকল প্রাণীর মৃত্যুই ভবাঙ্গ জাতীয় চিত্তে ঘটে। ভবাঙ্গই চ্যুতিচিত্তরূপে মরণ কৃত্য সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের আয়ু সংস্কার নিঃশেষ হইল। অনাদি জীবন প্রবাহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল। তিনি অনুপাদিশেষ নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হইলেন।

ভগবানের পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল। পূজনীয় অনুরুদ্ধ সমবেত জনতার মধ্যে পরিনিব্বান ঘোষণা করিতে গিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! প্রস্থিতচিত্ত তথাগতের এখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস নাই। তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধ—মুনি অনুপাদিশেষ নিব্বান-শান্তি উপলক্ষে কালক্রিয়া

করিয়াছেন। অহো, তিনি অসঙ্কোচিতচিত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। প্রদীপ নির্ব্বাণের মত তাঁহার চিত্তের বিমোক্ষ হইল।" এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৪ অব্দে সংঘটিত হয়।

এই ঘোষণাবাণীতে আমরা নিব্বানের অবস্থা সম্পর্কে কতকটা আভাস পাই। প্রদীপ জ্বলিতেছে। সলিতা উহার আসন্ন এবং প্রধান কারণ, তৈল অপরিহার্য্য সহকারী। তৈলের অভাব ঘটিলে সলিতা অধিকক্ষণ দীপ-শিখা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে না। প্রদীপ আপনাআপনি নিভিয়া যায়। এই দীপ-নির্ব্বাণের সহিত জীবন নিব্বানের সুন্দর সাদৃশ আছে। তদ্ধেতু শাস্ত্রে এ জাতীয় উপমা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

উত্থান পতনের মধ্য দিয়া ভাব-অভাবময় জীবন-প্রদীপ জ্বলিতেছে। ইহা তিন প্রকার বস্তুর সাহচর্য্যে জ্বলিয়া থাকে। প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি বা কার্য্য-কারণ তত্ত্বের ভাষায় ইহাদের নাম ক্লেশবৃত্ত, কর্ম্মবৃত্ত ও বিপাকবৃত্ত। বিপাকবৃত্ত আমাদের দৃশ্যমান জীবন বা কার্য্যাংশ। কর্ম্মবৃত্ত বিপাক উৎপাদক আধ্যাত্মিক শক্তি বা কারণ। ক্লেশবৃত্ত কর্ম্মকে সতেজ রাখিয়া বিপাক উৎপাদক্ষম রাখে।

এবং কম্মে বিপাকে চ বিজ্জমানে সহেতুকে,
বীজ রুক্খাদিকানং ব পুব্ব কোটি ন ঞায়রে।

অর্থাৎ বীজাঙ্কুর ন্যায়ের মত ক্লেশ-যুক্ত কর্ম্ম, তদুৎপন্ন বিপাকের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলে, জীবন প্রবাহের পূর্ব্বতম সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। এইরূপে ইহা অনাদিকাল হইতে লক্ষ্যহীন অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কার্য্য-কারণের সমন্বয় প্রবাহ অনাদি এবং অনন্ত হইলেও (সাদ্যান্ত হেতুহি তাদী ফলমুপজায়তে) আদিও অন্তবান কারণ হইতে তদনুরূপ কার্য্যই উৎপন্ন হইতেছে। এবং ক্লেশের তারতম্য হেতু কর্ম্ম উন্নত কিম্বা অনুন্নত হইলে বিপক্কমান জীবন-প্রবাহ উন্নত কিংবা অবনত হয়। জীবের বিভিন্ন গতি ও অবস্থাই ইহার প্রমাণ। ইহাকে উন্নত কিংবা অবনত করিবার অধিকার যেমন আমাদের নিজস্ব, নির্ব্বাপিত করিবার ক্ষমতাও আমাদের হাতে। যদি কেহ আপন জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিতে প্রয়াসী হন, তবে তাঁহাকে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষাগুরুর আদর্শ অনুশরণ করিয়া দুঃখোপশমকারী আষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা দ্বারা ক্লেশ বিধ্বংস করিতে হইবে। যখন ক্লেশ ধ্বংস হয়, যোগী তখন ক্লেশ নিব্বানে অর্থাৎ সোপাদিশেষ নিব্বানে নির্ব্বাপিত হন। এইখানেই তৈল হইতে সলিতাকে পৃথক করার মত ক্লেশ হইতে কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করা হইল। তৎপূর্ব্বে সলিতায় যে তৈল সঞ্চিত ছিল, উহা নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত দীপশিখার স্বরূপ উপলব্ধির ন্যায়, আরব্ধ কর্ম্মশক্তির অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবন-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। তদ্ধেতু ভগবান্ বুদ্ধ ৯২ পৃষ্ঠায় স্বীয় নিব্বান ঘোষণা করিয়াও পুনঃ পরিনিব্বানের জন্য কুশীনগরে উপনীত হইলেন। বোধিমূলে ক্লেশ-নিব্বান হয়। মল্লদের শালকুঞ্জে স্কন্ধ বা বিপাকবৃত্তের নিব্বান হইল। ইহারই নাম অনুপাদিশেষ নিব্বান।

"যাঁহাদের পুরাতন কর্ম্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, নূতন উৎপন্ন হয় না; যাঁহারা ভাবীজন্ম ধারণে নিবৃত্ত হইয়াছেন সেই তৃষ্ণাহীন ক্ষীণবীজ অরহতগণ দীপ নির্ব্বাণের মত পরিনির্ব্বাপিত হন।" (রত্নসূত্র, সূত্র নিপাত।)

"ভিক্ষুগণ! এমন অবস্থা চির বিদ্যমান, যাহাতে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানাদি নাই। উহা ইহলোক, পরলোক, চন্দ্র কিংবা সূর্য্য নহে। ভিক্ষুগণ! তথায় (নিবৃত্তের) গমন, আগমন, স্থিতি এবং উৎপত্তি আছে, বলি না। ইহাই দুঃখের অন্ত।" (নিব্বান সূত্র, উদান।)

এই অবস্থার সহিত নিবৃত্তের জন্য-জনক, গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি সম্বন্ধ নাই। ইহার প্রতি জীবের কর্ত্তব্য 'সচ্ছিকাতব্বং' অর্থাৎ জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করা। প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশের নিব্বান ও জীবন সসীম হয়। তথাগত এই অবস্থার সাক্ষাৎকার করিয়া যথাকালে অনুপাদিশেষ নিব্বান-শান্তিতে নির্ব্বাপিত হইলেন।

অতঃপর এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রাবকগণ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিবার জন্য কুশীনগরে সমবেত হইলেন। সুভদ্র নামক বৃদ্ধ প্রব্রজিতের উচ্ছৃঙ্খল উক্তি শুনিয়া পূজনীয় মহাকশ্যপের ধর্ম্মবিনয় সংগায়নের দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। তিনি শ্মশানে উপস্থিত হইয়া শ্মশান প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অভিজ্ঞাপাদক ধ্যান বলে তথাগতের পাদ যুগল বাহির করিয়া পূজা করিলেন। ঋদ্ধি প্রভাবে চিতা প্রজ্বলিত হইল। যথাসময় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ধাতুপূজা সমাধা হইল। তথাগতের ধাতু আহরণের জন্য আটটি রাষ্ট্র সসৈন্যে কুশীনগরে অভিযান করিলেন। সাম্যবাদী বুদ্ধের অস্থিধাতু বিভাগ লইয়া রাজগণের মধ্যে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা দেখিয়া দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হইয়া আপোষ মীমাংসা করিলেন। বিভক্ত ধাতু নিয়া নানাস্থানে ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ধাতু সম্পর্কিত অনেক বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—পরিশিষ্টে নিব্বানের অবস্থিতির অকাট্য প্রমাণ ও গভীর শব্দগুলির বিস্তৃত অর্থ বর্ণনা দিয়া গ্রন্থকার মহোদয় স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা দুর্ব্বোধ্য শব্দগুলি সহজে বোধগম্য হইবে। গ্রন্থকার মহোদয় এই বিস্তীর্ণ পরিশিষ্ট দ্বারা ছোটখাট অভিধানের অভাব মোচন করিয়াছেন। অনেক জীবনী ও তৎসংশ্লিষ্ট সূত্রাদির ব্যাখ্যা দেওয়ায় গ্রন্থের সৌষ্টব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিষয়-সূচী, গাথা-সূচী, ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম-সূচী ও বচন-সূচী সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানিকে আধুনিক রুচি অনুযায়ী সজ্জিত করা হইয়াছে। চিত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী। এতদ্‌সঙ্গে সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের একখানা ম্যাপ সংযুক্ত করা হইলে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইত।

অট্ঠকথা টীকাসহ মূলগ্রন্থ বা সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ বঙ্গভাষায় এই প্রথম। যে কোন পাঠক একটি সূত্রে এইরূপে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারে সমগ্র ত্রিপিটক তাহার পক্ষে সহজ বোধ্য হইবে। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে বঙ্গসাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি সূত্র পিটকের উপাধি এবং

বি. এ. অনার্স পরীক্ষার পাঠ্য। তদ্ধেতু এই অনুবাদ শিক্ষার্থীগণের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির বিনয়-বিশারদ মহোদয় মহাপরিনিব্বান সুত্রের অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন, এমন নহে। তাঁহার মত বহুশ্রুত সতীর্থ ভিক্ষুদের মধ্যে বিরল। তিনি সুবক্তা, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বহু বৎসর পূর্ব্বে সাময়িক জগজ্জ্যোতিঃ ও বৌদ্ধ বন্ধু নামক মাসিকে তাঁহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সগৌরবে স্থান লাভ করিয়াছে। রাঙ্গুনীয়ায় সর্ব্বপ্রথম "কিশলয়" নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইতে সদ্ধর্ম্মোদয় পালি বিদ্যালয় নামক প্রাচ্য-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন কয়িয়া তিনি বহু ছাত্রের জ্ঞানোন্মেষ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাতে সরল ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার জন্য সত্যই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভবিষ্যতে আমরা তাঁহা হইতে আরো অনেক গ্রন্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। ইতি—

সঙ্গীতি-তিথি
৬ই শ্রাবণ, ২৪৮৫ বুদ্ধাব্দ
মহামুনি পালি কলেজ।

শ্রীধর্ম্মাধার স্থবির

শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা বড়ুয়া। স্বামী স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া
সাং রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

মহাপরিনিব্বান সুত্তং।

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

——(০)——

পঠম ভাণবারং।

১। এবং মে সুতং;— একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্ঝকূটে পব্বতে। তেন খো পন সময়েন রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জী অভিযাতুকামো হোতি। সো এবমাহ; অহং হি ইমে[১] বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে, উচ্ছেচ্ছামি[২] বজ্জী বিনাসেস্‌সামি বজ্জী অনযব্যসনং আপাদেস্‌সামি বজ্জীতি।

——:০:——

মহাপরিনিব্বান সূত্র

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

প্রথম বৌদ্ধ মহা সঙ্গীতির অধিবেশনকালে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের প্রশ্নোত্তরে আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্ম্মাসনে বসিয়া বলিতেছেন:—

প্রথম অধ্যায়

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি;— এক সময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জী রাজাদিগকে অভিভূত করিতে গমনোদ্যত হন। তিনি এইরূপ ঘোষণা করেন যে,—আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহর্তি রাজঋদ্ধি সম্পন্ন, মহাপ্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব!! তাহাদের উন্নতির সমূহ ব্যসন সম্পাত করিব। *

---

* গঙ্গানদীর তীরে যোজন বিস্তৃত এক বন্দর ছিল। উহার অর্দ্ধাংশ বজ্জীরাজাদের এবং অপরার্দ্ধ মগধরাজ অজাতশত্রুর অধিকারভুক্ত ছিল। সেই বন্দরে মধ্যে মধ্যে মহার্ঘ রত্ন অবতরণ করিত। একতাবদ্ধ সম্প্রীতিপরেত বজ্জীরাজগণ, উহা রাজা অজাতশত্রুর পূর্ব্বেই আসিয়া লইয়া যাইতেন। অজাতশত্রু পশ্চাৎ সবল বাহনে উপস্থিত হইয়া নিরাশ অন্তরে কোপিত

১। সী. অহং ইমে। ব. অহং হিমে।

২। সী. অ. উচ্ছেজ্জামি। ব. উচ্ছিজ্জামি।

২। অথখো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বস্‌সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামত্তং আমন্তেসি; এহি ত্বং ব্রাহ্মণ যেন ভগবা তেনুপসঙ্কম, উপসঙ্কমিত্বা মম বচনেন ভগবতো পাদে সিরসা বন্দাহি, অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছ; রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি, অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতীতি, এবং চ বদেহি রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জী অভিযাতু-কামো। সো এবমাহ; অহং হিমে বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেচ্ছামি বজ্জী বিনাসেস্‌সামি বজ্জী অনযব্যসনং আপাদেস্‌সামি বজ্জীতি। যথাচ ১ তে ভগবা ব্যাকরোতি, তং সাধুকং উগ্‌গহেত্বা মমং ২ আরোচেয্যাসি, নহি তথাগতা বিতথং ভণন্তীতি।

২। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু মগধের মহামাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! শুন, তুমি ভগবৎ সকাশে গমন কর এবং তদীয় শ্রীপাদ-পদ্মে শিরসা বন্দনা করতঃ তাঁহার নিরোগতা, রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখস্বাচ্ছন্দে, সবল শরীরে, নিরাপদ বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং আমার হইয়া বলিবে যে, ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিতেছেন। ভগবান নিরোগ, রোগাতঙ্কহীন হইয়া, সুখস্বচ্ছন্দে, সবল শরীরে নিরাপদ বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ইহাও নিবেদন কর যে, ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জীরাজগণকে অভিভূত করিতে গমনেচ্ছুক হইয়া তিনি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন,— আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহতি রাজঋদ্ধি সম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব!! তাহাদের উন্নতির সমূহ ব্যসন সম্পাত করিব!!! ভগবান তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিবেন তাহা নিতান্ত সত্যই প্রকাশ করিবেন। তাহা সাবধানতার সহিত শিক্ষা করিয়া আমাকে বলিবে।

মনে নিবর্ত্তিত হইতেন। বারম্বার এবম্বিধ লজ্জাজনক ব্যাপারে তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন এবং চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জার আদেশ দিয়া বজ্জীরাজগণের বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইলেন। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন সুশিক্ষিত একতাবদ্ধ গণতন্ত্রীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ করা সাংঘাতিক ব্যাপার, জয়েরও কোন নিশ্চয়তা নাই। পণ্ডিতদের সহিত মন্ত্রণা করিলেই ভাল হয়। সম্যক সম্বুদ্ধের মত পণ্ডিত ত্রিলোকের মধ্যে আর কেহই নাই, তিনি নিকটস্থ বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তাঁহাকেও পাঠাইয়া পরামর্শ করিব। "এই অভিযান যদি আমার হিতজনক হয়, তবে তিনি নীরব থাকিবেন, অনর্থকর হইলে অবশ্যই কোন মত প্রকাশ করিবেন।" সেই হেতুই স্বীয় মহামাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন।

১। ব. যথ. ২। সী. মহং। ইং. মমং। ব. মম।

৩। এবং ভোতি খো বস্‌সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো রঞ্‌ঞো মাগধস্‌স অজাতসত্তুস্‌স বেদেহিপুত্তস্‌স পটিস্‌সুত্বা, ভদ্দানি ভদ্দানি যানানি যোজাপেত্বা ভদ্দং ভদ্দং যানং অভিরুহিত্বা ভদ্দেহি ভদ্দেহি যানেহি রাজগহম্হা নিয্যাসি, যেন গিজ্ঝকূটো পব্বতো তেন পাযাসি, যাবতিকা যানস্‌স ভূমি যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চোরোহিত্বা পত্তিকো'ব যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীযং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো বস্‌সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো ভগবন্তং এতদবোচ; রাজা ভো গোতম মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভোতো গোতমস্‌স পাদে সিরসা বন্দতি, অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্‌ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতি। রাজা ভো [১] গোতম মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জী অভিযাতুকামো, সো এবমাহ [২], অহং হিমে বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে, উচ্ছেচ্ছামি বজ্জী বিনাসেস্‌সামি বজ্জী অনযব্যসনং আপাদেস্‌সামি বজ্জীতি

৪। তেন খো পন সমযেন আযস্মা আনন্দো ভগবতো পিট্‌ঠিতো ঠিতো হোতি [৩], ভগবন্তং বীজমানো [৪]। অথখো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; কিন্তিতে আনন্দ সুতং, বজ্জী অভিণ্‌হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলাতি? সুতম্মেতং ভন্তে [৫] বজ্জী

৩। "এবমস্তু" বলিয়া মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর আদেশে সম্মত হইয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গাড়ী যোজনা করাইলেন এবং তিনি সপরিষদ গাড়ীতে আরোহণ করতঃ রাজগৃহ নগর হইতে যাত্রা করিয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যানে গমনোপযোগী পথ অতিবাহিত করিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দর্শনে আনন্দ প্রকাশ, সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ শেষ করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করতঃ ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— ভোঃ গৌতম, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভদন্ত গৌতমের শ্রীপাদ-পদ্মে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিতেছেন এবং ভবদীয় নিরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখসচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভোঃ গৌতম, মগধরাজ অজাতশত্রু বজ্জিগণকে অভিভূত করিতে গমনোদ্যত হইয়া এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহতি রাজঋদ্ধি সম্পন্ন, মহা প্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব!! তাহাদের উন্নতির সমূহ ব্যসন করিব।"

৪। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ+ ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যজন করিতেছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন;— হে আনন্দ, তুমি

১। সী, ব, এবং চ বদেতি রাজা ভো। ৩। সী, পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো হোতি।
২। ই, ব, অভিযাতু কামো এবমাহ। ৪। সী, ব, বীজয-মানো। ৫। ব, পি সুত মেতং।

অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতব-হুলাতি। যাবকীবঞ্চ ১ আনন্দ বজ্জী অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতব-হুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতন্তি, সমগ্গা বুট্ঠহন্তি, সমগ্গা বজ্জী করণীযানি করোন্তীতি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতন্তি, সমগ্গা বুট্ঠহন্তি, সমগ্গা বজ্জী-করণীযানি করোন্তীতি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতিস্সন্তি, সমগ্গা বুট্ঠহিস্সন্তি, সমগ্গা বজ্জী-করণীযানি করিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ সর্ব্বদা সন্নিপাতিত হয়, তাঁহারা সন্নিপাতবহুল? হাঁ ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ সর্ব্বদা সম্মিলিত হন, সর্ব্বদা সম্মিলিত হইতে অর্থাৎ গত কল্যও সম্মিলিত হইয়াছি পরশুও, পুনঃ অদ্য কেন সম্মিলিত হইব বলিয়া তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন না। আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ সর্ব্বদা সন্নিপাতিত হইবে, সন্নিপাতবহুল থাকিবে ততদিন আনন্দ, বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না *

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হয়, সকলে একমত হইয়া একই সঙ্গে বৈঠক হইতে উত্থান করে, একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করে? ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ সম্মিলিত হইবার সঙ্কেত পাইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহই এখন ত আমার কাজ আছে বা আমি ত মাঙ্গলিক বিষয়ে ব্যাপৃত আছি এরূপ কোন আপত্তি না করিয়া যে যেভাবে থাকুক না কেন যথাসময়ে সকলে সম্মিলিত হইয়া থাকেন ও মন্ত্রণা বা কার্য্যাদি সকলে একমত হইয়া সম্পাদন করতঃ এক সঙ্গেই বৈঠক হইতে উত্থান করেন, এবং একজনের রোগ দুঃখ অভাবাদি ঘটিলে, সকলে মিলিত হইয়া তাহার প্রতিকার করেন। একের কার্য্য হইলেও তাহা সকলেই সম্পাদন করেন। আনন্দ! যতদিন বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হইবে, একমত হইয়া এক সঙ্গে বৈঠক হইতে উঠিবে, একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদিত করিবে ততদিন বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী — পরিহানি হইবে না।

* সর্ব্বদা সকলে সম্মিলিত না হইলে দিক্ বিদিকের সংবাদ সমূহ যথাসময়ে অবগত হওয়া যায় না। কোন্ নগরের সীমা আকুল হইতেছে, কোথায় বিদ্রোহ ও চোরোপদ্রব উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানা যায় না। চোর বিদ্রোহীরাও রাজাদের প্রমত্ততার বিষয় শুনিয়া ইচ্ছামত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া নষ্ট করে, ইহাতে রাজাদের পরিহানি ঘটে। কিন্তু নিয়ত সন্নিপাতবশে রাজার অপ্রমাদ জন্য চোরগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেও সাহস পায় না, ভিতরে ভিতরেই শান্ত শিষ্ট হইয়া পড়ে। বিদ্রোহী কিম্বা আক্রমণকারী রাজগণও ভয়ে বিদ্রোহ কিম্বা আক্রমণ করিতে সাহস পায় না। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, রাজস্বাদি নিয়মিত সংগৃহীত হইয়া রাজকোষ পূর্ণ হয়। রাজা প্রজা সকলেই শান্তিতে অবস্থান করেন। ইত্যাদি রূপে রাজাদের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিহানি ঘটিয়া থাকে।

১। ব, যাবকিবঞ্চ। † আনন্দ — ভগবান বুদ্ধের সেবক (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞপেন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি, যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায বত্তন্তীতি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জী অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞপেন্তি পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায বত্তন্তীতি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞপেস্‌সন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিস্‌সন্তি, যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায বত্তিসস্‌ন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্করোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞন্তীতি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্করোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ পূর্ব্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় নাই এরূপ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করে না, পূর্ব্ব ব্যবস্থাপিত সুনীতি সকলও লঙ্ঘন করে না, যথা ব্যবস্থাপিত পৌরাণিক বজ্জী রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে? ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ পূর্ব্বে যেরূপ বিধি ধর্ম্মতঃ ব্যবস্থাপিত হয় নাই এমন কোন বিধি (নূতন কর ভেট বেগার দণ্ডাদি) বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপিত করেন না, পূর্ব্ব ব্যবস্থাপিত সুনীতি সকলও লঙ্ঘন করেন না (যেই সময় যেই পরিমাণ ভেট বেগারাদি লইবার রীতি আছে, তাহা যথা সময়ে গ্রহণ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করেন এবং বেতনাদি যাহাকে যাহা দিবার আছে তাহা যথা সময়ে দিয়া থাকেন +), পৌরাণিক বজ্জীরাজ ধর্ম্মে বিচারাদি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। হে আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করিবে না, প্রজ্ঞাপ্ত বিধি-সমূহও লঙ্ঘন করিবে না, পৌরাণিক বজ্জীরাজধর্ম্মানুযায়ী যথা প্রজ্ঞাপ্ত নিয়মে রাজ্য শাসন করিবে ততদিন বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না। *

হে আনন্দ তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জীদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, বজ্জিগণ তাঁহাদের প্রতি সৎকার সমাদর করে, গৌরব করে, সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করে? হাঁ ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে বজ্জিগণ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা

* যাঁহারা নূতন কর ভেট বেগার অথবা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং সূক্ষ্মরূপে প্রমাণাদি লইয়া বিচার কার্য্য সম্পাদন না করেন, তাঁহাদের প্রজা বিদ্রোহ হইয়া নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। যথারীতি করাদি সংগৃহীত না হইলে কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে। কর্ম্মচারিগণ বেতনাদি যথা সময়ে না পাইলে উৎসাহের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করে না। মোকদ্দমাদি নিম্নতর বিচারক দ্বারা সুমীমাংসিত না হইলে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতম বিচারক দ্বারা সুমীমাংসিত হইবার ব্যবস্থা এবং আবশ্যক হইলে রাজা স্বয়ং পৌরাণিক রাজধর্ম্মের বিধান অনুযায়ী বিচার করা। বিনা দোষে কেহ যেন শাস্তি ভোগ না করে ইহা বজ্জী রাজ-ধর্ম্মের বিধান ছিল।

তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ‍্ঞিস্সন্তীতি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী যা তা কুলিত্থিযো, কুলকুমারিযো, তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তীতি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জী যা তা কুলিত্থিযো, কুলকুমারিযো, তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তীতে। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যা তা কুলিত্থিযো, কুলকুমারিযো তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী যানি তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সক্করোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তীতি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জী যানি

বৃদ্ধ তাঁহাদের প্রতি সৎকার গৌরব সম্মান ও পূজা করেন এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করেন। আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ বৃদ্ধ বজ্জীদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাঁহদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করিবে, ততদিন তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না। *

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে যাহারা কুল স্ত্রী কুলকুমারী বজ্জিগণ তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করায় না (তাহাদিগের প্রতি বলৎকার করে না)? † হাঁ ভন্তে আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ কুলস্ত্রী কুল কুমারিগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করান না (বলৎকার করেন না)। আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ কুলকুমারিদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করাইবে না ততদিন বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী — কখনও পরিহানি হইবে না। †

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ তাহাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে বজ্জী রাজাদের যে সমুদয় চৈত্য আছে, তৎসমুদয়ের সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান ও পূজা করে এবং যেই রাজস্ব দেবসেবার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লয় না ও পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মতঃ পূজার

---

* যাঁহারা বৃদ্ধ (রাজা)দের প্রতি সৎকারাদি করেন, বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং গুপ্ত বিষয়াদি শিখাইয়া দিয়া থাকেন।

† যাঁহারা কুলস্ত্রী বা কুল কুমারীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করান (বলাৎকার করেন) সেই কুল স্ত্রী কুলকুমারিগণের আত্মীয়-স্বজন অস্ত্রের সাহায্যে হইলেও তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে ক্ষতি করিয়া থাকেন।

তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি, অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সক্করোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি, তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যানি তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি, অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জীনং অরহন্তেসু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা। কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং[১] বিহরেয্যুন্তি? সুতমেতং ভন্তে বজ্জীনং অরহন্তেসু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা, কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরেয্যুন্তি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জীনং অরহন্তেসু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা ভবিস্সন্তি[২] কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং

পরিহানি করে না? হাঁ ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জী রাজগণ তাঁহাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে বজ্জীদের যে সমুদয় চৈত্য আছে তৎসমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা যথাবিহিতভাবে করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যে সমুদয় রাজস্ব দেবসেবার্থে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লয়েন না ও পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মতঃ পূজার পরিহানি করেন না। আনন্দ, যতদিন বজ্জী রাজগণ তাহাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে যেই সমুদয় চৈত্য আছে তৎসমুদয়ের যথাবিহিত ভাবে সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং পূর্ব্বে যেই সমুদয় রাজস্ব দেবসেবার্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া না লইবে ও পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মতঃ পূজার পরিহানি না করিবে ততদিন তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী — পরিহানি হইবে না। +

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জীরাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্ম্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করে ও আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারে? হাঁ ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জীরাজগণ অর্হৎগণের

+ ধর্ম্মতঃ পূজার অন্তরায়কারিগণের প্রতি রক্ষাকারী দেবগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের রক্ষার সুব্যবস্থা করেন না। দেবগণ অনুৎপন্ন দুঃখ প্রদান করিতে না পারিলেও উৎপন্ন শিরোরোগাদি জনিত দুঃখ বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করেন। সংগ্রামে মামলা মোকদ্দমায় তাঁহাদের সহায় হন না। ধর্ম্মতঃ পূজার অন্তরায় না করিয়া যাঁহারা যথাবিহিতভাবে পূজা অর্চ্চনাদি করেন বা করান তাঁহাদের প্রতি দেবগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদের রক্ষার ও উন্নতির সুবন্দোবস্ত করেন অনুৎপন্ন সুখ দান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের নিকট উৎপন্ন শিরোরোগাদির উপশম করেন, উৎপন্ন সুখ বৃদ্ধি ও স্থায়ী করেন এবং সংগ্রামে মামলা মোকদ্দমায় দেবগণ সহায় হইয়া থাকেন।

১। ব. ফাসু   ২। সী, ই ভবিস্সন্তি

আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরয্যেন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানীতি।

প্রতি ধর্ম্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করেন এবং আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারেন। আনন্দ, যতদিন বজ্জী রাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্ম্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিবে যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ স্বীয় রাজ্যে আগমন করে এবং আগত অর্হৎগণ সুখে বাস করিতে পারে ততদিন বজ্জীরাজাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী — কখনও পরিহানি হইতে পারিবে না। †

† সৈন্য সামন্ত দিয়া সুশীল প্রব্রজিতকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তি হইবে না। প্রব্রজিতের অনিষ্টকারী কেহ যেন আশ্রমে না আসে, প্রব্রজিতের হিতজনক আশ্রমস্থ কিছু যেন কেহ বিনষ্ট না করে ও আশ্রমের সীমাস্থ বৃক্ষাদিও কেহ ছেদন না করে, শিকারীরা পক্ষী প্রভৃতি, আশ্রমস্থ পুকুরের মৎস্যাদিও কেহ যেন হত্যা না করে এরূপ রক্ষা করিলেই ধর্ম্মতঃ রক্ষা বরণ গুপ্তি হইবে। যাঁহারা অনাগত সুশীল প্রব্রজিতগণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন নহেন। যাঁহারা সুশীল প্রব্রজিত আসিতে দেখিয়াও প্রত্যুদ্গমন করেন না, আশ্রমে গিয়াও তত্ত্বাবধান করেন না, আলাপাদি করেন না, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করেন না, ধর্ম্মাদি শ্রবণ করেন না, দানাদি দেন না, অনুমোদন শুনেন না, নিবাস স্থানাদি মেরামত করাইয়া দেন না। অতঃপর তাহাদের অকীর্ত্তি ঘোষিত হয় যে, "অমুক রাজা বা দেশ বাসীরা শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন" তাঁহারা প্রব্রজিতদের প্রত্যুদ্গমন ও তত্ত্বাবধানাদি করেন না, কিছু জিজ্ঞাসাও করেন না, দানাদি দেন না, ধর্ম্মও শুনেন না, প্রব্রজিতদের বাসস্থানাদি মেরামত করাইয়াও দেন না। তদ্ভবনে প্রব্রজিতগণ তাঁহাদের দ্বার দিয়াও যান না। কচিৎ গেলেও তাঁহাদের সেখানে প্রবেশ করেন না। এইরূপে অনাগত প্রব্রজিতগণের অনাগমন হইয়া থাকে আগত প্রব্রজিতগণও সুখে বাস করিতে না পারিলে, যাঁহারা না জানিয়া আগমন করেন, তাঁহারাও "কে এখানে এইভাবে বাস করিতে পারিবে"? বলিয়া প্রস্থান করেন। এইরূপে অনাগত সুশীল প্রব্রজিতগণ আগমন না করায়, আগত প্রব্রজিতগণও দুঃখে বাস করায় সেই স্থান ক্রমে প্রব্রজিত শূন্য হইয়া পড়ে। প্রব্রজিত শূন্য স্থান রক্ষাকারী দেবগণও রক্ষায় মনোযোগী হন না তখন অমনুষ্যেরাই ঐ স্থানে অবকাশ পায়। অমনুষ্য অধিকৃত স্থানে অনুৎপন্ন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ব্যাধি স্থায়ী হয়।

শীলবানদের আগমনে ও দর্শনে, ধর্ম্মাদি শ্রবণে দানাদি করনে পুণ্য সঞ্চিত হয়। রক্ষাকারী দেবগণ পুণ্যাংশ পাইয়া প্রীত হন এবং তাঁহাদিগকে সুখে রক্ষা করেন। রোগাদির উপদ্রব উৎপন্ন হইতে দেন না ও উৎপন্ন উপদ্রবাদি বিদূরিত করেন। উৎপন্ন সুখ বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়া থাকেন এবং সংগ্রামে মমলা মোকদ্দমায় সহায় হন। দেশবাসী প্রজামণ্ডলী শান্তিতে থাকিলে, রাজস্বাদি যথারীতি সংগৃহীত হইয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে উন্নতি অবনতি ঘটিয়া থাকে।

৫। অথ খো ভগবা বস্‌সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামত্তং আমন্তেসি, একমিদাহং ব্রাহ্মণ সময়ং বেসালিয়ং বিহরামি সারন্দদে চেতিয়ে, তত্রাহং বজ্জীনং ইমে সত্ত অপরিহানিযে ধম্মে দেসেসিং, যাবকীবঞ্চ ব্রাহ্মণ ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা বজ্জীসু ঠস্‌সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু বজ্জী সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি,১ বুদ্ধিযেব ব্রাহ্মণ বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানীতি।

এবং বুত্তে বস্‌সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো ভগবন্তং এতদবোচ, একমেকেনপি ভো গোতম অপরিহানিযেন ধম্মেন সমন্নাগতানং বজ্জীনং বুদ্ধিযেব পাটিকঙ্খা নো পরিহানি, কোপন বাদো সত্তহি অপরিহানিযেহি ধম্মেহি? অকরণীযা'ব ভো গোতম বজ্জী২ রঞ্ঞা মাগধেন অজাতসত্তুনা বেদেহিপুত্তেন যদিদং যুদ্ধস্‌স, অঞ্ঞত্র উপলাপনায অঞ্ঞত্র মিথুভেদা,৩। হন্দ চ দানি মযং ভো গোতম গচ্ছাম, বহুকিচ্চা মযং বহু করণীযাতি। যস্‌সদানি ত্বং ব্রাহ্মণ কালং মঞ্ঞসীতি। অথ খো বস্‌সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা উট্‌ঠাযাসনা পক্কমি।

৫। অতঃপর ভগবান মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! একদা বৈশালীস্থ সারন্দদ চৈত্যে অবস্থিতি কালে আমি বজ্জী রাজগণকে পরিহানি নিবারক শ্রীবৃদ্ধি জনক এই সপ্তধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। হে ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম বজ্জীরাজাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিবে এবং বজ্জীরাজগণ এই সপ্ত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে ততদিন বজ্জী রাজাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না।

এইরূপ উক্ত হইলে মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ভোঃ গৌতম, অপরিহানিয় ধর্ম্মের এক একটি ধর্ম্ম (সমন্নাগত) সমন্বিত থাকিলেও বজ্জীরাজাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইতে পারিবে না। অপরিহানিয় সপ্ত ধর্ম্ম সমন্বিত হইলে কথাই বা কি? ভোঃ গৌতম, (বোধ হইতেছে) বজ্জী রাজগণের সহিত উপলাপন (এখন আর যুদ্ধে আবশ্যক নাই, সন্ধি হউক বলিয়া হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, রৌপ্য উপহার দিয়া মিত্রতা স্থাপন) ব্যতীত অথবা বজ্জীদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান ব্যতীত মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জী রাজগণকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারিবেন না। ভোঃ গৌতম, এখন আমরা প্রস্থান করিতেছি, আমাদের বহু কার্য্য, বহু করণীয় রহিয়াছে। ভগবান বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, যাহা তোমার অভিরুচি তাহা করিতে পার।" অতঃপর মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার, ভগবানের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।†

---

† ব্রাহ্মণ বর্ষকার মগধরাজ অজাতশত্রু সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের ভাষিত বিষয় বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে বজ্জীরাজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন অথবা বজ্জীদের

১। সী, ই, সন্দিস্‌সন্তি। ২। সী, ব, বজ্জীনং। ৩। ব, মিথুভেদায।

৬। অথ খো ভগবা অচিরপক্কন্তে বস্সকারে ব্রাহ্মণে মগধমহামত্তে আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; গচ্ছ ত্বং আনন্দ, যাবতিকা ভিক্খূ রাজগহং উপনিস্সায বিহরন্তি, তে সব্বে উপট্ঠানসালাযং সন্নিপাতেহীতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুত্বা যাবতিকা ভিক্খূ রাজগহং উপনিস্সায বিহরন্তি তে সব্বে উপট্ঠান-

---

৬। মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, তুমি গিয়া যে সকল ভিক্ষু রাজগৃহ আশ্রয় করিয়া বিহার করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করতঃ উপস্থান-শালাতে সম্মিলিত কর"। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদয় ভিক্ষু বিহার করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে উপস্থান-শালায়

মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান ব্যতীত সম্মুখ-সমরে তাঁহাদিগকে পরাভব করা অসম্ভব। মিত্রতা স্থাপন করিতে হইলে কতকগুলি হস্তী, অশ্ব এবং অনেক বহুমূল্য জিনিষ অনর্থক নষ্ট হইবে। তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটানই কর্ত্তব্য। তচ্ছ্রবণে মগধরাজ বলিলেন, এখন কি করা উচিত? ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা হইলে আপনি রাজ-সভায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বলিবেন, তখন আমি বাধা দিয়া বলিব, আপনার রাজ্য নিয়া আপনি সন্তুষ্ট থাকুন, বজ্জীদের যাহা আছে, তাহারা তাহা নিয়া থাকুক, অনর্থক লোকক্ষয়কর যুদ্ধ বাধাইয়া ফল কি ? তখন আপনি রাগান্বিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে শাস্তি দিবেন। মস্তক মুণ্ডিত করাইয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তখন আমি বজ্জীদের সহিত যে কোন প্রকারে মিলিত হইয়া যাহা হয় করিব।

‡ অতঃপর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজ-দরবারে ব্রাহ্মণকে রাজদ্রোহী সাব্যস্থ করিয়া শাস্তি স্বরূপ মস্তক মুণ্ডিত করতঃ রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সুচতুর, বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কৌশলে বজ্জীদের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের বিশ্বাস ভাজন হইলেন। তিনি বিচারকের পদে নিয়োজিত হইয়া রাজ-তনয়দিগকেও শিল্প-বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া বজ্জীদের মধ্যে এমন দলাদলির সৃষ্টি করিয়া দিলেন যে, এক সঙ্গে এক পথে দুইজন রাজকুমার যাইতেননা। ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে তাঁহারা সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ সুযোগ বুঝিয়া মগধরাজকে সংবাদ দিলেন, তিনি ভগবানের পরিনিব্বানের তিন বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে সসৈন্যে গিয়া বিনা বাধায় বৈশালী অধিকার করিলেন এবং বজ্জীগণকে পরাভূত করিলেন। তখন রাজকুমারগণ যে যেদিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন। অন্যান্য গ্রন্থের মত সঙ্কলন করিয়া জানা যায়, উহারা তথা হইতে বিতারিত হইয়া নেপাল, তিব্বত, লাডাম, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও আসাম প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সকল দেশে যে সকল লোক বাস করিত তাহারা বজ্জীগণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় লোক, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব স্থাপন করেন। *

* বজ্জী জাতির উৎপত্তি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সালাযং সন্নিপাতেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি, একমন্তং ঠিতো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ,— সন্নিপাতিতো ১ ভন্তে ভিক্‌খুসঙ্ঘো, যস্‌সদানি ভন্তে ভগবা কালং মঞ্ঞতীতি ২। অথ খো ভগবা উট্‌ঠাযাসনা যেন উপট্‌ঠানসালা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি, নিসজ্জ খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি ; সত্ত বো ভিক্‌খবে অপরিহানিযে ধম্মে দেসিস্‌সামি, তং সুণাথ সাধুকং মনসিকরোথ ভাসিস্‌সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্‌খূ ভগবতো পচ্চস্‌সোসুং। ভগবা এতদবোচ,—

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খূ অভিণ্‌হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্‌সন্তি বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিক্‌খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খূ সমগ্গা সন্নিপতিস্‌সন্তি সমগ্গা বুট্‌ঠহিস্‌সন্তি সমগ্গা সঙ্ঘ করণীযানি করিস্‌সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিক্‌খূনং পাটিকঙ্খা নো পারিহানি।

সম্মিলিত করতঃ ভগবৎসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ভন্তে, ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, এখন ভন্তে, যাহা উচিত বিবেচনা করেন করুন। অনন্তর ভগবান গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপস্থান-শালায় গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতঃ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "সাধু ভন্তে," বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শুনিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ বলিলেন,—

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সর্ব্বদা সম্মিলিত হইবে, সর্ব্বদা সম্মিলিত হইতে সঙ্কোচ বোধ না করিবে ততদিন ভিক্ষুদের শীলাদি গুণে শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না *।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন একতাবদ্ধ হইয়া নিয়ত সম্মিলিত হইবে ও একমত হইয়া একসঙ্গে আসন হইতে উঠিবে এবং সঙ্ঘ-কর্ত্তব্য সকল একমত হইয়া সম্পাদন করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। †

* ভিক্ষুগণ সর্ব্বদা একত্রিত হইলে, কোন্ ভিক্ষু কি ভাবে চলাফেরা করিতেছেন তাহা জানা যায়। দেশনা উপোসথাদি কার্য্যও যথা নিয়মে সম্পাদিত হয়। কোন ভিক্ষু অন্যায়ভাবে আচরণ করিতে সাহস পায়না। কেহ অন্যায় আচরণ করিলে ধর্ম্মতঃ তাহাকে নিগৃহীত করা যায়। ভিক্ষুসঙ্ঘ অপ্রমত্ত আছেন দেখিয়া পাপী ভিক্ষুরা পলায়ন করে। সর্ব্বদা একত্রিত না হইলে যথাসময়ে কিছু জানা যায়না ও অন্যায়ের প্রতিকারও করা হয় না।

† সঙ্ঘ-সম্মিলিত হইবার সঙ্কেত পাইয়া কোন ভিক্ষু, আমার অমুক কাজ আছে বলিয়া বিক্ষেপ না করিয়া, যে যে ভাবে থাকুক না কেন যথাসময়ে সকলের উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১। ব. সন্নিপতিতো ২। সী. মঞ্ঞসীতি

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেসসন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিস্সন্তি, যথা পঞ্ঞত্তেসু সিক্খাপদেসু সমাদায বত্তিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ যে তে ভিক্খূ থেরা রত্তঞ্ঞূ চিরপব্বজিতা সঙ্ঘপিতরো সঙ্ঘপরিনাযকা তে সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেসসন্তি, তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিকখবে ভিকখূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ উপ্পন্নায তণ্হায পোনোব্ভবিকায ১ ন বসং গচ্ছন্তি বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিকখূ আরঞ্ঞকেসু সেনাসনেসু সাপেক্খো ভবিস্সন্তি বুদ্ধিযেব ভিকখবে ভিকখূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন তথাগত কর্ত্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত (অব্যবস্থাপিত বিধি) শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিবেনা, প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমুচ্ছেদ করিবেনা, যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে, ততদিন ভিক্ষুদের শীলাদিগুণে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না। *

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন যে সকল স্থবির বহুরাত্রিজ্ঞ, বহুদিনের প্রব্রজিত, সঙ্ঘপিতা, সঙ্ঘনেতা তাঁহাদিগকে সৎকার করিবে, গৌরব করিবে, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাঁহাদিগের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কখনও পরিহানি হইবে না §

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন পুনর্জ্জন্ম দায়িকা উৎপন্ন তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিবে না। +

এক ভিক্ষুর রোগ, দুঃখ, অভাবাদি ঘটিলে সকলে অভিন্নহৃদয়ে তার প্রতিকার করা বাঞ্ছনীয়। একের কার্য্য হইলেও সকলে সম্পাদন করিবেন এবং কোন দিকে যাওয়ার আবশ্যক হইলে সকলেই যাওয়ার জন্য উদ্যত হইবেন। কেহই আলস্যাভিভূত হইবেন না।

* বিনয় বহির্ভূত কতিকাব্রত বা শিক্ষাপদ ব্যবস্থাপিত না করা। বজ্জীপুত্র ভিক্ষুদের মত ভগবান কর্ত্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহের সমুচ্ছেদ না করা এবং ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদও অতিক্রম না করিয়া শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনেই ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হয়, পরিহানি হইতে পারে না।

§ যদি অন্তেবাসিগণ নিয়ত সমীপগত হইয়া আচার্য্য-উপাধ্যায়গণের সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে শিষ্যবর্গ যাহাতে মার্গ-ফলাদি লাভ করিয়া সংসার দুঃখের অন্ত করিতে সমর্থ হয় তাঁহারা তাহার উপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহারা আচার্য্য-উপাধ্যায়গণের সেবায় উপগত নহে তাহারা যথাবিধি উপদেশভাবে আর্য্যধন ও শীলাদি গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

+ চতুর্প্রত্যয়ের (চীবর পিণ্ডপাত শয়নাসন ও ভৈষজ্য সম্ভারাদির) জন্যও দায়কের পদানুবর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যেহেতু তাঁহারা সেই তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন।

১। সী, ই, পোনো ভবিকায।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ পচ্চত্তং এঞ্ঞেব সতিং উপট্‌ঠপেস্‌সন্তি, কিন্তি অনাগতা চ পেসলা সব্রহ্মচারী আগচ্ছেয়্যুং আগতা চ পেসলা সব্রহ্মচারী ফাসুবিহরেয়্যুন্তি বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্খুসু ঠস্‌সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন অরণ্যস্থিত শয়নাসনের প্রতি সাপেক্ষ অর্থাৎ অরণ্যে বাস করিবার একান্ত পক্ষপাতী থাকিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না। *

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে এইরূপ স্মৃতি জাগাইবে যে, কিরূপে আমার নিকট অনাগত প্রিয়শীল (শীলবান) সব্রহ্মচারী আগমন করিবেন এবং আগত শীলবান সব্রহ্মচারী সুখে স্বচ্ছন্দ মনে বাস করিতে পারিবেন, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইতে পারিবে না ‡

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না।

---

* গ্রামস্থ বিহারে ধ্যান-মগ্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা অরণ্য বিহারে নিদ্রা যাওয়াও ভাল। যেহেতু গ্রাম্য বিহারে স্ত্রী-পুরুষ ও কুমারীদিগের শব্দে বা দর্শনে ধ্যানচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। অরণ্যে নিদ্রা হইতে জাগিলে সিংহ ব্যাঘ্র বা ময়ূরাদির শব্দে বা দর্শনে অরণ্য-প্রীতি লাভ করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্তির ভরসা থাকে।

‡ যাঁহারা শীলবান সব্রহ্মচারীদের আগমন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন। তাঁহারা মনে করেন, সব্রহ্মচারীদের আগমন সময়ে প্রত্যুদ্গমনে, উপস্থিতিতে, সেবা-শুশ্রূষায় বিপুল পুণ্য লাভ হয়। তাঁহারা সন্দেহ ভঞ্জনে সমর্থ। তাঁহাদের ধর্ম্মদেশনায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অন্তর নির্ম্মল হয় এবং মার্গ-ফলাধিগমের শক্তি সঞ্চিত হয়। যাঁহারা অনাগত শীলবান সব্রহ্মচারীদের আগমন আকাঙ্ক্ষা করেন না তাহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন নহে। শীলবান সব্রহ্মচারীগণ আসিতে দেখিয়াও যাহারা প্রত্যুদ্গমনাদি করে না, আগন্তুকগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার বন্দোবস্ত করে না তাহাদের অকীর্ত্তি ঘোষিত হয়। তচ্ছ্রবণে শীলবান সব্রহ্মচারীগণ তাহাদের দ্বার দিয়াও যাইতে চান না। কচিৎ গেলেও তাহারা সেখানে প্রবেশ করেন না। এইরূপে অনাগত সব্রহ্মচারীগণের অনাগমন হইয়া থাকে। আগত সব্রহ্মচারীরাও সুখে বাস করিতে না পারিলে "কে এখানে এভাবে বাস করিতে পারিবে" বলিয়া চলিয়া যান। এইরূপে সেই স্থান সব্রহ্মচারী শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম শ্রবণ ও ধর্ম্ম চর্চ্চার অভাবে এবং শীলবানদের অদর্শনে পরিহানি ঘটিয়া থাকে।

৭। অপরেপি বো ভিক্খবে সত্ত অপরিহানিযে ধম্মে দেসেস্সামি, তং সুণাথ, সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং, ভগবা এতদবোচ;

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন কম্মারামা ভবিস্সন্তি, ন কম্মরতা ন কম্মরামতং অনুযুত্তা, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন ভস্সারামা ভবিস্সন্তি, ন ভস্সরতা ন ভস্সরামতং অনুযুত্তা, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন নিদ্দারামা ভবিস্সন্তি ন নিদ্দারতা ন নিদ্দারামতং অনুযুত্তা, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

৭। ভিক্ষুগণ, অপর সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। সেই ভিক্ষুগণ "সাধু ভন্তে" বলিয়া শুনিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ বলিলেন।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ (কর্ম্মারাম) কর্ম্মপ্রিয় না হইবে, কর্ম্মরত ও কর্ম্মপ্রিয়তায় অনুযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। †

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ সারহীন আলাপ-সালাপ প্রিয় (স্ত্রী পুরুষাদির রূপ বর্ণনা প্রভৃতি সারহীন আলাপ-সালাপ করিয়া দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে আরাম অনুভবকারী) না হইবে, সারহীন আলাপ-সালাপ রত ও সারহীন আলাপ-সালাপারামে অনুযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না। *

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ নিদ্রারাম, নিদ্রালু, নিদ্রারামতায় অনুযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। ‡

† ভিক্ষুরা চীবর সেলাই, অংশ বন্ধন, কায়বন্ধন, পাত্রের থলিয়া, সূচীঘর, সম্মার্জ্জনী নির্ম্মাণ প্রভৃতি ভিক্ষুদের করণীয় কর্ম্ম করিতে পারেন বটে কিন্তু সারা দিবারাত্র শুধু কাজে ব্যাপৃত থাকিতে নাই। যিনি উপরোক্ত কর্ম্ম সমূহ করিয়াও যথা সময়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আবৃত্তি, ধ্যান-ধারণাদি করিয়া থাকেন তাহাকে কর্ম্মারাম বলা হয় না।

* ধর্ম্মালোচনায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে নিষেধ নাই। ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইলে নিম্নোক্ত দুইটির মধ্যে একটি করণীয়, ধর্ম্মালাপ অথবা আর্য্য তুষ্ণীভাব।

‡ যে গমনে উপবেশনে ও শয়নে স্ত্যানমিদ্ধাভিভূত হইয়া নিদ্রিত হয় তাহাকে নিদ্রারাম বলে। রাত্রির মধ্যম যাম এবং গ্রীষ্মকালে অল্পক্ষণ দিবা নিদ্রাও যাওয়া যায়।

১। ব. রামত্তং অনুযুত্তা।

যাবকীবঞ্চ ভিকখবে ভিকখূ ন সঙ্গনিকারামা ভবিস্সন্তি ন সঙ্গনিকারতা, ন সঙ্গনিকারামতং অনুযুত্তা বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিকখূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খূ ন পাপিচ্ছা ভবিস্সন্তি ন পাপিকানং ইচ্ছানং বস.গতা, বুদ্ধিযেব ভিকখবে ভিক্‌খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খূ ন পাপমিত্তা ভবিস্সন্তি ন পাপসহাযা ন পাপ-সম্পবঙ্কা, বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিক্‌খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খূ ন ওরমত্তকেন বিসেসাধিগমেন অন্তরা বোসানং আপজ্জিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিকখবে ভিক্‌খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ইমে সত্ত অপরিহানিযা ধম্মা ভিক্‌খূসু ঠস্সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্‌খূ সন্দিস্সিস্সন্তি বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিকখূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ জনসঙ্গারাম, জনসঙ্গরত জনসঙ্গারামতায় অনুযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না। +

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ পাপেচ্ছানুযায়ী, পাপেচ্ছার বশবর্ত্তী না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। *

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ পাপ-মিত্র, পাপ সহায়, পাপ-প্রবণ, পাপ-কুটিল না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের অভিবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ সামান্য মাত্র ফল বা স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বে "আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল" বলিয়া উৎসাহ ত্যাগ না করিবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। ‡

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষুসঙ্ঘে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ চলিতে দৃষ্ট হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না।

+ যে সকল ভিক্ষু, শয়ন উপবেশন গমন ও চঙ্কমনে একাকী আরাম বোধ করে না, একা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্বেষণ করে, দুইজন হইলে তৃতীয় ব্যক্তি, তিনজন হইলে চতুর্থ ব্যক্তি অন্বেষণ করে, তাহাদিগকেই জনসঙ্গারাম জনসঙ্গরত বলে।

* লাভ সৎকারাদি প্রাপ্ত হইবার জন্য, যে ভিক্ষু দুঃশীল হইয়াও সুশীল, অথবা ধ্যান মার্গ-ফলাদি লাভ না করিয়াও করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, বা ঐরূপভাব দেখাইয়া থাকে, উহাকে পাপেচ্ছা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

‡ শীল পারিশুদ্ধি বা বিদর্শন জ্ঞান অথবা স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী, অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেও অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাধনা বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

৮। অপরেপি বো.১ ভিক্খবে সত্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসিস্‌সামি, তং সুণাথ সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্‌সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্‌খু ভগবতো পচ্চস্‌সোসুং ভগবা এতদবোচ;

যাবকীবঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু সদ্ধা ভবিস্‌সন্তি ··· হিরিমতা২ ভবিস্‌সন্তি ··· ওত্তপ্পী৩ ভবিস্‌সন্তি ··· বহুস্‌সুতা ভবিস্‌সন্তি ··· আরদ্ধবিরিয়া ভবিস্‌সন্তি, ··· উপট্‌ঠিতসতি ভবিস্‌সন্তি ··· পঞ্‌ঞবন্তো ভবিস্‌সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

৮। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আরও (অপরও) সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব, তাহা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ভগবান এইরূপ বলিলেন;—

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ শ্রদ্ধা + সম্পন্ন হইবে ··· হ্রীমান (পাপ করিতে লজ্জিত) হইবে,··· ঔত্তপ্পী (পাপে ভয়দর্শী) হইবে, ··· বহুশ্রুত (ত্রিপিটক শাস্ত্রবিদ্) হইবে, * ··· কায়িক ও চৈতসিক আরব্ধবীর্য্য সম্পন্ন হইবে, ‡ ··· স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হইবে, § ··· পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় পরিগৃহীত প্রজ্ঞা-সমন্বাগত হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

+ শ্রদ্ধা চতুর্বিধ :— যথা আগমনীয়, অধিগম, প্রসাদ এবং ওকপ্পন। তন্মধ্যে আগমনীয় শ্রদ্ধা সর্ব্বজ্ঞও বোধিসত্ত্বগণের নিকটই থাকে। অধিগম শ্রদ্ধা আর্য্য ব্যক্তিদিগেরই হয়। "বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ" ইহা বলিতেই (মহাকপ্পিন রাজার ন্যায়) যে প্রসন্নতা জন্মে তাহা প্রসাদ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধেয় বস্তুতে ঢুকিয়া সম্যকরূপে বুঝিয়া "ইহা এইরূপই" বলিয়া ধারণা হইলেই ওকপ্পন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এস্থলে প্রসাদ ও ওকপ্পন শ্রদ্ধাই অভিপ্রেত। (শ্রদ্ধাবিমুক্ত বক্কলি স্থবির সদৃশ।)

* বাহুশ্রুত্য দ্বিবিধ,—পরিয়ত্তি ও প্রতিবেধ। ত্রিপিটক শাস্ত্রে বহুশ্রুততা পরিয়ত্তি বহুশ্রুততা। সত্য চতুষ্টয়ের প্রতিবেধ প্রতিবেধ বহুশ্রুততা। পরিয়ত্তি বহুশ্রুততা,—নিশ্রয় মুক্তক, পরিষদ সেবক, ভিক্ষুণীউপদেশক, সর্ব্বার্থক সাধক বশে চতুর্বিধ, এস্থলে আয়ুষ্মান আনন্দের সর্ব্বার্থক বহুশ্রুততাই অভিপ্রেত।

‡ আরব্ধ বীর্য্য— যাঁহারা শয়ন, আসন, গমন ও চংক্রমনে কায় সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অষ্টলক্ষ্য বস্তু বশে একক বিহার করেন, তাঁহাদের কায়িক বীর্য্য আরব্ধ হয়। যাঁহারা চিত্ত (সঙ্গ) সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অষ্ট সমাপত্তি বশে একক হয় তাঁহাদের চৈতসিক বীর্য্য আরব্ধ হয়। পাপ-চেতনা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই নিগৃহীত করা মুহূর্ত্তকালও স্থায়ী হইতে না দেওয়া, গমনে উৎপন্ন পাপ গমনে ত্যাগ, উপবেশনে বা শয়নে উৎপন্ন পাপ উপবেশনে বা শয়নে ত্যাগ করা। ইহাকেও চৈতসিক বীর্য্য আরব্ধ বলা হয়। এইরূপভাবেই কায়িক চৈতসিক বীর্য্য আরব্ধ করা এস্থলে অভিপ্রেত।

§ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন—মহাগতিম্প অভয় থের, দীঘভাণক অভয় থের এবং ত্রিপিটক চুলাভয় থেরের ন্যায় বহু পূর্ব্বে শ্রুত, ভাবিত ও অনুভূত বিষয় স্মরণকারী হওয়া, যে কোন বিষয় একবার মাত্র শুনিয়া নির্ভুলভাবে স্মরণকারী হওয়া কর্ত্তব্য।

১। স্যা, ই, থে। ২। ব. হিরিমনা ৩। সী. ওত্তাপিনো

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে সত্ত অপরিহানিযা ধম্মা ভিক্খুসু ঠস্সন্তি, ইমেসু চ[১] সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিস্সিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

৯। অপরেপি বো ভিক্খবে সত্ত অপরিহানিযে ধম্মে দেসেস্সামি, তং সুণাথ, সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ,—

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ সতিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· ধম্মবিচযসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· বিরিযসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· পস্সদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, ··· উপেক্খাসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে সত্ত অপরিহানিযা ধম্মা ভিক্খুসু ঠস্সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিস্সিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষু সঙ্ঘ মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুদিগকে চলিতে দৃষ্ট হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না।

৯। ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আরও সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব তাহা মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শুনিতে উদ্গ্রীব হইলে ভগবান এইরূপ বলিলেন,—

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ চারি প্রকারে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ (ভাবনা) বর্দ্ধিত করিবে ··· ছয় প্রকারে ধর্ম্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ··· নয় প্রকারে বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ··· দশ প্রকারে প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ··· সাত প্রকারে প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ··· দশ প্রকারে সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ··· পাঁচ প্রকারে উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি ঘটিবে না। (এতদ্বারা বিদর্শন মার্গ ফল সম্প্রযুক্ত লৌকিক লোকোত্তর মিশ্রিত বোধ্যঙ্গই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের বিশদ অর্থ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্তবিধ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিবে না।

১। সী. ইমেসু

১০। অপরেপি বো ভিক্খবে সত্ত অপরিহানিযে ধম্মে দেসেস্সামি, তং সুণাথ, সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্সামীতি। "এবং ভন্তে"তি খো তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ ;—

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ অনিচ্চসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি, ··· অনত্তসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি, ··· [অসুভসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি,] ··· আদীনবসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি, পহানসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি, ··· বিরাগসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি ··· নিরোধসঞ্ঞং ভাবেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে সত্ত অপরিহানিযা ধম্মা ভিক্খূসু ঠস্সন্তি ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিস্সিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

১১। ছ ভিক্খবে,১ অপরিহানিযে ধম্মে দেসেস্সামি, তং সুণাথ, সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্সামীতি। "এবং ভন্তে"তি খো তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ মেত্তং কাযকম্মং পচ্চুপট্ঠাপেস্সন্তি সব্রহ্মচারীসু আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

১০। ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে অপরও সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে আরম্ভ করিতেছি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শুনিতে উদগ্রীব হইলে ভগবান এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুরা অনিত্যতানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা (ভাবনা) বর্দ্ধিত করিবে, ··· অনাত্মতানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে, ··· অশুভানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে, ··· আদীনবানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে ··· ত্যাগানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে ··· বিরাগানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে, ··· নিরোধানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং যতদিন এই সপ্ত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

১১। হে ভিক্ষুগণ, ষড়বিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতেছি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শুনিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

[ ] সী. ই. নদিস্সতে   ১। সী. অপরেপি ছ ভিক্খবে।   ই, ছ ভিক্খবে

যাবজীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ মেত্তং বচীকম্মং পচ্চুপট্ঠাপেস্সন্তি সব্রহ্মচারীসু ... মেত্তং মনোকম্মং পচ্চুপট্ঠাপেস্সন্তি সব্রহ্মচারীসু আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। যাবজীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ যে তে লাভা ধাম্মিকা ধম্মলদ্ধা অন্তমসো পত্তপরিযাপন্নমত্তম্পি তথারূপেহি লাভেহি অপ্পটি-বিভত্তভোগী ভবিস্সন্তি সীলবন্তেহি সব্রহ্মচারীহি সাধারণভোগী, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সব্রহ্মচারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষে তাহাদের প্রতি কায়িককর্ম্ম-সমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ সব্রহ্মচারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষে তাহাদের প্রতি বাচনিককর্ম্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন করিবে, ... মনোকর্ম্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। *

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ যে সমুদয় চীবরাদি প্রত্যয় ধর্ম্মতঃ লাভ হইয়াছে সেই সমুদয় অন্ততঃ পাত্রস্থ সামন্য পিণ্ডপাত (ভিক্ষালব্ধ সামান্য খাদ্যদ্রব্য) ও ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়া তাহা অপ্রতিবিভক্তভোগী অর্থাৎ এই পরিমাণ অমুককে দিব, এই পরিমাণ দিব না এবং অমুককে দিব অমুককে দিব না এইভাব মনে না আনিয়া শীলবান সব্রহ্মচারীগণের সহিত সাধারণভোগী (সকলের সহিত সমান অংশে বিভাগ করিয়া পরিভোগকারী) হইবে, ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী পরিহানি হইবে না। †

* মৈত্রী চিত্তে কায়িক কর্ম্ম—ভিক্ষুগণের পক্ষে অভিসমচারিক ধর্ম্ম পূরণ। গৃহীগণের পক্ষে চৈত্য ও বোধি বন্দনার্থে গমন, গ্রামে ভিক্ষু পিণ্ডাচরণে আসিয়াছেন দেখিলে প্রত্যুদগমন, পাত্র প্রতি গ্রহণ ও আসন প্রদান এবং অনুগমন ইত্যাদি মৈত্রীকায় কর্ম্ম নামে উক্ত।

মৈত্রী বাচনিক কর্ম্ম — ভিক্ষুদের পক্ষে আচার-ব্যবহার, শিক্ষাপদ, কর্ম্মস্থান, বুদ্ধবচন শিক্ষা-দান ও ধর্ম্ম দেশনা ইত্যাদি মৈত্রী বাচনিক কর্ম্ম নামে উক্ত হইয়াছে। গৃহীগণের পক্ষে—চৈত্য-বোধি বন্দনার্থে গমন করিব, ধর্ম্ম শ্রবণ ও দীপ পুষ্পে পূজা করিব ত্রিবিধ সুচরিত শীল গ্রহণপূর্ব্বক পালন করিব, অন্নবস্ত্রাদি চতুর্প্রত্যয় সঙ্ঘকে দান করিব, সঙ্ঘ নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক খাদ্য ভোজ্যাদি দান কর, পানীয়াদি স্থাপন কর, সঙ্ঘকে প্রত্যুদগমন করিয়া আন; আসনে বসাও, উৎসাহের সহিত পরিচর্য্যাদি কর ইত্যাদি বলিবার সময় মৈত্রী বাচনিক কর্ম্ম হইয়া থাকে। মৈত্রী মনোকর্ম্ম—ভিক্ষুগণ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শরীরকৃত্যাদি সম্পাদন করতঃ বিহার সম্মার্জ্জনাদি নিত্য কর্ম্ম শেষ করিয়া নির্জ্জনে উপবেশন করতঃ আমার সব্রহ্মচারীগণ, দায়কগণ সুখী হউক, অবৈর অব্যাপদ হউক বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত, গৃহীগণও ঐভাবে নির্জ্জনে বসিয়া আমাদের আর্য্যগণ, এবং সমুদয় সত্ত্ব সুখী হউক, অবৈর ও অব্যাপদ হউক বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত। এইরূপভাবে প্রার্থনা বা চিন্তন মৈত্রী মনোকর্ম্ম।

বয়োকনিষ্ঠ সব্রহ্মচারীগণের কার্য্যের সাহায্য করিলে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের পরিচর্য্যাদি করিলে, সম্মুখ মৈত্রীকায় কর্ম্ম করা হয়। সব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক দুর্নিক্ষিপ্ত ভাণ্ডাদি তাঁহাদের অনুপস্থিতে

ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা, নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ১, যানি তানি সীলানি অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞুপসত্থানি ২, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি, তথারূপেসু সীলেসু সীলসামঞ্ঞগতা বিহরিস্সন্তি সব্রহ্মচারীহি আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিকখূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূনং যাযং দিট্ঠি অরিযা নিয্যানিকা নিয্যাতি তক্করসস সম্মা দুক খক খযায, তথারূপায দিটি ঠযা দিট্ঠিসামঞ্ঞগতা

হে ভিক্ষুগণ, যেই শীল সমূহ (মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক চতুর্পারিশুদ্ধি শীল) তৃষ্ণা দাসত্ব হইতে মোচন করিয়া মুক্ত ভাবকরণ সমর্থ, বুদ্ধাদি বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক প্রশংসিত, তৃষ্ণাও দৃষ্টিদ্বারা অপরামর্শিত বা "অমুক অন্যায় তুমি করিয়াছ" বলিয়া কেহ স্পর্শ করিতে অসমর্থ, উপাচার ও অর্পণ সমাধি প্রবর্ত্তনকারী, সেই শীল সমূহ ভিক্ষুগণ যতদিন অখণ্ড অচ্ছিদ্র অশবল (অবিবিধরূপে) অকল্মাষরূপে (অমলিনভাবে) প্রতিপালন করিবে, সব্রহ্মচারীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষে সেই সমুদয় শীলে সমান শীল সম্পন্ন হইয়া বিহার করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না *।

অবজ্ঞা না করিয়া স্বীয় দ্রব্যের মত সামলাইয়া রাখা প্রভৃতি পরোক্ষে মৈত্রীকায় কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনোকর্ম্মও বাচনিক কর্ম্মে ও সম্মুখ ও পরোক্ষে সম্বন্ধেও ঐ ভাবে বুঝিয়া নিতে হইবে।

+ ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণে ভাল খাবারাদি পাইলেও তাহা একা পরিভোগ করা ন্যায় নহে। আরও লাভের আশায় গৃহীকেও দেওয়া উচিত নহে। সাংঘিক সম্পত্তির ন্যায় মনে করিয়া গ্রহণ করতঃ ঘণ্টারবে ভিক্ষুগণকে সমবেত করিয়া সমান অংশে পরিভোগ করা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে সারণীয় ধর্ম্ম পুরণ হইবে। সারণীয় ধর্ম্ম পূরিত ভিক্ষুর ঈর্ষা মাৎসর্য্য থাকে না। তিনি দেব মানবের প্রিয় হন। তাঁহার দানকালীন দানীয় দ্রব্য কখনও নিঃশেষ হইবে না। সমস্ত প্রত্যয় তাঁহার সুলভ হইবে, দ্রব্য বিভাগ স্থানে অগ্র-দ্রব্য তাঁহার লাভ হইবে মহাদুর্ভিক্ষেও দেবগণ তাঁহার পিণ্ডপাত প্রভৃতি যোগাইয়া থাকেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

* সপ্ত আপত্তি স্কন্ধের আদি বা অন্তের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হইলে খণ্ড, মধ্যের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হইলে ছিদ্র, ক্রমান্বয়ে ২।৩টী শিক্ষাপদ ভঙ্গ শবল, অন্তরে অন্তরে ভঙ্গ হইলে কল্মাষ নামে কথিত হয়। যাঁহার কোন শিক্ষাপদ ভঙ্গ হয় নাই তাঁহার শীল অখণ্ড অচ্ছিদ্র অশবল অকল্মাষ বলা হয়। স্রোতাপন্নাদি মার্গফললাভী ভিক্ষুগণ যেখানে বাস করুন না কেন তাঁহাদের শীল একই সমান থাকে। পৃথুজ্জন (মার্গফলহীন) ভিক্ষুগণ নানা স্থানে বাস করিলেও তাঁহাদের শীল যেন একই সমান থাকে (কোন শিক্ষাপদ যেন ভঙ্গ না হয়, দৈবাৎ ভঙ্গ হইলেও তাহার যেন যথোচিৎভাবে প্রতিকার করা হয়) এইরূপ বিহারীকে শীল সমন্নাগত বিহারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শীল বিশুদ্ধিদ্বারা দেবতা বা ব্রহ্মা হইব, এইরূপ তৃষ্ণা, দেবতা বা ব্রহ্মা হইয়া শাশ্বতভাবে থাকিব, এইরূপ দৃষ্টি (জ্ঞান) এতদুভয় দ্বারা অপরামর্শিত হওয়াকে তৃষ্ণা দৃষ্টিদ্বারা অপরামর্শিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১। সী. জি. ভিকখূনং ২। ম. বিঞ্ঞুপ্পসট্ঠানি

বিহরিসসন্তি সব্রহ্মচারীহি আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে ছ অপরিহানিযা ধম্মা ভিক্খূসু ঠস্সন্তি ইমেসু চ ছসু অপরিহানিযেসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিসসিসসন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানীতি।

১২। তত্র সুদং ভগবা রাজগহে বিহরন্তো গিজ্ঝকূটে পব্বতে এতদেব বহুলং ভিক্খূনং ধম্মিং কথং করোতি ;— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্ঞা। সীল-পরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্ঞা-মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমু-চ্চতি — সেয্যথীদং কামাসবা, ভবাসবা [দিট্ঠাসবা] অবিজ্জাসবাতি।

আমার এবং তোমাদের প্রত্যক্ষভূত যেই নির্দোষ নৈয়ানিক মার্গ সম্প্রযুক্ত সম্যকদৃষ্টি (জ্ঞান), যেই জ্ঞান অনুযায়ী চলিলে সংসারদুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে, ভিক্ষুগণ যতদিন পর্য্যন্ত সব্রহ্মচারীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষে সেই দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিহার করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই ষড়বিধ অপরিহানিয় ধর্ম্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই ষড়বিধ অপরিহানিয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না।

১২। ভগবান রাজ-গৃহে গৃধ্রকুট পর্ব্বতে অবস্থানকালীন (তাঁহার পরিনিব্বান আসন্ন বলিয়া) ভিক্ষুদের সহিত অধিক সময় (পুনঃ পুনঃ) এই সম্বন্ধেই ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, — শীল এই প্রকার ও এই পরিমাণ (মার্গের সম্ভারভূত এই লৌকিক চতুর্পারিশুদ্ধি শীল) ইহার অধিক আর শীল নাই, সমাধি এই প্রকার ও এই পরিমাণ (মার্গের সম্ভারভূত চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি) প্রজ্ঞা এই প্রকার ও এই পরিমাণ (বিদর্শন প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞা নামে উক্ত হইয়াছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) শীল পরিবর্দ্ধিত সমাধি (যেই লোকোত্তর কুশলের পদাস্থানভূত লৌকিক চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কায়-বাক্-মনোকর্ম্ম ও আজীববিশুদ্ধ হইয়া মার্গফল সমাধি উৎপাদিত হয়, সেই মার্গসমাধি সর্ব্বপ্রকারে শীলদ্বারা সম্ভাবিত) হইলে শ্রামণ্য ফলে মহাফল, সংসার দুঃখ উপশমে মহানিশংসজনক হয় এবং ফল সমাধি ও সর্ব্বপ্রকারে শীলদ্বারা সম্ভাবিত হইলে প্রতি প্রশ্রব্ধি ত্যাগে মহাফল ও নির্ব্তিসুখোৎপত্তিতে মহানিশংস-জনক হয়। সমাধি পরিবর্দ্ধিত প্রজ্ঞা (যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থানভূত পাদক ধ্যান সমাধি এবং উত্থানগামি সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মার্গ প্রজ্ঞা ও ফল প্রজ্ঞা উৎপাদিত হয়, সেই মার্গফল প্রজ্ঞা সম্যক্ সমাধিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাফল মহানিশংসজনক হয়, অপিচ বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, ধ্যানাঙ্গ প্রভেদ হেতুতে মহাফল, সত্ত্ব দাক্ষিণেয়্য ব্যক্তি বিভাগ হেতুতে মহানিশংসদায়ক হয়। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত (যেই বিদর্শন প্রজ্ঞায় বা সমাধি বিদর্শন প্রজ্ঞায়

("যাযং = যা অযং" আমার এবং তোমাদের প্রত্যক্ষভূত যাহা এই।— নিয্যাতীতি নিয্যানিকা।)

১। অ. সব্বদুক্খক্খযায   [ ] ব. নদিস্সতে

১৩। অথ খো ভগবা রাজগহে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি,— আযামানন্দ যেন অম্বলট্‌ঠিকা তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন অম্বলট্‌ঠিকা তদবসরি।

১৪। তত্রসুদং ভগবা অম্বলট্‌ঠিকাযং বিহরতি রাজগারকে, তত্রাপি সুদং ভগবা অম্বলট্‌ঠিকাযং বিহরন্তো রাজগারকে এতদেব বহুলং ভিক্‌খূনং ধম্মিং কথং করোতি,— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্‌ঞা। সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো। সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা। পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং কামাসবা ভবাসবা [দিট্‌ঠাসবা] ১ অবিজ্জাসবাতি।

১৫। অথ খো ভগবা অম্বলট্‌ঠিকাযং যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি— আযামানন্দ যেন নালন্দা, তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন নালন্দা তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা নালন্দাযং বিহরতি পাবারিকম্বৰনে।

থাকিয়া (স্থিত হইয়া) মার্গ-চিত্ত, ফল-চিত্ত উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গফল-চিত্ত প্রজ্ঞাদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে, কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব, অবিদ্যাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়। (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

১৩। অতঃপর ভগবান রাজগৃহে যথেচ্ছা বাস করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল আনন্দ, আমরা অম্বলট্‌ঠিকায় গমন করি।" "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে অম্বলট্‌ঠিকায় উপস্থিত হইলেন।

১৪। ভগবান সেই অম্বলট্‌ঠিকায় রাজকীয় প্রাসাদে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থিতি কালেও ভগবান ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন,— এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা, চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলেই মহাফল মহানিশংস লাভ হয়। সম্যক্‌সমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংসজনক হয়। চিত্তপ্রজ্ঞা দ্বারা সম্ভাবিত হইলেই কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হয়।

১৫। অতঃপর ভগবান অম্বলট্‌ঠিকায় যতদিন ইচ্ছা বাস করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল আনন্দ, নালন্দায় উপস্থিত হই।" "হাঁ ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মহাভিক্ষু সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ভগবান নালন্দায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান নালন্দায় অবস্থিতিকালে পাবারিক আম্রবনে বাস করিতেছিলেন।

১। ব. নত্থিসূসতে

১৬। অথ খো আযস্মা সারিপুত্তো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা সারিপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ,—এবং পসন্নো অহং ভন্তে [ভগবতি ১] ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয্যো ভিঞ্ঞতরো যদিদং সম্বোধিযন্তি, উলারা খো তে অযং সারিপুত্ত আসভী ২ বাচা ভাসিতা, একংসো গহিতো সীহনাদো নদিতো,— এবং পসন্নো অহন্তন্তে ভগবতি ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয্যো ভিঞ্ঞতরো যদিদং সম্বোধিযন্তি। কিন্তে ৩ সারিপুত্ত যে তে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতা, এবং সীলা তে ভগবন্তো অহেসুং ইতিপি, এবং ধম্মা এবং পঞ্ঞা এবং বিহারী এবং বিমুত্তা তে ভগবন্তো অহেসুং ইতিপীতি? নো হেতং ভন্তে। কিং পন তে ৪ সারিপুত্ত যে তে ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতা, এবং সীলা তে ভগবন্তো ভবিস্সন্তি ইতিপি, এবং ধম্মা এবং পঞ্ঞা এবং বিহারী এবং বিমুত্তা ভগবন্তো ভবিস্সন্তি ইতিপীতি? নো হেতং ভন্তে। কিম্পন তে সারিপুত্ত অহং ৫ এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতো, এবং সীলো ভগবা ইতিপি, এবং ধম্মো এবং পঞ্ঞো এবং

১৬। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র † সেইখানে ভগবানের নিকট সমুপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করতঃ কহিলেন, ভন্তে, আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ সুপ্রসন্ন যে, এই সম্বোধি বিষয়ে অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর ভূত কালেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হইবেন না এবং বর্ত্তমানেও বিদ্যমান নাই।

সারিপুত্র, তুমি যে এই উদার নির্ভীক বাক্য বলিয়াছ এবং নিশ্চয় বিশ্বাসে এই সিংহনাদ করিয়াছ,— "ভন্তে আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ সুপ্রসন্ন যে, এই সম্বোধি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভূত কালেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হইবেন না এবং বর্ত্তমানেও বিদ্যমান নাই।" সারিপুত্র, অতীতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, তুমি কি তাঁহাদের চিত্তবিদিত যে, তাঁহারা এবম্‌শীল (এইরূপ শীলসম্পন্ন)? তুমি কি ইহাও বিদিত যে, সেই ভগবানগণ এবম্‌ধর্ম্মী, এবম্ প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী এবম্বিমুক্ত ছিলেন? না ভন্তে।

সারিপুত্র, ভবিষ্যৎকালে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, তুমি কি তাহাদের চিত্ত বিদিত যে, তাঁহারা এবম্‌শীল হইবেন, তুমি কি ইহাও বিদিত যে, সেই ভগবানগণ এবম্ ধর্ম্মী, এবম্-প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী, এবম্বিমুক্ত হইবেন? না ভন্তে। সারিপুত্র, আমি বর্ত্তমানে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ,

১। সী. ন ভিস্সতে। ২। ব অসাভি ৩। কিন্নু সব্বথ ৪। কিং পন সব্বথ
৫। সী. ইং. অহংতে, ব এতরহি। († সারীপুত্র — ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক

বিহারী এবংবিমুত্তো ভগবা ইতিপীতি? নো হেতং ভন্তে। এত্থহি তে ১ সারিপুত্ত অতীতানাগতপচ্চুপ্পন্নেসু অরহন্তেসু সম্মাসম্বুদ্ধেসু চেতো পরিযঞ্ঞানং ২ নত্থি। অথ কিঞ্চরহি তে অযং সারিপুত্ত উলারা আসভী বাচা ভাসিতা, একংসোগহিতো সীহ-নাদো নদিতো,— এবং পসন্নো অহং ভন্তে ভগবতি ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয্যো ভিঞ্ঞতরো যদিদং সম্বোধিযন্তি।

১৭। ন খো পনেতং ৩ ভন্তে অতীতানাগতপচ্চুপ্পন্নেসু অরহন্তেসু সম্মাসম্বুদ্ধেসু চেতোপরিয ঞানং অত্থি। অপিচ খো মে ভন্তে ৪ ধম্মন্বযো বিদিতো সেয্যথাপি ভন্তে রঞ্ঞো পচ্চন্তিমং নগরং দল্হুদ্ধাপং ৫ দল্হপাকার তোরণং একদ্বারং। তত্রস্স দোবারিকো পণ্ডিতো ব্যত্তো মেধাবী, অঞ্ঞাতানং নিবারেতা, ঞাতানং পবেসেতা। সো তস্স নগরস্স সামন্তা ৬ অনুপরিযায পথং অনুক্কমমানো ন পস্সেয্য পাকার সন্ধিং বা পাকারবিবরং বা অন্তমসো বিলারনিক্খমন ৭ মত্তম্পি। তস্স এবমস্স — যে কেচি ৮ ওলারিকা পাণা ইমং নগরং পবিসন্তি বা নিক্খমন্তি বা সব্বে তে ইমিনা'ব

তুমি কি আমার চিত্ত বিদিত যে, ভগবান এবম্ শীল? তুমি কি ইহাও বিদিত যে, ভগবান এবম্ ধর্ম্মী, এবম প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী, এবম্বিমুক্ত? না ভন্তে, ইহা আমি জ্ঞাত হই নাই। সারিপুত্র, এ বিষয়ে তুমি অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন কালের অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত বিদিত নও। সারি-পুত্র, অথ কিরূপে তোমা কর্ত্তৃক এইরূপ উদার নির্ভীক বাক্য ভাষিত হইল এবং নিশ্চয় বিশ্বাসে এই সিংহনাদ হইল যে, আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ সুপ্রসন্ন যে, এই সম্বোধি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভূত কালেও ছিলেন না ভবিষ্যতেও হইবেন না এবং বর্ত্তমানেও নাই?

১৭। ভন্তে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমি সুবিদিত নহি বটে, অপিচ ভন্তে, আমি ধর্ম্মন্বয় * বিদিত হইয়াছি। যেমন ভন্তে কোন রাজার সীমান্ত নগরের দৃঢ় দুর্গের দৃঢ় প্রাকার ও তোরণ আছে এবং একটি দ্বার খোলা আছে। তথায় পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও মেধাবী কোন দৌবারিক আছে, সে অজ্ঞাত জনকে প্রবেশ করিতে দেয় না পরিচিত জনকেই

* টীকা — সেই সেই সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণ সম্বন্ধে — ইতিপিসো ভগবা, অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধাদি গুণ জানিবার যে প্রজ্ঞা তাহাই ধর্ম্মান্বয়। মহাসিং সুঃ অঃ

১। সী. ই. এত্থেবহি
২। সী, ই, চেতসা চেতো পরিযায ঞানং ম: চেতসা চেতো পরিয ঞানং। ন খো মে সব্বথ
৩। সী, ই, অপিচ
৪। ম, অপিচ মে
৫। সী, ই, দল্হদদাতং ম, দলহদ্বারং
৬। সমন্তা সব্বথ
৭। সী, ই, নিস্সক কত
৮। ম, যে খো

দ্বারেন পবিসন্তি বা নিক্খমন্তি বাতি এবমেব খো মে ভন্তে ধম্মন্বয়ো বিদিতো। যে তে ভন্তে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চনীবরণে পহায, চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায দুব্বলীকরণে, চতূসু সতিপট্‌ঠানেসু সুপ্পতিট্‌ঠিতচিত্তা, সত্ত সম্বোজ্ঝঙ্গে১ যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিংসু। যে পি তে ভন্তে ভবিস্‌সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চনীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট্‌ঠানেসু সুপ্পতিট্‌ঠিতচিত্তা সত্ত সম্বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিস্‌সন্তি, ভগবাপি ভন্তে এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো পঞ্চনীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট্‌ঠানেসু সুপ্পতিট্‌ঠিতচিত্তো সত্ত সম্বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতি।

১৮। তত্রাপি২ সুদং ভগবা নালন্দাযং বিহরন্তো পাবারিকম্ববনে এতদেব বহুলং ভিক্খূনং ধম্মিং কথং করোতি,—ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্‌ঞা, সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা

প্রবেশ করিতে দেয়। সে সেই নগর দুর্গের সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিকের) অনুপর্য্যায় পথে অনুসন্ধান বা পরিভ্রমণ করিয়া প্রাকার সন্ধি বা প্রাকার বিবর অন্ততঃ বিড়াল বাহির হইতে পারে মত বিবরও দেখিতে পাইলনা। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে যে কোন মহাপ্রাণী এই নগরে প্রবেশ করিলে বা বাহির হইলে তাহাদের সকলকেই এই দরজা দিয়াই বাহির হইতে বা প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ ভন্তে, আমিও ধর্ম্মন্বয় জ্ঞাত হইয়াছি। ভন্তে, অতীতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন সেই সকল ভগবানগণ, প্রজ্ঞা দুর্ব্বলকারী চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ (কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) ত্যাগ করিয়া, চারিস্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া, সপ্তবিধ সম্বোধ্যঙ্গ যথাভূতভাবে ভাবনা করতঃ অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভন্তে, ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, সেই সকল ভগবানগণও প্রজ্ঞা দুর্ব্বলকারী চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ চারি স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া সপ্তবিধ সম্বোধ্যঙ্গ যথাযথভাবে ভাবনা করতঃ অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। ভন্তে, বর্ত্তমানের অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভগবানও প্রজ্ঞা দুর্ব্বলকারী চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ চারিস্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাযথরূপে সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করতঃ অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮। ভগবান নালন্দায় পাবারিক আম্রবনে বিহার সময়েও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন.—এই প্রকার শীল, এই পরিমাণ শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা, চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলে, মহাফল মহানিশংস

১। সী, ই, বোজ্‌ঝঙ্গে ২। সী, ই, তত্র

পঞ্‌ঞা মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা। পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি। সেয্যথীদং কামাসবা, ভবাসবা, দিট্‌ঠাসবা, অবিজ্জাসবাতি।

১৯। অথ খো ভগবা নালন্দাযং যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি, আযামানন্দ যেন পাটলিগামো তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন পাটলিগামো তদবসরি।

২০। অস্সোসুং খো পাটলিগামিযা উপাসকা ভগবা কির পাটলিগামং অনুপত্তোতি। অথ খো পাটলিগামিযা উপাসকা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্না খো পাটলিগামিযা উপাসকা ভগবন্তং এতদবোচুং,— অধিবাসেতু নো ভন্তে ভগবা আবসথাগারন্তি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্‌হী ভাবেন।

লাভ হয়, সম্যক্‌সমাধিদ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা, মহাফল মহানিশংসদায়ক হয়। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্তই কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

১৯। অতঃপর ভগবান নালন্দায় স্বেচ্ছানুসারে বাস করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— চল আনন্দ, আমরা পাটলিগ্রামে গমন করি। "হাঁ ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

২০। পাটলি গ্রামের উপাসকগণ শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবৎ সকাশে সমুপস্থিত হইয়া অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহারা এইরূপ নিবেদন করিলেন,— ভন্তে, ভগবান, আমাদের আগন্তুক গৃহ (অতিথিশালা +) গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন।

+ [পাটলি গ্রামে দুই রাজার (মগধ রাজার ও বজ্জী রাজার) বন্ধুবান্ধব ও কর্ম্মচারিগণ আগমন করিতেন। তাঁহারা আসিলে পরিবারস্থ সকলকে বাড়ী হইতে সরাইয়া তাঁহাদিগকে স্থান দিতে হইত, ইহাতে গ্রামবাসীরা নিত্য উপদ্রুত হইতেন। রাজা বা রাজ পুরুষেরা আসিলে যেন সুখে বাস করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে বৃহৎ শালা তৈয়ার করাইয়া এক অংশে ভাণ্ড সামলাইয়া রাখিবার ও এক অংশে বাস করিতে পারা যায় মত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভগবান আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা ভাবিলেন, "আমাদেরই তথায় গিয়া ভগবানকে আনিবার আবশ্যক ছিল, এখন তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে তথায় অবস্থান করাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিব। পুনঃ চিন্তা করিলেন, বুদ্ধগণ অরণ্যই ভালবাসেন, গ্রামের মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন কিনা পূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। তদ্ধেতু তাঁহারা অতিথি শালায় বিছানা আদি না করিয়া ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উক্তরূপ নিবেদন করিলেন]

২১। অথ খো পাটলিগামিযা উপাসকা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্‌ঠাযাসনা, ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা, যেন আবসথাগারং তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা সব্বসন্থরিং সন্থতং আবসথাগারং, ১ সন্থরিত্বা আসনানি পঞ্‌ঞপেত্বা, উদকমণিকং ২ পতিট্‌ঠাপেত্বা, তেলপ্পদীপং আরোপেত্বা, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠংসু। একমন্তং ঠিতা খো পাটলিগামিযা উপাসকা ভগবন্তং এতদবোচুং,— সব্বসন্থরিং সন্থতং ভন্তে আবসথাগারং, আসনানি পঞ্‌ঞত্তানি, উদকমণিকো পতিট্‌ঠাপিতো, তেলপ্পদীপো আরোপিতো, যস্‌সদানি ভন্তে কালং মঞ্‌ঞতীতি।

২২। অথ খো ভগবা সাযণ্হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সদ্ধিং ভিক্‌খুসঙ্ঘেন যেন আবসথাগারং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পাদে পক্‌খালেত্বা আবসথাগারং পবিসিত্বা মজ্ঝিমং থম্ভং নিস্‌সায পুরত্থাভিমুখো ৩ নিসীদি, ভিক্‌খুসঙ্ঘোপি খো ৪ পাদে পক্‌খালেত্বা আবসথাগারং পবিসিত্বা পচ্ছিমং ভিত্তিং নিস্‌সায পুরত্থাভিমুখো নিসীদি, ভগবন্তং যেব পুরেক্‌খিত্বা, ৫ পাটলিগামিযাপি খো উপাসকা

২১। অতঃপর পাটলি গ্রামের উপাসকগণ ভগবান সম্মত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া অতিথিশালার উপরে নীচে সর্ব্বত্র চিত্র বিচিত্র চাটাই সতরঞ্চ ও কোজবাদি লাগাইয়া ও বিছাইয়া গৃহ সুসজ্জিত করিলেন। মধ্য স্তম্ভের পার্শ্বে মহা বুদ্ধাসন স্থাপন করিয়া, পশ্চিমদিকে শ্রাবকদিগের জন্য মহামূল্য আসনসমূহ স্থাপন করিলেন। মণিবর্ণের (নির্ম্মল) জল পূর্ণ জালা সকল স্থাপন করিলেন, স্থানে স্থানে তৈল প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলেন। তৎপর ভগবানের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ভন্তে, অতিথিশালায় সর্ব্বত্র বিছানা ও আসন করা হইয়াছে, মণিবর্ণ জল পূর্ণ জালা সমূহ রক্ষিত হইয়াছে তৈল প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে। ভন্তে, এখন ভগবানের যাহা সঙ্গত মনে হয় করা হউক।

২২। অনন্তর ভগবান সায়ং কালে অন্তর্ব্বাস পরিধান করতঃ পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত অতিথিশালার দিকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পদ-প্রক্ষালান্তে আবসথ গৃহে প্রবেশ করতঃ, মধ্য স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী বুদ্ধাসনে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘও পদপ্রক্ষালন করতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম ভিত্তির পার্শ্বে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া

১। সী, ই, সব্ব সন্থরিং আবসথাগারং ২। সী ই, উদক মণিং

৩। সী, ব, পুরত্থিমাভি মুখো ৪। সী, ভিক্‌খু সঙ্ঘোপি

৫। সী, ই, পুরক্‌খত্বা

পাদে পক্‌খালেত্বা আবসথাগারং পবিসিত্বা পুরত্থিমং ভিত্তিং নিস্‌সায পচ্ছিমাভিমুখা নিসীদিংসু ভগবন্তং যেব পুরেক্‌খিত্বা।

২৩। অথ খো ভগবা পাটলিগামিযে উপাসকে আমন্তেসি,— পঞ্চিমে গহপতযো আদীনবা দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা। কতমে পঞ্চ? ইধ গহপতযো দুস্‌সীলো সীলবিপন্নো পমাদাধিকরণং মহন্তিং ভোগজানিং নিগচ্ছতি। অযং পঠমো আদীনবো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা। পুনচ পরং গহপতযো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপন্নস্‌স পাপকো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গচ্ছতি। অযং দুতিযো আদীনবো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা। পুনচ পরং গহপতযো দুস্‌সীলো সীলবিপন্নো যঞ্ঞদেব পরিসং উপসঙ্কমতি; যদি খত্তিযপরিসং, যদি ব্রাহ্মণপরিসং, যদি গহপতিপরিসং, যদি সমণপরিসং; অবিসারদো উপসঙ্কমতি মঙ্কুভূতো। অযং ততিযো আদীনবো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা! পুনচ পরং গহপতযো দুস্‌সীলো সীলবিপন্নো সম্মূল্‌হো কালং করোতি। অযং চতুত্থো আদীনবো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা। পুনচ পরং গহপতযো দুস্‌সীলো সীলবিপন্নো কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা অপাযং দুগ্গতিং

পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ও পাদ প্রক্ষালন করতঃ আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব দিকের ভিত্তির পার্শ্বে ভগবানকে সম্মুখে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিলেন।

২৩। অতঃপর ভগবান পাটলি গ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে গৃহপতিগণ, শীল বিপত্তি হেতু দুঃশীল ব্যক্তির (যে পঞ্চশীলাদি লঙ্ঘন করে অর্থাৎ প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রয়োগ করে ও নেশাপান করে তাহার) পাঁচটি অনর্থ ঘটে। সেই পাঁচটি অনর্থ কি কি? ইহলোকে যে দুঃশীল, পঞ্চশীলাদি ভঙ্গ করে তাহার মহাভোগ সম্পত্তি থাকিলেও প্রমাদ বশতঃ তাহা বিনাশ হইয়া যায়। (ব্যবসায় বাণিজ্যে এমন কি কৃষি কর্ম্মেও উন্নতি করিতে পারে না, মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। প্রব্রজিত দুঃশীল শীলভঙ্গকারী হইলেও সে শীল ধন, বুদ্ধবচন, ধ্যান এবং সপ্ত আর্য্য ধন হইতে বিচ্যুত হয়।) দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর ইহা প্রথম অনর্থ (আদীনব)। হে গৃহপতিগণ, দ্বিতীয়তঃ দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর, পাপ কীর্ত্তিশব্দ (অযশঃ অকীর্ত্তি) সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহা দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর দ্বিতীয় আদীনব। হে গৃহপতিগণ, তৃতীয়তঃ দুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চারি প্রকারের যে কোন সভায় যাউক না কেন, উদ্বিগ্ন চিত্তও অপ্রতিভভাবে (সভয়ে সসঙ্কোচে) গিয়া থাকে। ইহা দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর তৃতীয় দোষ। চতুর্থতঃ হে গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুকালে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানেই দেহ ত্যাগ করে†, ইহা দুঃশীল শীল ভঙ্গকারীর চতুর্থ দোষ।

---

† যাঁহারা সাধারণতঃ প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, ও নেশা পান হইতে বিরত তাঁহারা শীলবান এবং যাহারা ঐ সমুদয় হইতে বিরত নহে তাহারা দুঃশীল শীলভঙ্গকারী।

বিনিপাতং নিরযং উপপজ্জতি। অযং পঞ্চমো আদীনবো দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা। ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আদীনবা দুস্‌সীলস্‌স সীলবিপত্তিযা।

২৪। পঞ্চিমে গহপতযো আনিসংসা সীলবতো সীলসম্পদায। কত মে পঞ্চ? ইধ গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো, অপ্পমাদাধিকরণং মহন্তং ভোগক্‌খন্ধং অধিগচ্ছতি। অযং পঠমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবতো সীলসম্পন্নস্‌স; কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্‌গচ্ছতি। অযং দুতিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো; যঞ্ঞ্‌দেব পরিসং উপসঙ্কমতি; যদি খত্তিযপরিসং, যদি ব্রাহ্মণ-পরিসং, যদি গহপত্তিপরিসং যদি সমণ পরিসং, বিসারদো উপসঙ্কমতি, অমঙ্কুভূতো। অযং ততিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অসম্মূল্‌হো কালং করোতি। অযং চতুত্থো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায। পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জতি। অযং পঞ্চমো আনিসংসো সীলবতো সীল-সম্পদায। ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আনিসংসা সীলবতো সীলসম্পদাযাতি।

পঞ্চমতঃ হে গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীল বিপন্ন ব্যক্তি, দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অপায় দুর্গত্তি অধঃপাত নিরয় প্রাপ্ত হয়। দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর ইহা পঞ্চম আদীনব। হে গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর এই পাঁচটি অনর্থ বা আদীনব ঘটিয়া থাকে।

২৪। হে গৃহপতিগণ, শীল পালন হেতু শীলবানের (প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রয়োগ ও নেশাপান বিরত ব্যক্তির) পাঁচটি আনিশংস (সুফল) লাভ হইয়া থাকে। সেই পাঁচটি আনিশংস কি কি? হে গৃহপতিগণ, ইহলোকে শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি, অপ্রমত্ততার (কর্ত্তব্যে ভ্রমশূন্যতার) দ্বারা মহাভোগসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, (ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি যে কাজ করুক না কেন তাহাতে উন্নতি হইয়া থাকে, সুশীল প্রব্রজিত, শীল ধনে, বুদ্ধ বচন, ধ্যান, এবং সপ্ত আর্য্য ধনে ধনী হইয়া থাকেন) ইহা শীলবানের শীল পালনের প্রথম পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তির কল্যাণ কীর্ত্তি শব্দ (যশসুখ্যাতি) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, ইহা শীলবান ব্যক্তির শীল পালনের দ্বিতীয় পুরস্কার। তৃতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চারি জাতীয় যে কোন পরিষদে যাউক না কেন বিশারদ হইয়া নিঃসঙ্কোচে গিয়া থাকে, ইহা শীলবানের শীল পালনের তৃতীয় পুরস্কার। চতুর্থতঃ হে গৃহপতিগণ শীলবান ব্যক্তি সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করে। ইহা শীলবানের শীল পালনের চতুর্থ পুরস্কার। পঞ্চমতঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি কায় ভেদ, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়, ইহা শীলবানের শীল পালনের পঞ্চম পুরস্কার। হে গৃহপতিগণ শীলবানের শীল পালনের এই পঞ্চ আনিশংস লাভ হইয়া থাকে।

২৫। অথ খো ভগবা পাটলিগামিযে উপাসকে বহুদেব রত্তিং ধম্মিযা কথায সন্দস্সেত্বা সমাদপেত্বা সমুত্তেজেত্বা সম্পহংসেত্বা উয্যোজেসি, অভিক্কন্তা খো গহপতযো রত্তি, যস্সদানি তুম্হে কালং মঞ্ঞথাতি। এবং ভন্তেতি খো পাটলি-গামিযা উপাসকা ভগবতো পটিস্সুত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমিংসু। অথ খো ভগবা অচির পক্কন্তেসু পাটলিগামিযেসু উপাসকেসু সুঞ্ঞাগারং পাবিসি।

২৬। তেন খো পন সমযেন সুনীধ১ বস্সকারা মগধ মহামত্তা পাটলিগামে নগরং মাপেন্তি বজ্জীনং পটিবাহায। তেন খো পন সমযেন সম্বহুলা দেবতাযো২ সহস্সস্সেব৩ পাটলিগামে বথূনি পরিগ্গণ্হন্তি। যস্মিং পদেসে৪ মহেসক্খা দেবতা বথূনি পরিগ্গণ্হন্তি, মহেসক্খানং তত্থ রঞ্ঞং রাজ মহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি, নিবেসনানি মাপেতুং। যস্মিং পদেসে মজ্ঝিমাদেবতা বথূনি পরিগ্গণ্হন্তি, মজ্ঝিমানং তত্থ রঞ্ঞং রাজ মহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি নিবেসনানি মাপেতুং।

২৫। অতঃপর ভগবান পাটলি গ্রামের উপাসকগণকে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আকাশ গঙ্গা অবতরণের ন্যায়, যোজন প্রমাণ মধুচক্র চিবাইয়া মধুপান করাইবার ন্যায় আবসথাগার অনুমোদনাদি নানা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মানুবর্ত্তী করিলেন এবং ধর্ম্ম পালনে উত্তেজিত ও ধর্ম্মরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন,— হে গৃহপতিগণ, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তোমাদের যাহা উচিত মনে হয়, করিতে পার। পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণ "সাধু ভন্তে" বলিয়া ভগবানের আদেশে আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরে ভগবান শূন্যাগারে (সেই গৃহ মধ্যে পর্দা টাকান শয়ন স্থানে) প্রবেশ করিলেন (তথায় সিংহ শয্যায় শয়ন করিলেন।)

২৬। তৎকালে মগধরাজের প্রধান মন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ব্রাহ্মণ বজ্জীরাজগণের আয়দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ (পাটলিগ্রামকে নগরে পরিণত) করিতে ছিলেন। তখন বহুতর দেবতা এক এক দলে সহস্র জন হিসাবে বিভক্ত হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্তু (ভিটা) পরিগ্রহণ করিতেছিলেন। যেখানে মহাশক্তিশালী দেবগণ গৃহবস্তু পরিগ্রহণ করিতেছিলেন তথায় মহাশক্তিশালী রাজা ও রাজ মহামাত্যগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। যেখানে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ গৃহবস্তু পরিগ্রহণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে মধ্যম শ্রেণীর রাজা ও রাজমহামাত্যগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে চিত্ত নমিত হইতেছিল

১। ব. সুনীধা। ২। ব. তেন সমযেন সম্বহুলা দেবতা। ৩। অ. সহস্স সহস্সস্সেব।
৪। সী. ই. যস্মিং পদেসে।

যস্মিং পদেসে নীচা দেবতা বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তি, নীচানং তত্থ রঞ্ঞং রাজ মহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি, নিবেসনানি মাপেতু'।

২৭। অদ্দসা খো ভগবা দিব্বেন চক্খুনা বিসুদ্ধেন অতিক্কন্ত মানুসকেন দেবতাযো সহস্সস্সেব পাটলিগামে বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তিযো। অথ খো ভগবা রত্তিযা পচ্চূস সময়ং পচ্চুট্‌ঠায় আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি, - কো নু খো আনন্দং পাটলিগামে নগরং মাপেতীতি? সুনীধবস্সকারা ভন্তে, মগধমহামত্তা পাটলিগামে নগরং মাপেন্তি বজ্জীনং পটিবাহাযাতি।

২৮। সেয্যথাপি আনন্দ, দেবেহি তাবতিংসেহি সদ্ধিং মন্তেত্বা, এবমেবং খো আনন্দ, সুনীধবস্সকারা মগধমহামত্তা পাটলিগামে নগরং মাপেন্তি বজ্জীনং পটিবাহায। ইধাহং আনন্দ অদ্দসং দিব্বেন চক্খুনা বিসুদ্ধেন অতিক্কন্ত মানুসকেন সম্বহুলা দেবতাযো সহস্সসস্সেব পাটলিগামে বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তিযো। যস্মিং আনন্দ, পদেসে ১ মহেসক্খা দেবতা বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তি, মহেসক্খানং তত্থ রঞ্ঞং রাজমহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি, নিবেসনানি মাপেতুং। যস্মিং পদেসে মজ্ঝিমা দেবতা বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তি মজ্ঝিমানং তত্থ রঞ্ঞং রাজমহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি, নিবেসনানি মাপেতুং। যস্মিং পদেসে নীচা দেবতা বত্থূনি পরিগ্গণ্হন্তি, নীচানং তত্থ রঞ্ঞং রাজমহামত্তানং চিত্তানি নমন্তি, নিবেসনানি মাপেতুং। যাবতা আনন্দ অরিযং

এবং যেখানে হীন দেবগণ গৃহবস্তু পরিগ্রহণ করিতেছিলেন তথায় নিম্নশ্রেণীর রাজা ও রাজমহামাত্যগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

২৭। ভগবান মানবচক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিলেন যে, সেই দেবগণ প্রতি দলে সহস্র জন হিসাবে বিভক্ত হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্তু পরিগ্রহণ করিতেছেন। অনন্তর ভগবান রাত্রি প্রভাত সময় উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, কে পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছে? ভন্তে, মগধ রাজার প্রধান অমাত্য সুনীধ ও বর্ষকার বজ্জীরাজগণের আয়পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছেন।

২৮। আনন্দ, ত্রয়োত্রিংশ বাসীদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেন নির্ম্মিত হইতেছে।

বজ্জীদের আয়মুখ রুদ্ধ করিতে মগধ রাজার মহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার ত্রয়োত্রিংশ দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যেন পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছে। আনন্দ এখানে আমি মানবচক্ষুর অতীত, বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিলাম, বহুতর দেবতা প্রতি দলে সহস্র সহস্র হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্তু পরিগ্রহণ করিতেছে। আনন্দ, যেখানে মহাশক্তিশালী দেবগণ স্থান পরিগ্রহণ করিতেছে তথায় মহাশক্তিশালী রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যেইস্থান মধ্যম দেবগণ পরিগ্রহণ করিতেছে, সেইস্থানে মধ্য শ্রেণীর রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের বাসস্থান নির্ম্মাণে চিত্ত নমিত হইতেছে। যেইস্থান হীন দেবগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতেছে তথায় নিম্ন শ্রেণীর রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা জন্মিতেছে। আনন্দ, যতদূর

১। সী. ই. যস্মিং পদেসে।

আযতনং যাবতা বণিপ্পথো ইদং অগ্‌গ নগরং ভবিস্‌সতি পাটলিপুত্তং পুটভেদানং, পাটলিপুত্তস্‌স খো আনন্দ, তযো অন্তরাযা ভবিস্‌সন্তি, অগ্‌গিতো ব উদকতো বা মিথুভেদা বাতি ১।

২৯। অথ খো সুনীধবস্‌সকারা মগধমহামত্তা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং অট্‌ঠংসু। একমন্তং ঠিতা খো সুনীধবস্‌সকারা মগধমহামত্তা ভগবন্তং এতদবোচুং,— অধিবাসেতু নো ভন্তে ভবং ২ গোতম অজ্জতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্‌খু সঙ্ঘেনাতি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্‌হী ভাবেন।

৩০। অথ খো সুনীধবস্‌সকারা মগধ মহামত্তা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা; যেন সকো আবসথো তেনুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিত্বা সকে আবসথে পনীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযাদাপেত্বা ভগবতো কালং আরোচাপেসুং ঃ—কালো ভো গোতম, নিটিঠতং ভত্তন্তি। অথ খো ভগবা পুব্বণ্‌হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সদ্ধিংভিক্‌খুসঙ্ঘেন

আর্য্য আয়তন এবং যত ভাণ্ড রাশিকৃত করিয়া ক্রয় বিক্রয়ের বাণিজ্য স্থান বা বণিকগণের বাসস্থান আছে তন্মধ্যে ভাণ্ড পুট মোচনের (সওদা অবতারণের) এই পাটলিপুত্রই শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। (জম্বুদ্বীপের মধ্যে অন্যত্র অপ্রাপ্য বস্তু ও এখানে পাওয়া যাইবে, অন্যত্র নিয়া বিক্রয় করিবার জিনিষ ও প্রথম এস্থলে আনিয়া রাখিবে।) আনন্দ, পাটলিপুত্রের অগ্নি, জল এবং অন্তর্ব্বিবাদ এই তিন অন্তরায় থাকিবে। (ইহার একাংশ অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইবে, কতেকাংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে, আর কতেকাংশ পিশুন বাক্যদ্বারা নগরবাসীদের মধ্যে পরস্পর কলহ ঘটিয়া ধ্বংস হইবে।)

২৯। অনন্তর মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবৎ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ ও স্বাগত সম্ভাষণের পর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— ভন্তে ভগবান গোতম, ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অদ্য আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌন ভাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩০। অতঃপর. মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া; স্বকীয় আবসথে প্রতিগমন করিলেন এবং উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন,—“ভদন্ত গোতম, আহারের সময় উপস্থিত, আহার্য্য ও প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে অন্তর্ব্বাস পরিধান করতঃ পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে

১। মিথু ভেদতো বাতি। ২। সী. ই. ভোভবং।

যেন সুনীধ বস্সকারানং মগধমহামত্তানং আবসথো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। অথ খো সুনীধ বস্সকারা মগধমহামত্তা বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্খুসঙ্ঘং পনীতেন খাদনীযেন ভোজনীযেন সহত্থা সন্তপ্পেসুং সম্পবারেসুং। অথ খো সুনীধ বস্সকারা মগধমহামত্তা ভগবন্তং ভুত্তাবিং ওনীত পত্তপানিং অঞ্ঞতরং নীচং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু।

৩১। একমন্তং নিসিন্নে খো সুনীধবস্সকারে মগধমহামত্তে ভগবা ইমাহি গাথাহি অনুমোদি ;—

যস্মিং পদেসে কপ্পেতি বাসং পণ্ডিত জাতিযো ১,
সীলবন্তেথ ভোজেত্বা সঞ্ঞতে ব্রহ্ম চারযো ২।
যা তত্থ দেবতা আসুং ৩ তাসং দক্খিণ মাদিসে,
তা পূজিতা পূজযন্তি ৪ মানিতা মানযন্তি নং।
ততো নং অনুকম্পেন্তি ৫ মাতা পুত্তং ব ওরসং,
দেবতানুকম্পিতোপোসো সদা ভদ্রানি পস্সতীতি।

মগধ মহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকারের আবসথে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্যদ্বারা স্বহস্তে সন্তর্পিত ও সম্প্রবারিত করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র রাখিয়া দিলে, মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার অন্যতর নীচ আসন লইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

৩১। মগধ মহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান এই গাথা সমূহদ্বারা অনুমোদন করিলেন ;—

যেই প্রদেশে পণ্ডিত লোক বাস করেন, তিনি শীলবান ও কায়-মন-বাক্য সুসংযত ব্রহ্মচারীগণকে ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং তদ্দ্বারা তথাকার দেবতাগণকে পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেবতাগণ পূজার দ্বারা পূজিত হইয়া তাহাকে পূজা করেন (উৎপন্ন উপদ্রব বিদূরিত করেন)। সম্মানিত হইয়া তাহাকেও সম্মান করেন (সুন্দররূপে রক্ষা করেন)। মাতা বক্ষে রাখিয়া সংবর্দ্ধিত পুত্রকে যেমন অনুকম্পা করেন সেইরূপ দেবতাগণও তাহাকে অনুকম্পা করিয়া থাকেন। দেবকৃপা লব্ধ ব্যক্তি সর্ব্বদাই মঙ্গল বিষয়সমূহই দর্শন করে।

১। ই. জাতিকো। ৩। ই. অসসু। ৫। সী. ই. অনুকম্পতি।
২। ব. ব্রহ্মচরিযে। ৪। ব. পূজিতা পূজযন্তিনং।

৩২। অথ খো ভগবা সুনীধবস্‌সকারে মগধমহামত্তে ইমাহি গাথাহি অনুমোদিত্বা উট্‌ঠাযাসনা পক্কমি, তেন খো পন সমযেন সুনীধবস্‌সকারা মগধমহামত্তা ভগবন্তং পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো অনুবন্ধা হোন্তি, যেনজ্জ সমণো গোতমো দ্বারেন নিক্খমস্‌সতি তং গোতমদ্বারং নাম ভবিস্‌সতি, যেন তিত্থেন গঙ্গং নদিং তরিস্‌সতি তং গোতমতিত্থং নাম ভবিস্‌সতীতি। অথ খো ভগবা যেন দ্বারেন নিক্খমি তং গোতমদ্বারং নাম অহোসি।

৩৩। অথ খো ভগবা যেন গঙ্গা নদী তেনুপসঙ্কমি, তেন খো পন সমযেন গঙ্গা নদী পূরা হোতি সমতিত্তিকা কাকপেয্যা। অপ্পেকচ্চে মনুস্‌সা নাবং পরিযেসন্তি, অপ্পেকচ্চে উলুম্পং পরিযেসন্তি, অপ্পেকচ্চে কুল্লং বন্ধন্তি পারাপারং১ গন্তুকামা। অথ খো ভগবা, সেয্যথাপি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয্য, পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয্য, এবমেব গঙ্গায নদিযা ওরিম তীরে অন্তরহিতো পারিমতীরে পচ্চুট্‌ঠাসি সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন। অদ্দসা খো ভগবা তে মনুস্‌সে অপ্পেকচ্চে নাবং পরিযেসন্তে অপ্পেকচ্চে উলুম্পং পরিযেসন্তে, অপ্পেকচ্চে কুল্লং

৩২। ভগবান উক্ত গাথাগুলি দ্বারা মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকারের দান অনুমোদন করতঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন মগধমহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন; (তাঁহাদের উদ্দেশ্য) অদ্য যেই দ্বার দিয়া শ্রমণ গৌতম বাহির হইবেন তাহার নাম গৌতমদ্বার রাখা হইবে, যেইস্থান দিয়া গঙ্গা নদী পার হইবেন উহার নাম গৌতমতীর্থ রাখা হইবে। অতঃপর ভগবান যেই দ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন উহার নাম গৌতমদ্বার রাখা হইল।

৩৩। অনন্তর ভগবান গঙ্গানদী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় গঙ্গানদী জলে পরিপূর্ণ ছিল। তীরের সমান জল, তীরে বসিয়া কাকও উহার জল পান করিতে পারিত। পরপার গমনোদ্দেশ্যে কেহ নৌকা, কেহবা ভেলা অনুসন্ধান করিতেছিল, কেহ কেহ গাছ বা বাঁশের ভেলা প্রস্তুত করিতেছিল। অতঃপর ভগবান বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কোচিত বাহু বিস্তার করে অথবা বিস্তৃত বাহু সঙ্কোচিত করে, সেইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভিক্ষুসঙ্ঘসহ গঙ্গানদীর এইতীরে অন্তর্হিত হইয়া পরতীরে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান দেখিলেন মানুষেরা এপারে ওপারে গমনোদ্দেশ্যে কেহ নৌকা কেহ বা উলুম্প অনুসন্ধান করিতেছে, কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে।

উলুম্পং — পেরেক দিয়া কৃত ভেলা। কুল্লং — লতাদিয়া বদ্ধ ভেলা। অণ্ণবং — অর্ণব, সুগম্ভীর বিস্তীর্ণ ভূভাগকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সরং — এস্থলে নদী।

১। সী ই অপরাপরং

বন্ধন্তে পারাপারং গন্তুকামে। অথ খো ভগবা এতমত্থং বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসি ;—

যে তরন্তি অন্নবং সরং
সেতুং কত্বা বিসজ্জ পল্ললানি,
কুল্লং হি জনো পবন্ধতি
তিন্না মেধাবিনো জনাতি।

পঠম ভাণবারং[১] (নিট্‌ঠিতং)

তখন ভগবান এতদর্থ বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন,— যাঁহারা সুগম্ভীর ও সুবিস্তীর্ণ তৃষ্ণানদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা আর্য্যমার্গ সেতু করিয়া পল্বলসমূহ (উদকপূর্ণ নিম্নস্থান) স্পর্শ না করিয়া তরী বিনা পার হন। সাধারণ লোকেই ভেলা বাঁধে, সুগম্ভীর ও সুবিস্তীর্ণ তৃষ্ণাসমুদ্র উত্তীর্ণ মেধাবী জনকে ভেলা বাঁধিতে হয় না।

১। সী পঠমক ভাণবারং নিট্‌ঠিতং। ই পঠমক ভাণবারং।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুতিয ভাণবারং।

১। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; আযামানন্দ যেন কোটি-গামো তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতাভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন কোটিগামো তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা কোটিগামে বিহরতি।

২। তত্র খো ভগবা ভিকখূ আমন্তেসি; চতুন্নং ভিক্‌খবে অরিয সচ্চানং অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্‌হাকঞ্চ। কতমেসং চতুন্নং? দুক্‌খস্‌স ভিক্‌খবে অরিয সচ্চস্‌স অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্‌হাকঞ্চ। দুক্‌খসমুদযস্‌স ভিক্‌খবে অরিয সচ্চস্‌স অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্‌হাকঞ্চ। দুক্‌খনিরোধস্‌স ভিক্‌খবে অরিয সচ্চস্‌স ··· ··· দুক্‌খনিরোধ গামিনিযা পটিপদায ভিক্‌খবে অরিয সচ্চস্‌স অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্‌হাকঞ্চ। তযিদং ভিক্‌খবে দুক্‌খং

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "আনন্দ, চল আমরা কোটিগ্রামে গমন করি"। "সাধু ভন্তে," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে কোটিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

২। এইস্থানে অবস্থানকালে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;— হে ভিক্ষুগণ, চারি আর্য্য সত্যের অননুবোধ অপ্রতিবেধ হেতু (চতুর্বিধ আর্য্যসত্য সম্পূর্ণরূপে না বুঝায় মার্গ জ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ না হওয়ায়) আমার এবং তোমাদিগের এই সুদীর্ঘকাল সন্ধাবন (ভব হইতে ভবান্তরে জন্মগ্রহণ বশে উপগমন) সংসরণ (পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে চ্যুতি উৎপত্তিবশে গমনাগমন) করিতে হইয়াছে। সেই চারি আর্য্য সত্য কি কি? ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্য্যসত্যের অননুবোধ অপ্রতিবেধ হেতু আমার এবং তোমাদের এই সুদীর্ঘকাল সন্ধাবন সংসরণ করিতে হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, দুঃখসমুদয় আর্য্য সত্যের ··· ··· দুঃখনিরোধ আর্য্য সত্যের ··· ··· দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য সত্যের অননুবোধ অপ্রতিবেধ হেতু আমার এবং তোমাদের এই সুদীর্ঘকাল সন্ধাবন সংসরণ করিতে হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, সেই দুঃখ আর্য্যসত্য আমাদের দ্বারা অনুবুদ্ধ

অরিয সচ্চং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং, দুক্খসমুদযং অরিয সচ্চং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং, দুক্খনিরোধং অরিয সচ্চং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং দুক্খনিরোধগামিনিপটিপদা অরিয সচ্চং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং, উচ্ছিন্না ভবতণ্হা খীণা ভব নেত্তি, নত্থিদানি পুনব্ভবোতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বা সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা,—

চতুন্নং অরিয সচ্চানং যথাভূতং অদস্সনা,
সংসরিতং১ দীঘমদ্ধানং তাসু তাস্বেব২ জাতিসু।
তানি এতানি দিট্ঠানি ভব নেত্তি সমূহতা,
উচ্ছিন্নং৩ মূলং দুক্খস্স নত্থিদানি পুনব্ভবোতি।

৩। তত্রাপি সুদং ভগবা কোটিগামে বিহরন্তো এতদেব বহুলং ভিক্খূনং ধম্মিং কথং করোতি ;— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্ঞা, সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্ঞা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্ঞা পরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং কামাসবা ভবাসবা [দিট্ঠাসবা] অবিজ্জাসবাতি।

৪। অথ খো ভগবা কোটিগামে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি, আযামানন্দ যেন নাতিকা৪ তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো

প্রতিবিদ্ধ (সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া মার্গজ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ) হইয়াছে, দুঃখসমুদয় আর্য্যসত্য ...... দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য ...... দুঃখনিরোধের উপায় আর্য্যসত্য অনুবুদ্ধ প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন, ভবনেত্রী (ভব হইতে ভবান্তরে নয়নকারী তৃষ্ণারজ্জু ক্ষয় হইয়াছে,) এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম হইবে না। ভগবান ইহা বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা অতঃপর এইরূপ বলিলেন :—

চতুরার্য্য সত্য যথাযথরূপে অদর্শন হেতু নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাল সংসরণ করিতে হইয়াছে। সেই চতুরার্য্য সত্য যথাযথরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, ভবনেত্রী (ভব হইতে ভবান্তরে নয়ন সমর্থ তৃষ্ণা রজ্জু) আর্য্যমার্গ অস্ত্রের দ্বারা সুষ্ঠু হত হইয়াছে, দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এখন আর পুনর্জন্ম হইবে না।

৩। কোটিগ্রামে অবস্থিতিকালেও ভগবান ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন ;— এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা, চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলে, মহাফল মহানিশংস লাভ হয়, সম্যক্ সমাধিদ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংসজনক হয়, প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব, এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হয়।

৪। অনন্তর ভগবান কোটিগ্রামে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করতঃ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;— "এস আনন্দ, আমরা নাতিকায় (এক জ্ঞাতী গ্রামে) গমন করি," "সাধু

১। সী ই সংসিতাং। ২। সী তাসেব। ৩। সী উচ্ছিন্ন। ৪। সী ই নাদিকা।

আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন নাতিকা তদবসরি। তত্রাপি সুদং ১ ভগবা নাতিকে বিহরতি গিঞ্জকাবসথে।

৫। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :— সাল্‌হো নাম ভন্তে ভিক্‌খু নাতিকে কালকতো ২ তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? নন্দা নাম ভন্তে ভিক্‌খুনী নাতিকে কালকতা, তস্সা কা গতি কো অভিসম্পরাযো? সুদত্তো নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? সুজাতা নাম ভন্তে উপাসিকা নাতিকে কালকতা, তস্সা কা গতি কো অভিসম্পরাযো? ককুধো ৩ নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? কালিঙ্গো ৪ নাম ভন্তে উপাসকো ··· নিকটো নাম ভন্তে উপাসকো ··· কটিস্সহো ৫ নাম ভন্তে উপাসকো ··· তুট্‌ঠো নাম ভন্তে উপাসকো ··· সন্তুট্‌ঠো নাম ভন্তে উপাসকো ··· ভদ্দো নাম ভন্তে উপাসকো ··· সুভদ্দো নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযোতি?

ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে নাতিকা গ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। তত্র ভগবান নাতিকস্থ ইষ্টকময় আবসথে বিহার করিতেছিলেন।

৫। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন :— ভন্তে, শাল্ব নামক ভিক্ষু নাতিকা গ্রামে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? (মরণের পর পরলোকে কি অবস্থা ঘটিয়ায়াছে?) ভন্তে, নন্দা নামিকা ভিক্ষুণী নাতিকাগ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? ভন্তে. সুদত্ত নামক উপাসক নাতিকাগ্রামে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? ভন্তে, সুজাতা নামিকা উপাসিকা নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? ভন্তে, ককুধ নামক উপাসক নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? ভন্তে, কালিঙ্গ নামক উপাসক ··· ভন্তে, নিকট নামক উপাসক ··· কটিস্স নামক উপাসক, ··· তুষ্ট নামে উপাসক ··· সন্তুষ্ট নামক উপাসক ··· ভদ্র নামক উপাসক, সুভদ্র নামক উপাসক ··· নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায়? (মরণের পর পরলোকে কি অবস্থা ঘটিয়াছে?)

সী ই তত্রসুদং। ২। ব কালংকতো। ৩। ব, কুক্কুট।
৪। সী, ই, কালিঙ্গো। ৫। সী, ই. কটিস্সভো।

৬। সাল্হো আনন্দ ভিক্খু আসবানং খযা, অনাসবং চে তো বিমুত্তিং পঞ্ঞাবিমুত্তিং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। নন্দা আনন্দ ভিক্খুনী পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযানং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা ওপপাতিকা তত্থ পরিনিব্বাযিনী অনাবত্তিধম্মা তস্মা লোকা। সুদত্তো আনন্দ উপাসকো, তিণ্ণং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা, রাগ দোস মোহানং তনুত্তা সকদাগামি সকিদেব ইমং লোকং আগন্ত্বা দুক্খস্সন্তং করিস্সতি। সুজাতা আনন্দ উপাসিকা, তিণ্ণং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা, সোতাপন্না অবিনিপাত ধম্মা ১ নিযতা ২ সম্বোধি পরাযনা ৩। ককুধো নাম আনন্দ উপাসকো, পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযানং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা ওপপাতিকো তত্থ পরিনিব্বাযী অনাবত্তি ধম্মো তস্মা লোকা। কালিঙ্গো আনন্দ উপাসকো ··· নিকটো আনন্দ উপাসকো ··· কটিস্সহো আনন্দ উপাসকো ··· তুট্ঠো আনন্দ উপাসকো ··· সন্তুট্ঠো আনন্দ উপাসকো ··· ভদ্দো আনন্দ উপাসকো ··· সুভদ্দো

৬। হে আনন্দ, শাল্বভিক্ষু, ইহলোকেই আসক্তি সমূহের ক্ষয় করিয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞাবলে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিয়াছিল। আনন্দ, নন্দানামিকা ভিক্ষুণী পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় (কামলোকে প্রতিসন্ধি প্রদানকারী বা ত্রিবিধ মার্গদ্বারা অর্থাৎ স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গ দ্বারা পরিত্যজ্য) সংযোজন + (বন্ধন) সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, (ওপপাতিক হইয়াছে) তথায় পরিনির্ব্বাপিত হইবে, আর ইহলোকে (কামলোকে) পুনরাগমন (জন্মগ্রহণ) করিবে না। (কামছন্দ, ব্যাপাদ, সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামাস, এই পাঁচটি অধঃভাগীয় সংযোজন। কামছন্দ ব্যাপাদ রূপ ও অরূপভাবে উৎপন্ন হইতে দেয় না। সৎকায় দৃষ্টি আদি তিনটি, তথায় উৎপন্ন ব্যক্তিকেও কামলোকে লইয়া আসে। তদ্ধেতু তাহাদিগকে ওরম্ভাগীয় সংযোজন বলা হইয়াছে।) আনন্দ, সুদত্ত নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজনের (বন্ধনের) সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া রাগ, দ্বেষ এবং মোহের তনু (ক্ষীণ) করতঃ সকৃদাগামী হইয়াছে, একবার মাত্র ইহলোকে আগমন (জন্মগ্রহণ) করিয়া দুঃখের অন্ত সাধন করিবে। (রাগ, দ্বেষ, মোহ সকৃদাগামী ব্যক্তির নিকট পৃথুজ্জনের ন্যায় সর্ব্বদা উৎপন্ন হয় না, ক্বচিৎ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইলেও সাধারণ লোকের ন্যায় প্রবলভাবে উৎপন্ন হয় না। গৃহীর মধ্যেও সকৃদাগামী থাকিতে পারেন।) আনন্দ, উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে, চতুর অপায়ে (নিরয় প্রেত তির্য্যগ ও অসুর কায়ে) বিনিপাত হইবে না, সম্বোধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। আনন্দ, ককুধ নামক উপাসক পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া, শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্ব্বাপিত হইবে, আর ইহ (কাম) লোকে আসিবে না। আনন্দ কালিঙ্গ উপাসক ··· নিকট উপাসক ··· কটিস্স উপাসক ··· তুষ্ট নামক উপাসক, সন্তুষ্ট নামক উপাসক ··· ভদ্রনামক উপাসক ··· সুভদ্র নামক

সংযোজন — দশবিধ। তন্মধ্যে ৫টি অধঃভাগীয়, ৫টি ঊর্দ্ধভাগীয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

১। সী, অ, অবিনিপাত ধম্মো। ২। সী, অ, নিযতো। ৩। সম্বোধি পরাযনো।

আনন্দ উপাসকো; পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযানং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা ওপপাতিকো তত্থ পরিনিব্বাযী অনাবত্তি ধম্মো তস্মা লোকা, পরো পঞ্ঞাসং আনন্দ নাতিকে উপাসকা কালকতা, পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযানং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা ওপপাতিকা তত্থ পরিনিব্বাযিনো অনাবত্তিধম্মা তস্মা লোকা, সাধিকা নবুতি আনন্দ নাতিকে উপাসকা কালকতা তিণ্ণং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা রাগদোসমোহানং তনুত্তা সকদাগামিনো সকিদেব ইমং লোকং আগন্ত্বা দুক্খস্সন্তং করিস্সন্তি। সাতিরেকানি আনন্দ পঞ্চ সতানি, নাতিকে উপাসকা কালকতা তিণ্ণং সঞ্ঞোজনানং পরিক্খযা, সোতপন্না অবিনিপাতধম্মা নিযতা সম্বোধিপরাযনা।

৭। অনচ্ছরিযং খো পনেতং আনন্দং যং মনুস্সভূতো কালংকরেয্য, তস্মিং তস্মিঞ্চে কালকতে তথাগতং উপসঙ্কমিত্বা এতমত্থং পুচ্ছিস্সথ, বিহেসাবেসা আনন্দ তথাগতস্স। তস্মাতিহানন্দ ধম্মাদাসং নাম ধম্মপরিযাযং দেসেস্সামি, যেন সমন্নাগতো

উপাসক পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্ব্বাপিত হইবে। আর ইহ (কাম) লোকে আসিবে না। আনন্দ, পঞ্চাশের অধিক উপাসক নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছে। (ইহারা সকলেই) পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া, শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্ব্বাপিত হইবে, ইহ (কাম) লোকে আর আসিবেনা। হে আনন্দ, নবতি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক উপাসক নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনের (সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরমাস এই তিনটি সংযোজনের) সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করতঃ রাগ, দ্বেষ, মোহের তনুতাপাদন করিয়া সকৃদাগামী হইয়াছে। একবার মাত্র ইহলোকে আগমন (জন্মগ্রহণ) করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। আনন্দ পঞ্চশতের অধিক উপাসক নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত্রিবিধ সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয়সাধন করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে। তাহারা অবিনিপাত ধর্ম্ম (শীল) হইয়াছে। (তাহাদের চতুর অপায়ে পতন হইবে না) সম্বোধিলাভ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী।

৭। আনন্দ, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্থানে স্থানে মানুষ মরিলে, যদি তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা কর; তবে আনন্দ, তাহাদের জ্ঞানগতি জ্ঞানোৎপত্তি জ্ঞান অভিসম্পরায় দর্শন করা তথাগতের পক্ষে শুধু কায়িকশ্রম মাত্র। অর্থাৎ মৃতসত্ত্বগণের মধ্যে অমুক স্রোতাপন্ন, অমুক সকৃদাগামী ইত্যাদি জ্ঞানাধিগমন জ্ঞানোৎপত্তি জ্ঞানঅভিসম্পরায় অর্থাৎ তৎপর ও অমুক নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ অমুক

ত্রিবিধ সংযোজন — সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামাস।
চতুর অপায় —, নিরয়, প্রেত, তির্য্যগ ও অসুর যোনি।

অরিযসাবকো আকঙ্খমানো অত্তনাব অত্তানং ব্যাকরেয্য; খীণনিরযোম্‌হি, খীণ-তিরচ্ছানযোনি ১ খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপাযদুগ্‌গতিবিনিপাতো। সোতাপন্নোহমস্মি অবিনিপাতধম্মো, নিযতো সম্বোধি পরাযনোতি।

৮। কতমো চ সো আনন্দ ধম্মাদাসো, ধম্মপরিযাযো; যেন সমন্নাগতো অরিযসাবকো আকঙ্খমানো অত্তনাব অত্তানং ব্যাকরেয্য, — খীণনিরযোম্‌হি, খীণ-তিরচ্ছানযোনি, খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপাযদুগ্‌গতিবিনিপাতো। সোতাপন্নোহমস্মি অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনোতি? ইধানন্দ অরিযসাবকো বুদ্ধে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি; ইতিপি সো ভগবা; অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো, পুরিসদম্মসারথি, সত্থা দেব-মনুস্‌সানং, বুদ্ধো, ভগবাতি। ধম্মে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি; স্বক্‌খাতো ভগবতা-ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনেযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো

একবার মাত্র ইহ (কাম) লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখান্তসাধন করিবে ইত্যাদি জ্ঞান সহিত উৎপত্তি প্রত্যয়ভাব জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা তথাগতের শুধু কায়িকপরিশ্রম করা মাত্র + তদ্দ্বারা বিনেয়গণের মুক্তিও ঘটে না, কোন অর্থও সিদ্ধ হয় না। তদ্ধেতু আনন্দ, এ স্থলে আমি ধর্ম্মাদর্শ নামক ধর্ম্মপর্য্যায় দেশনা করিব, যদ্দ্বারা সমন্নাগত আর্য্যশ্রাবক, ইচ্ছা করিলে স্বয়ং স্বীয়লব্ধ মার্গফল বিষয় যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে,—আমি নিরয়প্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, তির্য্যগযোনিতে উৎপত্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, প্রেতত্বপ্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, অপায় দুর্গতি বিনিপাত-হেতু ক্ষয় করিয়াছি, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, আমি চতুর অপায়ে অপতনশীল, আমার সম্বোধিলাভ অবশ্যম্ভাবী

৮। আনন্দ, সেই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মাদর্শ) কি? যদ্দ্বারা সমন্বিত আর্য্যশ্রাবক ইচ্ছা করিলে স্বয়ং স্বীয় বিষয় যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে যে,— আমি নিরয় প্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, তির্য্যগপ্রাপ্তির ও প্রেতত্বপ্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি। অপায় দুর্গতি বিনিপাত হেতু ক্ষয় করিয়াছি, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি। চতুর অপায়ে অপতনশীল, আমার সম্বোধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। হে আনন্দ, এই শাসনের আর্য্যশ্রাবক বুদ্ধের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়, আর্য্যশ্রাবক জানে যে, "সেই ভগবান এই সমস্ত কারণে অর্হৎ, এই সমুদয় কারণে তিনি সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিৎ, অনুত্তর, পুরুষদম্যসারথি, দেবমানবগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান"। ধর্ম্মের গুণসমূহ যথাযথ জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত-প্রসাদ সম্পন্ন হয়; আর্য্যশ্রাবক জানে যে, ভগবান কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম অতি সুন্দরভাবে পর্য্যায়ক্রমে ব্যাখ্যাত, এই ধর্ম্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য, আত্মদর্শনীয়, এর ফল প্রদানের কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নাই, প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ হইয়া থাকে. এই ধর্ম্ম এস দেখ এইরূপ আহ্বান-যোগ্য, এই ধর্ম্ম

+ বুদ্ধগণ কলুষবিহীন বলিয়া তাঁহাদের চিত্তখেদ হইতেই পারে না।

৪০ পৃষ্ঠার — ১। ব, ওস্মিংযেব। ১। সী. ই. যোনিযো।

বিঞ্ঞূহীতি। সঙ্ঘে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি, সুপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচিপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো; যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা, এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীযো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি। অরিয-কন্তেহি সীলেহি সমন্নাগতো হোতি, অখণ্ডেহি অচ্ছিদ্দেহি অসবলেহি অকম্মাসেহি ভুজিস্সেহি বিঞ্ঞুপ্পসত্থেহি [১] অপরামট্ঠেহি সমাধিসংবত্তনিকেহি।

৯। অযং খো সো আনন্দ ধম্মাদাসো ধম্মপরিযাযো, যেন সমন্নাগতো অরিযসাবকো আকঙ্খমানো অত্তনাব অত্তানং ব্যাকরেয্য, খীণনিরযোম্হি, খীণতিরচ্ছানযোনি, খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপাযদুগ্গতিবিনিপাতো। সোতাপন্নোহমস্মি অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনোতি।

নিব্বানে উপনয়ন করে, বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম নিজে নিজেই বিদিতব্য"। সঙ্ঘের গুণসমূহ যথাযথ জ্ঞাত হইয়া, তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়, আর্য্য শ্রাবক জানে যে, "ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপথপ্রতিপন্ন ও ন্যায়প্রতিপন্ন এবং সমীচান (যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রণাম, দাঁড়ান আদি স্বামীর প্রতি করণীয় বিষয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় সেই আর্য্য-মার্গ সংখাত মধ্যমা প্রতিপদা) প্রতিপন্ন। ভগবানের আর্য্যশ্রাবকগণ যুগলবশে চারি এবং পৃথকভাবে গণনায় আট শ্রেণীতে বিভক্ত, (যথা স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ)। ভগবানের এই শ্রাবক সঙ্ঘ আহুনেয্য (আহুনের যোগ্য বা আহবনীয়) পাহুনেয় (পাহুন অর্থাৎ দূর দেশ হইতে আগত জ্ঞাতি মিত্রগণের সৎকারের জন্য সংগৃহীত বস্তু দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র) দাক্ষিণেয় (পরকাল বিশ্বাস করিয়া যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে দক্ষিণা বলে, সেই দক্ষিণা দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র) ও অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য ক্ষেত্র।" আর্য্য শ্রাবক তৃষ্ণাদাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রদ, বুদ্ধাদি বিজ্ঞজন প্রশংসিত, তৃষ্ণা ও দৃষ্টি দ্বারা অপরামর্শিত, উপচার ও অর্পণা সমাধি প্রবর্ত্তনকারী আর্য্য-জন-কান্ত পঞ্চশীলাদি শীল সমূহ অখণ্ড অচ্ছিদ্র অশবল ও অকল্মাষরূপে সমন্বিত (সমন্নাগত) হয়।

৯। হে আনন্দ, ইহা সেই ধর্ম্মাদর্শ ধর্ম্মপর্য্যায়, যদ্দ্বারা সমন্বিত আর্য্যশ্রাবক স্বয়ং স্বীয় বিষয় যথাভূত জ্ঞাত হইয়া, ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পারে যে, আমি নিরয় প্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি ··· ··· আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি (মুক্তি মার্গের স্রোতে পতিত হইয়াছি) চতুর অপায়ে অপতন শীল, আমার সম্বোধি লাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। ব, বিঞ্ঞুপ্পসট্ঠেহি।

১০। তত্রপি সুদং ভগবা নাতিকে বিহরন্তো গিঞ্জকাবসথে এতদেব বহুলং ভিক্খূনং ধম্মিং কথং করোতি ; ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্ঞা ... সেয্যথিদং কামাসবা, ভবাসবা, দিট্‌ঠাসবা, অবিজ্জাসবাতি।

১১। অথ খো ভগবা নাতিকে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; আযামানন্দ যেন বেসালী তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি, এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন বেসালী তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা বেসালিযং বিহরতি অম্বপালিবনে।

১২। তত্র খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি, সতো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু বিহরেয্য সম্পজানো, অযং বো অম্হাকং অনুসাসনী।

১৩। কথঞ্চ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু সতো হোতি? ইধ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্‌সং।

১০। ভগবান নাতিকা গ্রামস্থ ইষ্টকময় আবসথে অবস্থিতিকালেও ভিক্ষুগণের সহিত পুনঃ পুনঃ এই বিষয়েই ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন, এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা ... ... প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়।

১১। অতঃপর ভগবান নাতিকা গ্রামে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"চল আনন্দ, আমরা বৈশালীতে গমন করি," "সাধু ভন্তে," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া, তত্রস্থ আম্রপালির উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন।

[তখন বজ্জী বা লিচ্ছবী রাজাদের রাজধানী বৈশালী মহা সমৃদ্ধিশালী, বহু জনাকীর্ণ মহা নগরী ; তথায় ৭৭০৭ খানা প্রাসাদ, ঐ পরিমাণ কূটাগার ও পুষ্করিণী ছিল, এবং খাদ্যদ্রব্যও অত্যন্ত সুলভ ছিল। তথাকার আম্রপালী নামিকা গণিকা অভিরূপা দর্শনীয়া ও মনোমুগ্ধকারিনী, পরম সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণা ছিল। অভ্যাগত আর্থিকগণকে জনপ্রতি প্রতি রাত্রে ৫০৲ টাকা করিয়া দিতে হইত। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যে পঞ্চশত নূতন প্রব্রজিত হতোদ্যম ভিক্ষু ছিলেন। ভগবান জানেন যে, আম্রপালী গণিকা ভগবৎ দর্শনে আগমন করিবে। তাহার দর্শনে ঐ ভিক্ষুদের চিত্ত বৈকল্য যেন না ঘটে, দেহ, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম্ম যে অশুচিপূর্ণ, দুঃখময়, অনিত্য ও অনাত্মা এই স্মৃতি উৎপাদনের জন্য ভগবান দেশনা আরম্ভ করিলেন।]

১২। ভগবান তথায় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু মাত্রেই স্মৃতিমান ও সম্প্রজানকারী হইয়া বিহার করিবে" এই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।

১৩। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কিরূপ স্মৃতিমান হয়? ভিক্ষুগণ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু বীর্য্যবান, সম্প্রজানকারীও স্মৃতিশীল হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হয়, অর্থাৎ কুৎসিত কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি দ্বাত্রিংশ আকার, বা উহার উৎপত্তি স্থানভূত মাটী, জল, অগ্নি, বায়ু,

বেদনাসু বেদনানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং। চিত্তে,১ চিত্তানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা,

---

এই চতুর্মহাভূতের সংমিশ্রণে সুগঠিত আহার্য্য দ্বারা সুপরিবর্দ্ধিত দেহের প্রত্যেক অংশ, বীর্য্য-সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, দেহের শ্বাস, প্রশ্বাস-গমন-স্থিতি প্রভৃতি বিশেষভাবে জানে, হস্ত-পদাদির সঙ্কোচন, প্রসারণ, পান-ভোজন প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক অবস্থায় সম্প্রজানকারী হয়। তৎপর মৃত দেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে পঁচিয়া গলিয়া যে নববিধ † অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাও প্রজ্ঞা-চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বমোট চতুর্দ্দশ ‡ প্রকারে এই দেহ প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অর্থাৎ অশুভরূপে দেখিয়া শুভ সংজ্ঞা, অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখ সংজ্ঞা, অনাত্মরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং দেহের প্রতি নির্ব্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। দেহ উৎপত্তিজনক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না) এইরূপে দেহের প্রতি লোভ (আসক্তি) ও দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীর্য্যবান সম্প্রজানকারী ও স্মৃতিশীল হইয়া, বেদনা * সমূহে বেদনানুদর্শী হয়, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও উপেক্ষাদি বেদনার উদয়ে তাহা বিশেষভাবে জানে, তাহা কি কামের আমিষ হেতু হইল, অথবা কি বিরাগ হেতু হইল, তাহা বীর্য্য-সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, এবং জ্ঞাত হয় যে সুখ বেদনার উপস্থিতি সুখময়ী বটে; কিন্তু বিপরিণাম দুঃখ দায়ক। অতএব সুখ-বেদনা ও দুঃখ, দুঃখ, বেদনা শল্য তুল্য। উপেক্ষা-বেদনা শান্ত বটে উদয়-ব্যয় শীল। অতএব বেদনা (অনুভূতি) মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য বলিয়া দুঃখ। বেদনা সমূহ অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখসংজ্ঞা, অনাত্মরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, এবং বেদনাসমূহের প্রতি নির্ব্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। বেদনা উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (লিপ্ত হয় না) এইরূপে বেদনা সমূহের প্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

[উত্তানশায়ী শিশু ও স্তন্য পান সময়ে ক্রমে বুঝে যে আমি সুখানুভব করিতেছি, কিন্তু এ স্থলে সেভাবে জানিলে প্রকৃত জানা হইবে না। কারণ সেভাবে জানায় সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয় না, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয় না। সুতরাং কর্ম্মস্থান বা স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে না। এমন ভাবে জানিতে হইবে, যাহাতে সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয়, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয়। তাহা হইলেই কর্ম্মস্থান এবং স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে।

১। সী, বেদনাসু চিত্তেসু ... পে ... ধম্মেসু। ব, বেদনাসু চিত্তে ধম্মেসু।

† নববিধ অবস্থান্তরও চতুর্দ্দশ প্রকার ‡ মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্তের কায়ানুদর্শন দ্রষ্টব্য।

* সুখ দুঃখাদি অনুভূতিরই নাম বেদনা।

বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং। ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং। এবং খো ভিক্খবে ভিক্খু সতো হোতি।

কে বেদনা অনুভব করিতেছে? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি বেদনা অনুভব করিতেছে না। কাহার বেদনা? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তিরও বেদনা নহে। কি হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়? সুখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হয়। তখন লৌকিক ব্যবহারবশেই বলা হয় যে, আমি সুখ বা দুঃখ বেদনা অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ বেদনার পৃথক কোন স্থান নাই, সুখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।]

ভিক্ষুগণ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীর্য্যবান সম্প্রজানকারী ও স্মৃতিমান হইয়া চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়, এবং তৎপ্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে। অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল, তাহা কি সরাগ চিত্ত, না সদ্বেষ চিত্ত, বা সমোহ চিত্ত অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত, তাহা বীর্য্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করে, এবং চিত্তের মহদ্গতত্তা, অমহদ্গতত্তা, লৌকিক অবস্থা, অনুত্তর অবস্থা ও চিত্তের বিমুক্ত অবিমুক্ত অবস্থাদি ষোড়শবিধ চিত্তের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করতঃ, নিত্য সুখ আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে, এবং চিত্তের প্রতি নির্ব্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না। বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ ত্যাগ করে, উৎপাদন করে না। চিত্ত উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। এইরূপে চিত্তের প্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু বীর্য্যবান সম্প্রজানকারী ও স্মৃতিমান হইয়া ধর্ম্মসমূহে ধর্ম্মানুদর্শী হয় এবং তৎপ্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে। অর্থাৎ স্বীয় মানসে কামচ্ছন্দাদি নীবরণ থাকিলে, আছে বলিয়া জানে। কিরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে উহা কিরূপে উৎপন্ন না হইতে পারে, তদ্বিষয় যথাযথভাবে জানে। কামচ্ছন্দাদি নীবরণ না থাকিলে নাই বলিয়া জানে। পঞ্চস্কন্ধের † উৎপত্তি বিলয় যথাযথ ভাবে জানে। চক্ষু কর্ণাদির সহিত রূপ শব্দাদির সমাগমে যে বন্ধন বা সংযোজনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহার ছেদন বিষয়ক জ্ঞান যথাযথভাবে আয়ত্ব করে। প্রহীন সংযোজন যাহাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহাও জানে। সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ চতুরার্য্যসত্য ও আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় অভিজ্ঞতা লাভ করে। ধর্ম্ম সমূহ বীর্য্য সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে। ধর্ম্মের স্পর্শাদি স্বলক্ষণ, অনিত্যতাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাত্মতাদি শূন্যতা লক্ষণ সন্দর্শন করে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দেখিয়া নিত্যসুখ ও আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে। ধর্ম্মসমূহের প্রতি নির্ব্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না। বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তি জনক কলুষ পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না) এইরূপে ধর্ম্ম সমূহের প্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু এইরূপ স্মৃতিমান হইয়া থাকে।

---

† চিত্ত — চিন্তা করে বলিয়া চিত্ত, (বিষয় বিজাননা লক্ষণ চিত্ত) আরম্মণকে জানে এই অর্থে চিত্ত।

স্কন্ধ — অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্নাদি ভেদ ভিন্ন সেই সেই সভাগ ধর্ম্ম সমূহ (একত্রেং) একাধারে রাশি অর্থে স্কন্ধ। তাহা ভাজন, ভোজন, ব্যঞ্জন, ভাত কারক, ভোজনকারী তুল্য করিয়া রূপ স্কন্ধ, বেদনা স্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ ও বিজ্ঞান স্কন্ধ এই পঞ্চ স্কন্ধ উক্ত হইয়াছে।

১৪। কথঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু সম্পজানো হোতি? ইধ ভিক্খবে ভিক্খু অভিক্কন্তে পটিক্কন্তে সম্পজানকারী হোতি। আলোকিতে বিলোকিতে সম্পজানকারী হোতি। সমিঞ্জিতে পসারিতে সম্পজানকারী হোতি, সঙ্ঘাটিপত্তচীবরধারণে সম্পজানকারী হোতি। অসিতে, পীতে খাযিতে সাযিতে সম্পজানকারী হোতি, উচ্চারপস্সাবকম্মে সম্পজানকারী হোতি, গতে, ঠিতে, নিসিন্নে, সুত্তে, জাগরিতে, ভাসিতে, তুণ্হীভাবে সম্পজানকারী হোতি। এবং খো ভিক্খবে ভিক্খু সম্পজানো হোতি।

১৪। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কিরূপ সম্প্রজান সম্পন্ন হইয়া থাকে? ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু গমনে, প্রত্যাবর্ত্তনে সম্প্রজানকারী হয়। অবলোকনে, অনুদিক দর্শনে সম্প্রজানকারী হয়। হস্ত-পদাদির সঙ্কোচন-প্রসারণে সম্প্রজানকারী হয়। সঙ্ঘাটী-পাত্র-চীবর-ধারণে সম্প্রজানকারী হয়। পিণ্ডপাতাদি ভোজনে, যাগু প্রভৃতি পানে, পিষ্টকাদি ভক্ষণে এবং মধু গুড়াদি আস্বাদনে সম্প্রজানকারী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব করণ কালে সম্প্রজানকারী হয়। গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে নিদ্রাবস্থায়, জাগরণে, ভাষণে এবং তুষ্ণীভাবে সম্প্রজানকারী হয়। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ সম্প্রজান সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[শৃগাল কুকুর প্রভৃতি পশুও যাইবার সময় বা খাইবার সময় ক্রমে জানে যে, আমি যাইতেছি বা খাইতেছি, কিন্তু এ স্থলে সেরূপ ভাবে জানিলে প্রকৃত জানা হইবে না। কারণ সেরূপ জানায় সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয় না। সত্ত্ব সংজ্ঞাও অপনীত হয় না। সুতরাং কর্ম্মস্থান বা স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাও হইবে না। এমন ভাবে জানিতে হইবে, যাহাতে সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয়, সত্ত্ব সংজ্ঞা অপনীত হয়। তাহা হইলেই কর্ম্মস্থান এবং স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে।

কে যাইতেছে? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি যাইতেছে না। কাহার গমন? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তির গমনও নহে। কি কারণে যাইতেছে? চিত্ত ক্রিয়া বায়ু ধাতুর বিস্ফারণেই (গতিতেই) যাইতেছে। বিদর্শন যানীরা জানেন যে, যাইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন হইলে, চিত্তে তখন বায়ু জন্মায়, বায়ু বিজ্ঞপ্তি জন্মায়, চিত্ত ক্রিয়া বায়ু ধাতুর বিস্ফারণে সমস্ত দেহের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া গমন নামে অভিহিত হয়। তাহার এইরূপ ভাবে প্রজাননে লৌকিক ব্যবহার বশে বলা হয় যে, সত্ত্বই যাইতেছে, কিন্তু পরমার্থতঃ কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি যাইতেছে না। যেমন রথ যাইতেছে বলিয়া লোকে বলে, বস্তুতঃ পরমার্থতঃ রথ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু নাই। অক্ষদণ্ড, চক্র, পঞ্জর, ঈষাদি অঙ্গ সম্ভারে নির্ম্মিত আকার বিশেষকে সচরাচর লোকে রথ নামে অভিহিত করে মাত্র। পরমার্থতঃ এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ নিরীক্ষণ করিলে রথ নামে কিছুই পাওয়া যায় না। সেইরূপ পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ থাকিলে সত্ত্ব, পুদ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, আমি, তুমি, বা তিনি ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র চলে, কিন্তু পরমার্থতঃ এক একটী উপাদান জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে আমি, তুমি, বা তিনি বলিয়া গ্রহণ করিবার বিষয়ীভূত কোন জীব তন্মধ্যে পাওয়া যায় না।

সুদক্ষ সারথির চালনায় অশ্ব যোজিত রথ যেমন গমন করে বলিয়া ব্যবহার মাত্র হয়, সেইরূপ রথের ন্যায় দেহ, অশ্বের ন্যায় চিত্তের জবতা (গতিশীলতা), সারথির ন্যায় চিত্ত।

সতো ভিক্খবে ভিক্খু বিহরেয্য সম্পজানো অযং বো অম্হাকং অনুসাসনীতি।

১৫। অস্সোসি খো অম্বপালী গণিকা, ভগবা কির বেসালিং[১] অনুপ্পত্তো বেসালিযং বিহরতি ময্হং অম্ববনেতি। অথ খো অম্বপালী গণিকা, ভদ্দানি ভদ্দানি যানানি যোজাপেত্বা ভদ্দং ভদ্দং যানং অভিরূহিত্বা, ভদ্দেহি ভদ্দেহি যানেহি বেসালিযা নিযাসি, যেন সকো আরামো তেন পাযাসি। যাবতিকা যানস্স

যাইব বা দাঁড়াইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন হইলেই বায়ু ধাতু বিজ্ঞপ্তি জনয়মান উৎপন্ন হয়। চিত্তক্রিয়া বায়ু ধাতু বিস্ফারেই গমন, স্থিতি, উপবেশনাদি প্রবর্ত্তিত হয়। লৌকিক ব্যবহারবশে তাহা সত্ত্ব যাইতেছে বা স্থিত রহিয়াছে, আমি যাইতেছি, তুমি যাইতেছ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র হইয়া থাকে। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে;—

নাবা মালুতবেগেন জিযা বেগেন তেজনং,
যথা যাতি তথা কাযো যাতি বাতা হতো অযং।
যন্তং সুত্তবসেনেব চিত্তসুত্ত বসেনিদং,
পযুত্তং কাযযন্তম্পি যাতি ঠতি নিসীদতি।
কো নাম এত্থ সো সত্তো যো বিনা হেতুপচ্চযে,
অত্তনো আনুভাবেন তিট্ঠে বা যদি বা বজেতি।

বায়ুবেগে অচেতন নৌকা এবং জ্যাবেগে অচেতন সর যেমন স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ এই দেহও চিত্তক্রিয়া বায়ু ধাতু বিস্ফারে স্থানান্তরে গমন করে। সূত্রবশে যেমন যন্ত্র চালিত হয়, চিত্ত সূত্র বশে এই দেহযন্ত্রও চালিত হইয়া থাকে। চিত্ত-সূত্রে যোজিত হইলে এই কায়যন্ত্রও গমন করে, স্থিত হয়, উপবেশন করে। এই লোকে গমন কাম্যতা, চিত্ত এবং তদুৎপাদক বায়ু ধাতু আদি হেতু প্রত্যয় ব্যতীত স্বীয় অনুভাববশে গমন করিতে বা স্থিত হইতে পারে, এমন কোন সত্ত্ব নাই।

কর্ম্মকারের ভস্ত্রা, গর্গরানল ও প্রচেষ্টা (উপক্রম) দ্বারা বায়ু যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণেরও কায়, নাসিকা এবং চিত্ত হেতু নিশ্বাস প্রশ্বাস এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপ সম্প্রজান সম্পন্ন হওয়া উচিত।]

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুমাত্রেরই স্মৃতিমান ও সম্প্রজান সম্পন্ন হইয়া বিহার করা কর্ত্তব্য, তোমাদিগের প্রতি আমাদের (বুদ্ধদের) এই অনুশাসন।

১৫। আম্রপালী গণিকা শুনিতে পাইল যে, ভগবান বৈশালী নগরীতে আগমন করিয়া "আমার আম্রবনে অবস্থিতি করিতেছেন।" অতঃপর আম্রপালী গণিকা, উত্তম উত্তম যান সমূহ যোজনা করাইয়া যানে আরোহণ করতঃ বৈশালী নগর হইতে যাত্রা করিয়া স্বীয় আরামাভিমুখে

১। সী, ই, বেসালিযং।

ভুমি যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চোরোহিত্বা পত্তিকা'ব যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো অম্বপালিং গণিকং ভগবা ধম্মিযা কথায সন্দস্সেসি, সমাদপেসি, সমুত্তেজেসি সম্পহংসেসি।

১৬। অথ খো অম্বপালী গণিকা ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্সিতা সমাদপিতা সমুত্তেজিতা সম্পহংসিতা ভগবন্তং এতদবোচ, — অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনাতি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্হীভাবেন। অথ খো অম্বপালী গণিকা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমি।

১৭। অস্সোসুং খো বেসালিকা লিচ্ছবী, ভগবা কির বেসালিং অনুপ্পত্তো; বেসালিযং বিহরতি অম্বপালিবনেতি। অথ খো তে লিচ্ছবী, ভদ্দানি ভদ্দানি যানানি যোজাপেত্বা, ভদ্দং ভদ্দং যানং অভিরূহিত্বা ভদ্দেহি ভদ্দেহি যানেহি বেসালিযা নীযিংসু। তত্র একচ্চে লিচ্ছবী, নীলা হোন্তি, নীলবণ্ণা নীলবত্থা নীলালঙ্কারা। একচ্চে লিচ্ছবী পীতা হোন্তি, পীতবণ্ণা পীতবত্থা পীতালঙ্কারা। একচ্চে লিচ্ছবী লোহিতা ১ হোন্তি, লোহিতবণ্ণা লোহিতবত্থা লোহিতালঙ্কারা। একচ্চে লিচ্ছবী ওদাতা হোন্তি, ওদাতবণ্ণা ওদাতবত্থা ওদাতালঙ্কারা।

যাইতে লাগিল। যানে গমনোপযোগী ভূমি যানে গিয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। এক পার্শ্বে উপবিষ্টা আম্রপালী গণিকাকে ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা মুক্তির পথ প্রদর্শন করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন, ধর্ম্মাচরণ তৎপর হইবার জন্য সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিলেন।

১৬। অতঃপর আম্রপালী গণিকা ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে, মুক্তি পথ দর্শনে উহা গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মাচারণ তৎপর, সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ভন্তে, ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আপনি আমার পুণ্যার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর আম্রপালী গণিকা ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিয়া গাত্রোত্থান করতঃ ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৭। অনন্তর বৈশালীস্থ লিচ্ছবিগণ শ্রবণ করিলেন যে, ভগবান বৈশালীতে আসিয়া বৈশালী নগরস্থ আম্রপালীর উপবনে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর লিচ্ছবিগণ উত্তম উত্তম যান সমূহ যোজনা করাইয়া যানে আরোহণ করতঃ বৈশালী হইতে যাত্রা করিলেন। লিচ্ছবিগণের মধ্যে কেহ কেহ নীলবর্ণ ছিলেন, নীল বিলেপনলিপ্ত, নীল বস্ত্র ও নীলালঙ্কারে ভূষিত। কোন কোন লিচ্ছবী পীতবর্ণ ছিলেন, পীতবর্ণের বিলেপনলিপ্ত, পীতবস্ত্র ও পীতালঙ্কারে ভূষিত। কেহ বা লোহিত বর্ণ ছিলেন, লোহিত বর্ণের বিলেপনলিপ্ত, লোহিত বস্ত্র ও লোহিতালঙ্কারে ভূষিত। কেহ বা শ্বেতবর্ণ ছিলেন। শ্বেত বর্ণের বিলেপনলিপ্ত শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেতালঙ্কারে ভূষিত।

১। সী, ই, লোহিতকা।

১৮। অথ খো অম্বপালী গণিকা দহরানং দহরানং লিচ্ছবীনং অক্খেন অক্খং চক্কেন চক্কং যুগেন যুগং পটি১বট্টেসি। অথ খো তে লিচ্ছবী; অম্বপালিং গণিকং এতদবোচুং; কিঞ্জে অম্বপালি, দহরানং দহরানং লিচ্ছবীনং অক্খেন অক্খং চক্কেন চক্কং যুগেন যুগং পটিবট্টেসীতি? তথাহি পন মে অয্যপুত্তা ভগবা নিমন্তিতো স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনাতি। দেহি জে অম্বপালি এত' ভত্তং সত-সহস্সেনাতি। সচেপি মে অয্যপুত্তা, বেসালি' সাহারং দস্সথ এবমহং তং২ ভত্তং ন দস্সামীতি। অথ খো তে লিচ্ছবী অঙ্গুলী৩ পোঠেসুং জিতম্হা বত ভো অম্বকায৪, জিতম্হা৫ বত ভো অম্বকাযাতি। অথ খো তে লিচ্ছবী যেন অম্বপালি-বনং তেন পাযিংসু।

১৯। অদ্দসা খো ভগবা তে লিচ্ছবী দূরতোব আগচ্ছন্তে, দিস্বা ভিক্খূ আমন্তেসি; যেসং ভিক্খবে ভিক্খূনং দেবা তাবতিংসা অদিট্ঠা, ওলোকেথ ভিক্খবে লিচ্ছবিপরিসং, অপ৬লোকেথ ভিক্খবে লিচ্ছবিপরিসং, উপসংহরথ ভিক্খবে লিচ্ছবিপরিসং। তাবতিংসা সদিসন্তি৭।

১৮। অতঃপর আম্রপালী গণিকা তরুণ তরুণ লিচ্ছবিগণের অক্ষের সহিত অক্ষ, চক্রের সঙ্গে চক্র, যুগের সহিত যুগসঙ্ঘট্টন আরম্ভ করিলেন। তৎপর সেই লিচ্ছবিগণ আম্রপালী গণিকাকে এইরূপ বলিলেন, ওহে আম্রপালি, তুমি কেন তরুণ তরুণ লিচ্ছবিগণের অক্ষের সহিত অক্ষ, চক্রের সঙ্গে চক্র, যুগের সহিত যুগ সঙ্ঘট্টন করিতেছ? আর্য্যপুত্রগণ, আগামী কল্য দানময় পুণ্যলাভের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভগবান, আমা কর্ত্তৃক ভাতের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ওহে আম্রপালি, শত সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এই ভাতের নিমন্ত্রণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আর্য্যপুত্রগণ, জনপদের সহিত সমস্ত বৈশালীও যদি আমাকে প্রদান করেন তথাপিও আমি এই ভাতের নিমন্ত্রণ আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। অতঃপর লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন করিয়া বলিতে লাগিলেন: আমরা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরাজিত হইলাম, আমরা মেয়ে লোকের নিকট পরাস্ত হইলাম। অনন্তর লিচ্ছবিগণ আম্রপালির উপবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

১৯। ভগবান দূর হইতেই লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;— ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাগণকে দর্শন কর নাই, তাহারা এই লিচ্ছবীপরিষদ্ দর্শন কর, ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবীপরিষদ্ পুনঃ পুনঃ অবলোকন কর। ভিক্ষুগণ লিচ্ছবীপরিষদ্ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাদৃশ্য বলিয়া তোমাদের চিত্তে ধারণ কর।

১। সী, ই, পতি। ২। সী, ই, এবংমহন্তং। ৩। ব, অঙ্গুলিং। ৪। সী, অম্বিকায। ৫। সী, ই, বঞ্চিতম্হা। ৬। সী, ই, অব। ৭। সী, ই, তাবতিংসপরিসন্তি।

২০। অথ খো তে লিচ্ছবী যাবতিকা যানস্‌স ভূমি, যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চো-রোহিত্বা, পত্তিকাব যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নে খো তে লিচ্ছবী ভগবা ধম্মিযা কথায় সন্দস্‌সেসি, সমাদপেসি, সমুত্তেজেসি, সম্পহংসেসি।

২১। অথ খো তে লিচ্ছবী, ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্‌সিতা, সমাদপিতা সমুত্তেজিতা, সম্পহংসিতা ভগবন্তং এতদবোচুং : অধিবাসেতু নো ভন্তে ভগবা স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্‌খুসঙ্ঘেনাতি। [অথ খো ভগবা, তে লিচ্ছবী এতদবোচ ;] অধিবুত্থং খো মে লিচ্ছবী, স্বাতনায অম্বপালিযা৩ গণিকায ভত্তন্তি। অথ খো তে লিচ্ছবী অঙ্গুলী পোঠেস্‌সুং ; জিতম্‌হা বত ভো অম্বকায, জিতম্‌হা বত ভো অম্বকাযাতি।

(ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণ যেমন অভিরূপ সম্পন্ন মনোহর ও নীলাদি নানা বর্ণবিশিষ্ট, সেইরূপ এই লিচ্ছবী-রাজপরিষদও। ইহাদিগকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সমতুল্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন কর ও মনে রাখিও। ভগবান অনেক সূত্রে চক্ষু আদির দ্বারা রূপাদিতে নিমিত্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া এস্থলে মহা উৎসাহের সহিত নিমিত্ত গ্রহণে কেন নিয়োজিত করিতেছেন? অধুনা-প্রব্রজিত নিরুৎসাহী ভিক্ষুগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ও অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য।

লিচ্ছবী রাজবংশীয়েরা অতি সুন্দর ছিলেন। তাঁহারা তদধিক নানাবর্ণে সুসজ্জিত হইয়া আগমন করায় ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। এইরূপ রাজঋদ্ধি ও এইরূপ দেবত্ব লাভের আশায় ঐ ভিক্ষুগণ শীলপালনে মনোযোগী হইবেন। পরে এমন দেবতুল্য লিচ্ছবী রাজবংশ, মগধরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে সেই ভিক্ষুগণের সংবেগ উৎপন্ন হইবে, তখন অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া, সেই ভিক্ষুগণকে রূপ দর্শনে নিয়োজিত করিতেছেন।)

২০। অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ, যানে গমনোপযোগী ভূমি যানে গমন করিয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

২১। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবিগণকে ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সত্য-পথ প্রদর্শন করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন, সদ্ধর্ম্মাচরণে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিলেন। অতঃপর সেই লিচ্ছবিগণ, ভগবানের ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় সত্যপথদর্শী হইয়া, তাহাতে নিয়োজিত হইলেন এবং সদ্ধর্ম্মাচরণে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ; "ভন্তে ভগবান আগামী কল্য দানময় পুণ্য লাভের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমাদের পিণ্ডগ্রহণ করিবেন।" অনন্তর ভগবান তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,— "লিচ্ছবিগণ, আগামী কল্য আম্রপালী গণিকার পুণ্যার্থ অন্ন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছি। তচ্ছ্রবণে সেই লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

] সী, ন দিস্‌সতি। ৩। সী ই, অম্বপালি।

অথ খো তে লিচ্ছবী ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমিংসু।

২২। অথ খো অম্বপালী গণিকা তস্সা রত্তিযা অচ্চযেন সকে আরামে পণীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযাদাপেত্বা, ভগবতো কালং আরোচাপেসি; কালো ভন্তে নিট্ঠিতং ভত্তন্তি। অথ খো ভগবা পুব্বণ্হসময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন যেন অম্বপালিযা গণিকায নিবেসন[১] তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। অথ খো অম্বপালী গণিকা বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্খুসঙ্ঘং পণীতেন খাদনীযেন ভোজনীযেন সহত্থা সন্তপ্পেসি সম্পবারেসি।

২৩। অথ খো অম্বপালী গণিকা ভগবন্তং ভুত্তাবিং ওনীতপত্তপাণিং অঞ্ঞতরং নীচং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্না খো অম্বপালী গণিকা ভগবন্তং এতদবোচ; ইমাহং ভন্তে আরামং বুদ্ধপ্পমুখস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স দম্মীতি। পটিগ্গহেসি ভগবা আরামং। অথ খো ভগবা অম্বপালিং গণিকং ধম্মিযাকথায সন্দস্সেত্বা সমাদপেত্বা সমুত্তেজেত্বা সম্পহংসেত্বা উট্ঠাযাসনা পক্কমি।

আমরা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরাজিত হইলাম! আমরা মেয়ে লোকের নিকট পরাস্ত হইলাম। অতঃপর সেই লিচ্ছবিগণ ভগবৎ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অনুমোদন করতঃ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২২। অনন্তর আম্রপালী গণিকা সেই রাত্রিশেষে, স্বকীয় আরামে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে ভোজন সময় জ্ঞাপন করাইলেন "ভন্তে, আহারের সময় হইয়াছে, আহারীয়ও প্রস্তুত হইয়াছে।" অতঃপর ভগবান পূর্ব্বাহ্ন সময়ে অন্তর্ব্বাস পরিধান পূর্ব্বক পাত্র-চীবর লইয়া, ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে আম্রপালী গণিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার জন্য বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর আম্রপালী গণিকা, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে সন্তর্পিত করিলেন ও তাঁহারা আর লইবেন না বলিয়া পুনঃ পুনঃ অসম্মত হইলে দিতে ক্ষান্ত হইলেন।

২৩। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র রাখিয়া দিলে, আম্রপালী গণিকা অন্য একখানি নীচ আসন লইয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্টা আম্রপালী গণিকা, ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, — ভন্তে, আমি এই আরাম বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি। ভগবান আরাম দান গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আম্রপালী গণিকাকে ধর্ম্ম কথার দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদি বিবৃত করিয়া দেখাইলেন, জ্ঞান ও সুমতি জন্মাইলেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আলস্যবিহীন হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন, এবং ত্রিরত্নগুণ প্রভাবে ও তৎকৃত পুণ্যবলে সংসারাবর্ত্তের দুঃখরাশি হইতে বিমুক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১। সী, ই, পঃ নিবেসনং।

২৪। তত্রাপি সুদং ভগবা বেসালিযং বিহরন্তো অম্বপালিবনে, এতদেব বহুলং ভিক্খূনং ধম্মিং কথং করোতি; ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্‌ঞা। সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা, মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং, কামাসবা ভবাসবা দিট্‌ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

২৫। অথ খো ভগবা অম্বপালিবনে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; আযামানন্দ যেন বেলুবগামকো তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন বেলুবগামকো তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা বেলুবগামকে বিহরতি।

২৬। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি;— এথ তুম্‌হে ভিক্খবে, সমন্তা বেসালিং যথামিত্তং যথাসন্দিট্‌ঠং যথাসম্ভত্তং বস্‌সং উপেথ, অহং পন ইধেব বেলুবগামকে বস্‌সং উপগচ্ছামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্খূ ভগবতো

২৪। ভগবান বৈশালীস্থ আম্রপালীর উপবনে অবস্থিতিকালেও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন;— এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা ··· ··· সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

২৫। ভগবান স্বেচ্ছানুসারে আম্রপালীর উপবনে বিহার করিয়া, অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;— চল আনন্দ, আমরা বেলুবগ্রামে গমন করি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে বেলুবগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

২৬। ভগবান তথায় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;— শুন ভিক্ষুগণ, তোমরা বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে যথামিত্র অর্থাৎ আপন আপন মিত্র-পরিচিত ও বন্ধু ভিক্ষুগণের নিকট গিয়া বর্ষাযাপন কর।† আমি অত্র বেলুবগ্রামেই বর্ষাযাপন করিব। "সাধু ভন্তে", বলিয়া

† ভগবানের পরিনিব্বান আসন্ন বলিয়া তিনি ভিক্ষুগণকে যথেচ্ছা গমন করিতে অনুমতি দিলেন না। আর দশ মাস মাত্র থাকিয়া তিনি পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। ভিক্ষুরা দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গেলে, পরিনিব্বান সময়ে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অনেকে বিপ্রতিসার যুক্ত হইবেন। বেলুবগ্রামেও সকলের অবস্থান সম্ভব হইতেছে না। আপন আপন মিত্র, পরিচিত ও বন্ধু ভিক্ষুদের নিকট গমন করিলে সুখে বাস করিতে পারিবেন এবং বৈশালীতে ভিক্ষান্ন ও সুলভ হইবে, প্রতি মাসে আট বার করিয়া ভগবানের সমীপে আসিয়া ধর্ম্ম শ্রবণ ও করিতে পারিবেন বলিয়া ঐরূপ আদেশ করিলেন।

পটিসুস্থ্বা সমন্তা বেসালিং ১ যথামিত্তং যথাসন্দিট্ঠং যথাসম্ভত্তং বস্‌সং উপগচ্ছিংসু ২। ভগবা পন তত্থেব ৰেলুবগামকে বস্‌সং উপগচ্ছি।

২৭। অথ খো ভগবতো বস্‌সুপগতস্‌স খরো আৰাধো উপ্পজ্জি, ৰাল্‌হা ৩ বেদনা বত্তন্তি ৪ মারণন্তিকা তা সুদং ৫ ভগবা সতো সম্পজানো অধিবাসেতি ৬ অবিহঞ্ঞমানো।

২৮। অথ খো ভগবতো এতদহোসি ;— ন খো মেতং পটিরূপং যোহং ৭ অনামন্তেত্বা উপট্ঠাকে অনপলোকেত্বা ভিক্‌খুসঙ্ঘং পরিনিব্বাযেযাং। যন্নুনাহং ইমং আৰাধং বিরিযেন পটিপ্পণামেত্বা ৮ জীবিতসঙ্খারং অধিট্ঠায বিহরেয্যন্তি।

২৯। অথ খো ভগবা তং আৰাধং বিরিযেন পটিপ্পণামেত্বা জীবিতসঙ্খারং অধিট্ঠায বিহাসি। অথ খো ভগবতো সো আৰাধো পটিপ্পস্‌সম্ভি।

সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানের আদেশ মত বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে আপন আপন মিত্র, পরিচিত, বন্ধু ভিক্ষুদের সঙ্গে বর্ষাযাপন জন্য গমন করিলেন। ভগবান তথায় বেলুবগ্রামেই বর্ষাযাপন করিতে লাগিলেন।

২৭। বর্ষাবাস আরম্ভ হইলেই ভগবান সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন। ভয়ানক মারাত্মক বেদনা উৎপন্ন হইল। তৎকালে ভগবান স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়া প্রসন্নভাবে, কোন কাতরোক্তি না করিয়া তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন।

২৮। অনন্তর ভগবানের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, "সেবকদিগকে না জানাইয়াও ভিক্ষু সঙ্ঘকে উপদেশ না দিয়া, অনুশাসন না করিয়া, আমার পরিনির্ব্বাপিত হওয়া উচিত হইবে না, যদি আমি এই সাংঘাতিক পীড়া বীর্য্যের দ্বারা (পূর্ব্বভাগবীর্য্য ও ফলসমাপত্তি বীর্য্য দ্বারা) বিনোদন করতঃ জীবন সংস্কার (যদ্দ্বারা মরণাপন্ন জীবনও সংস্কার করা হয় সেই ফলসমাপত্তি ধর্ম্ম) অধিষ্ঠান করিয়া (জীবন রক্ষা হয় মত ফল সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়া) বিহার করি তবেই উত্তম হয়।

২৯। অতঃপর ভগবান সেই সাংঘাতিক পীড়া বীর্য্যবলে (ফল সমাপত্তির পরিকর্ম্ম বীর্য্য ও ফলসমাপত্তি সম্প্রযুক্ত বীর্য্যবলে) বিনোদন করতঃ জীবন সংস্কার অধিষ্ঠান করিয়া বিহার করিলেন। অতঃপর ভগবানের সেই পীড়া আরোগ্য হইল। *

* ভগবান কি ইতিপূর্ব্বে ফলসমাপত্তি সমাপন্ন হয়েন নাই? ভগবান ফলসমাপত্তি সমাপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক সমাপত্তি। ক্ষণিক সমাপত্তি যতক্ষণ সমাপত্তি সমাপন্ন থাকেন ততক্ষণই বেদনা বিদূরিত থাকে। সমাপত্তি হইতে উত্থিত হইলে উদকে ছিন্ন শৈবালের ন্যায় আঘাতাদির দ্বারা শরীরে বেদনা উপস্থিত হয়। রূপসপ্তক এবং অরূপসপ্তক নিগুল্ম নির্জটা করিয়া মহাবিদর্শন বশে সমাপন্ন সমাপত্তিতে বেদনা সুষ্ঠুতর বিদূরিত হইয়া থাকে।

১। সী, বেসালীযং। ২। সী, ই. উপগঞ্ছুং।
৩। সী, ই, গাৰাল্‌হা। ৪। ব, বত্ততি। ৫। ব, তত্রসুদং।
৬। ব. অধিবাসেসি। ৭। ব, স্বাহং। ৮। সী, ই, পটিপণামেত্বা।

৩০। অথ খো ভগবা গিলানা বুট্‌ঠিতো, অচিরবুট্‌ঠিতো গেলঞ্‌ঞা, বিহারা নিক্‌খম্ম বিহারপচ্ছাযাযং পঞ্‌ঞত্তে আসনে নিসীদি। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ;— দিট্‌ঠো মে ভন্তে, ১ ভগবতো ফাসু, দিট্‌ঠং মে ২ ভন্তে ভগবতো খমনীযং। অপি চ ৩ মে ভন্তে মধুরকজাতো বিয কাযো দিসাপি মে ন পক্‌খাযন্তি, ধম্মাপি মং নপ্পটিভন্তি ভগবতো গেলঞ্‌ঞেন, অপি চ মে ভন্তে অহোসি কাচি দেব আস্‌সাসমত্তা, ন তাব ভগবা পরিনিব্বাযিস্‌সতি ন যাব ভগবা ভিক্‌খুসঙ্ঘং আরব্ভ কিঞ্চিদেব উদাহরতীতি।

৩১। কিম্পনানন্দ ভিক্‌খুসঙ্ঘো মযি পচ্চাসিংসতি ৪? দেসিতো আনন্দ মযা ধম্মো অনন্তরং অবাহিরং করিত্বা, নত্থানন্দ ৫ তথাগতস্‌স ধম্মেসু আচরিযমুট্‌ঠি।

৩০। অনন্তর ভগবান আরোগ্যলাভ করিয়া রোগমুক্তির অনতিবিলম্বে, বিহার হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে বিহারের প্রশস্ত ছায়ায় তাঁহারই জন্য বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— "ভন্তে, আমি ভগবানের সুস্থাবস্থা দেখিলাম, ভন্তে, ভগবানের রোগ সহ্য করিবার ক্ষমতাও দেখিলাম, অথচ ভগবানের রোগে আমার শরীর শূলোপরি স্থাপিত লোকের ন্যায় অচল হইয়াছে, আমি দিকসকল অন্ধকার দেখিতেছি, স্মৃত্যুপস্থানাদি ধর্ম্মও আমার স্মরণ হইতেছে না। অথচ আমার কিঞ্চিৎমাত্র ভরসা ছিল, যতক্ষণ ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া কোন শেষ উপদেশ না দিবেন, ততক্ষণ তিনি পরিনির্ব্বাপিত হইবেন না।

৩১। আনন্দ, ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে? আনন্দ, আমা কর্ত্তৃক অনন্তর অবাহির ভাবেই ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে, (এই বিষয়গুলি পরের নিকট প্রকাশ করিব, এই বিষয়গুলি গোপন রাখিব, এই ব্যক্তিকে বলিব, এই ব্যক্তিকে বলিব না, এইরূপ অন্তর বাহির বিভেদ করিয়া ধর্ম্মদেশনা করি নাই।) আচার্য্যগণ যেরূপ মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষাপ্রদান

যেমন কোন ব্যক্তি পুকুরে অবতরণ করিয়া হস্ত পদাদিদ্বারা শৈবাল সমূহ অপনীত করিলে দীর্ঘ দিনের পরই পুনঃ শৈবালে জলসমাচ্ছন্ন করে সেইরূপ মহাবিদর্শনবশে সমাপন্ন সমাপত্তি হইতে উঠিলে দীর্ঘ দিনের পরই বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান সেইদিন মহাবোধি পালঙ্কে অভিনব বিদর্শন আরম্ভ করণের ন্যায় রূপ সপ্তক এবং অরূপ সপ্তক নিগুল্ম নির্জটা করিয়া চতুর্দ্দশ প্রকারে শাণিত করিয়া মহাবিদর্শন দ্বারা বেদনা বিদূরিত করতঃ দশ মাসান্তেই উৎপন্ন হইও বলিয়া সমাপত্তি সমাপন্ন হইলেন। সমাপত্তি দ্বারা বিদূরিত বেদনা দশ মাসান্তেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে উৎপন্ন হইতে পারে নাই।

১। সি, দিট্‌ঠা ভন্তে। ২। ব, দিট্‌ঠং। ৩। সী. ই. অপি হি।
৪। ব, পচ্চাসীসতি। ৫। সী. ই, ন তথানন্দ।

যস্‌স নূন আনন্দ এবমস্‌স অহং ভিক্‌খুসঙ্ঘং পরিহরিস্‌সামীতি বা মমুদ্দেসিকো ভিক্‌খুসঙ্ঘোতি বা, সো নূন আনন্দ ভিক্‌খুসঙ্ঘং আরব্ভ কিঞ্চিদেব উদাহরেয্য। তথাগতস্‌স খো আনন্দ ন এবং হোতি অহং ভিক্‌খুসঙ্ঘং পরিহরিস্‌সামীতি বা মমুদ্দেসিকো ভিক্‌খুসঙ্ঘোতি বা। সকিং১ আনন্দ তথাগতো ভিক্‌খুসঙ্ঘং আরব্ভ কিঞ্চিদেব উদাহরিস্‌সতি? অহং খো পনানন্দ এতরহি জিণ্ণো বুদ্ধো মহল্লকো অদ্ধগতো বযো অনুপ্পত্তো, আসীতিকো২ মে বযো বত্ততি। সেয্যথাপি আনন্দ জজ্জর৩ সকটং বেধ৪মিস্‌সকেন যাপেতি, এবমেব খো আনন্দ বেধমিস্‌সকেন মঞ্ঞে তথাগতস্‌স কাযো যাপেতি। যস্মিং আনন্দ সময়ে তথাগতো সব্বনিমিত্তানং অমনসিকারা একচ্চানং বেদনানং নিরোধা অনিমিত্তং চেতোসমাধিং উপসম্পজ্জ বিহরতি, ফাসুতরো৫ আনন্দ তস্মিং সময়ে তথাগতস্‌স কাযো হোতি তস্মা তিহানন্দ অত্তদীপা † বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা। কথঞ্চ আনন্দ ভিক্‌খু অত্তদীপো বিহরতি অত্তসরণো অনঞ্ঞসরণো, ধম্মদীপো ধম্মসরণো অনঞ্ঞসরণো? ইধানন্দ ভিক্‌খু কাযে কাযানুপস্‌সী বিহরতি

করে (শেষে বলিবার জন্য কিছু গোপন রাখে) আনন্দ, তথাগতের ধর্ম্মবিষয়ে সেইরূপ আচার্য্য-মুষ্টি নাই। হে আনন্দ, যাহার এইরূপ অভিপ্রায় "আমিই ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালন করিব অথবা ভিক্ষুসঙ্ঘ মমোদ্দেশিক হউক অর্থাৎ আমাকেই উদ্দেশ করুক, এইরূপ যাহার অভিপ্রায় সে-ই ত আনন্দ, ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া অন্তিম সময়ে একবার কিছু বলিতে পারে। আনন্দ, তথাগতের এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না যে, আমিই ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালন করিব, অথবা ভিক্ষুসঙ্ঘ চিরদিন মমোদ্দেশিক থাকুক (যেহেতু বোধি পালঙ্কেই তথাগতের ঈর্ষা মাৎসর্য্য ত্যাগ হইয়াছে)। আনন্দ, সেই তথাগত কেন ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া অন্তিমকালে কিছু উপদেশ দিবেন? হে আনন্দ, এখন আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, বয়সের শেষ সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমার অশীতি বর্ষ পরিপূর্ণ হইতেছে। আনন্দ, যেন জীর্ণ শকটখানির জীর্ণ সংস্কার করিয়া অতি যত্নে চালাইতে পারে, সেইরূপ আনন্দ সংস্কৃত শকটের ন্যায়ই বোধ হয় তথাগতের কায় যাপিত হইতেছে। (অরহত্ব ফল শক্তিতেই তথাগতের গমনাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।) হে আনন্দ, যেই সময় তথাগত রূপ নিমিত্তাদি সমুদয় নিমিত্তে অমনোযোগী হইয়া, লৌকিক বেদনা সমূহ নিরোধ করতঃ অনিমিত্ত চেতঃসমাধি প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন; আনন্দ সেই সময়েই তথাগতের শরীর সুখীততর হয় (তথাগত অতি সুখানুভব করেন।) তদ্ধেতু হে আনন্দ, তোমরাও আত্মদীপ হইয়া বিহার কর †, আত্মশরণ ও অনন্যশরণ হও; ধর্ম্মদীপ, ধর্ম্মশরণ, অনন্যশরণ হও। আনন্দ, ভিক্ষু কিরূপে আত্মদীপ আত্মশরণ অনন্যশরণ এবং ধর্ম্মদীপ ধর্ম্মশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করে? আনন্দ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীর্য্যবান সম্প্রজ্ঞানকারী ও

১। সী, ই, কিং।　২। ব, অসীতিকো।
৩। সী, ই, জরা।　৪। সী, ই, ব, বেধ।　৫। সী, ই, ফাসু কাত

আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝাদোমনস্সং, বেদনাসু বেদনানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা-দোমনস্সং, চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝাদোমনস্সং, ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝাদোমনস্সং, এবং খো আনন্দ ভিক্খু অত্তদীপো বিহরতি অত্তসরণো অনঞ্ঞসরণো, ধম্মদীপো ধম্মসরণো অনঞ্ঞসরণো।

যেহি কেচি আনন্দ এতরহি বা মমং বা অচ্চযেন অত্তদীপা বিহরিস্সন্তি অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা, তমতগ্গে মে তে আনন্দ ভিক্খূ ভবিস্সন্তি যে কেচি সিক্খাকামাতি।

দুতিয ভাণবারং (নিট্ঠিতং)।

স্মৃতিমান হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হয় ও দেহের প্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে। বীর্য্যবান সম্প্রজানকারী স্মৃতিমান হইয়া বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শী হয় ··· চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয় ··· ধর্ম্মসমূহে ধর্ম্মানুদর্শী হয় ও তৎপ্রতি লোভ দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করে। হে আনন্দ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ আত্মশরণ অনন্যশরণ এবং ধর্ম্মদ্বীপ ধর্ম্মশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করে।

আনন্দ, বর্ত্তমান সময়ে বা আমার পরিনিব্বানের পর যাহারা আত্মদ্বীপ আত্মশরণ অনন্যশরণ হইয়া, ধর্ম্মদ্বীপ ধর্ম্মশরণ অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে তাহারাই সমস্ত তমযোগ ছেদন পূর্ব্বক আমার শাসনে অগ্রতম ভিক্ষু হইবে, শিক্ষাকামীদের মধ্যে চতুর্স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাকারী ভিক্ষুগণই শ্রেষ্ঠতম, অমৃতগত হইবে।

[তথাগত বুদ্ধ বেলুবগ্রামে সেই বর্ষা অতিবাহিত করতঃ তথা হইতে ক্রমে আগত পথেই শ্রাবস্তী গিয়া জেতবন মহাবিহারে প্রবেশ করেন। তখন ধর্ম্ম সেনাপতি সারিপুত্র ভগবানের সেবা বন্দনাদি করিয়া দিবা বিহারস্থানে গমন করিলে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। তৎপর ধর্ম্ম সেনাপতি সারিপুত্র স্থবির, দিবা বিহার স্থান সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক হস্তপদাদি ধৌত করতঃ, চর্ম্মখণ্ড বিছাইয়া ফল সমাপত্তি ধ্যানে রত হইলেন। যথানিয়মে ধ্যান হইতে উঠিলে তাঁহার এবম্বিধ মনোবিতর্ক উৎপন্ন হইল,—

+ "অত্তদীপাতি মহাসমুদ্দগতদীপং বিয অত্তানং দীপং পতিট্ঠং কত্বা বিহরথ। দ্বীহি ভাগেহি আপো গতো এত্থাতি দীপো। ওঘেন পরিগতো হুত্বা অনজ্ঝোত্থটো ভূমিভাগো। ইধপন চতুহিপি ওঘেহি সংসার মহোঘেনেব বা অনজ্ঝোত্থটো অত্তদীপোতি অধিপ্পেতো।" কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চতুর্মহোঘে এবং সংসার মহোঘে অনিমজ্জিত যিনি তিনিই আত্মদ্বীপ। "অত্তসরণাতি—অত্তপটিসরণা অত্তপরায়না অত্তগতিকাব হোথ। অঞ্ঞং কিঞ্চি গতি পটিসরণং পরায়ণং মা চিন্তযিত্থ।"

(নদিস্সতে)-

"বুদ্ধ অগ্রে পরিনির্ব্বাপিত হন, না অগ্রশ্রাবক?" অগ্রশ্রাবক অগ্রে পরিনির্ব্বাপিত হইয়া থাকেন দেখিয়া, তিনি স্বীয় আয়ুসংস্কার অবলোকন করিলেন। সপ্তাহ মাত্র আয়ুসংস্কার আছে দেখিয়া তাঁহার কোন্ স্থানে পরিনির্ব্বাপিত হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ইহাও জানিলেন যে, রাহুলস্থবির দেবলোকে, কোণ্ডঞস্থবির ছদ্দন্তহ্রদোপরি পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কোথায় পরিনির্ব্বাপিত হইলে ভাল হইবে পুনঃ পুনঃ তাহা চিন্তা করায় স্বীয় জননীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। "আমার মাতা সাতজন অরহতের গর্ভধারিণী হইয়াও বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘের প্রতি অপ্রসন্ন।" তাঁহার মুক্তির হেতু আছে কিনা আবর্জ্জন (চিন্তন) পূর্ব্বক শ্রোতাপত্তিমার্গ লাভের উপনিশ্রয় (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কুশল) আছে দেখিয়া, পুনঃ কাহার উপদেশে অভিসময় (মার্গাধিগমন বা মার্গপ্রাপ্তি) হইবে চিন্তা করিয়া জানিলেন যে, "আমারই উপদেশে, অপরের নহে।" যদি আমি স্বীয় জননীর মুক্তির চেষ্টা না করি, তবে লোকে বলিবে সারিপুত্র বহু লোকের মুক্তি-দাতা বটে, কিন্তু জননীর মিথ্যাদৃষ্টিও ত্যাগ করাইতে সমর্থ নহেন।

সারিপুত্রের "সমচিত্ত সূত্র" দেশনায় কোটিশতসহস্র দেবতা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গলাভীর সংখ্যা অগণিত। আরও বহু স্থানে বহুসূত্র দেশনায় অনেকের অভিসময় (মার্গপ্রাপ্তি) ঘটিয়াছে। অশীতিসহস্রকুল তাঁহারই প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সারিপুত্র স্বীয় মাতার মিথ্যাদৃষ্টিও ত্যাগ না করাইলে বাস্তবিকই বলিবার বিষয় বটে।

তদ্ধেতু তিনি জননীর মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করাইতে স্বীয় জন্মস্থানেই পরিনির্ব্বাপিত হইতে মনস্থ করিলেন এবং "অদ্যই ভগবান্‌কে জানাইয়া যাত্রা করা উচিত" ইহা ভাবিয়া চুন্দস্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে চুন্দ, আমার পঞ্চশত শিষ্যকে গিয়া বল যে, বন্ধুবর্গ, পাত্রচীবর গ্রহণ কর, ধর্ম্মসেনাপতি নালকগ্রামে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।"

স্থবির গিয়া সেইরূপ বলিলে, সকলেই শয়নাসনাদি যথা স্থানে স্থাপন করতঃ পাত্রচীবর লইয়া সারিপুত্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনিও শয়নাসনাদি যথাস্থানে রাখিয়া স্বীয় বাসস্থান সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক দ্বারে দাঁড়াইয়া তদ্দিকে অবলোকন করতঃ বলিলেন, এই শেষ দর্শন, পুনঃ আগমন হইবে না, তখন পঞ্চশত শিষ্যের সহিত ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ নিবেদন করিলেন—

> ছিন্নোদানি ভবিস্সামি লোকনাথ মহামুনি,
> গমনাগমনং নত্থি পচ্ছিমা বন্দনা অযং।

হে লোকনাথ মহামুনি, এখন আমি বিচ্ছিন্ন হইব, এই গমনে আর আগমন হইবে না, এই আমার শেষ বন্দনা।

> জীবিতং অপ্পকং ময্হং ইতো সত্তাহমচ্চয়ে,
> নিক্‌খিপেয্যামহং দেহং ভার বোরোপনং যথা।

আমার জীবনের আর অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এখন হইতে সপ্তাহ অন্তে ভার নিক্ষেপণের ন্যায় দেহত্যাগ করিব।

অনুজানাতু মে ভন্তে ভগবা অনুজানাতু সুগতো,
পরিনিব্বানকালো মে ওস্সট্‌ঠো আয়ুসঙ্খারো তি।

ভন্তে ভগবান্, অনুজ্ঞা করুন, হে সুগত, অনুমতি দিন্। আমার আয়ুসংস্কার ত্যাগ হইয়াছে, এখন আমার পরিনিব্বানের সময়।

"বুদ্ধগণ কাহাকেও পরিনির্ব্বাপিত হও" ইহা বলিলে মরণের বর্ণনা, পরিনির্ব্বাপিত হইওনা বলিলেও সংসারাবস্থের গুণ কথন হয় বলিয়া মিথ্যাদৃষ্টিকেরা দোষারোপ করিয়া থাকে। তদ্ধেতু বুদ্ধগণ উভয়বিধ বাক্য বলেন না।

সেই হেতু ভগবান্ বলিলেন, "সারিপুত্র, কোথায় পরিনির্ব্বাপিত হইবে?" "ভন্তে, মগধ-রাজ্যে নালকগ্রামে জাত প্রকোষ্ঠেই।" সারিপুত্র, "এখন তোমার যথা অভিরুচি করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, তোমাসদৃশ ভিক্ষুর দর্শন দুর্লভ হইবে। অতএব, তাহাদিগকে ধর্ম্মদেশনা কর," স্থবির "শাস্তা আমার ঋদ্ধিবল প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা ইচ্ছা করিতেছেন" বুঝিয়া ভগবান্‌কে বন্দনা করতঃ একতাল প্রমাণ ঊর্দ্ধে আকাশে উদ্‌গমন করিলেন এবং অবতরণ পূর্ব্বক তথাগতের পাদ বন্দনা করিয়া পুনঃ সপ্ততাল প্রমাণ ঊর্দ্ধাকাশে অবস্থান করিলেন। তথায় পর পর বহুবিধ বিভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা করিলেন। তদা সমস্ত নগরবাসী তথায় সম্মিলীত হইয়াছিলেন। স্থবির অবতরণ করিয়া শ্রীভগবানের চক্রবরাঙ্কিত শ্রীপাদ বন্দনা করতঃ কহিলেন—"ভন্তে! এখন আমার গমনের সময়।"

অহো ভগবৎ মহিমা! অহো লোকানুকম্পা! তিনি ধর্ম্মাসন ত্যাগ করিয়া মণি-ফলকে দাঁড়াইলেন, মহাপ্রজ্ঞ ধর্ম্মসেনাপতিকে বিদায় দিতে, সে কি প্রাণ-বিদারক করুণাপূর্ণ দৃশ্য! কিন্তু মুক্ত-জীবনে চাঞ্চল্য কোথায়? অতি শান্তি, অতি ধীরতার সহিত বিরাট শোকময় দৃশ্যের ধীরে যবনিকাপাত হইতে লাগিল। প্রশান্ত মনে স্থবির কহিলেন—"ভন্তে, ভগবন্! লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প উপরে, একদা অনোমদর্শী সম্যক্‌সম্বুদ্ধের পাদমূলে নিপতিত হইয়া আপনার দুর্লভ-দর্শন-লাভ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; সে বাসনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। আপনার শ্রীপাদ দর্শন পাইয়াছি। এ আমার আবার শেষ দর্শন।" রক্ত কাঞ্চননিভ সমুজ্জ্বল নখ দশটী সন্নিবেশিত করতঃ সমাদর সগারব কৃতাঞ্জলি হইয়া, যতক্ষণ ভগবান্ দৃষ্ট হইতে ছিলেন, ততক্ষণ পিছু পায়ে গিয়া আবার সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া শেষবন্দনা করিলেন। এই অপার্থিব গারবতায় আকাশ গর্ভাং অশনি বিচ্যুতির শান্ত-নিরবতায়, মহাপৃথিবী ভয়ানকরূপে দুলিয়া উঠিল। ভগবান ভিক্ষুসংঘ আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ভিক্ষুগণ! যাও তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন কর।" ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া সশিষ্যে সারিপুত্র প্রস্থান করিলেন। হাহাকারের একটী শব্দও শুনা গেল না। বিমুক্তির গাম্ভীর্য্যে চাঞ্চল্যের স্থান নাই। ভিক্ষুগণ জেতবনদ্বার পর্য্যন্ত আগমন করিলে স্থবির বলিলেন, "বন্ধুবর্গ, তোমরা আর আসিওনা, অপ্রমত্ত হইয়া বাস কর" বলিয়া স্বীয় পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত চলিয়া গেলেন।

সমাগত মোহপরলোকগণ "আর্য্য ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র গেলে পুনঃ আগমন করিতেন, কিন্তু এখন যে যাইতেছেন আর ত ফিরিয়া আসিবেন না" বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। স্থবির "বন্ধুবর্গ, আর আমার অনুগমন করিও না, অপ্রমত্ত হইয়া বাস কর, সংস্কার মাত্রেরই এই পরিণাম" বলিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন।

অতঃপর স্থবির সপ্তাহকাল পথে পথে প্রাণীদের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে করিতে সপ্তম দিবসে সন্ধ্যার সময় নালকগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষ মূলে দাঁড়াইলেন। তখন উপরেবত নামক স্থবিরের ভাগিনা বহিঃগ্রামে যাইবার সময় স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করতঃ দাঁড়াইল। স্থবির তাহাকে বলিলেন, "তোমার মাতামহী ঘরে আছেন কি?" "হাঁ ভন্তে, আছেন।" "তবে বাড়ী গিয়া আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন কর।" "কেন আসিয়াছি" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিও "অদ্য একরাত্র বাড়ীতেই থাকিব। আমার জাত প্রকোষ্ঠেই আমার স্থান করিতে বলিবে এবং এই পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্যও যথোপযুক্তভাবে শয়নাসন ঠিকঠাক্ করিতে বলিবে।"

উপরেবত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া বলিল—"আয্যা, মাতুল আসিয়াছেন।" "এখন কোথায়?" "গ্রামদ্বারে।" "একা? না কেহ সঙ্গে আছে?" "পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে আছেন।" "কেন আসিয়াছে জান কি?" তখন সে উক্ত বিষয় বলিল।

ব্রাহ্মণী,—"আমি কি করিয়া এতগুলির শয়নাসন প্রস্তুত করিব? সে যৌবনে প্রব্রজিত হইয়া এখন বৃদ্ধকালে গৃহী হইতে বাড়ী আসিতেছে" ইত্যাদি বলিতে বলিতে স্থবিরের জাতপ্রকোষ্ঠ পরিষ্কার করাইলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর শয়ন স্থান ঠিকঠাক্ করাইয়া প্রদীপাদি জ্বালাইয়া স্থবিরের নিকট সংবাদ দিলেন।

স্থবির শিষ্যবর্গের সহিত প্রাসাদে আরোহন পূর্ব্বক জাতপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন, শিষ্যবর্গকে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পরমুহূর্ত্তে স্থবির সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভয়ানক রক্তামাশয় হইয়া মারন্তিকা বেদনা উৎপন্ন হইল। একপাত্র বাহিরে নিলে আর একপাত্র ভিতরে আনিতে হয়।

ব্রাহ্মণী স্বীয় বাস ভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার পুত্রের কাণ্ড আমার আদৌ পছন্দ হইতেছে না।"

সেই সময় লোকপাল চারি মহারাজা ধর্ম্মসেনাপতি কোথায় আছেন অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, নালকগ্রামে জাতপ্রকোষ্ঠে পরিনির্ব্বানমঞ্চে শায়িত। তদ্দর্শনে তাঁহারা আগমন করতঃ স্থবিরকে বন্দনাদি করিয়া দাঁড়াইলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনারা?" "ভন্তে, আমরা লোকপাল মহারাজা।" "কেন আসিয়াছেন?" "ভন্তে, আপনার সেবা শুশ্রূষা করিতে।" "আচ্ছা ভাল, কিন্তু আমার সেবক আছে, এখন আপনারা যাইতে পারেন" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রও পূর্ব্বোক্তরূপে আসিয়া প্রণাম করিলে তাঁহাকেও ঐ রূপ বলিয়া বিদায় দিলেন। তৎপর মহাব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিলে, স্থবির তাঁহাকেও বিদায়

দিলেন। ব্রাহ্মণী দ্বারে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া দেবতাগণের আগমন ও গমন দেখিয়া "ইহারা কে আসিয়া আমার পুত্রকে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন" তাহা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া স্থবিরের কামড়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আয়ুষ্মান চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তাত চুন্দ, আমার পুত্র কেমন আছে?" আয়ুষ্মান চুন্দ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিয়া স্থবিরকে নিবেদন করিলেন, "ভন্তে, মহা উপাসিকা আসিয়াছেন।" স্থবির "অসময়ে কেন আসিলেন?" বলিলে, ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তাত, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তাত, প্রথমে কাঁহারা আসিয়াছিলেন?" "উপাসিকে, লোকপাল চারি মহারাজা। তাত, তুমি কি লোকপাল মহারাজগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ? উপাসিকে, উহারা ত আরামিকের (বিহারস্থ ছেলের) মত। আমাদের শাস্তা যখন মাতার গর্ভে প্রতিসন্ধিগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন হইতেই তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া মহামায়া দেবীর রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"

"তাত, তাঁহাদের পরে চতুর্দ্দিক আরও অধিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছিলেন?" "দেবরাজ ইন্দ্র।" "তাত, তুমি কি দেবরাজ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াছ?" "উপাসিকে, তিনি ত আমাদের ভাণ্ডগ্রহণকারী শ্রামণের মত। আমাদের শাস্তা ত্রয়স্ত্রিংশপুর হইতে অবতরণ করিবার সময় তিনি পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিয়াছিলেন।"

"তাত, তাঁহার পরে চতুর্দ্দিক আরও অধিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছিলেন?" "উপাসিকে, আপনার ভগবান্ ও শাস্তা মহাব্রহ্মা।" "তাত, আমার ভগবান্ মহাব্রহ্মা হইতেও তুমি মহৎতর?" "হাঁ উপাসিকে। ইনিইত আমাদের শাস্তার জাতক্ষণে মহাপুরুষকে সুবর্ণজালে প্রতিগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

অতঃপর ব্রাহ্মণী ভাবিতে লাগিলেন, আমার পুত্রের অনুভাব এতদূর; না জানি আমার পুত্রের যে শাস্তা ভগবান্ তাঁহার অনুভাব কিরূপ? ইহা চিন্তা করায় হঠাৎ তাঁহার পঞ্চবিধা প্রীতি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর উৎফুল্ল হইল।

স্থবির বুঝিলেন স্বীয় জননীর প্রীতিসৌমনস্য উৎপন্ন হইয়াছে, এখন ধর্ম্মদেশনার উপযুক্ত সময়। তখন স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহোপাসিকে, আপনি কি ভাবিতেছেন্?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমার পুত্রের এই গুণ, তাহার যে শাস্তা না জানি তাঁহার গুণ আরও কত অধিক!" তখন স্থবির বলিতে লাগিলেন "মহোপাসিকে, আমাদের শাস্তার জাতক্ষণে, মহাভিনিষ্ক্রমণ সময়ে, সম্বোধি লাভক্ষণে এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সময়ে দশসহস্রী লোকধাতু* কম্পিত হইয়াছিল। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে তাঁহার সমান আর কেহই নাই" ইহা বলিয়া তিনি "ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো" ইত্যাদি বিস্তারে বুদ্ধগুণ প্রতিসংযুক্ত ধর্ম্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রিয়পুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপত্তি

পঞ্চবিধা প্রীতি—ক্ষুদ্রকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণাপ্রীতি। ক্ষুদ্রকাপ্রীতি তুচ্ছবিষয়জাত। ক্ষণিকা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবক্রান্তিকাপ্রীতি আকস্মিক। উদ্বেগাপ্রীতি এত বলবতী যে তাহার প্রভাবে লোকে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না, (নৃত্য করিতে থাকে) স্ফুরনাপ্রীতির রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হইয়া পড়ে। (*কোটিলক্ষচক্রবাল)

ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "তাত, উপতিষ্য, কেন এমন করিলে? এবম্বিধ অমৃত এতদিন যাবৎ কেন আমায় দাও নাই।"

স্থবির ভাবিলেন—"আমার জননী রূপসারী ব্রাহ্মণী আমাকে যে বাল্যকালে ক্ষীর পান করাইয়াছিলেন ও আমাকে যে পালন করিয়াছিলেন এই তার মূল্য প্রদান হইল" ইহাই আমার মায়ের পক্ষে যথেষ্ট। তৎপর মহোপাসিকাকে "এখন গমন করুন" বলিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর চুন্দকে বলিলেন, "চুন্দ, এখন সময় কত?" "ভন্তে, বলবৎপ্রত্যুষকাল," "তাহা হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাও।" চুন্দ নিবেদন করিলেন, "ভন্তে, ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন।" "তাহা হইলে আমাকে বসিয়ে দাও।" চুন্দ সেইরূপ করিলে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুবর্গ, চুয়াল্লিশ বৎসর ব্যাপী আমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমার কায়িক বাচনিক কর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু তোমাদের অপ্রীতিকর হইয়াছে তাহা আমাকে ক্ষমা কর;" তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন; "ভন্তে, এতদিন আমাদিগকে ছায়ার ন্যায় রাখিয়া বিচরণ কালীন আপনার কোন বিষয়ই আমাদের অপ্রীতিজনক হয় নাই। আপনিই আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন।"

অতঃপর স্থবির অরুণ শিখা দৃষ্ট হইলে মহা পৃথিবী কম্পিত করিয়া অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতুতে পরিনির্ব্বাপিত হইলেন। বহু দেব-মানব মিলিত হইয়া স্থবিরের পরিনির্ব্বাণে মহাসৎকার করতঃ অশেষ পূণ্যের ভাগী হইলেন।

আয়ুষ্মান চুন্দ, স্থবিরের পাত্রচীবর ও ধাতু সমূহ জেতবনে নিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত ভগবানের নিকট সমুপস্থিত করিলেন। ভগবান্ সারিপুত্রের ধাতু সমূহ হস্তে লইয়া পঞ্চশত গাথা দ্বারা স্থবিরের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাঁহার ধাতু চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

তৎপর ভগবান্ আনন্দকে রাজগৃহে আগমনের ইচ্ছা জানাইলে, তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে আগমন করেন। তথায় আয়ুষ্মান মহামোগ্গলায়ন পরিনির্ব্বাপিত হন। ভগবান্ তাঁহার ও ধাতু সমূহ গ্রহণ করাইয়া চৈত্যে নিধান করাইলেন।

তৎপর রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ গঙ্গাভিমুখে গিয়া উক্কাচেলে আগমন করেন। তথায় গঙ্গাতীরে ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করতঃ অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র-মোগ্গলায়নের পরিনির্ব্বাণ প্রতিসংযুক্ত সূত্র দেশনা করেন।

অতঃপর ভগবান্ উক্কাচেল হইতে যাত্রা করিয়া বৈশালীস্থ মহাবনে কূটাগার শালায়+ আগমন করেন এবং তথায় মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বাস করিতে থাকেন।]

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

+কূটাগারশালা—গোশৃঙ্গি নামক জনৈক উপাসক বৈশালীর অবিদূরস্থ এক প্রকাণ্ড শালবনে বিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন॥ ভগবান্ মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন।

মহাপরিনিব্বান সুত্তং

ততিয় ভাণবারং

১। অথ খো ভগবা পুব্বণ্‌হসময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায় বেসালিং, পিণ্ডায় পাবিসি, বেসালিযং পিণ্ডায় চরিত্বা পচ্ছাভত্তং পিণ্ডপাতপটিক্কন্তো আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; গণ্‌হাহি আনন্দ নিসীদনং। যেন চাপালচেতিযং তেনু- পসঙ্কমিস্‌সাম দিবাবিহারাযাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুত্বা নিসীদনং আদায ভগবন্তং পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো অণুবন্ধি।

২। অথ খো ভগবা যেন চাপালচেতিযং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। আযস্মাপি খো আনন্দো ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো আযস্মন্তং আনন্দং ভগবা এতদবোচ; রমণীযা আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেনচেতিযং, রমণীযং গোতমকচেতিযং রমণীযং সত্তম্ব[২] চেতিযং, রমণীযং বহুপুত্ত চেতিযং, রমণীযং আনন্দ[৩] চেতিযং, রমণীযং চাপালচেতিযং।

৩। যস্‌স কস্‌সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথ্‌থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য

তৃতীয় অধ্যায়

১। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করতঃ পাত্রচীবর গ্রহণ পূর্ব্বক বৈশালীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। পিণ্ডপাত করা শেষ হইলে বিহারে আসিয়া আহার-কার্য্য সমাপনান্তে আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন; "আনন্দ, বসিবার আসন লও, দিবা বিহারার্থ চাপালচৈত্যে যাইব।" "সাধু ভন্তে," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মত হইয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইলেন।

২। অতঃপর ভগবান চাপালচৈত্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ও ভগবানকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এইরূপ বলিলেন,—"হে আনন্দ, রমণীয় বৈশালী, রমণীয় উদেন-চৈত্য, রমণীয় গৌতমক-চৈত্য, রমণীয় সত্তম্ব-চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্র-চৈত্য, রমণীয় আনন্দ-চৈত্য, রমণীয় চাপাল-চৈত্য।"

৩। "হে আনন্দ, যে কাহারও চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (বর্দ্ধিত) বহুলীকৃত (পুনঃ পুনঃ কৃত) রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তু-ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্প অবস্থান করিতে

১। সী, অ, বেসালিযং ২। সী, ই, সত্তম্বক ৩। সী, ই, সারন্দদ

কপ্পাবসেসং বা। তথাগতস্‌স খো পন আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বাতি।

৪। এবম্পি, খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতা ওলারিকে নিমিত্তে করিয়মানে ওলারিকেওভাসে করিযমানে নাসক্‌খি পটিবিজ্ঝিতুং, ন ভগবন্তং যাচি; তিট্‌ঠতু ভন্তে ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায, অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্‌সানন্তি, যথা তং মারেন পরিযুট্‌ঠিতচিত্তো।

৫। দুতিযম্পি খো ভগবা…………ততিযম্পি খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি, রমণীযা আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেন-চেতিযং, রমণীযং গোতমক-চেতিযং, রমণীযং সত্তম্ব-চেতিযং, রমণীযং বহুপুত্ত-চেতিযং, রমণীযং আনন্দ-চেতিযং, রমণীযং চাপাল-চেতিযং। যস্‌স কস্‌সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা, বহুলীকতা যানীকতা, বত্থুকতা, অনুট্‌ঠিতা, পরিচিতা, সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বা। তথাগতস্‌স খো আনন্দ

পারেন। হে আনন্দ, তথাগতের চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তু-ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত্ত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে। আনন্দ, সে জন্য তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন।

৪। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইলেও বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না যে, "ভন্তে ভগবান্, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক, দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।" কেননা তাঁহার চিত্ত মারকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। (মার ভীষণ রূপ দেখাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবানের কথার তাৎপর্য্য বুঝিবার অবকাশ দেয় নাই। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

৫। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, বৈশালী রমণীয় স্থান, উদেন-চৈত্য রমণীয়, গৌতমক-চৈত্য রমণীয়, সত্তম্ব-চৈত্য রমণীয়, বহুপুত্র-চৈত্য রমণীয়. আনন্দ-চৈত্য রমণীয়, চাপাল-চৈত্য রমণীয় স্থান। হে আনন্দ, যে কাহারও চতুরঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতির মত অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক্ নিষ্পাদিত হইয়াছে তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তিনি কল্পকাল বা কল্পকালেরও কিছু বেশী জীবিত থাকিতে পারেন। হে আনন্দ, তথাগতের

কপ্পংতি—আয়ুকপ্পং। সেই সময় মনুষ্যদের যেই পরিমান পূর্ণ আয়ু সেই পরিমান। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১। সী, ব, এবং।

চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা, যানীকতা, বথুকতা, অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা, সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বাতি। এবম্পি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতা ওলারিকে নিমিত্তে করিযমানে, ওলারিকে ওভাসে করিযমানে, নাসক্‌খি পটিবিজ্ঝিতুং ন ভগবন্তং যাচি, তিট্‌ঠতু ভন্তে, ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায, লোকানুকম্পায, অত্থায, হিতায সুখায, দেবমনুস্‌সানন্তি: যথা তং মারেন পরিযুট্‌ঠিত চিত্তো।

৬। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; গচ্ছ ত্বং আনন্দ, যস্‌দানি কালং মঞ্ঞসীতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুত্বা উট্‌ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা অবিদূরে অঞ্ঞতরস্মিং রুক্‌খমূলে নিসীদি।

৭। অথ খো মারো পাপিমা অচিরপক্কন্তে আযস্মন্তে আনন্দে, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতো খো মারো পাপিমা ভগবন্তং এতদবোচ; পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে

চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত······ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে, সে জন্য তথাগত ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান আয়ু কল্পকাল বা তার চেয়ে কিছু বেশীও অবস্থান করিতে পারেন।” তথাগত কর্ত্তৃক এইরূপ বারংবার সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রদর্শিত হইলেও সুস্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইলেও, আয়ুষ্মান আনন্দ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন না যে, “ভন্তে ভগবান্, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত বহু জনের হিতের জন্য সুখের জন্য, প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক, দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।” কেননা আয়ুষ্মান আনন্দ মারাবিষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন।

৬। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আনন্দ, এখন তুমি যথোচ্ছিত স্থানে গমন কর”। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যুত্তর দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিকস্থ অন্যতর এক বৃক্ষমূলে (গিয়া) বসিলেন।

৭। আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের পরই পাপমতি মার; ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন;— “ভন্তে ভগবান্, এখন আপনি পরিনিব্বানে নির্ব্বাপিত হউন। হে সুগত পরিব্বান প্রাপ্ত হউন!! ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনিব্বান প্রাপ্তির সময় হইয়াছে।” ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ ভাষিত হইয়াছিলেন যে,

ভগবতা বাচা ঃ — ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি যাব মে ভিক্‌খূ ন সাবকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্‌সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্ম-প্পটিপন্না, সামীচি-প্পটিপন্না অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খিস্‌সন্তি, দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্‌ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি, বিভজিস্‌সন্তি উত্তানিং[১] করিস্‌সন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্‌সন্তীতি।

এতরহি খো পন ভন্তে ভিক্‌খূ ভগবতো সাবকা বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্‌সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচি-প্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খন্তি, দেসেন্তি, পঞ্‌ঞাপেন্তি, পট্‌ঠপেন্তি, বিবরন্তি, বিভজন্তি, উত্তানিং করোন্তি ; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেন্তি।

পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা ঃ—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি যাব মে ভিক্‌খুনিযো ন সাবিকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা,

"পাপমতি, তাবং আমি পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হইবনা, যাবং আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্য্য মার্গ লাভ করিয়া নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্ম্মধারী, ধর্ম্মাচারী. কর্ত্তব্যপরায়ণ ও যথা—ধর্ম্মপালনকারী হইবেন না, স্বীয় আচার্য্যবাদ (সম্যক সম্বুদ্ধের বাদ) শিক্ষা করিয়া জন সমাজে প্রচার, ধর্ম্মদেশনা ও নানাপ্রকারে অপরকে ধর্ম্ম জ্ঞাপন করিতে পারিবেন না, অজ্ঞতারূপ ঢাক্‌না টানিয়া ধর্ম্ম খুলিয়া দিতে, ভাগ করিয়া দেখাইতে ও সরল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ না হইবেন, উৎপন্ন পরনিন্দার ধর্ম্মতঃ প্রতিবাদে ভালরূপে নিগ্রহ করিতে, চিত্তাকর্ষক, পাপ-নাশক ও অধর্ম্ম ধ্বংসকারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবেন"।

ভন্তে, এখন ভগবানের ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্য্য মার্গ লাভে পটু, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্ম্মধারী, ধর্ম্মাচারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, যথাধর্ম্মপালনকারী হইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ (সম্যক সম্বুদ্ধের বাদ) শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্ম প্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, বিভাগ এবং সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ; উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্ম্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপ ধ্বংসকারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন।

ভন্তে, ভগবন, এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন! হে সুগত, এখন আপনি পরি-নির্ব্বান প্রাপ্ত হউন!! এখন ভন্তে, ভগবানের পরিনির্ব্বানের সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল যে, "পাপমতি, যাবৎ আমার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্য্য মার্গ লাভ করিয়া নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্ম্মধারিণী,

---

১। সী, ই,

বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচি-প্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনিয়ো; সকং আচরিয়কং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি, দেসেস্সন্তি, পঞ্ঞাপেস্সন্তি, পট্ঠপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি, বিভজিস্সন্তি, উত্তানিং করিস্সন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা, সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্সন্তীতি। এতরহি খো পন ভন্তে ভিক্খুনিযো ভগবতো সাবিকা বিযত্তা, বিনীতা বিসারদা বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচি-প্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনিযো। সকং আচরিযকং উগ্গহেত্বা আচিক্খন্তি, দেসেন্তি, পঞ্ঞাপেন্তি, পট্ঠপেন্তি, বিবরন্তি, বিভজন্তি, উত্তানিং করোন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেন্তি।

পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা:—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে উপাসকা ন সাবকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচি-প্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনো; সকং আচরিযকং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি, দেসেস্সন্তি,

---

ধর্ম্মাচারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, যথাধর্ম্মপালনকারিণী না হইবেন; যাবৎ তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ (সম্যক সম্বুদ্ধের বাদ) শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থা না হইবেন; যাবৎ ধর্ম্ম সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষম না হইবেন, বিধর্ম্মীদের মিথ্যা অপবাদসকল ধর্ম্মতঃ নিগ্রহ করিয়া পাপ-প্রতিহারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থা না হইবেন; হে পাপমতি মার, তাবৎ কাল আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না।" ভন্তে ভগবন্, এখন আপনার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্য্য মার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্ম্মধারিণী, ধর্ম্মাচারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও যথাধর্ম্মপালনকারিণী হইয়াছেন, এখন তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে প্রচার, অধ্যাপন, জ্ঞাপন ও স্থাপন করিতে, এবং উন্মোচন করিয়া দেখাইতে সমর্থা হইয়াছেন, এখন তাঁহারা ধর্ম্ম বিভাগ, সরল ব্যাখ্যা করিয়া ও বুঝাইতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্ম্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন।

ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন। হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হউন!! এখন ভন্তে, ভগবানের পরিনির্ব্বানের সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল—"হে পাপমতি মার, যাবৎ আমার গৃহী উপাসকগণ আর্য্যমার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত ধর্ম্মধারী, ধর্ম্মাচারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও যথাধর্ম্ম-পালনকারী না হইবেন; যাবৎ তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থ না হইবেন; যাবৎ ধর্ম্ম

পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্‌ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি, ৰিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করিস্‌সন্তি উপ্‌পন্নং পরপ্‌পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্‌পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্‌সন্তীতি। এতরহি খো পন ভন্তে উপাসকা ভগবতো সাবকা বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, ৰহুস্‌সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্‌পটিপন্না, সামীচিপ্‌পটিপন্না, অনুধম্মচারিনো ; সকং আচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খন্তি, দেসেন্তি, পঞ্‌ঞাপেন্তি পট্‌ঠপেন্তি, বিবরন্তি, বিভজন্তি, উত্তানিং করোন্তি, উপ্‌পন্নং পরপ্‌পবাদং সহ-ধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্‌পাটিহারিযং ধম্মং দেসেন্তি।

পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি যাব মে উপাসিকা ন সাৰিকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, ৰহুস্‌সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্‌পটিপন্না, সামীচিপটিপন্না অনুধম্মচারিনিযো ; সকং আচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খিস্‌সন্তি দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্‌ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি বিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করিস্‌সন্তি ; উপ্‌পন্নং পরপ্‌পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্‌পাটিহারিযং ধম্মং

সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষম না হইবেন ; বিধর্ম্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্ম্মতঃ নিগ্রহ পূর্ব্বক পাপপ্রতিহারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবেন ; তাবৎ কাল আমি পরিনির্ব্বাপিত হইবনা।"

ভন্তে, ভগবন্, এখন আপনার গৃহী উপাসকগণ আর্য্যমার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্ম্মধারী, ধর্ম্মাচারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, যথাধর্ম্মপালনকারী হইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, বিভাগ এবং সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্ম্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপধ্বংসকারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন।

ভন্তে, ভগবন্, এখন আপনি পরিনর্ব্বাপিত হউন্। হে সুগত এখন আপনি পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হউন!! এখন, ভন্তে, ভগবানের পরিনির্ব্বানের সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল—"হে পাপমতি মার, যাবৎ আমার গৃহী উপাসিকাগণ আর্য্যমার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্ম্মধারিণী, ধর্ম্মচারিণী কর্ত্তব্যপরায়ণা, যথাধর্ম্মপালনকারিণী না হইবেন ; যাবৎ তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যাবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন, ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থা না হইবেন ; যাবৎ ধর্ম্ম সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষমা না হইবেন, বিধর্ম্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্ম্মতঃ নিগ্রহ করিয়া পাপপ্রতিহারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থা না হইবেন ; তাবৎ

দেসেসস্সন্তীতি। এতরহি খো পন ভন্তে উপাসিকা ভগবতো সাবিকা বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচি-পপ্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনিযো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেত্বা আচিক্খন্তি দেসেন্তি, পঞ্ঞাপেন্তি, পট্ঠপেন্তি, বিবরন্তি, বিভজন্তি, উত্তানিং করোন্তি ; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেন্তি।

৮। পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো। পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং[১] পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে ইদং ব্রহ্মচরিযং ন ইদ্ধং[২] চেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিত্থারিতং[৩] বাহুজঞ্ঞং[৪] পুতুভূতং, যাব দেবমনুস্সেহি সুপ্পকাসিতন্তি। এতরহি খো পন ভন্তে ভগবতো ব্রহ্মচরিযং ইদ্ধঞ্চেব ফীতঞ্চ বিত্থারিতং বাহুজঞ্ঞং পুতুভূতং যাব দেবমনুস্সেহি সুপ্পকাসিতং। পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতোতি।

কাল আমি পরিনির্ব্বাপিত হইবনা।" ভন্তে, এখন ভগবানের গৃহী উপাসিকাগণ আর্য্যমার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্ম্মধারিণী ধর্ম্মাচারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, ও যথাধর্ম্মপালনকারিণী হইয়াছেন ; তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যাবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্ম-প্রচার, অধ্যাপন, জ্ঞাপন, ও স্থাপন, করিতে এবং উন্মোচন করিয়া দেখাইতে সমর্থা হইয়াছেন ; তাঁহারা ধর্ম্ম বিভাগ, সরল ব্যাখ্যা করিয়াও বুঝাইতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্ম্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিত্তারক, পাপনাশক, ধর্ম্মদেশনা, করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন।

৮। ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন, হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হউন !! এখন প্রভূ ভগবানের পরিনির্ব্বানের যথোচিত সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল যে, "হে পাপমতি মার, যতদিন আমার এই শিক্ষা-ত্রয় সংগৃহীত সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত না হইবে, যতদিন বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না।" ভন্তে, এখন ভগবানের শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত, সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞাসম্পত্তি বশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজনজ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যত বিজ্ঞ দেব-মানব আছেন, তাঁহাদের নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। অতএব ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন, হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হউন। ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনির্ব্বানের যথোচিত সময় হইয়াছে।

১। সী, নাহংতাব। ২। ব, ইদ্ধং চেব। ৩। সী, ই, বিত্থারিকং। ৪। সী, ই, বহু।

৯। এবং বুত্তে ভগবা মারং পাপিমন্তং এতদবোচ :—অপ্পোসস্সুক্কো ত্বং পাপিম হোহি, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিসসতি ; ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চযেন তথাগতো পরিনিব্বাযিসসতীতি।

১০। অথ খো ভগবা চাপালচেতিযে সতো সম্পজানো আযুসঙ্খারংওসসজ্জি, ওসসট্ঠে চ ভগবতা আযুসঙ্খারে মহাভূমিচালো অহোসি ভিংসনকো[১] সলোমহংসো[২] দেবদুন্দ্রভিযো[৩] চ ফলিংসু। অথ খো ভগবা এতমত্থং বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসি :—

তুলমতুলঞ্চ সম্ভবং
ভবসঙ্খারমবসসজ্জি মুনি,
অজ্ঝত্ত রতো সমাহিতো
অভিন্দি কবচমিবত্তসম্ভবন্তি।

৯। এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান্ পাপমতিমারকে এইরূপ বলিলেন ;—"হে পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও, অচিরেই তথাগতের পরিনির্ব্বান হইবে। অদ্য হইতে তিন মাস অন্তে তথাগত পরিনির্ব্বান প্রাপ্ত হইবেন।"

১০। অনন্তর ভগবান্ চাপাল-চৈত্যে স্মৃতি ও জ্ঞান যোগে (সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায়) স্বীয় আয়ু-সংস্কার বর্জ্জন করিলেন (অর্থাৎ এখন হইতে তিন মাসের পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমার প্রাণ বায়ু চলিতে থাকুক, তারপর নিরুদ্ধ হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন) ভগবান্ আয়ু সংস্কার বর্জ্জন করিলে, অতি ভীষণ লোমহর্ষণকর ভূমি কম্প আরম্ভ হইল এবং দেব দুন্দুভি ধ্বনিত হইল, (দেব গর্জ্জন শ্রুত হইল, অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘন বৃষ্টি বর্ষিত হইল।) অতঃপর ভগবান্ সংস্কারের অনিত্যতাসূচক অর্থ বিদিত হইয়া, তৎকালে এই প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

বুদ্ধ মুনি বিদর্শন বশে আধ্যাত্মিক রত, শমথ বশে সমাহিত ভাবে সম্ভবের হেতুভূত তুলাতুল ভবসংস্কার (পরিমিত ও অপরিমিত লৌকিক কর্ম্ম) ত্যাগ করিলেন এবং সংগ্রাম স্থলে মহাযোদ্ধার বর্ম্মতুল্য আত্ম সঞ্জাত ক্লেশ বিদারণ করিলেন।

অথবা ভগবান্ আধ্যাত্মিক রত সমাহিতভাবে নির্ব্বান এবং সম্ভব (উৎপত্তি) তুলনা করতঃ ভব সংস্কার (ভবগামী কর্ম্ম) ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য, পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ নির্ব্বান নিত্য ইত্যাদি প্রকারে তুলনা করতঃ বুদ্ধমুনি ভবে আদীনব এবং নির্ব্বানে আনিশংস দেখিয়া সেই স্কন্ধ সমূহের মূল ভূত ভব সংস্কার আধ্যাত্মিক সমাহিতভাবে আর্য্য মার্গ দ্বারা ক্ষয় করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব হইতেই শমথ বিদর্শন বলে বর্ম্মের ন্যায় আত্মভাব পরিবেষ্টনকারী সমস্ত কলুষজাল বিদারণ করিলেন। কলুষ বিহীনের কৃতকর্ম্ম অপ্রতিসন্ধিক (প্রতিসন্ধি দেয় না) বলিয়া কলুষ ত্যাগে কর্ম্মও ত্যাগ হইল। কলুষ ত্যাগীর ভয় হইতে

১। ব, ভীসনকো। ২। সী, ই, লোমহংসনো। ৩। কথাচি দুন্দুভিযো।

১১। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্স এতদহোসি.—অচ্ছরিযং বত ভো. অব্ভুতং বত ভো, মহাবতাযং ভূমিচালো, সুমহাবতাযং ভূমিচালো, ভিংসনকো সলোমহংসো, দেবদুন্দ্রভিযো চ ফলিংসু। কো নু খো হেতু কো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবাযাতি[১]।

১২। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ঃ—অচ্ছরিযং ভন্তে অব্ভুতং ভন্তে মহাবতাযং ভন্তে ভূমিচালো, সুমহাবতাযং ভন্তে ভূমিচালো, ভিংসনকো সলোমহংসো, দেবদুন্দ্রভিযো চ ফলিংসু ; কো নু খো ভন্তে হেতু কো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবাযাতি ?

১৩। অট্‌ঠ খো ইমে আনন্দ হেতু অট্‌ঠ পচ্চযা মহতো ভূমিচালস্স পাতুভাবায। কতমে অট্‌ঠ ? অযং আনন্দ মহাপথবী উদকে পতিট্‌ঠিতা, উদকংবাতেপতিট্‌ঠিতং, বাতো আকাসট্‌ঠো হোতি। সো খো আনন্দ সমযো যং মহাবাতা বাযন্তি,

পারে না। তদ্ধেতু ভগবান্ অভীত ভাবেই স্বীয় আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিলেন। তাহা (অভীত ভাব) প্রকাশের জন্য এই উদান (উল্লাসধ্বনি) করিলেন।

১১। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল ; একি আশ্চর্য্য ! একি অদ্ভুত ভূমিকম্প !! এই ভূমিকম্প মহৎ, অতি মহৎ ভয়ানক রোমহর্ষণকর ! সঙ্গে দেব-গর্জ্জন হইয়া বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল ! ঘন বৃষ্টিও যে বর্ষিত হইল !! কেন ? কোন কারণে (কোন ঘটনার দ্যোতক) এই মহাভূমিকম্প হইল ?

১২। তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে বসিয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন ঃ—ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক ভীষণ রোমহর্ষণকর এই মহাভূমিকম্প, সুমহৎ ভূমিচাল, সঙ্গে দেব-গর্জ্জন হইয়া বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘন বৃষ্টিও যে বর্ষিত হইল। ভন্তে, এই রূপ মহাভূমিকম্পের হেতু কি ? প্রত্যয় কি ?

১৩। আনন্দ, ভূমিকম্প হইবার অষ্টবিধ হেতু, অষ্টবিধ প্রত্যয় আছে। অষ্টবিধ হেতু কি কি ? আনন্দ, এই মহাপৃথিবী জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত ; বায়ু আকাশস্থ রহিয়াছে। অতএব আনন্দ, যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয় তখন জল কম্পিত হয়,

১। সী, মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবায দেবদুন্দ্রভীনঞ্চ ফালিতুন্তি।

মহাবাতাবাযন্তা উদকং কম্পেন্তি, উদকং কম্পিতং পথবিংকম্পেতি। অযং পঠমো হেতু পঠমো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবায।

১৪। পুনচ পরং আনন্দ সমণো বা হোতি ব্রাহ্মণো বা ইদ্ধিমা চেতোবসিপ্পত্তো, দেবো বা মহিদ্ধিকো মহানুভাবো১ তস্স পরিত্তা পথবিসঞ্ঞা ভাবিতা হোতি, অপ্পমাণা আপোসঞ্ঞা। সো ইমং পথবিং কম্পেতি সংকম্পেতি সম্পকম্পেতি সম্পবেধতি। অযং দুতিযো হেতু দুতিযো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবায।

১৫। পুনচ পরং আনন্দ যদা বোধিসত্তো তুসিতা কাযা চবিত্বা সতোসম্পজানো মাতুকুচ্ছিং ওক্কমতি। তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং ততিযো হেতু ততিযো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্স পাতুভাবায।

১৬। পুনচপরং আনন্দ যদা বোধিসত্তো সতোসম্পজানো মাতুকুচ্ছিস্মা নিক্খমতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং, চতুত্থো হেতু চতুত্থো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্স পাতুভাবায।

১৭। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং পঞ্চমো হেতু

জল কম্পিত হইলে পৃথিবীও কম্পিত হয়। এই ধাতুক্ষোভ মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়।

১৪। হে আনন্দ, অপর কারণ এই যে, কোন ঋদ্ধিমান সংযত চিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অথবা মহাশক্তিশালী মহানুভব দেবের যদি পৃথিবীসংজ্ঞা দুর্ব্বল এবং আপসংজ্ঞা বলবৎভাবে ভাবিত হয়, তবে তিনি এই পৃথিবীকে ঋদ্ধি প্রভাবে কম্পিত করেন, সঞ্চালিত করেন, ভয়ানকরূপে আন্দোলিত করেন। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়।

১৫। হে আনন্দ, অন্য কারণ এই যে, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজানভাবে তুষিতপুর হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে অবতরণ করেন তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, ও সঞ্চালিত হয়, এবং ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা তৃতীয় কারণ, তৃতীয় প্রত্যয়।

১৬। পুনঃ হে আনন্দ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়।

১৭। পুনঃ হে আনন্দ, যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন, তখন এই পৃথিবী জ্ঞান-তেজে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়।

১। সী, দেবতা বা মহিদ্ধিকা মহানুভাবা।

পঞ্চমো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্‌স পাতুভাবায।

১৮। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তেতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং ছট্‌ঠো হেতু ছট্‌ঠো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্‌স পাতুভাবায।

১৯। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো সতোসম্পজানো আযুসঙ্খারংওস্‌স-জতি[১], তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং সত্তমো হেতু, সত্তমো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্‌স পাতুভাবায।

২০। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি, সম্পকম্পতি, সম্পবেধতি। অযং অট্‌ঠমো হেতু অট্‌ঠমো পচ্চযো, মহতো ভূমিচালস্‌স পাতুভাবাযাতি। ইমে খো আনন্দ অট্‌ঠ হেতু অট্‌ঠ পচ্চযা মহতোভূমিচালস্‌স পাতুভাবাযাতি।

২১। অট্‌ঠ খো ইমা আনন্দ পরিসা। কতমা অট্‌ঠ? খত্তিয়পরিসা,

মহা ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়।

১৮। পুনঃ হে আনন্দ! যখন তথাগত অনুত্তর ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করেন, তখন এই মহা পৃথিবী সাধু বাদ প্রদান করিতে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়।

১৯। পুনঃ হে আনন্দ! যখন তথাগত, স্মৃতিমানও সম্প্রজান ভাবে স্বীয় আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করেন, তখন এই মহাপৃথিবী কারুণ্যে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হইয়া থাকে। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়।

২০। পুনঃ হে আনন্দ! যখন তথাগত অনুপাদিশেষ নির্ব্বান ধাতুতে পরিনির্ব্বাপিত হন, তখন পৃথিবী (রোদন করিতে) কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত, ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইয়া থাকে। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার এই অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়।

হে আনন্দ! মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাবের এই অষ্টবিধ হেতু, অষ্টবিধ প্রত্যয়।

(তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে হইল, অদ্য ভগবান্ স্বীয় আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করিলেন নাকি? ভগবান্ ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে অবসর না দেওয়ার জন্য অনন্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন)

২১। হে আনন্দ! এই আট প্রকারের পরিষৎ। আট প্রকারের পরিষৎ কি কি? ক্ষত্রিয়-পরিষৎ,

---

১। ব, ওস্‌সজ্জতি।

ব্রাহ্মণপরিসা, গহপতিপরিসা, সমণপরিসা, চাতুমহারাজিকপরিসা, তাবতিংসপরিসা, মারপরিসা, ব্রহ্মপরিসা।

২২। অভিজানামি খো পনাহং আনন্দ, অনেকসতং খত্তিযপরিসং উপসঙ্কমিতা[১], তত্রপি মযা সন্নিসিন্নপুব্বঞ্চেব সল্লপিতপুব্বঞ্চ সাকচ্ছা চ সমাপজ্জিতপুব্বা। তত্থ যাদিসকো তেসং বণ্ণো হোতি, তাদিসকো মযহং বণ্ণো হোতি, যাদিসকো তেসং[২] সরো হোতি তাদিসকো মযহং সরো হোতি, ধম্মিযা[৩] কথায সন্দস্সেমি সমাদপেমি সমুত্তেজেমি সম্পহংসেমি ভাসমানঞ্চ মং ন জানন্তি কো নু খো অযং ভাসতি, দেবো বা মনুস্সো বাতি? ধম্মিযা কথায সন্দস্সেত্বা সমাদপেত্বা সমুত্তেজেত্বা সম্পহংসেত্বা অন্তরধাযামি, অন্তরহিতঞ্চ মং ন জানন্তি, কো নু খো অযং অন্তরহিতো দেবো বা মনুস্সো বাতি?

২৩। অভিজানামি খো পনাহং আনন্দ অনেকসতং ব্রাহ্মণপরিসং·········

ব্রাহ্মণ-পরিষৎ, গৃহপতি-পরিষৎ, শ্রমণ-পরিষৎ, চতুর্মহারাজিক-পরিষৎ, ত্রয়স্ত্রিংশপরিষৎ, মার-পরিষৎ এবং ব্রহ্ম-পরিষৎ।

২২। আনন্দ! আমার পূর্ব্বে বহুশত ক্ষত্রিয় পরিষদে+ উপস্থিতির বিষয় আমি বিশেষরূপে জানি। সেই সেই পরিষদে ও আমি পূর্ব্বে বসিয়াছি, আলাপ করিয়াছি, ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছি, তথায় তাঁহাদের যাদৃশ বর্ণ, যাদৃশ স্বর, তাদৃশ আমার বর্ণ, আমার স্বর ছিল। আমি ধর্ম্ম প্রসঙ্গ দ্বারা কর্ম্ম, কর্ম্মফল, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মাদি বিবৃত করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছি, উহা গ্রহণ করাইয়াছি, তৎবিষয়ে উত্তেজিত এবং সন্তুষ্ট করিয়াছি। (ভগবান্ সুবর্ণ বর্ণে বুদ্ধবেশেই পরিষদে বসিয়া অষ্টাঙ্গসমন্নাগত ব্রহ্মস্বরে* কথোপকথন, ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদেরই মত দেখিতেন এবং তাঁহাদের স্বীয় ভাষাতেই সুমধুর স্বর শুনিতেন) কথা বলিবার সময় তাঁহারা আমাকে জানিত না যে, ইনি কে কথা বলিতেছেন, দেব না মানব? ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তিরপথ দেখাইয়াছি উহা গ্রহণ করাইয়াছি, সমুত্তেজিত ও আহ্লাদিত করিয়া আমি অন্তর্দ্ধান হইয়াছি। আমি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহারা আমাকে জানিতে পারেন নাই, কে ইনি অন্তর্হিত হইলেন, দেব না মানব? (রাজাসনে বসিয়া ভগবান্ আলাপ করিলে অন্যান্যেরা ভাবিতেন, অদ্য আমাদের রাজা অতি মধুর স্বরে কথা বলিতেছেন। ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে রাজা যখন আসিয়া বসিতেন তখন আলোচনা হইত, কে তিনি কথা বলিয়া গেলেন, দেব না মানব? কিন্তু তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না।)

২৩। আনন্দ! আমার পূর্ব্বে বহুশত ব্রাহ্মণ‡পরিষদে·········

১। ব, উপসঙ্কমিত্বা। ২। সী, অ, এত্তেসং। ৩। সী, ই, ধম্মিবা চ।

+ বিম্বিসার সমাগমো, লিচ্ছবী সমাগমো, এত্তাতি সমাগমাদি সদিসা অঞ্ঞেসুচক্কবালেসুলব্ভতেব।

*অষ্টাঙ্গ সমন্নাগত ব্রহ্মস্বর:—বিসঠো চ বিঞ্ঞেয্যো চ মঞ্জু চ, সবনীযোচ, বিন্দুচ অবিসারীচ গম্ভীরোচ নিন্নাদী চ।

‡ সোণদণ্ড কূটদন্ত সমাগমাদি বসেন চেব অঞ্ঞচক্কবালবসেনচ সম্ভবো বেদিতব্বো

গহপতিপরিসং······সমণপরিসং·········চাতুমহারাজিকপরিসং······তাবতিংসপরিসং ······মারপরিসং·········ব্রহ্মপরিসং উপসঙ্কমিতা, তত্রাপি মযা সন্নিসিন্নপুব্বঞ্চেব সল্লপিতপুব্বঞ্চ সাকচ্ছা চ সমাপজ্জিত পুব্বা, তত্থ যাদিসকো তেসং বণ্ণো হোতি তাদিসকো মযহ্ং বণ্ণো হোতি, যাদিসকো তেসং সরো হোতি তাদিসকো মযহ্ং সরো হোতি, ধম্মিযা কথায সন্দস্সেমি, সমাদপেমি, সমুত্তেজেমি, সম্পহংসেমি। ভাসমানঞ্চ মং ন জানন্তি কো নু খো অযং ভাসতি দেবো বা মনুস্সো বাতি? ধম্মিযা কথায সন্দস্সেত্বা সমাদপেত্বা সমুত্তেজেত্বা সম্পহংসেত্বা অন্তরধাযামি, অন্তরহিতঞ্চ মং ন জানন্তি কো নু খো অযং অন্তরহিতো, দেবো বা মনুস্সো বাতি? ইমা খো আনন্দ অট্ঠ পরিসা।

২৪। অট্ঠ খো ইমানি আনন্দ অভিভাযতনানি। কতমানি অট্ঠ?

২৫। অজ্ঝত্তং রূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি পরিত্তানি সুবণ্ণ

গৃহপতি পরিষদে···শ্রমণ পরিষদে···চতুর্ম্মহারাজিক পরিষদে···বহুশত ত্রয়স্ত্রিংশ পরিষদে···বহুশত মারপরিষদে···বহুশত ব্রহ্ম পরিষদে উপস্থিতির বিষয় আমি বিশেষরূপে জানি। সেই সেই পরিষদেও আমি পূর্ব্বে বসিয়াছি, আলাপ করিয়াছি, ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়াছি। তথায় তাঁহাদের যাদৃশ বর্ণ, যাদৃশ স্বর, তাদৃশ আমার বর্ণ, আমার স্বর ছিল। আমি ধর্ম্ম প্রসঙ্গ দ্বারা কুশলাকুশলাদি দেখাইয়াছি, উহা গ্রহণ করাইয়াছি, তদ্বিষয়ে উত্তেজিত এবং সন্তুষ্ট করিয়াছি। কথা বলিবার সময় তাঁহারা আমাকে জানিতেন না যে, ইনি কে কথা বলিতেছেন, দেব না মানব? ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তিরপথ দেখাইয়া গ্রহণ করাইয়াছি, তদ্বিষয়ে সমুত্তেজিত ও আহ্লাদিত করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছি। আমি অন্তর্হিত হইয়া গেলেও তাঁহারা আমাকে জানিতে পারেন নাই যে, কে ইনি অন্তর্হিত হইলেন; দেব না মানব? আনন্দ! এই আট প্রকারের পরিষৎ।*

২৪। হে আনন্দ! এই অষ্টবিধ অভিভায়তন (অভিভবনীয় কারণ) অষ্টবিধ কি কি?

২৫। আধ্যাত্মিক রূপ সংজ্ঞা লব্ধ+রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ অপ্রসর (অবর্দ্ধিত) কসিন স্বরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞব্যক্তি সেই সমূহ অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন (অর্থাৎ যেমন পূর্ণগ্রাহী কটুচ্ছু (চামচ) মাত্র ভাত পাইলে "এই গুলি কি খাইব?" বলিয়া একত্রিত করতঃ এক গ্রাসেই খাইয়া থাকেন, সেইরূপ তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞান বিশদ জ্ঞানী এই অপ্রসর আরম্মণে সমাপন্ন হইবার কি আছে? ইহা আমার পক্ষে কঠিন নহে বলিয়া সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া সমাপন্ন

---

* হে আনন্দ! তথাগত এই অষ্টবিধ পরিষদে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে কখনও ভীত ত্রাসিত হন নাই। মারকে একা দেখিয়া কেন তিনি ত্রাসিত হইবেন? তিনি নির্ভয়েই স্মৃতিমান ও সম্প্রজান অবস্থায় স্বীয় আয়ু সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন। এখনও আনন্দকে অবসর না দিয়া পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

হুব্বণ্ণানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং পঠমং অভিভাযতনং।

২৬। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী ১ একো ৰহিদ্ধা রূপানি পস্সতি অপ্পমাণানি সুবণ্ণ হুব্বণ্ণানি তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং দুতিযং অভিভাযতনং।

২৭। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একো ৰহিদ্ধা রূপানি পস্সতি পরিত্তানি সুবণ্ণ হুব্বণ্ণানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং ততিয়ং অভিভাযতং।

হন, তাঁহার নিমিত্ত উৎপাদন মাত্রেই "অপ্পনা" লাভ হয়। সমাপত্তি হইতে উঠিলেই আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া এইরূপ আভোগ সংজ্ঞা ও ধ্যান সংজ্ঞা জন্মে কিন্তু অভিভবনীয় সংজ্ঞা সমাপত্তিতেও বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রথম অভিভায়তন।

২৬। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ * রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থিত অপরিমিত কসিন সুরূপ কুরূপ সমূহ দর্শন করেন। তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাও অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভায়তন।

২৭। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ অপ্রসর কসিন সুরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহা অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা তৃতীয় অভিভায়তন।

* যিনি আধ্যাত্মিক নীলাদি রূপে কসিন পরিকর্ম্ম করেন তাঁহাকে "অজ্ঝত্ত-রূপ-সঞ্ঞী" বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক রূপে পরিকর্ম্মকারী, আধ্যাত্মিক নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া করেন। যথা—কেশ পিত্ত বা চক্ষের তারকা লক্ষ্য করিয়া নীল, মেদ, ত্বক, হস্ত বা পদ পৃষ্ঠ ও চক্ষের পীতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া পীত, মাংস, রক্ত ও চক্ষের রক্তবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া লোহিত, অস্থি, দন্ত ও চক্ষের শ্বেতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া ওদাত শ্বেতকসিন পরিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমুদয় সুনীল, সুপীত, সুলোহিত ও সুওদাত নহে বলিয়া আধ্যাত্মিক রূপে পরিকর্ম্ম অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বহিঃস্থ সুনীল, সুপীত, সুলোহিত ও সুওদাত পরিকর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ কসিন পরিকর্ম্ম হয় না। যাঁহার এই পরিকর্ম্ম আধ্যাত্মিক উৎপন্ন, নিমিত্ত বহিঃস্থ, সেইরূপ আধ্যাত্মিক পরিকর্ম্মীর বহিঃস্থ অপ্পনা বলিয়া "অজ্ঝত্তরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহার পরিকর্ম্ম নিমিত্ত বহিঃস্থ আধ্যাত্মিক নহে তাঁহাকে "অজ্ঝত্ত অরূপসঞ্ঞী" বলা হইয়াছে। নীল বা পীতাদি কসিন ভাবনা করিতে হইলে সুনীল সুপীতাদি পুষ্প বা বস্ত্র প্রভৃতির প্রতিই প্রথম লক্ষ্য করিয়া অভ্যাস (শিক্ষা) করিতে হয়।

১। সী, ই, রূপসঞ্ঞী।

২৮। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি অপ্পমাণানি সুবণ্ণদুব্বণ্ণানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং চতুত্থং অভিভাযতনং।

২৯। অজ্ঝত্তংঅরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি নীলানি নীলবণ্ণানি নীলনিদস্সনানি নীলনিভাসানি—সেয্যথাপি নাম উম্মা পুপ্ফং [নীলং] নীলবণ্ণং নীলনিদস্সনং নীলনিভাসং—সেয্যথাপি বা পন তং বত্থং বারাণ-সেয্যকং উভতোভাগবিমট্ঠং নীলং নীলবণ্ণং নীলনিদস্সনং নীলনিভাসং—এবমেব অজ্ঝত্তং অরূপ সঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি নীলানি নীলবণ্ণানি নীল-নিদস্সনানি নীলনিভাসনানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং পঞ্চমং অভিভাযতনং।

৩০। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি পীতানি পীতবণ্ণানি পীতনিদস্সনানি পীতনিভাসানি—সেয্যথাপি নাম কণিকারপুপ্ফং পীতং পীতবণ্ণং পীতনিদস্সনং পীতনিভাসং—সেয্যাথাপি বা পন তং বত্থং বারাণসেয্যকং উভতোভাগ বিমট্ঠং পীতং পীতবণ্ণং পীতনিদস্সনং পীতনিভাসং—এবমেব অজ্ঝত্ত অরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি, পীতানি পীতবণ্ণানি পীতনিদস্সনানি পীতনিভা-

---

২৮। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃঅপ্রস্থমণা কসিন স্বরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা চতুর্থ অভিভায়তন।

২৯। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ নীল, নীলবর্ণ নীলদর্শন, নীলপ্রভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। যেমন নীল-নীলবর্ণ নীলদর্শন, নীল-প্রভাযুক্ত উম্মা পুষ্প, অথবা নীল-নীলবর্ণ নীলনিদর্শন নীল আভাযুক্ত উভয় পদকে কোমল বারাণসীর বস্ত্র। সেইরূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ নীল-নীলবর্ণ, নীল-দর্শন ও নীল আভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা পঞ্চম অভিভায়তন।

৩০। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ পীত-পীতবর্ণ পীতনিদর্শন ও পীত আভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। যেমন পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত কর্ণিকারপুষ্প অথবা যেমন পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত উভয় পদকে কোমল বারাণসী জাত বস্ত্র। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন।

[সী, ই, ন নীসসতি।]+উম্মা পুষ্প স্নিগ্ধ, কোমল, নীল বর্ণ। গিরিকর্ণিকপুষ্প দেখিতে ঈষৎ সাদা।

সানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং ছট্ঠং অভিভাযতনং।

৩১। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একো ৰহিদ্ধারূপানি পস্সতি, লোহিতকানি লোহিতকবণ্ণানি লোহিতকনিদস্সনানি লোহিতকনিভাসানি—সেয্যথাপিনাম ৰন্ধুজীবকপুপ্ফং লোহিতকং লোহিতকবণ্ণং লোহিতক নিদস্সনং লোহিতক নিভাসং-সেয্যথাপি বা পন তং বত্থং ৰারাণসেয্যকং, উভতোভাগবিমট্ঠং লোহিতকং লোহিতকবণ্ণং লোহিতকনিদস্সনং লোহিতকনিভাসং—এবমেব অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একোৰহিদ্ধারূপানি পস্সতি, লোহিতকানি লোহিতকবণ্ণানি লোহিতকনিদস্সনানি লোহিতকনিভাসানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং সত্তমং অভিভাযতনং।

৩২। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একোৰহিদ্ধারূপানি পস্সতি ওদাতানি ওদাতবণ্ণানি ওদাতনিদস্সনানি ওদাতনিভাসানি—সেয্যথাপিনাম ওসধিতারকা ওদাতা ওদাতাবণ্ণা ওদাতনিদস্সনা ওদাতনিভাসা—সেয্যথাপি বা পন তং বত্থং ৰারাণসেয্যকং, উভতোভাগবিমট্ঠং ওদাতং ওদাতৰণ্ণং ওদাতনিদস্সনং ওদাতনিভাসং—এবমেব অজ্ঝত্তং অরূপসঞ্ঞী একোৰহিদ্ধারূপানি পস্সতি, ওদাতানি ওদাত-

তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভায়তন।

৩১। আধ্যাত্মিক অরূপসংজ্ঞালব্ধ রূপাবচরধ্যানীর মধ্যে কেহ বহিঃস্থ লোহিত লোহিতবর্ণ লোহিত নিদর্শন, লোহিত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন,—যেমন লোহিত—লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, লোহিত প্রভাযুক্ত বন্ধুজীবক পুষ্প, অথবা যেমন লোহিত—লোহিতবর্ণ লোহিতনিদর্শন লোহিত আভাযুক্ত উভয় পার্শ্বে কোমল বারাণসী জাত বস্ত্র, সেই রূপ আধ্যাত্মিক অরূপসংজ্ঞালব্ধ রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ লোহিত, লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, লোহিত আভাবিশিষ্ট রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা সপ্তম অভিভায়তন।

৩২। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞালব্ধ রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ বহিঃস্থ শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন, শ্বেত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন,—যেমন শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন শ্বেত প্রভাযুক্ত প্রভাত তারকা (শুকতারা) অথবা যেমন শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন ও শ্বেত আভাবিশিষ্ট—উভয় পার্শ্বে কোমল বারাণসী জাত বস্ত্র, সেইরূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন ও শ্বেত আভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি

বণ্ণানি ওদাতনিদস্‌সনানি ওদাতনিভাসানি, তানি অভিভুয্য জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ‍্ঞী হোতি, ইদং অট্‌ঠমং অভিভাযতনং। ইমানি খো আনন্দ অট্‌ঠ অভিভাযতনানি।

৩৩। অট্‌ঠ খো ইমে আনন্দ বিমোকখা। কতমে অট্‌ঠ?

৩৪। রূপী রূপানি পস্‌সতি, অযং পঠমো বিমোকখো।

৩৫। অজ্ঝত্তং অরূপসঞ‍্ঞী বহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি, অযং দুতিযো বিমোকখো।

৩৬। সুভন্তেব অধিমুত্তো হোতি, অযং ততিযো বিমোকখো।

ও দেখিতেছি বলিয়া এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা অষ্টম অভিভায়তন। (বিশুদ্ধ বর্ণ বশে শেষোক্ত চারিটি অভিভায়তন কথিত হইয়াছে)। আনন্দ, অভিভায়তন সমূহ এই আট শ্রেণীতে বিভক্ত। (আনন্দ! এইরূপ সমাপত্তি সমূহ সমাপন্ন ও উত্থান সমর্থ তথাগতের ভয় বা ত্রাস হইতেই পারে না। মারকে দেখিয়া কেন ভীত হইবেন? তিনি নির্ভয়েই স্মৃতিমানও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় স্বীয় আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন। এখনও আনন্দকে অবসর না দিয়া পুনঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন।)

৩৩। হে আনন্দ! এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ। (অধি মোচনার্থে বিমোক্ষ। প্রত্যনীক ধর্ম্ম সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া আরম্মণে অভিরতি বশে সুষ্টু মুক্ত বলিয়া বিমোক্ষ। পিতৃ অঙ্কে নিরাশঙ্কভাবে শায়িত বালকের ন্যায় অনিগ্রহভাবে নিরাশঙ্ক হইয়া আরম্মণে নিয়োজিত থাকা। এইরূপ অর্থ প্রথম বিমোক্ষ হইতে সপ্তম বিমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য, অষ্টম বিমোক্ষে প্রযোজ্য নহে।) অষ্টবিধ বিমোক্ষ কি কি?

৩৪। রূপী+ (আধ্যাত্মিক কেশাদি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীল কসিনাদি ভাবনা বশে ধ্যান উৎপাদিত রূপাবচর ধ্যানী) বহিঃস্থ নীলাদি কসিন রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। এতদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বহিঃস্থ কসিন বস্তু সমূহে উৎপাদিত ধ্যানী ব্যক্তির, চতুর্বিধ রূপাবচর ধ্যানই প্রদর্শিত হইয়াছে) ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

৩৫। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞালব্ধ (আধ্যাত্মিক কেশাদি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বহিঃস্থ সুনীলাদি কসিন বস্তু সমুহে পরিকর্ম্ম করিয়া ধ্যান উৎপাদিত রূপাবচর ধ্যানী) বহিঃস্থ নীলাদি রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

৩৬। শুভতেই অধিমুক্ত হয়। (পূর্ব্বাদি এক দিক বা চারিদিক ও চারি অনুদিক এবং উর্দ্ধ অধঃ দিকের সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপ্রমাণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাসহ গতচিত্ত হইয়া যোগী অবস্থান করিলে সমস্ত প্রাণী তাঁহার অপ্রতিকূল হয়, এইরূপ শুভতেই অধিমুক্ত হয়) ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ!

+ রূপী অজ্ঝত্তং কেসাদীসু নীল কসিনাদীসু নীল কসিনাদিবসেন উপ্পাদিতং রূপজ্ঝানং রূপং তদস্‌সত্থীতি রূপী।

৩৭। সব্বসো রূপসঞ্ঞানং সমতিক্কমা পটিঘসঞ্ঞানং অত্থঙ্গমা, নানত্ত সঞ্ঞানং অমনসিকারা, অনন্তো আকাসোতি আকাসানঞ্চাযতনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং চতুত্থো বিমোক্খো।

৩৮। সব্বসো আকাসানঞ্চাযতনং সমতিক্কম্ম, অনন্তং বিঞ্ঞাণন্তি বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং পঞ্চমো বিমোক্খো।

৩৯। সব্বসো বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনং সমতিক্কম্ম, নত্থি কিঞ্চীতি আকিঞ্চঞ্ঞাযতনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং ছট্ঠো বিমোক্খো।

৪০। সব্বসো আকিঞ্চঞ্ঞাযতনং সমতিক্কম্ম, নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং সত্তমো বিমোক্খো।

৪১। সব্বসো নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনং সমতিক্কম্ম, সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং অট্ঠমো বিমোক্খো।

৪২। ইমে খো আনন্দ অট্ঠ বিমোক্খা।

৩৭। সর্ব্বপ্রকারে রূপ সংজ্ঞা সমূহ অতিক্রম করিয়া প্রতিঘ (ক্রোধ) সংজ্ঞা সমূহও অস্তাগম করতঃ নানাত্ব সংজ্ঞা সমূহে মনোযোগী না হইয়া, "অনন্ত আকাশ" এই রূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া আকাশানন্তায়তন (ধ্যান) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

৩৮। সর্ব্ব প্রকারে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করতঃ "অনন্ত বিজ্ঞান" এইরূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া বিজ্ঞানানন্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

৩৯। সর্ব্বতঃ প্রসারী বিজ্ঞানানন্তায়তনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতঃ কিছুই নাই এইরূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করা, ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

৪০। সকল প্রকার অনস্তিত্বের চিন্তা (ধ্যান) সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া মনের এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া অবস্থান করেন যে, সংজ্ঞা নাই এবং আছে (স্থূল সংজ্ঞা নাই বটে কিন্তু সূক্ষ্ম সংজ্ঞা আছে.) "নাই ইহার সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মে ধ্যানের সংজ্ঞা, না অসংজ্ঞা" বলিয়া নৈবসংজ্ঞানাসজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

৪১। সর্ব্বপ্রকারে নৈবসংজ্ঞানাসজ্ঞায়তন ধ্যান অতিক্রম করিয়া সেই অবস্থায় বিহার করেন, যাহাতে সংজ্ঞা (বস্তু বিষয়ের ভাব) বেদয়িত (ইন্দ্রদ্বারা অনুভূতি) সম্পূর্ণরূপে নিরোধ প্রাপ্ত হয়, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

৪২। আনন্দ! এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ। (এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ও অভীত ভাব দেখাইবার জন্যই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ সমাপত্তি সমাপন্ন হইতে ও এইরূপ সমাপত্তি হইতে উত্থিত তথাগতের ভয় বা ত্রাস উৎপন্ন হয় না। আনন্দ! একা মারকে দেখিয়া তথাগত কেন ভীত হইবেন? অভীত, অত্রাসিত, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞান ভাবেই স্বেচ্ছায় তথাগত স্বীয় আয়ু সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইক্ষণও আয়ুষ্মান আনন্দকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন।)

৪৩। একমিদাহং আনন্দ সময়ং উরুবেলাযং বিহরামি নজ্জা নেরঞ্জরায তীরে অজপালনিগ্রোধে পঠমাভিসম্বুদ্ধো। অথ খো আনন্দ মারো পাপিমা যেনাহং তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতো খো আনন্দ মারো পাপিমা মং এতদবোচ:—পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি ভন্তে ভগবতোতি।

৪৪। এবং বুত্তে অহং আনন্দ মারং পাপিমন্তং এতদবোচং:—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি যাব মে ভিক্‌খূ ন সাবকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্‌সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না, সামীচিপ্পটিপন্না, অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খিস্‌সন্তি দেসেস্‌সন্তি পঞ্ঞাপেস্‌সন্তি পট্‌ঠপেস্‌সন্তি বিবরিস্‌সন্তি বিভজিস্‌সন্তি উত্তানিং করিস্‌সন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্‌সন্তি। ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি, যাব মে ভিক্‌খুনিযো ন সাবিকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা বিনীতা বিসারদা বহুস্‌সুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না সামীচিপ্পটিপন্না অনুধম্মচারিনিযো, সকংআচরিযকং উগ্‌গহেত্বা আচিক্‌খিস্‌সন্তি দেসেস্‌সন্তি পঞ্ঞাপেস্‌সন্তি পট্‌ঠপেস্‌সন্তি বিবরিস্‌সন্তি বিভজিস্‌সন্তি উত্তানিং করিস্‌সন্তি উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্‌গহিতং নিগ্‌গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্‌সন্তি। ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি, যাব মে উপাসকা ন সাবকা ভবিস্‌সন্তি

৪৩। একদা আমি সম্বোধিলাভের পর প্রথম যখন নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবেলায় অজপালন্যগ্রোধ তরুমূলে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন পাপমতি মার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিল:—ভন্তে ভগবান্ এখন আপনি পরিনির্ব্বাণে নির্ব্বাপিত হউন, হে সুগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন! ভগবানের এখন পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় হইয়াছে।

৪৪। আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে পাপমতি মারকে আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম; হে পাপমতি, যাবৎ আমার ভিক্ষুশ্রাবকগণ আর্য্য মার্গ লাভ করিয়া নিপুণ, বিনীত, বিসারদ, বহুশ্রুত ধর্ম্মধারী, ধর্ম্মচারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও যথাধর্ম্মপালনকারী হইবে না, তাঁহারা স্বীয় আচার্য্য বাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে প্রচার, ধর্ম্মদেশনা ও নানাপ্রকারে অপরকে ধর্ম্ম জ্ঞাপন করিতে পারিবেনা, অজ্ঞতা রূপ ঢাকনা টানিয়া ধর্ম্ম খুলিয়া দিতে, ভাগ করিয়া দেখাইতে ও সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ না হইবে। উৎপন্ন পর নিন্দার ধর্ম্মতঃ প্রতিবাদে ভালরূপে নিগ্রহ করিয়া চিত্তাকর্ষক, পাপনাশক ও অধর্ম্ম ধ্বংসকারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবে তাবৎকাল আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না।

বিযত্তা বিনীতা বিসারদা বহুস্সুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না সামীচিপ্পটিপন্না অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিযকং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি পঞ্ঞাপেস্সন্তি পট্‌ঠপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্সন্তি। ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে উপাসিকা ন সাবিকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা বিনীতা বিসারদা বহুস্সুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না সামীচিপ্পটিপন্না অনুধম্মচারিনিযো, সকং আচরিযকং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি পঞ্ঞাপেস্সন্তি পট্‌ঠপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসেস্সন্তি।

৪৫। ন তাবাহং পাপিম, পরিনিব্বাযিস্সামি; যাব মে ইদং ব্রহ্মচরিযং ন ইদ্ধঞ্চেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিত্থারিতং বাহুজঞ্ঞং পুথুভূতং, যাব দেবমনুস্সেহি সুপ্পকাসিতন্তি।

৪৬। ইদানেব[১] খো আনন্দ অজ্জ চাপালে চেতিযে মারো পাপিমা যেনাহং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতো খো আনন্দ মারো পাপিমা মং এতদবোচ :—

পরিনিব্বাতুদানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে ভিক্‌খূ ন সাবকা ভবিস্সন্তি ……………। যাব মে ভিক্‌খুনিযো ন সাবিকা ভবিস্সন্তি ……………। যাব মে উপাসকা ন

৪৫। হে পাপমতি মার, যতদিন আমার শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত এই শাসন-ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বৰ্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত না হইবে, এবং বিজ্ঞদেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন আমি পরিনিব্বানে নির্ব্বাপিত হইব না।

৪৬। হে আনন্দ! অদ্য এখনই চাপাল মন্দিরে (চৈত্যে) পাপমতি মার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া, এক পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে এইরূপ বলিল;—ভন্তে ভগবন্, এখন পরিনির্ব্বাপিত হউন। হে সুগত পরিনিব্বান লাভ করুন। ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনিব্বান প্রাপ্তির উচিত সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্তৃক এই বাক্য ভাষিত হইয়াছিল যে, হে পাপমতি মার, যতদিন আমার ভিক্ষুশ্রাবকগণ …………… ভিক্ষুনী শ্রাবিকাগণ ………

১। সী, ই, ইদানিচেব।

সাবকা ভবিস্সন্তি ………। যাব মে উপাসিকা ন সাবিকা ভবিস্সন্তি … …। যাব মে ইদং ব্রহ্ম চরিযং ন ইদ্ধঞ্চেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিত্থারিতং বাহুজঞ্ঞং পুথুভূতং, যাব দেবমনুস্সেহি সুপ্পকাসিতন্তি। এতরহি খো পন ভন্তে ভগবতো ব্রহ্মচরিযং ইদ্ধঞ্চেব ফীতঞ্চ, বিত্থারিতং বাহুজঞ্ঞং পুথুভূতং যাব দেবমনুস্সেহি সুপ্পকাসিতং। পরিনিব্বাতুদানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান-কালোদানি ভন্তে ভগবতোতি।

৪৭। এবং বুত্তে অহং আনন্দ মারং পাপিমন্তং এতদবোচং ঃ—অপ্পোস্সুক্কো ত্বং পাপিম হোহি, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি, ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চযেন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্সতীতি।

৪৮। ইদানেব খো [১] আনন্দ, অজ্জ চাপালে চেতিযে তথাগতেন সতেন সম্পজানেন আযুসঙ্খারো ওস্সট্‌ঠোতি।

৪৯। এবং বুত্তে আযস্মা আনন্দো; ভগবন্তং এতদবোচঃ—তিট্‌ঠতু ভন্তে ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং, বহুজনহিতায বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানন্তি।

উপাসকগণ ……… উপাসিকাগণ ……… যতদিন আমার শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত এই শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত না হইবে, এবং বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না। ভন্তে, সম্প্রতি ভগবানের ভিক্ষুশ্রাবকগণ … … ভিক্ষুনী শ্রাবিকাগণ …………… গৃহী উপাসকগণ ……… উপাসিকাগণ ……… ভন্তে সম্প্রতি ভগবানের শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত সকল শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তিবশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে, ভগবন্, এখন পরিনির্ব্বাপিত হউন! হে সুগত, পরিনিব্বান লাভ করুন। ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনিব্বান প্রাপ্তির উচিত সময় হইয়াছে।

৪৭। আনন্দ! এইরূপ উক্ত হইলে পাপমতি মারকে আমি এইরূপ বলিলাম ঃ—পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও। অচিরেই তথাগতের পরিনিব্বান হইবে। এখন হইতে তিন মাসান্তে তথাগত পরিনিব্বানে নির্ব্বাপিত হইবেন।

৪৮। হে আনন্দ! অদ্য এখনই চাপাল চৈত্যে তথাগত কর্তৃক স্মৃতিমানও সম্প্রজ্ঞান অবস্থায় স্বীয় আয়ু সংস্কার (আয়ুষ্কাল) পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪৯। এইরূপ উক্ত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ঃ—ভন্তে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থিতি করুন, হে সুগত! বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক, দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখের জন্য কল্পকাল অবস্থান করুন।

১। ব, ইদানি খো।

৫০। অলং আনন্দ, মা তথাগতং যাচি, অকালোদানি আনন্দ তথাগতং যাচনাযাতি।

৫১। দুতিযম্পি খো আযস্মা আনন্দো …………… ততিযম্পি খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ:—তিট্‌ঠতু ভন্তে ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং বহুজনহিতায বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্‌সানন্তি।

৫২। সদ্দহসি ত্বং আনন্দ তথাগতস্‌স বোধিন্তি? এবম্ভন্তে। অথ কিঞ্চরহি ত্বং আনন্দ তথাগতং যাবততিযকং অভিনিপ্পীলেসীতি?

৫৩। সম্মুখা মেতং ভন্তে ভগবতো সুতং, সম্মুখা পটিগ্‌গহিতং:—যস্‌স কস্‌সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বা। তথাগতস্‌স খো আনন্দ, চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা; সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বাতি।

৫০। আনন্দ! আর নহে, তথাগতের নিকট আর এ প্রার্থনা করিওনা। তথাগতকে এ প্রার্থনা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

৫১। দ্বিতীয়বার আয়ুষ্মান আনন্দ ……………তৃতীয়বার আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন:—ভন্তে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থিতি করুন! হে সুগত, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখের জন্য, কল্পকালব্যাপী অবস্থান করুন।

৫২। আনন্দ! তুমি তথাগতের বোধিত্বে* বিশ্বাস কর কি? হাঁ ভন্তে! বিশ্বাস করি। তবে কেন আনন্দ! তুমি তৃতীয়বার পর্য্যন্ত এরূপ প্রার্থনা করিয়া তথাগতকে নিপীড়িত করিতেছ?

৫৩। ভন্তে! ভগবানের সম্মুখেই মৎ কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, সম্মুখেই এ সত্য গৃহীত হইয়াছে:—"হে আনন্দ! যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতির মত অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তু ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি কল্পকাল বা কল্পকালের কিছু বেশী জীবিত থাকিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমির মত সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে। আনন্দ! সেই তথাগত ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান আয়ুষ্কল্প কাল বা তার চেয়ে কিছু বেশীও অবস্থান করিতে পারেন।"

---

*বোধীতি সব্বঞ্ঞুতাঞাণং (সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান)।

৫৪। সদ্দহসি ত্বং আনন্দাতি? এবম্ভন্তে। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুক্কটং, তুয্হেবেতং অপরদ্ধং, যং ত্বং তথাগতেন এবং ওলারিকে নিমিত্তে করীযমানে[১], ওলারিকে ওভাসে করীযমানে, নাসক্খি পটিবিজ্ঝিতুং, ন তথাগতং যাচিঃ—তিট্‌ঠতু ভন্তে ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং, বহুজনহিতায বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানন্তি। সচে ত্বং আনন্দ তথাগতং যাচেয্যাসি দ্বেব তে বাচা তথাগতো পটিক্খিপেয্য, অথ ততিযকং অধিবাসেয্য। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুক্কটং তুয্হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৫। একমিদাহং আনন্দ সমযং রাজগহে বিহরামি গিজ্ঝকূটে পব্বতে। তত্রাপি খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিংঃ—রমণীযং আনন্দ রাজগহং, রমণীযো গিজ্ঝকূটো পব্বতো। যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বা। তথাগতস্স খো আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা। আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বাতি। এবম্পি খো ত্বং আনন্দ তথাগতেন ওলারিকে নিমিত্তে করীযমানে, ওলারিকে ওভাসে করীযমানে, নাসক্খি পটিবিজ্ঝিতুং, ন তথাগতং যাচিঃ—তিট্‌ঠতু ভন্তে ভগবা কপ্পং, তিট্‌ঠতু সুগতো কপ্পং, বহুজনহিতায বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায

৫৪। আনন্দ! তাহা তুমি বিশ্বাস কর কি? হাঁ ভন্তে! বিশ্বাস করি। আনন্দ! তবে ইহা তোমারই দুষ্কৃত, ইহা তোমারই অপরাধ। যেহেতু তুমি তথাগত কর্ত্তৃক এইরূপ সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও, সুস্পষ্ট আভাস প্রদত্ত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই। তথাগতের নিকট যাচ্ঞা কর নাই যে, "ভন্তে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থিতি করুন, হে সুগত! বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পা পূর্ব্বক, দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।" আনন্দ! যদি তুমি তথাগতকে যাচ্ঞা করিতে, তথাগত দুইবার তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও অতঃপর তৃতীয়বার যাচ্ঞা করিলে সম্মত হইতেন। অতএব আনন্দ! ইহা তোমারই দুষ্কৃত, তোমারই অপরাধ।

৫৫। হে আনন্দ! একদা আমি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, আনন্দ! তথায়ও আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম; "আনন্দ, রাজগৃহ রমণীয়, গৃধ্রকূট পর্ব্বত রমণীয়। আনন্দ! যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত বহুলীকৃত.............. তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা তদপেক্ষা বেশীও অবস্থান করিতে পারেন। অতএব তথাগত কর্ত্তৃক এরূপ সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই, তথাগতকে যাচ্ঞা কর নাই যে, ভন্তে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থান করুন, হে, সুগত, বহুজনের হিত-সুখার্থে

১। সী, ই, করিয়মানে।

সুখায় দেবমনুস্সানন্তি। সচে ত্বং আনন্দ তথাগতং যাচেয্যাসি, দ্বেব তে বাচা তথাগতো পটিক্খিপেয্য অথ ততিযকং অধিবাসেয্য। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুক্কটং, তুয্হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৬। একমিদাহং আনন্দ সমযং তত্থেব রাজগহে বিহরামি গোতম নিগ্রোধে১ ....তত্থেব রাজগহে বিহরামি চোরপপাতে,.........তত্থেব রাজগহে বিহরামি বেভারপস্সে সত্তপণ্ণিগুহাযং, তত্থেব রাজগহে বিহরামি ইসিগিলিপস্সে কালসিলাযং, তত্থেব রাজগহে বিহরামি সীতবনে সপ্পসোণ্ডিকপব্ভারে, তত্থেব রাজগহে বিহরামি তপোদারামে, তত্থেব রাজগহে বিহরামি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, তত্থেব রাজগহে বিহরামি জীবকম্ববনে, তত্থেব রাজগহে বিহরামি মদ্দকুচ্ছিস্মিং মিগদাযে। তত্রাপি২ খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিং:—রমণীযং আনন্দ রাজগহং, রমণীযো গিজ্ঝকূটো পব্বতো, রমণীযো গোতমনিগ্রোধো, রমণীযো চোরপপাতো, রমণীযা বেভারপস্সে সত্তপণ্ণিগুহা, রমণীযা ইসিগিলিপস্সে কালসিলা, রমণীযো সীতবনে সপ্পসোণ্ডিকপব্ভারো রমণীযো তপোদারামো, রমণীযো বেলুবনে কলন্দকনিবাপো, রমণীযং জীবকম্ববনং,...রমণীযো মদ্দকুচ্ছিস্মিং মিগদাযো। যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা...............। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুক্কটং, তুয্হেবেতং অপরদ্ধং।

জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।" আনন্দ! যদি তুমি তথাগতকে প্রার্থনা করিতে, তথাগত তোমার যাচ্ঞা দুইবার উপেক্ষা করিলেও কিন্তু তৃতীয়বারে সম্মত হইতেন। তদ্ধেতু আনন্দ! ইহা তোমারই দুষ্কৃত, তোমারই অপরাধ।

৫৬। আনন্দ, এক সময়ে আমি সেই রাজ গৃহেরই গৌতমন্যগ্রোধে অবিস্থিতি করিতেছিলাম .... একদা আমি সেই রাজ গৃহেরই চোর প্রপাতে .... বেভার পর্ব্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণীগুহায় .... ঋষিগিলি পর্ব্বত পার্শ্বে কালশিলায় .... শীতবনে সর্পশৌণ্ডিক গুহায় .... তপোদারামে .... বেলুবনে কলন্দকনিবাপে .... জীবকাম্রবনে......... মদ্রকুক্ষিস্থ মৃগদায়ে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আনন্দ! তথায় ও আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "আনন্দ! রাজগৃহ রমণীয়, গৌতমন্যগ্রোধ রমণীয় .... চোর প্রপাত রমণীয় ...... বেভার পর্ব্বত পার্শ্বস্থ সপ্তপর্ণী গুহা রমণীয় ...... ঋষিগিলি পর্ব্বত পার্শ্বস্থ কৃষ্ণশিলা রমণীয়, ... শীতবনে সর্প শৌণ্ডিক (পব্ভার) গুহা রমণীয়, রমণীয় তপোদারাম, ... রমণীয় বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপ .... রমণীয় জীববাম্রবন, মদ্র কুক্ষিস্থ মৃগদায় রমণীয়। আনন্দ! যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত............। তদ্ধেতু ইহা তোমারই দুষ্কৃত, তোমারই অপরাধ হইয়াছে।

১। সী, ই, নিগ্রোধারামে। ২। সী, ই, তত্র

৫৭। একমিদাহং আনন্দ সময়ং ইধেব বেসালিযং বিহরামি উদেনে চেতিযে। অত্রাপি খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিং:—রমণীযা আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেন চেতিযং, যস্‌স কস্‌সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ... .। তস্মাতিহানন্দ তুয্‌হেবেতং দুক্কটং তুয্‌হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৮। একমিদাহং আনন্দ সময়ং ইধেব বেসালিযং বিহরামি গোতমকে চেতিযে ... ... ইধেব বেসালিযং বিহরামি সত্তম্বে চেতিযে, ... ইধেব বেসালিযং বিহরামি বহুপুত্তে চেতিযে, ইধেব বেসালিযং বিহরামি সারন্দদে চেতিযে ... ...। ইদানেব খো তাহং আনন্দ অজ্জ চাপালে চেতিযে আমন্তেসিং:—রমণীযা আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেন চেতিযং, রমণীযং গোতমক চেতিযং, রমণীযং সত্তম্বচেতিযং, রমণীযং বহুপুত্তচেতিযং রমণীযং সারন্দদ চেতিযং, রমণীযং চাপাল চেতিযং, যস্‌স কস্‌সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পাবসেসং বা। তথাগতস্‌স খো আনন্দ, চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বত্থুকতা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কাপ্পাবসেসং বাতি। এবম্পি খো ত্বং আনন্দ তথাগতেন ওলারিকে নিমিত্তে করীযমানে, ওলারিকে ওভাসে করীযমানে

৫৭। আনন্দ! একদা আমি অত্র বৈশালীস্থ উদেন-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, তথায় ও আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম,—আনন্দ বৈশালী রমণীয়, উদেন-চৈত্য রমণীয়, যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ......। তদ্ধেতু আনন্দ! ইহার তোমারই দুষ্কৃত তোমারই অপরাধ।

৫৮। আনন্দ! এক সময়ে আমি অত্র বৈশালীস্থ গৌতমক-চৈত্যে অবস্থান করিতে ছিলাম ....। এই বৈশালীস্থ সত্তম্ব-চৈত্যে অবস্থান করিতে ছিলাম ......। এই বৈশালীস্থ বহু পুত্র-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম,......। এই বৈশালীস্থ সারন্দদ (আনন্দ)-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম ......। আনন্দ, অদ্য সম্প্রতি এই চাপাল-চৈত্যে তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছি যে, আনন্দ! বৈশালী রমণীয়, উদেন-চৈত্য রমণীয়, গৌতমক-চৈত্য রমণীয়, সত্তম্ব-চৈত্য রমণীয়, বহুপুত্র-চৈত্য রমণীয়, সারন্দদ-চৈত্য রমণীয়, চাপাল-চৈত্য রমণীয়। আনন্দ! যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তু ভূমির মত অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তু ভূমির মত সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে। আনন্দ! তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থান

নাসক্খি পটিবিজ্ঝিতুং, ন তথাগতং যাচিঃ—তিট্ঠতু ভগবা কপ্পং, তিট্ঠতু সুগতো কপ্পং বহুজনহিতায, বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানন্তি। সচে ত্বং আনন্দ তথাগতং যাচেয্যাসি ; দ্বেব তে বাচা তথাগতো পটিক্খিপেয্য, অথ ততিযকং অধিবাসেয্য। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুক্কটং, তুয্হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৯। ননু এতং আনন্দ মযা পটিকচ্চেব[১] অক্খাতং, সব্বেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো? তং কুতেত্থ আনন্দ লব্ভা, যং তং জাতং ভূতং সঙ্খতং পলোকধম্মং তং বত মা পলুজ্জীতি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। যং খো পনেতং আনন্দ তথাগতেন চত্তং বন্তং মুত্তং পহীণং পটিনিস্সট্ঠং, ওস্সট্ঠো আযুসঙ্খারো। একংসেন বাচা তথাগতেন ভাসিতাঃ—ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি, ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চযেন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্সতীতি। তঞ্চ[২] তথাগতো জীবিতহেতু[৩] পুন পচ্চা[৪] বমিস্সতীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি।

করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগত কর্ত্তৃক এইরূপ সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও সুস্পষ্ট আভাস প্রদত্ত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই। তথাগতের নিকট যাচ্ঞা কর নাই যে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থান করুন, হে সুগত, বহুজনের হিত-সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক, দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন। আনন্দ, যদি তুমি তথাগতকে যাচ্ঞা করিতে, তথাগত দুইবার তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও অতঃপর তৃতীয় বারে সম্মত হইতেন। আনন্দ! ইহা তোমারই দুষ্কৃত তোমারই অপরাধ হইয়াছে।

৫৯। আনন্দ! ইহা কি আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বলা হয় নাই যে, সমস্ত প্রিয় ও মনোহর (মনাপ) জন হইতে বিনাভাব, নানাভাব, অন্যথাভাব হইতে হইবে? (মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, মিত্র, সুহৃদ প্রভৃতি হইতে পৃথক হইতে হইবে, মরণের দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পর্ক হইতে হইবে, ভবান্তরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ দ্বারা অন্যথা ভাব (বিরুদ্ধ সম্পর্ক যুক্ত হইতে) হইবে? আনন্দ! তদ্ধেতু স্কন্ধ প্রবর্ত্তে কোন মতেই তাহার অন্যথা হইতেই পারে না (সেই হেতু দশবিধ পারমী পরিপূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিলেও, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেও, যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেও, স্বশরীরে দেব লোক গমন করিলেও) তথাগতের যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত, বিপরিণামশীল পঞ্চস্কন্ধ তাহা বিনষ্ট না হউক এরূপ কারণ (অবস্থা) কোন প্রকারেই হইতে পারে না (অন্যের ত কথাই নাই)। আনন্দ! তথাগত কর্ত্তৃক যাহা ত্যক্ত, বমিত, মুক্ত, প্রহীণ, প্রতিষেধিত (হইয়াছে) যেই অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিশ্চয়ার্থক বাক্য ভাষিত হইয়াছে যে, অচিরেই তথাগতের পরিনিব্বান হইবে, অদ্য হইতে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন"। জীবন হেতু তথাগত সেই বাক্য প্রত্যাহার করিবেন ইহা কোন রূপেই সম্ভব পর নহে।

১। সী, ই, পটিগচ্চেব। ২। সী, ই, তং বচনং। ৩। সী, জীবিতহেতুপি। ৪। সী, অ, পচ্ছা, ব পচ্চাগমিস্সতীতি

৬০। আযামানন্দ যেন মহাবনং কূটাগারসালা তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা আযস্মতা আনন্দেন সদ্ধিং যেন মহাবনং কূটাগারসালা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ঃ—গচ্ছ ত্বং আনন্দ, যাবতিকা ভিকখূ বেসালিং উপনিস্সায বিহরন্তি, তে সব্বে উপট্ঠানসালাযং সন্নিপাতেহীতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুত্বা, যাবতিকা ভিকখূ বেসালিং উপনিস্সায বিহরন্তি, তে সব্বে উপট্ঠানসালাযং সন্নিপাতেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ঃ—সন্নিপতিতো ভন্তে ভিক্খুসঙ্ঘো যস্সদানি ভন্তে ভগবা কালং মঞ্ঞতীতি[1]।

৬১। অথ খো ভগবা যেন উপট্ঠানসালা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি ঃ—তস্মাতিহ ভিক্খবে যে তে[2] মযা ধম্মা অভিঞ্ঞা[3] দেসিতা, তে বো[4] সাধুকং উগ্গহেত্বা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা, যথযিদং ব্রহ্মচরিযং অদ্ধনিযং অস্স চিরট্ঠিতিকং। তদস্স বহুজনহিতায বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানং।

৬০। চল হে আনন্দ! আমরা মহাবনে কূটাগার শালায় গমন করি। "সাধু ভন্তে", বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত মহাবনস্থ কূটাগার শালায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আনন্দ! তুমি গিয়া যে সকল ভিক্ষু বৈশালী আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করতঃ উপস্থান শালায় একত্রিত কর"। "সাধু ভন্তে", বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশানুসারে বৈশালীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যত ভিক্ষু ছিলেন, তাহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া উপস্থানশালাতে সম্মিলিত করিলেন এবং স্বয়ং ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ একপাশে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন ;—ভন্তে, ভগবন্, এখন যাহা আপনার উচিত মনে হয় করুন।

৬১। তদনন্তর ভগবান্ উপস্থান শালায় উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভিক্ষু সঙ্ঘকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন ;—ভিক্ষুগণ তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম সমূহ মৎ কর্ত্তৃক অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে, সেই সমুদয় তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সে বিষয় গভীর চিন্তা কর, তৎ সমুদয় সর্ব্বত্র বিস্তার কর, যেন এই শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত শাসন-ব্রহ্মচর্য্য স্থায়ী হয় ও চিরদিন বিদ্যমান থাকে, এবং তদ্দারা বহু জনের হিত সুখকর প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ ও দেব-মানবগণের অর্থ-হিত সুখাবহ হয়।

১। সী, মঞ্ঞসীতি। ই, মঞ্ঞতীতি। ২। সী, ই, যে বো। ৩। সী, অভিঞ্ঞতা। ই, অভিঞ্ঞায। ৪। সী, যে খো। ই, যে বো।

কতমে চ তে ভিকখবে ধম্মা ময়া অভিঞ্ঞা দেসিতা, তে বো সাধুকং উগ্গহেত্বা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা যথযিদং ব্রহ্মচরিযং অদ্ধনিযং অস্স চিরট্ঠিতিকং, তদস্স বহুজনহিতায বহুজনসুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানং? সেয্যথিদং:—চত্তারো সতি পট্ঠানা, চত্তারো সম্মপ্পধানা, চত্তারো ইদ্ধিপাদা, পঞ্চিন্দ্রিযানি, পঞ্চবলানি, সত্ত বোজ্ঝঙ্গা, অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। ইমে খো ভিকখবে ধম্মা ময়া অভিঞ্ঞা দেসিতা, তে বো সাধুকং উগ্গহেত্বা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা যথযিদং ব্রহ্মচরিযং অদ্ধনিযং অস্স চিরট্ঠিতিকং, তদস্স বহুজন হিতায বহুজন সুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায দেবমনুস্সানন্তি।

৬২। অথ খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি:—হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো; বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে মৎ কর্ত্তৃক কোন্ কোন্ ধর্ম্ম অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে, যাহা তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ করিবে, গভীর চিন্তা করিবে, সর্ব্বত্র বিস্তার করিবে, যাহাতে এই শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত শাসন ব্রহ্মচর্য্য স্থায়ী হয় ও চিরদিন বিদ্যমান থাকে এবং তদ্দ্বারা বহুজনের হিতসুখকর, প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশক ও দেব মানবগণের অর্থ-হিত-সুখাবহ হইতে পারে? তাহা এই, যথা:—

১। চত্তারো সতিপট্ঠানা—চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান (৪৩-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
২। চত্তারো সম্মপ্পধানা—চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বা সম্যক প্রচেষ্টা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)
৩। চত্তারো ইদ্ধি পাদা—ঋদ্ধি লাভের চারিটী অঙ্গ। " "
৪। পঞ্চিন্দ্রিযানি—পঞ্চেন্দ্রিয় (শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়)
৫। পঞ্চবলানি—পঞ্চবল (শ্রদ্ধা, বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞাবল)
৬। সত্তবোজ্ঝঙ্গানি—সম্বোধি লাভের সাতটী অঙ্গ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)
৭। অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ " "

ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম্ম সমূহ আমাকর্ত্তৃক অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে। তৎসমুদয় তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া সাধন কর, ভাবনা (বিস্তার) কর, পুনঃ পুনঃ ভাবনা কর, যেন শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত (আমার) শাসন ব্রহ্মচর্য্য স্থায়ী হয়, চিরদিন বিদ্যমান থাকে। তাহা হইলে বহুজনের হিত ও সুখ, জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ এবং দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখাবহ হইবে।

৬২। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন:—

সম্প্রতি ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, সংস্কার সমূহ ক্ষয় শীল, অপ্রমাদের সহিত নির্ব্বান সাধন কর। অচিরেই তথাগতের পরিনির্ব্বান হইবে। এখন হইতে

ভবিস্‌সতি ; ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চযেন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্‌সতীতি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বা সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা :—

পরিপক্কো বযো মযহং পরিত্তং মম জীবিতং,
পহায বো গমিস্‌সামি কতম্মে সরণমত্তনো,
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্‌খবো
সুসমাহিতসঙ্কপ্পা সচিত্তমনুরক্‌খথ।
যো ইমস্মিং ধম্মবিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্‌সতি,
পহায জাতিসংসারং দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সতীতি।

তিতিয ভাণবারং (নিট্ঠিতং)

তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। ভগবান্ ইহা প্রকাশ করিলেন ইহা প্রকাশের পর, সুগত শাস্তা (গাথাযোগে) এইরূপ বলিলেন, :—

পরিপক্কো বযো মযহং পরিত্তং মম জীবিতং,
পহায বো গমিস্‌সামি কতম্মে সরণমত্তনো।

আমার বয়স পরিপূর্ণ হইল, আমার জীবনের আর অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইব, আমার শরণ আমি করিয়া লইয়াছি।

অপমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্‌খবো,
সুসমাহিতসঙ্কপ্পা সচিত্তমনুরক্‌খথ।

ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান, শীলবান ও সুসমাহিত সংকল্প হও এবং স্বীয় চিত্তকে সতত রক্ষা কর।

যো ইমস্মিং ধম্মবিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্‌সতি ;
পহায জাতিসংসারং দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সতীতি।

যে এই ধর্ম্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হইয়া বিহার করিবে, সে-ই জন্ম এবং সংসার অতিক্রম করিয়া দুঃখান্ত সাধন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

ভাণবারং চতুত্থং।

১। অথ খো ভগবা পুব্বণ্হসময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায বেসালিং পিণ্ডায পাবিসি, বেসালিযং পিণ্ডায চরিত্বা পচ্ছাভত্তং পিণ্ডপাতপটিক্কন্তো নাগাপলোকিতং[1] বেসালিং অপলোকেত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইদং পচ্ছিমকং আনন্দ তথাগতস্স বেসালিযা[2] দস্সনং ভবিস্সতি। আযামানন্দ যেন ভণ্ডগামো[3] তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন ভণ্ডগামো তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা ভণ্ডগামে বিহরতি।

২। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি :—চতুন্নং ভিক্খবে ধম্মানং অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ। কত-

চতুর্থ অধ্যায়।

১। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্ন সময়ে অন্তর্ব্বাস পরিধান করতঃ চীবর ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। বৈশালীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজনান্তে অপরাহ্ন সময় প্রত্যাবর্ত্তনকালে গজ দৃষ্টিতে * বৈশালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—আনন্দ ! তথাগতের বৈশালীর প্রতি এই দৃষ্টিপাত শেষ দৃষ্টিপাত হইবে। চল হে আনন্দ! আমরা ভণ্ডগ্রামে গমন করি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ মহা ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ভণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

২। তথায় ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে ভিক্ষুগণ, চারিটী ধর্ম্মের অনহুবোধ ও অপ্রতিবেধ হেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘ কাল সন্ধাবন+ও সংসরণঞ্চ করিতে হইয়াছে। সে কোন্ ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের ?

* হস্তীরা পশ্চাৎ দিক দর্শনেচ্ছুক হইলে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়াই দর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ বৈশালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বৈশালী পুনঃ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার স্থিত স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াই বৈশালী অভিমুখী হইল। যেইখানে দাঁড়াইয়া ভগবান্ বৈশালী শেষবার দর্শন করিলেন, সেই স্থানে লিচ্ছবি (বজ্জি) গণ চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিবেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হইবে। ভগবান জানেন যে তাঁহার পরিনিব্বানের তিন বৎসর পরে লিচ্ছবিগণ রাজা অজাতশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবেন। তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা বশতঃই বৈশালী হইতে আসিবার সময় গজ দৃষ্টিতে বৈশালী অবলোকন করেন।

১। ব, নাগপলোকিতং। ২। সী, ই, বেসালী। ৩। ব, ভণ্ডুগামো।

মেসং চতুন্নং? অরিযস্স ভিক্খবে সীলস্স অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘ-মদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ। অরিযস্স ভিক্খবে সমাধিস্স অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হা-কঞ্চ। অরিযায ভিক্খবে পঞ্ঞায.........অরিযায ভিক্খবে বিমুত্তিযা অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ। তযিদং ভিক্খবে অরিযং সীলং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং। অরিযো সমাধি অনুবুদ্ধো পটিবিদ্ধো, অরিযা পঞ্ঞা অনুবুদ্ধা পটিবিদ্ধা, অরিয়া বিমুত্তি অনুবুদ্ধা পটিবিদ্ধা, উচ্ছিন্না ভবতণ্হা, খীণা ভবনেত্তি, নত্থি দানি পুনব্ভবোতি।

৩। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বা সুগতো, অথাপরং এতদবোচ সত্থা:—

সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুত্তরা,
অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গোতমেন যসস্সিনা।
ইতি বুদ্ধো অভিঞ্ঞায ধম্মমক্খাসি ভিক্খুনং,
দুক্খস্সন্তকরো সত্থা চক্খুমা পরিনিব্বুতোতি।

ভিক্ষুগণ আর্য্য শীলের অননুবোধ ও অপ্রতিবেধ হেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে এই সুদীর্ঘকাল সন্ধাবন (ভব হইতে ভবান্তরে গমন বা জন্ম গ্রহণ) এবং সংসরণ (পুনঃ পুনঃ চ্যুতি উৎপত্তি গ্রহণ) করিতে হইয়াছে। আর্য্য সমাধির.........আর্য্য প্রজ্ঞার......... আর্য্য বিমুক্তির অননুবোধ (সম্পূর্ণরূপে না বুঝায়) অপ্রতিবেধ (মার্গ জ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ না হওয়া) হেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে এত দীর্ঘকাল সন্ধাবন এবং সংসরণ করিতে হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, সে-ই আর্য্য-শীল অনুবুদ্ধ ও মার্গ জ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ, আর্য্য-সমাধি অনুবুদ্ধ ও প্রতিবিদ্ধ, আর্য্য-প্রজ্ঞা অনুবুদ্ধ, ও প্রতিবিদ্ধ, আর্য্য-বিমুক্তি অনুবুদ্ধ ও প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। তদ্ধেতু ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হইয়াছে, ভবনেত্রী* ক্ষীণা হইয়াছে এখন আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।

৩। ভগবান্ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া সুগত শাস্তা অতঃপর (গাথাযোগে) নিম্নোক্ত রূপ বলিলেন, শীল, সমাধি. প্রজ্ঞা এবং অনুত্তর বিমুক্তি, এই সমুদয় ধর্ম্ম যশস্বী গৌতম সম্যকরূপে বুঝিয়াছেন বা গৌতম কর্ত্তৃক অনুবুদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকের দুঃখহারী, পঞ্চবিধ

*ভবনেত্তি—ভবতো ভবং নযন সমত্থা তণ্হা রজ্জু, ভবন্তরং নেতি এতাযাতি ভবনেত্তি।
+সন্ধাবন—ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ বশে উপগমন।
‡সংসরণ—পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে চ্যুতি উৎপত্তি বশে গমনাগমন।

৪। তত্রাপি সুদং ভগবা ভণ্ডগামে বিহরন্তো এতদেব বহুলং ভিক্‌খূনং ধম্মিং কথং করোতি ঃ—ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্‌ঞা। সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং ঃ—কামাসবা ভবাসবা দিট্‌ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

৫। অথ খো ভগবা, ভণ্ডগামে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ঃ—আযামানন্দ যেন হত্থিগামো.........যেন অম্বগামো.........যেন জম্বুগামো......যেন ভোগনগরং তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন ভোগনগরং তদবসরি।

৬। তত্র সুদং ভগবা ভোগনগরে বিহরতি আনন্দে[১] চেতিযে। তত্র খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি ঃ—চত্তারোমে ভিক্‌খবে মহাপদেসে দেসিস্‌সামি, তং

চক্ষে* চক্ষুষ্মান শাস্তা, কলুষক্ষয়ে সোপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিনির্ব্বৃত† বুদ্ধ; এই সকল বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইয়াই ভিক্ষুদিগকে এই সমুদয় ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছেন।

৪। ভগবান্ সেই ভণ্ড গ্রামে অবস্থান কালেও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন ঃ—এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা। চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধিস্থ হইলে মহাফল মহানিশংস লাভ হয়, সম্যক সমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংস দায়ক হয়, প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব, এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান্ ভণ্ডগ্রামে যতদিন ইচ্ছা বাস করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—চল, হে আনন্দ, আমরা হস্তি গ্রামে যাই,.........অম্ব গ্রামে যাই,......জম্বুগ্রামে যাই, ...ভোগ নগরে যাই। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবৎ বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, অতঃপর মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ভগবান্ ভোগনগরে গমন করিলেন।

৬। তথায় ভগবান্ ভোগনগরস্থ আনন্দ চৈত্যে বিহার করিতেছিলেন। তত্র ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,ঃ—ভিক্ষুগণ, এই চারিটী মহাপ্রদেশ+দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। "সাধু ভন্তে"

---

*—পঞ্চহি চক্‌খুহি চক্‌খুমা—যথা—বুদ্ধচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, দিব্যচক্ষু, মাংসচক্ষু ও সামন্তচক্ষু, ভগবান্ এই পঞ্চবিধ, চক্ষুতে চক্ষুষ্মান ছিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

†—পরিনির্ব্বৃত—দ্বিবিধ, সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ বশে (পরিশিষ্ট ও দ্রষ্টব্য)

১। সী, ই, আনন্দ, ব, সানন্দরে

সুণাথ সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্‌সামীতি। এবম্ভন্তেতি খো তে ভিক্‌খূ ভগবতো পচ্চস্‌সোসুং। ভগবা এতদবোচ:—

৭। ইধ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু এবং বদেয্য:—সম্মুখা মেতং আবুসো ভগবতো সুতং, সম্মুখা পটিগ্‌গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সত্থুসাসনন্তি। তস্‌স ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং নপ্পটিক্কোসিতব্বং অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিক্কোসিত্বা তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকংউগ্‌গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি[১] বিনযে সন্দস্‌সেতব্বানি, তানি চে সুত্তে ওতারিয[২] মানানি বিনযে সন্দস্‌সিযমানানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ[৩] বিনযে সন্দিস্‌সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্‌স ভগবতো বচনং, ইমস্‌স চ ভিক্‌খুনো দুগ্‌গহিতন্তি, ইতি হেতং[৪] ভিক্‌খবে ছড্ডেয্যাথ। তানি চে[৫] সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্‌সিযমানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি, বিনযে চ সন্দিস্‌সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং তস্‌স ভগবতো বচনং ইমস্‌স চ ভিক্‌খুনো সুগ্‌গহিতন্তি। ইমং ভিক্‌খবে পঠমং মহাপদেসং ধারেয্যাথ।

৮। ইধ পন ভিক্‌খবে ভিক্‌খু এবং বদেয্য:—অমুকস্মিং নাম আবাসে সঙ্ঘো বিহরতি সথেরো সপামোক্‌খো। তস্‌স মে সঙ্ঘস্‌স সম্মুখা সুতং সম্মুখা পটিগ্‌গহিতং। অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সত্থুসাসনন্তি, তস্‌স ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো

বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, ভগবান্ এইরূপ বলিলেন:—

৭। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে, "বন্ধো, আমি ইহা ভগবানের সম্মুখে শুনিয়াছি। তাঁহার সম্মুখেই ইহা আমাকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে;—এই ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ, ইহা শাস্তার শাসন"। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অভিনন্দনও করিও না, অগ্রাহ্যও করিও না। অভিনন্দন, অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া, সেই ভাষিত বাক্যের প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ, সাবধানে গ্রহণ করতঃ সূত্র* অবতারণ করিবে, বিনয় সন্দর্শন করিবে। সূত্র-আলোড়নে ও বিনয়×সন্দর্শনে সেই সমুদয় যদি সূত্র-পর্য্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন নহে এবং এই ভিক্ষুর দুর্গৃহীত। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ঘটিলে নিশ্চয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়ন ও বিনয় সন্দর্শন করিয়া, সেই সমুদয় সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই তথাগতের বচন এবং এই ভিক্ষু সুষ্ঠু গ্রহণ করিয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম মহা প্রদেশ, ধারণ কর।

৮। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে, "অমুক আবাসে স্থবির প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করেন। আমি স্বয়ং সেই সঙ্ঘের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, সেই সঙ্ঘের প্রমুখাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি যে, এই ধর্ম্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন"।

+মহাপ্রদেশ—বুদ্ধাদি মহৎ ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত মহাকারণ সমূহ। "মহাপদেসেতি" মহা ওকাসে মহা অপদেসে বা। ধম্মস্‌সপতিট্‌ঠানোকাসং।

১। ব, ওসারেতব্বানি। ২। ব, ওসারিয। ৩। সী, ই, ন। ৪। সী, ই, ইতিহিমং। ৫। সী, তানি।

ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং নপ্পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিক্কোসিত্বা তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনযে সন্দস্সেতব্বানি। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ বিনযে সন্দিস্সন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ সঙ্ঘস্স দুগ্গহিতন্তি, ইতি হেতং ভিক্খবে ছড্ডেয্যাথ। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি বিনযে চ সন্দিস্সন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ সঙ্ঘস্স সুগ্গহিতন্তি। ইদং ভিক্খবে দুতিযং মহাপদেসং ধারেয্যাথ।

৯। ইধ পন ভিক্খবে ভিক্খু এবং বদেয্য :—অমুকস্মিং নাম আবাসে সম্বহুলা থেরা ভিক্খূ বিহরন্তি, বহুস্সুতা আগতাগমা ধম্মধরা বিনযধরা মাতিকাধরা। তেসং মে থেরানং সম্মুখা সুতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সত্থুসাসনন্তি। তস্স ভিক্খবে ভিক্খুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং নপ্পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিক্কোসিত্বা তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনযে সন্দস্সেতব্বানি। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি, ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ বিনযে

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অনুমোদনও করিও না, অগ্রাহ্য ও করিও না। অনুমোদন অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ উত্তমরূপে অবগত হইয়া, সূত্রে অবতারণ ও বিনয় সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি সূত্রের অবতারণে ও বিনয় সন্দদর্শনে সেই সমুদয় (তাহার ভাষিত বিষয়) সূত্রের পর্য্যায় ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, "নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন নহে এবং সেই সঙ্ঘের তাহা দুর্গৃহীত। এইরূপ হইলে, ভিক্ষুগণ, তাহা ত্যাগ করিবে। সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শনে, সেই সমুদয় যদি সূত্র-পর্য্যায় ভুক্ত* ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, "নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন এবং সেই সঙ্ঘের ও তাহা সুগৃহীত। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় মহাপ্রদেশ, ধারণ কর।

৯। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এই রূপ বলিতে পারে, "অমুক আবাসে কতিপয় (সম্বহুল) স্থবির ভিক্ষু বিহার করেন; তাঁহারা বহুশ্রুত আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও মাত্রাধর (মাতিকাধরা)। সেই স্থবিরগণের প্রমুখাৎ আমাকর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাঁহাদের

---

*চারি সত্যের সূচনা সূত্র। ত্রিপিটক বুদ্ধ বচন। "অথ সূচনাদি অত্থেনবা সুত্তং"।

×বিনযোতি—বিভঙ্গ পাঠো, খন্ধক পাঠো। বিনেতি এতেনা কিলেসোতি বিনযো। কিলেস বিনযমুপাযো, সো এবচ নং করোতীতি কারণং তি আহ।

ঞাণেন সুত্তে ওগাহেত্বা তারেতব্বানি। ওগাহেত্বা তারণং ওতারণং, অনুপ্পবেসনং হোতীতি বুত্তং। সংসন্দেত্বা দস্সনং সন্দস্সনং।

সন্দিস্সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, তেসঞ্চ থেরানং দুগ্‌গহিতন্তি, ইতি হেতং ভিক্‌খবে ছড্ডেয্যাথ। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি, বিনযে চ সন্দিস্সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং, তেসঞ্চ থেরানং সুগ্‌গহিতন্তি। ইদং ভিক্‌খবে ততিযং মহাপদেসং ধারেয্যাথ।

১০। ইধ পন ভিক্‌খবে ভিক্‌খু এবং বদেয্য:—অমুকস্মিং নাম আবাসে একো থেরো ভিক্‌খু বিহরতি, বহুস্সুতো আগতাগমো ধম্মধরো বিনযধরো মাতিকা-ধরো। তস্স মে থেরস্স সম্মুখা সুতং সম্মুখা পটিগ্‌গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সত্থুসাসনন্তি, তস্স ভিক্‌খবে ভিক্‌খুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং ন প্পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিক্কোসিত্বা, তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্‌গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনযে সন্দস্সেতব্বানি। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ বিনযে সন্দিস্সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ থেরস্স দুগ্‌গহিতন্তি, ইতি হেতং ভিক্‌খবে ছড্ডেয্যাথ। তানি চে সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি বিনযে চ সন্দিস্সন্তি, নিট্‌ঠমেত্থ গন্তব্বং:—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ থেরস্স

প্রমুখাৎ গৃহীত হইয়াছে "এই ধর্ম্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন"। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অনুমোদনও করিওনা, অগ্রাহ্যও করিও না। অনুমোদন, অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া, তাহার ভাষিত বিষয়ের প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ, উত্তমরূপে অবগত হইয়া, সূত্র, অবতারণ এবং বিনয় সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। সূত্র-আলোড়নেও বিনয় সন্দর্শনমানে, যদি সেই সমুদয় সূত্র-পর্য্যায় ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, "নিশ্চয় ইহা সেই তথাগতের বচন নহে এবং সেই স্থবিরগণের এই সমুদয় দুর্গৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ঘটিলে নিশ্চয় তাহা ত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শনমানে, সেই সমুদয় সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, "নিশ্চয় এই সমুদয় সেই ভগবানের বচন এবং সেই ভিক্ষুগণের ও সুগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা তৃতীয় মহাপ্রদেশ, ধারণ কর।

১০। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে যে, অমুক আবাসে এক স্থবির ভিক্ষু আছেন, তিনি বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও মাত্রাধর। তাঁহার প্রমুখাৎ আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাঁহার প্রমুখাৎ গৃহীত হইয়াছে, "এই ধর্ম্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অনুমোদন ও অগ্রাহ্য করা অকর্ত্তব্য। অনুমোদন অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাহার ভাষিত বিষয়ের প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক

সুগ্‌গহিতন্তি। ইদং ভিক্‌খবে চতুত্থং মহাপদেসং ধারেয্যাথ। ইমে খো ভিক্‌খবে চত্তারো মহাপদেসে ধারেয্যাথাতি।

১১। তত্রপি সুদং ভগবা ভোগনগরে বিহরন্তো আনন্দে চেতিযে এতদেৰ ৰহুলং ভিক্‌খূনং ধম্মিং কথং করোতি ঃ—ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্‌ঞা, সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং—কামাসবা ভবাসবা দিট্‌ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

১২। অথ খো ভগবা ভোগনগরে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ঃ—আযামানন্দ যেন পাবা, তেনুপসঙ্কমিস্‌সামাতি। এবন্তন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন পাবা তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা পাবাযং বিহরতি চুন্দস্‌স কম্মার-পুত্তস্‌স অম্বৰনে।

বর্ণ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সূত্রে অবতারণ এবং বিনয়ে সন্দর্শন করিবে। সূত্র-আলোড়ন ও বিনয় সন্দর্শীয়মানে যদি সেই সমুদয় সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, ইহা কখনও সেই ভগবানের বাক্য নহে, এবং সেই ভিক্ষুরও তাহা দুর্গৃহীত হইয়াছে। তখন নিশ্চয় তাহা ত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শীয়মানে তৎসমুদয় সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন এবং সেই স্থবির কর্ত্তৃক ও সুগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ মহাপ্রদেশ, ধারণ কর। ভিক্ষুগণ, এই চতুর্ব্বিধ মহাপ্রদেশ, উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর।

১১। তথাগতের ভোগনগরস্থ আনন্দ চৈত্যে অবস্থিতিকালেও তিনি ভিক্ষুদের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধম্ম প্রসঙ্গ করিতেন ঃ—এইরূপ শীল, এইরূপ সমাধি, এইরূপ প্রজ্ঞা। চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি ভাবনা করিলে, মহাফল মহানিশংস লাভ হয়। সম্যক সমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংস দায়ক হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব, এই আস্রব সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়।

১২। ভগবান্ ভোগ নগরে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া, আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—চল আনন্দ! পাবা নগরে গমন করি। "সাধু ভন্তে," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ভগবান্, মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সম-ভিব্যাহারে পাবায় আগমন করিলেন। ভগবান্ পাবায় স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ নামক শ্রেষ্ঠীর আম্রবনে অবস্থিতি করিলেন।

১৩। অস্সোসি খো চুন্দো কম্মারপুত্তো:—ভগবা কির পাবং অনুপ্পত্তো পাবাযং বিহরতি মযহং অম্ববনেতি। অথ খো চুন্দো কম্মারপুত্তো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো চুন্দং কম্মারপুত্তং ভগবা ধম্মিযা কথায সন্দস্সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজেসি সম্পহংসেসি।

১৪। অথ খো চুন্দো কম্মারপুত্তো, ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্সিতো সমাদপিতো সমুত্তেজিতো সম্পহংসিতো ভগবন্তং এতদবোচ:—অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা স্বাতনায ভত্তং সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেনাতি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্হী-ভাবেন।

১৫। অথ খো চুন্দো কম্মারপুত্তো ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা, উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমি।

১৬। অথ খো চুন্দো কম্মারপুত্তো তস্সা রত্তিযা অচ্চযেন সকে নিবেসনে পণীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযাদাপেত্বা বহুতঞ্চ সূকরমদ্দবং, ভগবতো কালং আরোচাপেসি:—"কালো ভন্তে নিট্ঠিতং ভত্তন্তি"।

১৭। অথ খো ভগবা পুব্বণ্হসমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন যেন চুন্দস্স কম্মারপুত্তস্স নিবেসনং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা

১৩। স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ শ্রবণ করিলেন যে, "ভগবান্ পাবায় আগমন করিয়া আমারই আম্রবনে অবস্থিতি করিতেছেন।" অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পাশে উপবিষ্ট স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দকে, ভগবান্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা ধর্ম্ম প্রদর্শন করাইলেন, (লক্ষণ আরর্ম্মণ) গ্রহণ করাইলেন, চিত্ত বিশুদ্ধির জন্য উৎসাহিত ও ধর্ম্মরসাস্বাদনে সন্তুষ্ট করিলেন।

১৪। অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ ভগবানের ধর্ম্মদেশনায় সন্দর্শিত, সমাদপিত, সমুত্তেজিতও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন;—"ভন্তে, ভগবন্! ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার দানময় পুণ্যার্থ আগামীকল্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন"। ভগবান্ মৌনভাবে সম্মত হইলেন।

১৫। অতঃপর স্বর্ণকার পুত্র চুন্দ, ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

১৬। স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য ভোজ্য ও প্রচুর "স্থকরমদ্দব" প্রস্তুত করাইয়া ভগবান্‌কে জানাইলেন "ভন্তে, আহরীয় প্রস্তুত, আহারের সময় হইয়াছে।

১৭। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্ন সময়ে অন্তর্ব্বাস পরিধান পূর্ব্বক পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় পৌছিয়া সুসজ্জিত আসনে

পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা চুন্দং কম্মারপুত্তং আমন্তেসি :— যন্তে চুন্দ* সূকরমদ্দবং+ পটিযত্তং, তেন মং পরিবিস, যং পনঞ্ঞং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযত্তং, তেন ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসাতি। এবম্ভন্তেতি খো চুন্দো কম্মারপুত্তো ভগবতো পটিস্সুত্বা, যং অহোসি সূকরমদ্দবং পটিযত্তং, তেন ভগবন্তং পরিবিসি। যং পনঞ্ঞং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযত্তং, তেন ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসি।

১৮। অথ খো ভগবা চুন্দং কম্মারপুত্তং আমন্তেসি :—যন্তে চুন্দ সূকরমদ্দবং অবসিট্ঠং, তং সোব্ভে নিখণাহি, নাহং তং চুন্দ পস্সামি সদেবকে লোকে

উপবেশন করতঃ স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—চুন্দ, তুমি যে "সূকরমদ্দব" প্রস্তুত করাইয়াছ, তাহা আমাকেই পরিবেষণ কর, আর অন্যান্য যে খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়াছ, সেই সমুদয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেষণ কর"। "সাধু ভন্তে," বলিয়া স্বর্ণকারপুত্র ভগবানের আদেশানুযায়ী, যে "সূকরমদ্দব" প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভগবান্‌কে পরিবেষণ করিলেন এবং আর যে সমুদয় খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সমুদয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেষণ করিলেন।

১৮। অনন্তর ভগবান্ স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—চুন্দ, তোমার পাত্রে আর যে "সূকরমদ্দব" অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা গর্তে পুতিয়া ফেল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ

*চুন্দ :—স্বর্ণকার বংশীয় জনৈক ধন কুবের (শ্রেষ্ঠী) ছিলেন। তিনি ভগবানের প্রথম দর্শনেই স্রোতাপন্ন আর্য্য-শ্রাবক হইয়া স্বীয় আম্রকাননে বিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ পাবায় আসিলে তথায় অবস্থান করিতেন। চুন্দ শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বৈশাখী পূর্ণিমায় পরিনিব্বাপিত হইবেন এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিকট রক্তামশায়রোগ হইবে। ভগবান্ পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন তাঁহার নির্ম্মিত বিহারে আগমন করায়, যাহাতে ভগবানের নিকট রক্তামশায় রোগ না হয়, হইলেও যেন অধিক কষ্টদায়ক না হয় এবং সেইদিন পরিনিব্বান প্রাপ্তি যা'তে না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে সূকরমদ্দব প্রস্তুত করান।

+সূকরমদ্দব :—রসায়ন বিশেষ। রসায়ন শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। কাহারও মতে মৃদু ওদনের পঞ্চ গোরস যুক্ত যূষ পাচন বিধানের এই নাম। যেমন 'গবপানং" নামে পাক নাম দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে নাতি তরুণ, নাতি জীর্ণ বন্যবরাহের মৃদু, স্নিগ্ধ, কাটামাংস, ঔষধি যোগে পক্ব বলিয়া উহাকে সূকরমদ্দব বলা হইয়াছে।

সাধারণ লোকে প্রাণী হত্যাদি করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতে পারে বটে, কিন্তু স্রোতাপন্ন আর্য্য-শ্রাবকেরা জীবনান্তেও প্রাণী হত্যা করেন না। এবং অধর্ম্ম উপায়ে খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করান্ না। চুন্দ ছিলেন স্রোতাপন্ন আর্য্য-শ্রাবক। তিনি ভগবানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃ ভগবানের নিকট রক্তমাশয় না হইবার উদ্দেশ্যে অথবা হইলেও যেন অধিক যন্ত্রনা দায়ক না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দেবগণ জানেন যে, ভগবানের অদ্যকার আহারই শেষ আহার, তিনি আর আহার গ্রহণ করিবেন না। সেই হেতু দ্বিসহস্র দ্বীপ পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপের দেবগণ সূকরমদ্দবে দিব্য ওজ প্রক্ষেপ করেন। দিব্য ওজ প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহা অতিগুরুভোজনে পরিণত হইয়াছিল। সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যের তাহা জীর্ণ করা অসম্ভব। তদ্ধেতু তাহা অপরকে পরিবেষণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও প্রোথিত করাইলেন। ভগবান্ সূকরমদ্দব ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই।

+(মুদু মাংস ভাবতো হি অভিসংখার বিসেসেন চ মদ্দবন্তি বুত্তং টীকা।)

সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায যস্স তং পরিভুত্তং সম্মা পরিণামং গচ্ছেয্য অঞ্ঞত্র তথাগতস্সাতি।

১৯। এবম্ভন্তেতি খো চুন্দো কম্মারপুত্তো ভগবতো পটিস্সুত্বা, যং অহোসি সূকরমদ্দবং অবসিট্ঠং তং সোব্ভে নিখণিত্বা, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো চুন্দং কম্মারপুত্তং ভগবা ধম্মিযা কথায সন্দস্সেত্বা সমাদপেত্বা সমুত্তেজেত্বা সম্পহংসেত্বা উট্ঠাযাসনা পক্কমি।

২০। অথ খো ভগবতো চুন্দস্স কম্মারপুত্তস্স ভত্তং ভুত্তাবিস্স খরো আবাধো উপ্পজ্জি লোহিতপক্খন্দিকা পবাল্হা বেদনা বত্তন্তি মারণন্তিকা। তা সুদং ভগবা সতো সম্পজানো অধিবাসেসি অবিহঞ্ঞমানো।

২১। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি:—আযামানন্দ যেন কুসিনারা তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি।

প্রজাবৃন্দ সহ সদেব, মার, ব্রহ্মলোকে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছিনা, তথাগত ব্যতীত অপর কেহ এই সূকরমদ্দব খাইয়া সম্যক জীর্ণ করিতে পারিবে।

১৯। "সাধু ভন্তে" বলিয়া স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ, ভগবানের আদেশানুযায়ী অবশিষ্ট "সূকরমদ্দব" গর্ত্তে পুতিয়া ফেলিলেন। তৎপর ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে ভগবান্ ধর্ম্ম দেশনা করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন এবং সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

২০। অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের প্রদত্ত অন্ন ভোজনের পর মুহূর্ত্তেই ভগবানের বিষম রোগ+ উৎপন্ন হইল। রক্তামাশয় হেতু তীব্র বেদনা আরম্ভ হইল, যেন কেবল মরণেই তাহার অবসান। ভগবান্ স্মৃতিও জ্ঞানযোগে অনায়াসে উহা সহ্য করিতে লাগিলেন, কখনও কাতরোক্তি করিলেন না।

২১। তৎপর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"এস আনন্দ ! কুশীনারায় গমন করি"। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রদান করিলেন।

+রোগ ভোজনের পর মুহূর্ত্তেই উৎপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভোজনের ফলে রোগ হয় নাই। ভোজনের পূর্ব্বে রোগ হইলে অথবা শূকরমদ্দব পরিভুক্ত না হইলে ব্যাধি অতি যন্ত্রনাদায়ক হইত, সুতরাং কুশীনারা পদব্রজে যাওয়া সম্ভবপর হইত না।

২২। চুন্দস্‌স ভত্তং ভুঞ্জিত্বা কম্মারস্‌সাতি মে সুতং,
আবাধং সম্ফুসীধীরো পবাল্‌হং মারণন্তিকং।
ভুত্তস্‌স চ সূকরমদ্দবেন
ব্যাধিপ্পবাল্‌হো উদপাদি সত্থুনো,
বিরেচ[১] মানো ভগবা অবোচ
গচ্ছামহং কুসিনারং নগরন্তি।

২৩। অথ খো ভগবা মগ্‌গা ওক্কম্ম যেনঞ্‌ঞতরং রুক্‌খমূলং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ঃ—ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ চতুগ্‌গুণং সঙ্ঘাটিং পঞ্‌ঞপেহি, কিলন্তোস্মি আনন্দ, নিসীদিস্‌সামীতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুত্বা চতুগ্‌গুণং সঙ্ঘাটিং পঞ্‌ঞপেসি।

২৪। নিসীদি ভগবা পঞ্‌ঞত্তে আসনে, নিসজ্জ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ঃ—ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ পানীযং আহর, পিপাসিতোম্‌হি আনন্দ, পিবিস্‌সামীতি।

২৫। এবং বুত্তে আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ঃ--ইদানি ভন্তে পঞ্চমত্তানি সকটসতানি অতিক্কন্তানি, তং চক্কচ্ছিন্নং উদকং পরিত্তং লুলিতং আবিলং সন্দতি।

২২। (উক্ত গাথাদ্বয় প্রথম সঙ্গীতির সময় ধর্ম্মসঙ্গায়ক স্থবিরগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। গাথায় উক্ত হইয়াছে যে,) স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের অন্ন ভোজন করিয়াই ভগবান্ মরণগামী বিষম রোগাক্রান্ত হইলেন বলিয়া লোকে বলিতে শুনিয়াছি।

কিন্তু শূকরমদ্দব পরিভোগ করায় শাস্তার ব্যাধি অতি বিষম হইতে পারে না?, (সেই হেতু ভগবান্ পদব্রজে কুশীনারা যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন) বাব বার রক্ত বাহ্য হইলেও পরিনিব্বান প্রাপ্তির জন্য নিজের অভিলষিত কুশীনারা নগর যাইব বলিয়া ভগবান্ বলিলেন।

২৩। অনন্তর ভগবান্ পথ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আনন্দ! সঙ্ঘাটি চতুর্গুণ করিয়া বিছাও, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, উপবেশন করিব"। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সঙ্ঘাটি চীবর চারি ভাঁজ করিয়া বিছাইলেন।

২৪। ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন; "আনন্দ! আমার জন্য পানীয় জল লইয়া আইস, বড় পিপাসা হইয়াছে, একটু জল পান করিব।"

২৫। এইরূপ আদিষ্ট হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— ভন্তে, এখন পঞ্চশত শটক এই জলের উপর দিয়া গিয়াছে। সেই সামান্য জল চক্র-চ্ছিন্ন, আলোড়িত ও কর্দ্দম যুক্ত হইয়া বহিতেছে। ভন্তে, অনতিদূরে ঐ প্রসন্নসলিলা মধুর-

১। সি, ই, বিরিচ্চি। অঃ বিরেচ।

অযং ভন্তে ককুধা১ নদী অবিদূরে অচ্ছোদকা২ সাতোদকা সীতোদকা সেতকা৩ সুপতিত্থা রমণীযা। এত্থ ভগবা পানীযঞ্চ পিবিস্সতি, গত্তানি চ সীতং করিস্সতীতি।

২৬। দুতিযম্পি খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :--ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ পানীযং আহর, পিপাসিতোস্মি আনন্দ পিবিস্সামীতি। দুতিযম্পি খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—ইদানি ভন্তে পঞ্চমত্তানি সকটসতানি অতিক্কন্তানি, তং চক্কচ্ছিন্নং উদকং পরিত্তং লুলিতং আবিলং সন্দতি, অযং ভন্তে ককুধা নদী অবিদূরে অচ্ছোদকা সাতোদকা সীতোদকা সেতকা সুপতিত্থা রমণীযা। এত্থ ভগবা পানীযঞ্চ পিবিস্সতি, গত্তানি চ সীতং করিস্সতীতি।

২৭। ততিযম্পি খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ পানীযং আহর, পিপাসিতোস্মি আনন্দ পিবিস্সামীতি।

২৮ এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুত্বা পত্তং গহেত্বা যেন সা নদিকা তেনুপসঙ্কমি। অথ খো সা নদিকা চক্কচ্ছিন্না পরিত্তা লুলিতা আবিলা সন্দমানা আযস্মন্তে আনন্দে উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা বিপ্পসন্না অনাবিলা সন্দিত্থ।

২৯। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্স এতদহোসি :—অচ্ছরিযং বত ভো, অব্ভুতং বত ভো, তথাগতস্স মহিদ্ধিকতা মহানুভাবতা ! অযং হি সা নদিকা চক্কচ্ছিন্না

তোয়া শীতলোদকা ককুধানদী—পঙ্ক বিহীনা-বিমল বালুকাময়ী বলিয়া শ্বেতোদকা সুতীর্থাও রমণীয়া। তথায় ভগবান্ জল পান করিবেন এবং শরীর শীতল করিবেন।”

২৬। ভগবান্ দ্বিতীয়বার আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“আনন্দ ! আমার জন্য পানীয় জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে, আমি জল পান করিব”। আয়ুষ্মান আনন্দ দ্বিতীয়বার ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন ; ভন্তে ! এই মাত্র পাঁচশত শকট এই জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সামান্য জল চক্র-চ্ছিন্ন, আলোড়িত ও কর্দ্দম যুক্ত হইয়া বহিতেছে। ভন্তে ! অনতিদূরে ঐ প্রসন্ন সলিলা, মধুর তোয়া, শীতলোদকা ককুধা নদী—পঙ্ক বিহীনা, বিমল বালুকাময়ী বলিয়া শ্বেতোদকা, সুতীর্থাও রমণীয়া। তথায় ভগবান্ জল পান করিবেন ও শরীর শীতল করিবেন।

২৭। তৃতীয়বার ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“হে আনন্দ। আমার জন্য পানীয় জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে, আমি জল পান করিব।”

২৮। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে পাত্রহস্তে সেই নদীর দিকে গমন করিলেন। সেই চক্র-চ্ছিন্না, অল্প জল বিশিষ্টা, আলোড়িতা প্রবহমানা নদী, আয়ুষ্মান আনন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ-বিপ্রসন্না ও অপঙ্কিল হইয়া বহিতে লাগিল।

২৯। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের এই ভাব উদয় হইল। ”কি আশ্চর্য্য ! কি অদ্ভুত, ভগবান্ তথাগতের কি মহতী ঋদ্ধি শক্তি ! এই সেই চক্র-চ্ছিন্না, অল্প জল বিশিষ্টা, আলোড়িতা

১। সী, ই, ককুথা। ২। সী, ই, আচ্ছোদিকা। ৩। ব, সেতোদকা।

পরিত্তা লুলিতা আবিলা সন্দমানা, মযি উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা বিপ্পসন্না অনাবিলা সন্দতীতি। পত্তেন পানীযং আদায যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ :— অচ্ছরিযং ভন্তে, অব্ভুতং ভন্তে, তথাগতস্স মহিদ্ধিকতা মহানুভাবতা! ইদানি সা ভন্তে নদিকা চক্কচ্ছিন্না পরিত্তা লুলিতা আবিলা সন্দমানা, মযি উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা বিপ্পসন্না অনাবিলা সন্দিত্থ! পিবতু ভগবা পানীযং, পিবতু সুগতো পানীযন্তি। অথ খো ভগবা পানীযং অপাযি।

৩০। তেন খো পন সমযেন পুক্কুসো × মল্লপুত্তো আলারস্স কালামস্স সাবকো কুসিনারায পাবং অদ্ধানমগ্গপ্পটিপন্নো হোতি। অদ্দসা খো পুক্কুসো মল্লপুত্তো ভগবন্তং অঞ্ঞতরস্মিং রুক্খমূলে নিসিন্নং, দিস্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো পুক্কুসো মল্লপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ :—অচ্ছরিযং ভন্তে, অব্ভুতং ভন্তে, সন্তেন বত ভন্তে পব্বজিতা বিহারেন বিহরন্তি!

৩১। ভূতপুব্বং ভন্তে আলারো কালামো অদ্ধানমগ্গপ্পটিপন্নো মগ্গা ওক্কম্ম অবিদূরে অঞ্ঞতরস্মিং রুক্খমূলে দিবাবিহারং[১] নিসীদি। অথ খো

প্রবহমানা নদী আমার আগমনে স্বচ্ছ-বিমল-নির্ম্মল সলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।" পাত্রে জল লইয়া ভগবৎ সমীপে গিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ বলিলেন ;—"ভন্তে, কি আশ্চর্য্য! ভন্তে, কি অদ্ভুত!! ভগবান্ তথাগতের কি মহতী ঋদ্ধি শক্তি, এইক্ষণই এই ক্ষুদ্র নদী রথ চক্র দ্বারা আলোড়িত, পঙ্কিল ও আবিল হইয়া বহিতেছিল, আমার গমন মাত্রেই সর্ব্ব প্রকারে মলিনতা মুক্ত, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল হইয়া বহিতে লাগিল। ভন্তে, ভগবন্, পানীয় জল পান করুন, হে সুগত, জল পান করুন। অনন্তর ভগবান্ জল পান করিলেন

৩০। সেই সময় কালাম গোত্রজ আলাড়ের শ্রাবক (শিষ্য) মল্লরাজপুত্র পুক্কুস+কুশীনারা হইতে পাবায় আগমন করিতেছিলেন। তিনি ভগবান্কে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট মল্লরাজপুত্র ভগবান্কে এইরূপ বলিলেন; ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য, ভন্তে, অতীব অদ্ভুত যে, প্রব্রজিতগণ পরম শান্তির সহিত বিহার করেন!

৩১। ভন্তে, পূর্ব্বকালে কালামগোত্রজ আলাড় ঋষি দীর্ঘপথে যাইবার সময়, দিবাদ্বিপ্রহরে পথ ত্যাগ করিয়া অদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। অতঃপর ভন্তে, পঞ্চশত সকট কালাম

×পুক্কুস—মল্লরাজপুত্র। মল্ল বংশীয়েরা পর্য্যায়ক্রমে রাজত্ব করিতেন। রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন। ইনিও বাণিজ্য করিতে পঞ্চশত শকটে পণ্যদ্রব্য লইয়া সর্ব্বরত্নযানে বসিয়া কুশীনারা হইতে পাবা যাইতে ছিলেন। সম্মুখের বাতাস হইলে সম্মুখের যানে এবং পশ্চাতের বাতাস হইলে পশ্চাতের যানে বসিতেন। তখন পশ্চাতের বাতাস হওয়ায় শকট চালককে (সথ বাহককে) অগ্রে রাখিয়া স্বয়ং পিছনের গাড়ীতে বসিয়াছিলেন।

১। সী, ই, দিবা বিহারে।

ভন্তে পঞ্চমত্তানি সকটসতানি আলারং কালামং নিস্সায় নিস্সায় অতিক্কমিংসু। অথ খো ভন্তে অঞ্ঞতরো পুরিসো তস্স সকটসথস্স* পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো আগচ্ছন্তো যেন আলারো কালামো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আলারং কালামং এতদবোচ:— অপি ভন্তে পঞ্চমত্তানি সকটসতানি অতিক্কন্তানি, অদ্দসাতি? ন খো অহং আবুসো অদ্দসন্তি। কিম্পন ভন্তে সদ্দং অস্সোসীন্তি? ন খো অহং আবুসো সদ্দং অস্সোসিন্তি। কিম্পন ভন্তে সুত্তো অহোসীতি? ন খো অহং আবুসো সুত্তো অহোসিন্তি। কিম্পন ভন্তে সঞ্ঞী অহোসীতি? এবমাবুসোতি। সো ত্বং ভন্তে সঞ্ঞী সমানো জাগরো পঞ্চমত্তানি সকটসতানি নিস্সায় নিস্সায় অতিক্কন্তানি নেব অদ্দস ন পন সদ্দং অস্সোসি, অপি সু[2] তে ভন্তে সঙ্ঘাটি রজেন ওকিন্নাতি? এবমাবুসোতি।

৩২। অথ খো ভন্তে তস্স পুরিসস্স এতদহোসি:—অচ্ছরিযং বত ভো! অব্ভুতং বত ভো! সন্তেন বত ভো পব্বজিতা বিহারেন বিহরন্তি। যত্রহি নাম সঞ্ঞী সমানো জাগরো পঞ্চমত্তানি সকটসতানি নিসসায় নিসসায় অতিক্কন্তানি নেব দক্‌খতি ন পন সদ্দং সোসসতীতি আলারে কালামে উলারং পসাদং পবেদিত্বা পক্কমীতি।

গোত্রজ আলাড়কে প্রায় স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিয়া গেল। তৎপর ভন্তে, এক ব্যক্তি সেই শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, তিনি কালামগোত্রজ আলাড়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন;—ভন্তে, পঞ্চশত শকট যে এই স্থান দিয়া চলিয়া গেল, আপনি তাহা দেখিয়াছেন ত? বন্ধো, আমি দেখি নাই। ভন্তে, শব্দ শুনিয়াছেন কি? বন্ধো! আমি শব্দ ও শুনি নাই। ভন্তে, আপনি নিদ্রিত ছিলেন? না বন্ধো, আমি নিদ্রিতও ছিলাম না। ভন্তে, আপনার সংজ্ঞা ছিল কি? হাঁ বন্ধো। ভন্তে, আপনি সসংজ্ঞ ও জাগ্রত ছিলেন অথচ পঞ্চশত শকট যে আপনাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা দেখেন নাই, তাহার শব্দও আপনার শ্রুতিগোচর হয় নাই, কিন্তু আপনার সঙ্ঘাটি (চীবর) ধুলি পূর্ণ হইয়াছে। হা বন্ধো, তাহাই বটে।

৩২। অতঃপর ভন্তে, সেই ব্যক্তির এই ভাব মনে উদয় হইল:—"কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শান্তির সহিত প্রব্রজিতগণ বিহার করেন। যে সসংজ্ঞ জাগ্রত অবস্থাতে থাকিয়াও প্রায় স্পর্শ করিয়া করিয়া পঞ্চশত শকট গমন করিলেও দর্শন ও করেন না, শব্দও শ্রবণ করেন না"। অনন্তর কালামগোত্রজ আলাড়ের প্রতি মহা প্রসাদ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

*(তসস সকট সথসস—শকটের মালীক উপবিষ্ট শকটের। শকট স্বামী তখন সর্ব্ব পিছনের গাড়ীতেই বসিয়াছিলেন)

১। সী, উ, অতিক্কমন্তানি। ২। সী, ই, অপি হি।

৩৩। তং কিম্মঞ্ঞসি পুক্কুস? কতমন্নু খো দুক্করতরং বা দুরভিসম্ভবতরং বা ; যো সঞ্ঞী সমানো জাগরো পঞ্চমত্তানি সকটসতানি নিস্সায নিস্সায অতিক্কন্তানি নেব পস্সেয্য ন পন সদ্দং সুণেয্য, যো বা সঞ্ঞী সমানো জাগরো দেবে বস্সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা* ফলন্তিযা নেব পস্সেয্য ন পন সদ্দং সুণেয্যাতি?

৩৪। কিং হি ভন্তে করিস্সন্তি[১] পঞ্চ বা সকটসতানি ছ বা সকটসতানি সত্ত বা সকটসতানি অট্ঠ বা সকটসতানি নব বা সকটসতানি দস বা সকটসতানি সকটসহস্সং বা [সকটসতসহস্সং বা?][২] অথ খো এতদেব দুক্করতরং চেব দুরভিসম্ভবতরঞ্চ যো[৩] সঞ্ঞী সমানো জাগরো দেবে বস্সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু[৪] নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা ফলন্তিযা নেব পস্সেয্য ন পন[৫] সদ্দং সুণেয্যাতি।

৩৫। একমিদাহং পুক্কুস সমযং আতুমাযং বিহরামি ভুসাগারে। তেন খো পন সমযেন দেবে বস্সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা ফলন্তিযা [অবিদূরে] ভুসাগারস্স দ্বে কস্সকা ভাতরো হতা চত্তারো

৩৩। পুক্কুস, তাহা তুমি কি মনে কর? (নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনার মধ্যে) কোন্‌টি দুষ্করতর বা দুরভিসম্ভবতর? যে সসংজ্ঞ ও জাগ্রতাবস্থায় অতি সন্নিকট দিয়া পঞ্চশত শকট চলিয়া যাইতে না দেখা ও তাহার শব্দ না শুনা, আর যে সসংজ্ঞ জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, কলকল রবে বৃষ্টির জল বহিয়া যাওয়া, বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া ও নববিধ বজ্র* পতন হওয়া, তাহা না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা?

৩৪। ভন্তে! (ইহার সহিত তুলনায়) পঞ্চশত বা ষট্‌শত বা সপ্তশত বা অষ্টশত বা নয়শত বা সহস্র অথবা শতসহস্র শকটই বা কি করিবে? ভন্তে! ইহাই দুষ্করতর ও দুরভিসম্ভবতর যে, সসংজ্ঞ ও জাগ্রৎ অবস্থাতে বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কলকল রবে বহিয়া যাওয়া ও বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া এবং নববিধ বজ্র পতন হইলে তাহা না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা।

৩৫। হে পুক্কুস, একদা আমি আতুমায় ভুসাগারে (খড় গৃহে) অবস্থান করিতে ছিলাম। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া বৃষ্টির জল কলকল রবে বহিয়া যাইতেছিল, পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছিল, মুহুর্মুহুঃ বজ্র পতন হইতেছিল। ভুসাগারের অনতিদূরে দুইসহোদর কৃষক ও

*নববিধ অশনি—যথা ১, অসঞ্ঞা—অসঞ্ঞং করোতি। ২, বিচক্কা—একংচক্কং করোতি। ৩, সতেরা—সক্খার সদিসাহুত্বা পততি। ৪, গগ্গরা—গগ্গরায মানা পততি। ৫, কপিসীসা ভমুকং উক্খিপেন্তো মক্কটোবিয হোতি।

১। ই, তানি করিস্সন্তি। ২। ২[ ] সী, ই, নদিস্সতে সমনন্তরা চস্স দস বা সকটসতানিতিপি ইঙ্গলিসি পোত্থকে আগতং। ৩। সী, সো চ খো। ৪। ম, বিজ্জুলতাসু। ৫। সী, ই, ন। [ ] নদিস্সতে।

× ভুসাগার-খড়গৃহ, পলাল পুঞ্জ।

চ ৰলিবদ্দা[১]। অথ খো পুক্কুস আতুমায মহাজনকাযো নিক্খমিত্বা যেন তে দ্বে কস্‌সকা ভাতরো হতা চত্তারো চ ৰলিবদ্দা তেনুপসঙ্কমি।

৩৬। তেন খো পনাহং পুক্কুস সমযেন ভুসাগারা নিক্খমিত্বা ভুসাগার-দ্বারে অব্ভোকাসে চঙ্কমামি। অথ খো পুক্কুস অঞ্ঞতরো পুরিসো তম্হা মহাজন-কাযা যেনাহং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা মং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি, একমন্তং ঠিতং খো অহং পুক্কুস তং পুরিসং এতদবোচ:—কিন্নু খো এসো,[২] আবুসো মহাজনকাযো সন্নিপতিতোতি?

৩৭। ইদানি ভন্তে দেবে বস্‌সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা ফলন্তিযা দ্বে কস্‌সকা ভাতরো হতা চত্তারো চ ৰলিবদ্দা, এত্থেসো[৩] মহাজনকাযো সন্নিপতিতোতি। ত্বং পন ভন্তে ক[৪] অহোসীতি? ইধেব খো অহং আবুসো অহোসিন্তি। কিম্পন ভন্তে অদ্দসাতি? ন খো অহং আবুসো অদ্দসন্তি। কিম্পন ভন্তে সদ্দং অস্‌সোসীতি? ন খো অহং আবুসো সদ্দং অস্‌সোসিন্তি। কিম্পন ভন্তে সুত্তো অহোসীতি? ন খো অহং আবুসো সুত্তো অহোসিন্তি। কিম্পন ভন্তে সঞ্ঞী অহোসীতি? এবমাবুসোতি। সো ত্বং[৫] ভন্তে

চারিটা বলীবর্দ্দ হত হইয়াছিল। পুক্কুস, অতঃপর আতুমা গ্রাম হইতে বহুজন বহির্গত হইয়া যেই স্থানে দুই কৃষক সহোদর ও চারিটা বলীবর্দ্দ হত হইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল।

৩৬। পুক্কুস, সেই সময় আমি ভুসাগার হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারের নিকটস্থ অবকাশ স্থানে চঙ্ক্রমণ করিতেছিলাম। অনন্তর সেই জনতা হইতে এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করিল এবং আমাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। এক পার্শ্বে স্থিত সেই ব্যক্তিকে আমি এইরূপ বলিলাম;—"বন্ধো, এস্থানে এত লোক সমবেত হইয়াছে কেন?"

৩৭। ভন্তে, কিছু পূর্ব্বে আকাশে যে ঘন ঘন বিদ্যুত চমকিতেছিল, মুহু মুহুঃ বজ্রপাত হইতেছিল, যার ফলে ভয়ানক বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া এখনও জলস্রোত কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে, সেই সময় দুই কৃষক সহোদর ও চারিটি বলীবর্দ্দ বজ্রাহত হইয়াছে। এই জন্যই এস্থানে এত লোক সমবেত হইয়াছে! ভন্তে, আপনি কোথায় ছিলেন? বন্ধো, আমি এখানেই ছিলাম। ভন্তে, দেখিয়াছেন ত? না বন্ধো, আমি দেখি নাই। ভন্তে, শব্দ শ্রবণ করেন নাই? না বন্ধো, আমি শব্দও শুনি নাই। ভদন্ত কি নিদ্রিত ছিলেন? বন্ধো, আমি সুপ্তও ছিলাম না। আপনার সংজ্ঞা ছিল? হাঁ, সংজ্ঞা ছিল। ভন্তে, তাহা হইলে, আপনি সসংজ্ঞ ও জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া কলকল রবে জল যে বহিয়া গিয়াছে বিদ্যুৎ

১। ব, বলিবদ্দা।

৬, মচ্ছবিলোলিকা—বিলোলিত মচ্ছোবিয হোতি। ৭, কুক্কুটকা—কুক্কুট সদিসা হুত্বা পততি। ৮, দণ্ডমণিকা—মঙ্গল সদিসা হুত্বা পততি। ৯, সুক্খাসনি—পতিতট্‌ঠানং সমুগ্‌ঘাটেতি।

২। স্যা, ই, সো। ৩। ই, এসো। ৪। সী, কুহিং। ৫। সী, অ, সো তং।

সঞ্ঞী সমানো জাগরো, দেবে বস্সন্তে দেবেগলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা ফলন্তিযা নেব অদ্দস ন পন সদ্দং অস্সোসীতি? এবমাবুসোতি।

৩৮। অথ খো পুক্কুস তস্স পুরিসস্স এতদহোসি:—অচ্ছরিযং বত ভো অব্ভুতং বত ভো! সন্তেন বত ভো পব্বজিতা বিহারেন বিহরন্তি, যত্র হি নাম সঞ্ঞী সমানো জাগরো, দেবে বস্সন্তে দেবেগলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু অসনিযা ফলন্তিযা নেব দক্খতি, ন পন সদ্দং সোস্সতি মযি উলারং পসাদং পবেদেত্বা মং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমীতি।

৩৯। এবং বুত্তে পুক্কুসো মল্লপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ:—এসাহং ভন্তে যো মে আলারে কালামে পসাদো, তং মহাবাতে বা ওপুণামি সীঘসোতায বা নদিযা পবাহেমি। অভিক্কন্তং ভন্তে, অভিক্কন্তং ভন্তে! সেয্যথাপি ভন্তে, নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য। চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তীতি এবমেব ভগবতা অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। উপাসকং মং ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

যে স্ফুরিত হইয়াছে, মুহুর্মুহুঃ যে বজ্র পতন হইয়াছে, তাহা আপনি দেখেনও নাই, ইহার শব্দও শুনেন নাই? হাঁ বন্ধো, তাহাই বটে।

৩৮। পুক্কুস, অতঃপর সেই ব্যক্তির এইরূপ (ভাব) হইল;—"অতি আশ্চর্য্য, অতীব অদ্ভুত, শান্তির সহিত প্রব্রজিতগণ বিহার করেন, যে সসংজ্ঞ ও জাগ্রত থাকিয়া ও বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া জল কলকল রবে বহিয়া গেলে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া মুহুর্মুহু বজ্র পতন হইলে, তাহা দেখেন না, শব্দও শুনেন না," আমার প্রতি উদার প্রসাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করিল।

৩৯। এইরূপ উক্ত হইলে মল্লরাজপুত্র পুক্কুস ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন;—ভন্তে, কালাম গোত্রজ আলাড়ের প্রতি আমার যে প্রসাদ ছিল, তাহা আমি (তুষ যেমন লোকে প্রবল বাত্যায় উড়াইয়া দেয় বা খর স্রোতস্বতী নদীতে ভাসাইয়া দেয় সেই রূপ) মহাবাত্যায় উড়াইয়া দিতেছি, খর স্রোতস্বতী নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। ভন্তে, বড়ই সুন্দর, ভন্তে, বড়ই সুন্দর, ভন্তে, আপনি যেন কোন অধোমুখ পাত্র ঊর্দ্ধ মুখ করিলেন, বা কোন ঢাকা জিনিষের যেন ঢাকনি খুলিয়া লইলেন, বা পথ ভ্রষ্টকে যেন পথ দেখাইলেন, কিংবা অন্ধকারে যেন তৈলের প্রদীপ ধারণ করিলেন। চক্ষুষ্মানদিগকে যেমন রূপসমূহ দেখাইলেন, এই রূপেই ভগবান্ অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আমি প্রাণের সহিত ভগবানের ও ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। ভন্তে, ভগবন্, আমাকে উপাসক রূপেই গ্রহণ করুন, অদ্য হইতে আমরণ আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

১। সী, দক্খিস্সতি।

৪০। অথ খো পুক্কুসো মল্লপুত্তো অঞ্ঞতরং পুরিসং আমন্তেসি:—ইঙ্ঘ মে ত্বং ভণে সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্ঠং ধারণীযং আহরাতি। এবং ভন্তেতি খো সো পুরিসো পুক্কুসস্স মল্লপুত্তস্স পটিস্সুত্বা তং সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্ঠং[১] ধারণীযং আহরি। অথ খো পুক্কুসো মল্লপুত্তো তং সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্ঠং ধারণীযং ভগবতো উপনামেসি:—ইদং ভন্তে সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্ঠং ধারণীযং, তম্মে ভন্তে ভগবা[২] পটিগণ্হাতু অনুকম্পং উপাদাযাতি। তেন হি পুক্কুস একেন মং অচ্ছাদেহি একেন আনন্দন্তি। এবং ভন্তেতি খো পুক্কুসো মল্লপুত্তো ভগবতো পটিস্সুত্বা একেন ভগবন্তং অচ্ছাদেসি, একেন আযস্মন্তং আনন্দং।

৪১। অথ খো ভগবা পুক্কুসং মল্লপুত্তং ধম্মিযা কথায সন্দস্সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজেসি সম্পহংসেসি। অথ খো সো পুক্কুসো মল্লপুত্তো ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্সিতো সমাদপিতো সমুত্তেজিতো সম্পহংসিতো উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কমি।

৪২। অথ খো আযস্মা আনন্দো অচিরপক্কন্তে পুক্কুসে মল্লপুত্তে তং সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামেসি, তং ভগবতো কাযং উপনামিতং

৪০। অতঃপর মল্লরাজপুত্র পুক্কুস এক ব্যক্তিকে আহ্বান করতঃ বলিলেন; ওহে, তুমি গিয়া আমা কর্ত্তৃক ধারণীয় সুকোমল সুবর্ণবস্ত্রজোড়া লইয়া আইস, "আচ্ছা প্রভো", বলিয়া সেই ব্যক্তি মল্লরাজপুত্র পুক্কুসের আদেশে সেই সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ সুকোমল বস্ত্রযুগল লইয়া আসিল। অনন্তর মল্লরাজপুত্র পুক্কুস সেই ধারণীয় সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ, সুকোমল বস্ত্রযুগল তথাগতের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন;—ভন্তে, এই আমার ধারণীয় সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ, সুকোমল বস্ত্রজোড়া আমার প্রতি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। পুক্কুস, তাহা হইলে, এক খানা আমাকে দাও, এক খানা আনন্দকে দাও। "সাধু ভন্তে", বলিয়া মল্লরাজপুত্র পুক্কুস ভগবানের আদেশানুযায়ী এক খানা ভগবান্‌কে দিয়া এক খানা আয়ুষ্মান আনন্দকে দিলেন।

৪১। অনন্তর ভগবান্ মল্লরাজপুত্র পুক্কুসকে বস্ত্র-দান অনুমোদনার্থ ধর্ম্ম দেশনা করিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করাইলেন এবং ধর্ম্মাচরণে সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিলেন। মল্লরাজপুত্র পুক্কুস ভগবানের ধর্ম্ম ব্যাখ্যায়, ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম্মাচরণে উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্‌কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করিলেন।

৪২। মল্লরাজপুত্র পুক্কস প্রস্থানের অল্পকাল পরে, আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ধারণীয় সিঙ্গি-সুবর্ণ-বর্ণ সুকোমল বস্ত্র-যুগল, ভগবানের দেহে স্থাপন করিলেন (পরাইলেন)। ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত হইলে উহা হীন প্রভ দৃষ্ট হইতে লাগিল, (বস্ত্রের জ্যোতিঃ অপেক্ষা ভগবানের

১। সী, ই, মট্টং। ২। তম্মে ভগবা। ধারণীযং—মধ্যে মধ্যে বা উৎসব সময়ে পরিধানযোগ্য।

হতচ্ছিকং[1] বিয খাযতি।

৪৩। অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচঃ—অচ্ছরিযং ভন্তে! অব্ভুতং ভন্তে! যাব পরিসুদ্ধো ভন্তে তথাগতস্স ছবিবণ্ণো পরিযোদাতো, ইদং ভন্তে সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্‌ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামিতং হতচ্ছিকং বিয খাযতীতি![2]

৪৪। এবমেতং আনন্দ, এবমেতং আনন্দ![3] দ্বীসু খো আনন্দ কালেসু[4] অতিবিয তথাগতস্স [কাযো] পরিসুদ্ধো হোতি ছবিবণ্ণো[5] পরিযোদাতো। কতমেসু দ্বীসু?

৪৫। যঞ্চ আনন্দ রত্তিং তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, যঞ্চ রত্তিং অনুপাদিসেসায[6] নিব্বান ধাতুযা পরিনিব্বাযতি, ইমেসু খো আনন্দ দ্বীসু[7] কালেসু অতিবিয তথাগতস্স কাযো পরিসুদ্ধো হোতি ছবিবণ্ণো পরিযো-

---

দেহ উজ্জ্বলতর দেখা যাইতে লাগিল)

৪৩। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন;—ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য! ভন্তে, অতীব অদ্ভুত!! তথাগতের শরীর বর্ণ এমন পরিশুদ্ধ ও এত উজ্জ্বল যে, ভন্তে, এই সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ সুকোমল, ধারণীয় বস্ত্র-যুগল ভগবানের দেহে পরিহিত হওয়ায় তাহা হীনপ্রভ দৃষ্ট হইতেছে।

৪৪। আনন্দ, এইরূপই বটে! আনন্দ, এইরূপই বটে!! দুই সময়ে তথাগতের দেহ অতীব পরিশুদ্ধ হয়, শরীর বর্ণ অতীব উজ্জ্বল হয়+। কোন্ দুই সময়ে?

৪৫। আনন্দ, যেই রাত্রে তথাগত অনুত্তর সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হন্ এবং যেই রাত্রে অনুপাদিশেষ নিব্বানধাতুতে পরিনির্ব্বাপিত হন্। আনন্দ, এই দুই সময়েই তথাগতের কায়

---

*আহার ও প্রীতি সৌমনস্য হেতু দেহবর্ণ অতীব উজ্জ্বল হইয়া থাকে। সম্বোধিলাভের দিন এবং মহাপরিনিব্বান প্রাপ্তির দিন; এতদুভয় দিবসের আহারে চক্রবালের দেবগণ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া দিব্যওজ প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই উত্তম খাদ্য কুক্ষিগত হইলে তদ্দ্বারা বিপ্রসন্ন রূপ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আহার সমুৎপন্ন রূপের প্রসন্নতা হেতু মনাদি ষড়েন্দ্রিয় অতীব সমুজ্জ্বল হয়।

সম্বোধিলাভের সময় অনেক শতসহস্র কল্প কোটির সঞ্চিত কলুষরাশি অদ্যই মুছিয়া দিলাম বলিয়া তথাগত বুদ্ধের বলবৎ সৌমনস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়, চিত্ত প্রসন্নে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, রক্তের বিশুদ্ধিতে মনাদি ষড়েন্দ্রিয় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। তথাগতের পরিনিব্বানের দিনও আমি অনেক শতসহস্র বুদ্ধের প্রবিষ্ট অমৃত মহাপরিনিব্বানে অদ্যই প্রবেশ করিব, জন্ম জরাদিসংসার সাগরের দুর্লঙ্ঘ্য দুঃখরাশি সমতিক্রম করিয়া অমৃতের মহাশান্তি লাভ করিব; এইরূপ চিন্তা করায় তাঁহার বলবৎ সৌমনস্য হয়, সৌমনস্য হেতু চিত্ত প্রসন্নতা ঘটে। চিত্ত প্রসন্ন হওয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ এবং তদ্ধেতু তাঁহার ষড়েন্দ্রিয় উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। এই দুই কারণে তথাগত বুদ্ধের দেহবর্ণ অতীব উজ্জ্বলতর হইয়াছিল।

১। সী, ই, বীতচ্চিকং। ২। ব, ইদং ভন্তে সিঙ্গীবণ্ণং যুগমট্‌ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামিতং হতচ্চিকং বিয খাযতীতি। ৩। সী, ই, এবমেতং আনন্দ। ৪। ব, দ্বীসুকালেসু। ৫। সী, ই, নদিস্সতে। ৬। সী, তথাগতো অনুপাদি সেসায। ৭। সী, অ, দ্বীসুপি।

দাতো, অজ্জ খো পনানন্দ রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে কুসিনারাযং উপবত্তনে মল্লানং সালবনে অন্তরেন যমকসালানং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতীতি। আযামানন্দ যেন ককুধা নদী তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি।

৪৬। সিঙ্গীবণ্ণং যুগং মট্‌ঠং পুক্কুসো অভিহারযি,
তেন অচ্ছাদিতো সত্থা হেমবণ্ণো অসোভথাতি।

৪৭। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং যেন ককুধা নদী তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ককুধং নদিং অজ্ঝোগাহেত্বা ন্হাত্বা চ পিবিত্বা চ পচ্চুত্তরিত্বা যেন অম্ববনং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং চুন্দকং আমন্তেসি:—ইঙ্ঘ মে ত্বং চুন্দক চতুগ্‌গুণং সঙ্ঘাটিং পঞ্ঞপেহি। কিলন্তোস্মি চুন্দক, নিপজ্জিস্সামীতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা চুন্দকো ভগবতো পটিস্সুত্বা চতুগ্‌গুণং সঙ্ঘাটিং পঞ্ঞপেসি।

৪৮। অথ খো ভগবা দক্‌খিণেন পস্সেন সীহসেয্যং কপ্পেসি, পাদে[১] পাদং অচ্চাধায, সতো সম্পজানো উট্‌ঠানসঞ্ঞং মনসি করিত্বা। আযস্মা পন

অতি পরিশুদ্ধ হয় এবং শরীর জ্যোতিঃ অতীব উজ্জ্বল হইয়া থাকে। আনন্দ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে কুশীনগরের উপবর্ত্তনে, মল্লরাজাদের শাল বনে, যমকশালবৃক্ষের মধ্যস্থলে, তথাগতের পরিনিব্বান হইবে। এস আনন্দ, যেখানে ককুধা নদী, সেই খানে গমন করি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৪৬। (উক্ত গাথা মহাসঙ্গীতির সময়ে স্থাপিত (রচিত) হইয়াছে):— সিঙ্গিসুবর্ণ-বর্ণ সুকোমল বস্ত্র-যুগল মল্লরাজপুত্র পুক্কুস আনাইয়া দান করিলে, হেমবর্ণ শাস্তা তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অতীব শোভিত হইলেন।

৪৭। অনন্তর ভগবান্ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ককুধা নদী তীরে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই নদীতে নামিয়া স্নান ও জলপান করিলেন এবং নদী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যেখানে আম্র কানন ছিল, সেখানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান চুন্দক স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—(সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ নদীতে স্নান-বস্ত্র ধৌত করিতে ছিলেন, চুন্দক স্থবিরই সন্নিকটে ছিলেন, তদ্ধেতু তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন) চুন্দক, আমার জন্য সঙ্ঘাটি চীবর চতুর্গুণ করিয়া বিছাও। চুন্দক, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব। "সাধু ভন্তে", বলিয়া আয়ুষ্মান চুন্দক স্থবির সম্মতি প্রকাশ করতঃ সঙ্ঘাটী চতুর্গুণ করিয়া বিস্তারিত করিলেন।

৪৮। অতঃপর ভগবান্ স্মৃতি ও জ্ঞান-যোগে যথাসময়ে উঠিব মনস্থ করিয়া, দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ ঈষৎ ব্যতিক্রম ভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহ শয্যায়+

× শয়ন চতুর্বিধ যথা—কামভোগী শয়ন, প্রেত শয়ন, সিংহ শয়ন ও তথাগত শয়ন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১। ব পাদেন।

চুন্দকো তত্থেব ভগবতো পুরতো নিসীদি।

৪৯। গন্ত্বান বুদ্ধো নদিযং ককুধং
অচ্ছোদকং সাতুদকং বিপ্পসন্নং,[১]
ওগাহি সত্থা অকিলন্তরূপো[২]
তথাগতো অপ্পটিমো চ লোকে।
ন্হাত্বা চ পিবিত্বা চুন্দকেন[৩] সত্থা
পুরেক্খতো ভিক্খুগণস্স মজ্ঝে,
বত্তা[৪] পবত্তা ভগবাধ[৫] ধম্মে[৬]
উপাগমি অম্ববনং মহেসি।
আমন্তযী চুন্দকং নাম ভিক্খুং
চতুগ্গুণং সন্থর[৭] মে নিপজ্জং,
সো মোদিতো ভাবিতত্তেন চুন্দো
চতুগ্গুণং সন্থরি খিপ্পমেব,
নিপজ্জি সত্থা অকিলন্তরূপো
চুন্দোপি তত্থ সম্মুখে[৮] নিসীদি।

৫০। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—যো খো[৯] পনানন্দ চুন্দস্স কম্মারপুত্তস্স কোচি বিপ্পটিসারং উপ্পাদেয্য[১০] :—তস্স তে আবুসো চুন্দ

শয়ন করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দক স্থবিরও সেখানে ভগবানের সম্মুখে বসিলেন।

৪৯। (উক্ত গাথা সমূহ ও মহাসঙ্গীতির সময় স্থবিরগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে) :—বুদ্ধ প্রসন্নসলিলা, মধুরতোয়া, শীতলোদকা ককুধা নদী তীরে গমন করিলেন; লোকে অপ্রতিমশূর তথাগত শাস্তা তথায় অক্লান্ত রূপে অবগাহন করিলেন। শাস্তা স্নান ও জল পান করিয়া আয়ুষ্মান চুন্দকের সহিত ভিক্ষুগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং বক্তা, ইহলোকে চতুরশীতি-সহস্র ধর্ম্মস্কন্ধের প্রবর্ত্তক মহর্ষি, ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে তত্রত্য আম্রবনে উপস্থিত হইলেন। (তখন) আয়ুষ্মান চুন্দককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"আমার জন্য সঙ্ঘাটি (চীবর) চতুর্গুণ করিয়া বিস্তার কর, আমি শুইব।" আয়ুষ্মান চুন্দক ভাবিতাত্মা বুদ্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মুদিত মনে ক্ষিপ্রহস্তে সঙ্ঘাটি চতুর্গুণ করিয়া বিস্তার করিলেন। শাস্তা অক্লান্তরূপে শয়ন করিলেন, তথায় চুন্দক ও সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

৫০। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ;—হে আনন্দ! যে কেহ স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের এইরূপ বলিয়া কোন অনুতাপ উৎপাদন করে যে, "বন্ধো, চুন্দ, তোমার

১। সী, ই, অচ্ছোদি সাতোদিক বিপ্পসন্নং। ২। সী, ই, হুকিলন্তরূপো। ৩। সী, নহাত্বা পীত্বামুদতারি।
৪। সী, ই, সত্থা। ৫। ব, ভগবা ইধ। ৬। সী, অ, ধম্মো।
৭। সী, ই, পত্থর। ৮। সী, ই, পমুখে। ৯। সী, ই, সিযা খো। ১০। সী, ই, উপদহেয্য।

অলাভা, তস্স তে দুল্লদ্ধং, যস্স তে তথাগতো পচ্ছিমং পিণ্ডপাতং পরিভুঞ্জিত্বা পরিনিব্বুতোতি। চুন্দস্স আনন্দ কম্মারপুত্তস্স এবং বিপ্পটিসারো পটিবিনেতব্বো ঃ—তস্স তে আবুসো চুন্দলাভা, তস্স তে সুলদ্ধং, যস্স তে তথাগতো পচ্ছিমং পিণ্ডপাতং পরিভুঞ্জিত্বা,[1] পরিনিব্বুতো। সম্মুখা মেতং আবুসো চুন্দ ভগবতো সুতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং, দ্বে মে পিণ্ডপাতা সমা সমফলা* সমবিপাকা[2] অতিবিয অঞ্ঞেহি পিণ্ডপাতেহি মহপ্ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ। কতমে দ্বে? যঞ্চ পিণ্ডপাতং পরিভুঞ্জিত্বা তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, যঞ্চ পিণ্ডপাতং পরিভুঞ্জিত্বা তথাগতো অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি। ইমে দ্বে পিণ্ডপাতা সমা সমফলা সমবিপাকা অতিবিয অঞ্ঞেহি পিণ্ডপাতেহি মহপ্ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ। আযুসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং উপচিতং, বণ্ণসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং উপচিতং সুখসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং, উপচিতং, যসসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং উপচিতং, সগ্গসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং উপচিতং, আধিপতেয্যসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কম্মারপুত্তেন কম্মং উপচিতন্তি। চুন্দস্স আনন্দ কম্মারপুত্তস্স এবং বিপ্পটিসারো পটিবিনেতব্বোতি।

কতই অলাভ, কতই কুক্ষণে তোমার জন্ম যে, তথাগত সর্ব্বশেষে তোমার পিণ্ড ভোজন করিয়া পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন"—হে আনন্দ, তখন এইরূপ বলিয়া তাহার অনুতাপ দূর করা কর্ত্তব্য—"বন্ধো চুন্দ, তোমার কত বড় লাভ! কি শুভ মুহূর্ত্তে তোমার এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, যেহেতু তথাগত তোমারই শেষ পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া, পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন। (আনন্দ, তুমি বলিবে।) হে চুন্দ, আমি ভগবানের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারই নিকট শিখিয়াছি যে, দুইটি পিণ্ডপাত সমান, সমফল, *সমবিপাকপ্রদ, অপর পিণ্ডপাত হইতে অত্যধিক ফলপ্রদ ও আনিশংসপ্রদ। কোন্ দুইটি পিণ্ডপাত? যেই পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধিলাভ করেন এবং যেই পিণ্ডপাত ভোজনান্তে তথাগত স্কন্ধোপাদি নিঃশেষ করতঃ অনুপাদিশেষ পরিনিব্বানধাতুতে পরিনির্ব্বাপিত হন। এই দুই পিণ্ডপাত সমান, সমফলদায়ক, সমবিপাকদায়ক। অন্যান্য পিণ্ডপাত হইতে মহাফলপ্রদ এবং মহানিশংসপ্রদ। স্বর্ণকার-পুত্র আয়ুষ্মান চুন্দকর্ত্তৃক আয়ুদায়ক কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে, আয়ুষ্মান চুন্দকর্ত্তৃক সৌন্দর্য্য, সুখ, যশঃ, স্বর্গ এবং আধিপত্যদায়ক কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে।" হে আনন্দ, এইরূপ বলিয়া স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের বিপ্রতিসার দূর করা কর্ত্তব্য।

১। সী, ই, ভুঞ্জিত্বা। ২। সী, লি, ই, সম সমফলা সম সম বিপাকা। *পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫১। অথ খো ভগবা এতমত্থং বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসি ঃ—

দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি
সঞ্ঞমতো বেরং ন চীযতি,
কুসলো পজহতি, পাপকং
রাগদোসমোহক্খযা সনিব্বুতোতি।

[আলার বেদল্ল] ভাণবারং চতুত্থং (নিট্ঠিতং)

৫১। অনন্তর ভগবান্ দানফল, শীলগুণ এবং পূজালাভে তথাগতের যোগ্যতা, এই ত্রিবিধ অর্থ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

যথা সময়ে সৎপাত্রে দান হেতু পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়। শীল সংবরেস্থিত ব্যক্তির প্রাণী ইত্যাদি জনিত পঞ্চবিধ বৈর বর্দ্ধিতহয়না। জ্ঞান-সম্পন্ন দক্ষব্যক্তি আর্য্যমার্গ দ্বারা পাপ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রহীণ করেন এবং তিনি রাগ-দ্বেষ-মোহক্ষয়াৎ সোপাদিশেষ নিব্বানে পরিনির্বৃত হন।

প্রথমতঃ—দান-প্রভাবে লোভ মাৎসর্য্যাদি, অতঃ শীল প্রভাবে প্রাণীহত্যাদি পাপ তদঙ্গ বশে ও সমথ বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে বিষ্কম্ভন বশে এবং স্রোতাপত্তি আদি আর্য্য মার্গ প্রভাবে সমুচ্ছেদ বশে অকুশল প্রহীণ করতঃ রাগ-দ্বেষ-মোহ-নির্ম্মূল করিয়া সোপাদিশেষ নিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়া থাকেন।

[আলার বেদল্ল] চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

*সমা সমফলা—সর্ব্বাকারে সমান এবং সমফলপ্রদ। সুজাতা দেবীর প্রদত্ত পরমান্ন তথাগত সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ কালে পরিভোগ করিয়াছিলেন, স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের "সূকরমদ্দব" বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহকালে পরিভোগ করিয়াছিলেন। তবুও কেন উভয় সমান ও সমফলপ্রদ হইল? পরিনিব্বান সমতা ও সমাপত্তি সমতা এবং অনুস্মরণ সমতা হেতু সমান ও সমফলপ্রদ। তথাগত সুজাতা দেবীর পরমান্ন পরিভোগ করিয়া সোপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিবৃত এবং স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের "সূকরমদ্দব" পরিভোগ করিয়া অনুপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হন, এইরূপ পরিনিব্বান সমতাহেতু সমফল। তথাগত সম্বোধি লাভের দিন চতুর্বিংশতি কোটি শত সহস্র সংখ্যক সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়াছিলেন। তথা পরিনিব্বান সময়েও এইরূপ সমাপত্তি সমতাহেতু সমানও সম ফলপ্রদ। সুজাতা দেবী যখন শুনিলেন যে, তিনি যাঁহাকে পরমান্ন দিয়াছেন তিনি বৃক্ষ দেবতা নহেন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। তাহার প্রদত্ত পরমান্ন পরিভোগ করিয়া বোধিসত্ত্ব অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, এবং সপ্ত সপ্তাহ সেই পরমান্ন দ্বারাই তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে সুজাতা দেবীর "অহো আমার পরম লাভ" বলিয়া মনে হওয়ায় বলবৎ প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দেরও যখন মনে হইল যে, ভগবানকে শেষ পিণ্ডপাত আমিই দিয়াছি, আমা কর্ত্তৃক ধর্ম্মের শিরঃভাগ গৃহীত হইয়াছে, আমার পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়া শাস্তা অনুপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিবৃত হইয়াছেন, ইহা স্মরণে তাঁহার বলবৎ প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ অনুস্মরণ সমতাহেতু সমান এবং সম ফলপ্রদ হইয়াছে।

১। সী, ই, কুসলো চ জহাতি। [ ] ব, নদিস্সতে।

ভাণবারং পঞ্চমং

(হিরঞ্ঞবতিয)

১। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি:—আযামানন্দ যেন হিরঞ্ঞবতিযা নদিযা পারিমং তীরং যেন কুসিনারা উপবত্তনং, মল্লানং সালবনং তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি।

২। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন × সদ্ধিং যেন হিরঞ্ঞবতিযা নদিযা পারিমং তীরং, যেন কুসিনারা উপবত্তনং + মল্লানং সালবনং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি:—

৩। ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ অন্তরেন যমকসালানং উত্তরসীসকং মঞ্চকং

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যবতীপর্ব্ব

১। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চল হে আনন্দ, হিরণ্যবতীনদীর পরতীরে কুশীনারার উপবর্ত্তনে* মল্লরাজগণের শালবনে গমন করি। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

২। অতঃপর ভগবান্ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ + সমভিব্যাহারে হিরণ্যবতী নদীর পরতীরে কুশীনারার উপবর্ত্তনে মল্লরাজাদের শালবনে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

৩। আনন্দ! তুমি আমার জন্য যমক শালবৃক্ষের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে উত্তর শীর্ষ করিয়া মঞ্চ

*উপবত্তনং—উয্যানতো সালবনং পাচীনমুখংগন্ত্বা উত্তরেন নিবত্তং তস্মা তং উপবত্তনন্তি বুচ্চতি। নগরের পূর্ব্ব উত্তর পার্শ্বে সেই শাল বন ছিল। তথায় প্রবেশ করিতে হইলে পূর্ব্বদিকে যাইয়া উত্তরদিকে ফিরিতে হইত। সেই হেতু উপবর্ত্তন বলা হইয়াছে। টীকা।

+ বেলুব গ্রামে ভগবানের নিকট অসুখ হওয়ার পর হইতে, যে সকল ভিক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, পরিনিব্বানের সময় আসন্ন শুনিয়া কেহই আর ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই; সুতরাং এখন ভিক্ষুর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে।

পঞ্ঞপেহি, কিলন্তোস্মি* আনন্দ, নিপজ্জিস্‌সামীতি১, এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুত্বা অন্তরেন যমকসালানং উত্তরসীসকং মঞ্চকং‡ পঞ্ঞপেসি। অথ খো ভগবা দক্‌খিণেন পস্‌সেন সীহসেয্যং+কপ্পেসি পাদে পাদং অচ্চাধায সতো সম্পজানো।

৪। তেন খো পন সমযেন যমকসালা সব্বফালিফুল্লা হোন্তি অকাল-

স্থাপন কর। আনন্দ, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, *শয়ন করিব। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশানুযায়ী যমকশালতরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্তর শীর্ষক মঞ্চ স্থাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে দক্ষিণ পদের উপর বামপদ ঈষৎ ব্যতিক্রমভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহশয্যায় +শয়ন করিলেন। (এই শয়ন হইতে আর উঠিবেন না বলিয়া "অমুক সময়ে উঠিব" এইরূপ সংকল্প করিলেন না। ইতিপূর্ব্বের শয়নে অমুক সময়ে বা যথা সময়ে উঠিব এইরূপ সংকল্প ছিল)।

৪। সেই সময় যমক শাল তরুর (ও অন্যান্য শাল তরুর এবং অন্যান্য বৃক্ষলতাদির) সর্ব্বাঙ্গে

---

*তথাগতের নিকট কোটি শত সহস্র হস্তীর শক্তি ছিল।

গোচরি কলাপো গঙ্গেয্যো পিঙ্গলো পব্বতেয্যকো,
হেমবতো চ মন্দাগিরি উপোসতো;
ছদ্দন্তো যেব দসমো এতে নাগানমুত্তমাতি।

গোচরি জাতীয় হস্তীর নিকট সাধারণ হস্তীর দশগুণ বল, দশটি গোচরি জাতীয় হস্তীর শক্তি একটি কলাপ জাতীয় হস্তীর নিকট থাকে। এইরূপে দশ দশগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ছদ্দন্ত হস্তীর নিকট কোটি শত হস্তীর বল থাকে। তথাগতের নিকট দশটি ছদ্দন্ত হস্তীর শক্তি ছিল। রোগাক্রান্ত হওয়ায় সেই শক্তি দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যার মধ্যে লোপ পাইল। পাবা হইতে কুশীনারা মাত্র ছয় গাবুত ব্যবধান। এই ছয় গাবুত পথ অতিক্রম করিতে পঞ্চ বিংশতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময়েই কুশীনারাস্থ শালবন উদ্যানে প্রবেশ করেন। "অহো রোগ সমস্ত শক্তিই ধ্বংস করে," ইহা প্রকাশ করিতে সর্ব্বলোকের সংবেগ কর বাক্য বলিলেন, "আনন্দ! আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।" ভগবান্ কেন মহোৎসাহের সহিত কুশীনারায় আগমন করিলেন? অন্যত্র কি পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না? পরিনিব্বান যেখানে সেখানে লাভ করা যাইত বটে, কিন্তু কুশীনারায় না আসিলে প্রথমতঃ মহাসুদর্শন সূত্র দেশনার কারণ ঘটিত না। দ্বিতীয়তঃ সুভদ্র পরিব্রাজক ভগবানের দর্শন পাইতেন না, সুতরাং তাঁহার মুক্তি হইত না, যেহেতু সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধ বিনীত, অন্যে তাঁহার সংশয় দূর করিতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ ভগবানের দেহাবশেষের জন্য সমাগত রাজাদের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া রক্তের স্রোত বহিত। কুশীনারায় ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হওয়ায় দ্রোণব্রাহ্মণ সমাগত রাজাদিগকে বুঝাইয়া ধাতুসমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়ায়, রাজাদের বিবাদ মিমাংসা হইয়াছিল। এই তিন কারণে ভগবান্ মহোৎসাহের সহিত এখানে আসেন।

‡মঞ্চ—শালবন উদ্যানে মল্লরাজার শয়নমঞ্চ (খাট) ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। মঞ্চের শিয়রস্থলে একপঙ্‌ক্তি শালবৃক্ষ এবং পদস্থানে একপঙ্‌ক্তি শালবৃক্ষ ছিল। শিয়র স্থানের ও পদ স্থানের দুইটি শালতরুর মূল, বিটপ, পত্র পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। তদ্ধেতু যমক শালবৃক্ষ, বলিয়া কথিত হইয়াছে। + (পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১। ব, নিপজ্জিস্‌সামি।

পুপ্ফেহি। তে তথাগতস্স সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্স পূজায। দিব্বানিপি মন্দারবপুপ্ফানি অন্তলিক্খা পপতন্তি, তানি তথাগতস্স সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্স পূজায। দিব্বানিপি চন্দনচুণ্ণানি অন্তলিক্খা পপতন্তি, তানি তথাগতস্স সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্স পূজায। দিব্বানিপি তুরিযানি অন্তলিক্খে বজ্জেন্তি তথাগতস্স পূজায। দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্খে বত্তন্তি তথাগতস্স পূজায।

৫। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি:—সব্বফালিফুল্লা খো আনন্দ যমকসালা অকালপুপ্ফেহি, তে তথাগতস্স[১] সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝো-

---

অকাল পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া [তরুলতা সকল] পুষ্পময় হইল। সেই সমুদয় তথাগতের পূজার জন্য তথাগতের দেহোপরি পতিত হইতেছিল, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছিল। (তখন দশ সহস্র চক্রবালের সমস্ত তরুলতা পুষ্পিত হইয়া পুষ্পময় হইয়াছিল, মাটীভেদ করিয়া দণ্ড পুষ্প সকল উদ্গত হইয়াছিল, আকাশে আকাশ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, মহাসমুদ্র পঞ্চবর্ণ পদ্মে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।) তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ পতিত হইতেছিল। সেই সমুদয় তথাগতের দেহোপরি বিকীর্ণ হইতেছিল, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণসমূহ পতিত হইতে লাগিল, সেই সমুদয় তথাগতের পূজার জন্য তথাগতের শরীরে অবকীর্ণ হইতেছিল, বিকীর্ণ হইতেছিল, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছিল। তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় তূর্য্যনিনাদ হইতেছিল। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্যসঙ্গীত গীত হইতেছিল।

৫। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আনন্দ, যমক শালতরু (ও সমস্ত তরুলতা) অকালে পুষ্পিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ফুলময় হইয়াছে, তথাগতের পূজার জন্য

+শয়ন চতুর্বিধ, যথা—১, কামভোগী শয্যা—কামভোগী সত্ত্বগণ প্রায় বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সুতরাং বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন কামভোগী শয্যা। ২, প্রেত শয্যা—প্রেতগণ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বলিয়া একপার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্টকর হয়, তাহারা চিৎ হইয়া শয়ন করে, সুতরাং চিৎ হইয়া শয়ন প্রেত শয্যা নামে অভিহিত। ৩, সিংহ শয্যা—মৃগেন্দ্র কেশরী (সিংহ) সম্মুখের পদদ্বয় এক স্থানে, পশ্চাতের পদদ্বয় এক স্থানে এবং লেজ ও মস্তক যথাস্থানে স্থাপন করতঃ স্মৃতির সহিত দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। সারাদিন নিদ্রা যাইয়াও ত্রস্তভাবে জাগে না, অত্রস্তভাবে জাগ্রত হইয়া প্রথমে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক দেখে যে, লেজ ও পাগুলি যথাস্থানে আছে কিনা। যদি কিঞ্চিৎমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে মনে করে যে, ইহা আমার জাতির ও শৌর্য্যের উপযুক্ত হয় নাই। তখন পুনরায় পা প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। আর যথাস্থানে পা প্রভৃতি আছে দেখিতে পাইলে, তবে মনে করে ইহা আমার জাতির ও শৌর্য্যের উপযুক্ত হইয়াছে। তখন আনন্দের সহিত উঠিয়া বিজৃম্ভণ করতঃ কেশর রাশি ঝাড়িয়া তিনবার সিংহ গর্জ্জন করতঃ আহারাদির অন্বেষণে গমন করে। সেইরূপ স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া দক্ষিণপদের উপর বাম পদ ঈষৎ ব্যতিক্রমভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ হস্ততল মাথার নীচে রাখিয়া ও বাম হস্ত দেহের উপর লম্বমানভাবে স্থাপন করতঃ শয়ন করা এবং নিদ্রিতাবস্থায়ও ঠিক সেইভাবে থাকা সিংহ শয্যা (শ্রেষ্ঠ শয্যা) নামে উক্ত হইয়াছে। ৪, তথাগত শয্যা—অগ্রফল সম্প্রযুক্ত চতুর্থ ধ্যান মগ্ন হইয়া অবস্থান তথাগত শয্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
দিব্য সঙ্গীত ও ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন প্রভৃতি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১। সী, ই, তথাগতস্স।

কিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্‌স পূজায। দিব্বানিপি মন্দারবপুপ্‌ফানি অন্তলিক্‌খা পপতন্তি। তানি তথাগতস্‌স২ সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্‌স পূজায। দিব্বানিপি চন্দনচুণ্ণানি অন্তলিক্‌খা পপতন্তি, তানি তথাগতস্‌স সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি তথাগতস্‌স পূজায। দিব্বানিপি তুরিযানি অন্তলিক্‌খে বজ্জেন্তি তথাগতস্‌স পূজায। দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্‌খে বত্তন্তি তথাগতস্‌স্ পূজায।

৬। ন খো আনন্দ এত্তাবতা তথাগতো সক্কতো বা হোতি গরুকতো বা মানিতো বা পূজিতো বা অপচিতো বা। যো খো আনন্দ ভিক্‌খু বা ভিক্‌খুনী বা উপাসকো বা উপাসিকা বা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্নো বিহরতি সামীচিপ্পটিপন্নো অনুধম্মচারী, সো তথাগতং সক্করোতি গরুকরোতি মানেতি পূজেতি [অপচিযতি] পরমায পূজায। তস্মাতিহানন্দ ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্না বিহরিস্‌সাম সামীচিপ্পটিপন্না অনুধম্মচারিনোতি, এবং হি বো আনন্দ সিক্‌খিতব্বন্তি।

৭। তেন খো পন সমযেন আযস্মা উপবাণো ভগবতো পুরতো ঠিতো হোতি ভগবন্তং বীজমানো। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেতি১ ঃ—

তাহা তথাগতের শরীরের উপর অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্প সকল পতিত হইতেছে। তথাগতের পূজার নিমিত্ত সেই সমুদয় তথাগতের শরীরে অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণসমূহ পতিত হইতেছে, সেই সমুদয় তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার শরীরে অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছে। তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষে দিব্য তূর্য্য সকল বাজিতেছে। তথাগতের পূজা করিতে দিব্য সঙ্গীত সমূহ অন্তরীক্ষে গীত হইতেছে।

৬। আনন্দ, তথাগতের পূজার জন্য এত হইলেও তথাগতের প্রতি যথোপযুক্ত সৎকার করা হয় না, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, তাঁহার পূজা বা আরাধনা করা হয় না। আনন্দ, কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী অথবা উপাসক বা উপাসিকা ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অনুরূপ প্রতিপন্ন ও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার করিলে, সে-ই তথাগতের সৎকার করে, মানে এবং পরম পূজায় পূজা করে ও আরাধনা করে, (এইরূপ বলিতে হইবে)। অতএব আনন্দ, ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অনুরূপ প্রতিপন্ন হইয়াও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার করিব, এইরূপই আনন্দ, তোমরা শিক্ষা করিবে।

৭। সেই সময় আয়ুষ্মান উপবাণ* ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান উপবাণকে অপসারিত করিলেন, (বলিলেন যে,)

২। সী, তথাগতস্‌স।

[ ] লি, ই, ন দিস্‌সতে। ১। সী ই, অপসাদেসি। উপবাণ* সম্বন্ধে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অপেহি ভিক্‌খু। মা মে পুরতো অট্‌ঠাসীতি।

৮। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্‌স এতদহোসি ঃ—অযং খো আযস্মা উপবাণো দীঘরত্তং ভগবতো উপট্‌ঠাকো সন্তিকাবচরো সমীপচারী। অথ চ পন ভগবা পচ্ছিমে কালে আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেসি ঃ—অপেহি ভিক্‌খু, মা মে পুরতো অট্‌ঠাসীতি। কো নু খো হেতু কো পচ্চযো যং ভগবা আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেসি ঃ—অপেহি ভিক্‌খু, মা মে পুরতো অট্‌ঠাসীতি?

৯। অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ঃ—অযং ভন্তে আযস্মা উপবাণো দীঘরত্তং ভগবতো উপট্‌ঠাকো সন্তিকাবচরো সমীপচারী, অথ চ পন ভগবা পচ্ছিমে কালে আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেতি ঃ—অপেহি ভিক্‌খু, মা মে পুরতো অট্‌ঠাসীতি। কো নু খো ভন্তে হেতু কো পচ্চযো যং ভগবা আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেতি ঃ—অপেহি ভিক্‌খু, মা মে পুরতো অট্‌ঠাসীতি?

১০। যেভুয্যেন আনন্দ দসসু[১] লোকধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা তথাগতং দস্‌সনায। যাবতা আনন্দ কুসিনারা উপবত্তনং মল্লানং সালবনং সমন্ততো দ্বাদস-যোজনানি নত্থি সো পদেসো বালগ্‌গকোটিনিত্তুদন[২] মত্তোপি মহেসক্‌খাহি দেবতাহি অপ্‌ফুটো। দেবতা আনন্দ উজ্ঝাযন্তি দূরা চ বতম্‌হা[৩] আগতা তথাগতং

ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

৮। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, এই আয়ুষ্মান উপবাণ বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের আজ্ঞাকারী, সমীপচারী সেবক, অথচ ভগবান্ অন্তিম সময়ে আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, (বলিলেন যে) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না। ইহার হেতু কি? ইহার প্রত্যয় কি? যেহেতু ভগবান্ আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, (বলিলেন) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

৯। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ভন্তে, এই আয়ুষ্মান উপবাণ দীর্ঘদিন যাবৎ ভগবানের আজ্ঞাবহ সমীপচারী সেবক, অথচ, ভগবান্ অন্তিম সময়ে আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, (বলিলেন যে) ভিক্ষু অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না। ভন্তে, ইহার হেতু কি? ইহার প্রত্যয় কি? যেহেতু ভগবান্ আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, (বলিলেন) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

১০। হে আনন্দ, তথাগতকে দর্শনের জন্য দশ লোকধাতুর (কোটিশত সহস্র চক্রবালের) প্রায় দেবগণ (অসংজ্ঞ ও অরূপ দেবগণ ব্যতীত সমস্ত দেবগণ) সমাগত হইয়াছেন। আনন্দ, যাবৎ কুশীনারার উপবর্ত্তন মল্লরাজগণের শালবন এবং তাহার চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে কেশাগ্র প্রমাণ স্থানও নাই, যাহা মহা প্রতাপশালী দেবতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই। আনন্দ,

১। সী, লি, ই, দসসহস্‌সী। ২। সী, ই, নিত্তুদ্দন। ৩। সী, ই, দূরাবতম্‌হা।

দস্‌সনায! কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উপ্পজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, অজ্জেব১ রত্তিযা পচ্ছিমে যামে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি, অযঞ্চ মহেসক্‌খো ভিক্‌খু ভগবতো পুরতো ঠিতো ওবারেন্তো, ন মযং লভাম পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্‌সনাযাতি২।

১১। কথং ভুতা পন ভন্তে ভগবা দেবতা মনসি করোতীতি?

১২। সন্তানন্দ দেবতা আকাসে পথবীসঞ্ঞিনিযো, কেসে পকিরিয কন্দন্তি, বাহা পগ্‌গযহ্‌ কন্দন্তি ছিন্নপাতং৩ পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি৪ :—অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বাযিস্‌সতি, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বাযিস্‌সতি, অতিখিপ্পং চক্‌খুমা৫ লোকে অন্তরধাযিস্‌সতীতি।

১৩। সন্তানন্দ দেবতা পথবিযং পথবীসঞ্ঞিনিযো, কেসে পকিরিয কন্দন্তি, বাহা পগ্‌গযহ্‌ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি :—অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বাযিস্‌সতি, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বাযিস্‌সতি, অতিখিপ্পং চক্‌খুমা

দেবগণ অসন্তুষ্টি সহকারে বলিতেছেন:—"আমরা বহু দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। বহুকালের পর কদাচিৎ লোকে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বান হইবে। এই মহাশক্তিশালী ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকায়, আমরা অন্তিম সময়ে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না।"

১১। ভন্তে ভগবন্, দেবতা কিরূপ মনে করিতেছেন? (তাঁহারা আপনার পরিনিব্বান ইচ্ছা করিতেছেন?)

১২। আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞা (ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে স্থিত হইতে পারে মত স্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থিত) বহু দেবতা আছেন, তাঁহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতঃস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন—"অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি সত্বর চক্ষুষ্মান ত্রিলোক হইতে অন্তর্দ্ধান হইবেন।"

১৩। আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবীসংজ্ঞা (পৃথিবীতে স্থিত হইতে পারে মত ঋদ্ধিপ্রভাবে স্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থিত) বহু দেবতা আছেন। (সাধারণ মাটীতে দেবগণ স্থিত হইতে পারেন না, জলে মানুষ যেমন স্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ দেবগণও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া মাটীতে স্থিত হইতে পারেন না। মাটীতে দাঁড়াইতে হইলে তাঁহাদিগকে ঋদ্ধিপ্রভাবে স্থিত হইতে পারেন মত স্থান নির্ম্মাণ করিতে হয়) তাঁহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া রোদন করিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতঃস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন,—"অতি শীঘ্র তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি সত্বর সুগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি সহসা চক্ষুষ্মান

১। সী, ই, অজ্জ চ। ২। সী, ই, তথাগতং দস্‌সনাযাতি দেবতানন্দ উজ্ঝাযন্তীতি। ৩। সী, ই, ব, পপাতং
৪। সী, ই, আবট্টেন্তি বিবট্টেন্তি। ৫। সী, ই, চক্‌খুং।

লোকে অন্তরধাযিস্সতীতি।

১৪। যা পন তা দেবতা বীতরাগা, তা সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি ঃ—অনিচ্চা সঙ্খারা, তং কুতেত্থ লব্ভাতি ?

১৫। পুব্বে ভন্তে দিসাসু বস্সং বুত্থা১ ভিক্খূ আগচ্ছন্তি তথাগতং দস্সনায, তে মযং লভাম মনোভাবনীযে ভিক্খূ দস্সনায লভাম পযিরুপাসনায, ভগবতো পন মযং ভন্তে অচ্চযেন ন লভিস্সাম মনোভাবনীযে ভিক্খূ দস্সনায ন লভিস্সাম পযিরুপাসনাযাতি।

১৬। চত্তারিমানি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযানি সংবেজনীযানি ঠানানি। কতমানি চত্তারি ?

১৭। ইধ তথাগতো জাতোতি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং।

১৮। ইধ তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতি আনন্দ সদ্ধস্স-কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং।

ত্রিলোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন।"

১৪। যেই সমুদয় দেবতা বীতরাগ (অনাগামী ও অর্হৎ) তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজানভাবে শোক দমন করতঃ ভাবিতেছেন "সংস্কার মাত্রেই অনিত্য, তাহার অন্যথা কিরূপে ঘটিবে" (উদয় শীলবস্তু মাত্রেই ধ্বংসমুখী।

১৫। ভন্তে, পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ নানাস্থানে বর্ষা যাপন করতঃ বর্ষান্তে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিতেন। আমরা সেই মহানুভাব (ভাবিত, বর্দ্ধিত মন) ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ করিতাম, তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিতাম ও সাদরে পরিচর্য্যাদি করিতে পারিতাম। ভন্তে, ভগবানের পরিনিব্বানের পর আমাদের মহানুভাব ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ ঘটিবে না, সান্নিধ্য লাভও ঘটিবে না তাঁহাদের পরিচর্য্যাদিও করিতে পারিব না।

১৬। আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান্ কুলপুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়। কোন চারিটি স্থান ?

১৭। "এই স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" এই বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ কুলপুত্রগণের তাহা দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়। (যেই স্থানে গিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা বলিতে পারে যে, এই স্থানেই তথাগত জন্মিয়াছিলেন।) আনন্দ, সেই লুম্বিনী উদ্যান শ্রদ্ধাবান্দের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়।

১৮। (যে স্থানে গিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা বলিতে পারে যে) "এই স্থানেই তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আনন্দ, সেই বুদ্ধগয়াস্থ বোধিমণ্ডপ শ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়।

১। সী, অ, পুব্বেভন্তে বস্সংদিসাসু বুত্থা।

তথাগতের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও দেব ব্রহ্মাগণের অর্চ্চনা।

১৯। ইধ তথাগতেন অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতন্তি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং।

২০। ইধ তথাগতো অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বুতোতি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং। ইমানি খো আনন্দ চত্তারি সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযানি সংবেজনীযানি ঠানানি।

২১। আগমিস্সন্তি খো আনন্দ সদ্ধা ভিক্খূ ভিক্খুনিযো উপাসকা উপাসিকাযো, ইধ তথাগতো জাতোতিপি, ইধ তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতিপি, ইধ তথাগতেন অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতন্তিপি, ইধ তথাগতো অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বুতোতিপি।

২২। যেহি কেচি আনন্দ চেতিযচারিকং আহিণ্ডন্তা পসন্নচিত্তা কালং করিস্সন্তি, সব্বে তে কাযস্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জিস্সন্তীতি।

২৩। কথং মযং ভন্তে মাতুগামে পটিপজ্জামাতি? অদস্সনং আনন্দাতি। দস্সনে ভগবা সতি কথং পটিপজ্জিতব্বন্তি? অনালাপো আনন্দাতি। আলপন্তেন পন ভন্তে কথং পটিপজ্জিতব্বন্তি? সতি আনন্দ উপট্ঠাপেতব্বন্তি।+

১৯। (যে স্থানে গিয়া বলিতে পারে যে) "এইখানেই তথাগত অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন" সেই (ঋষিপতন মৃগদায়, বর্ত্তমান নাম সারনাথ) স্থান শ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়।

২০। (যেখানে গিয়া বলিতে পারা যায় যে) "এই স্থানেই তথাগত অনুপাদিশেষ নিব্বান লাভ করিয়াছেন।" সেই (কুশীনারার উপবর্ত্তন মল্লরাজাদের শালবন) স্থান শ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়। আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান্‌দের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় স্থান।

২১। আনন্দ, এইস্থানে তথাগত জন্মিয়াছিলেন, এইস্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, এইস্থানে তথাগত অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এবং এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নিব্বানধাতুতে পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণ আগমন করিবে।

২২। আনন্দ, যাঁহারা এই সকল পুণ্যক্ষেত্র ভ্রমণকালে প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহারা সকলেই কায় ভেদ মরণের পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

২৩। ভন্তে, আমরা মাতৃগ্রাম—মায়ের জাতির (স্ত্রী জাতির) সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব? আনন্দ, অদর্শন (কর্ত্তব্য)। ভন্তে, দর্শন হইলে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? আনন্দ, অনালাপ (কর্ত্তব্য)। ভন্তে, তাঁহারা আলাপ করিলে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? আনন্দ, স্মৃতি উপস্থিত রাখা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ স্বীয় মাতা, ভগ্নী বা কন্যা বলিয়া চিত্তোৎপাদন করা কর্ত্তব্য। +

+পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৪। কথং মযং ভন্তে তথাগতস্‌স সরীরে পটিপজ্জামাতি? অব্যাবটা তুম্‌হে আনন্দ হোথ তথাগতস্‌স শরীর পূজায। ইঙ্ঘ তুম্‌হে আনন্দ সদত্থে ঘটথ, সদত্থ-মনুযুঞ্জথ, সদত্থে[১] অপ্পমত্তা আতাপিনো পহিতত্তা বিহরথ। সন্তানন্দ খত্তিয-পণ্ডিতাপি ব্রাহ্মণপণ্ডিতাপি গহপতিপণ্ডিতাপি তথাগতে অভিপ্পসন্না, তে তথা-গতস্‌স সরীর পূজং করিস্‌সন্তীতি।

২৫। কথং পন ভন্তে তথাগতস্‌স সরীরে পটিপজ্জিতব্বন্তি? যথা খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরে পটিপজ্জন্তি এবং তথাগতস্‌স সরীরে পটিপজ্জিতব্বন্তি। কথং পন ভন্তে রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরে পটিপজ্জন্তি?

২৬। রঞ্‌ঞো আনন্দ চক্কবত্তিস্‌স সরীরং অহতেন বত্থেন বেঠেন্তি, অহতেন বত্থেন বেঠেত্বা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেন্তি, বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেত্বা অহতেন[২] বত্থেন বেঠেন্তি। এতেনুপাযেন পঞ্চহি যুগসতেহি রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরং[৩] বেঠেত্বা আযসায[৪] তেলদোণিযা পক্‌খিপিত্বা অঞ্‌ঞিস্‌সা আযসায* দোণিযা পটিকুজ্জিত্বা[৫] সব্বগন্ধানং চিতকং করিত্বা রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরং ঝাপেন্তি, চাতুমহাপথে রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স থূপং করোন্তি। এবং খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরে পটিপজ্জন্তি। যথা খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্‌স সরীরে

২৪। ভন্তে, আমরা তথাগতের দেহপূজা (সংকার) কিরূপে করিব? আনন্দ, তথাগতের দেহ-পূজার (সংকারের) জন্য তোমরা ব্যস্ত হইও না। আনন্দ অরহত্ব লাভের জন্য তোমরা চেষ্টা কর। অরহত্ব লাভের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠ হও। নিব্বানের জন্য অপ্রমত্ত, বীর্য্যবান এবং তদ্‌গত চিত্ত হইয়া বিহরণ কর। হে আনন্দ, বিজ্ঞক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতিগণ তথাগতের প্রতি অভিপ্রসন্ন আছে। তাহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবে।

২৫। ভন্তে, তথাগতের শরীর পূজা কিরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য? আনন্দ, রাজ-চক্রবর্ত্তীর দেহকে যেরূপ করা হয়, তথাগতের শরীরকেও সেরূপ করা কর্ত্তব্য। ভন্তে, রাজ-চক্রবর্ত্তীর দেহকে কিরূপ করা হয়?

২৬। আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ, প্রথম সরু নূতন বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে। নূতন সরু বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ তৎপর সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিয়া পুনঃ নূতন সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে। এইরূপে পঞ্চ শত যুগ্ম বার উভয় বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে। তৎপর স্বর্ণময় তৈলাধারে তাহা স্থাপন করতঃ অপর স্বর্ণময়* আধার দ্বারা তাহা আবৃত করে এবং সকল জাতীয় সুগন্ধ সামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করতঃ রাজচক্রবর্ত্তীর মৃত দেহ দগ্ধ করা হয়। চারি মহাপথের মিলন স্থানে রাজচক্রবর্ত্তীর স্তূপ রচনা করে। আনন্দ, এইরূপেই রাজ চক্রবর্ত্তীর দেহ-সংকার হইয়া থাকে। আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ-সংকার যে ভাবে করা

১। ব, ইঙ্ঘ তুম্‌হে আনন্দ সারত্থে অনুযুঞ্জথ, সারত্থে। আযসাযতি সোবণ্ণায। সোবণ্ণম্‌হি ইধ আযসন্তি অধিপ্পেতং।
২। ব, বিহতেন। ৩। ব, সরীরে। ৪। সী, ই, অযসায। ৫। সী, পটিকুজ্জেত্বা।

পটিপজ্জন্তি এবং তথাগতস্‌স সরীরে পটিপজ্জিতব্বং। চতুমহাপথে তথাগতস্‌স থূপো কাতব্বো। তত্থ যে মালং বা গন্ধং বা চুন্নকং[১] বা আরোপেস্‌সন্তি বা অভিবাদেস্‌সন্তি বা, চিত্তং বা পসাদেস্‌সন্তি, তেসন্তং ভবিস্‌সতি দীঘরত্তং হিতায সুখাযাতি।

২৭। চত্তারোমে আনন্দ থূপারহা। কতমে চত্তারো? তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো, পচ্চেকসম্বুদ্ধো[২] থূপারহো, তথাগতস্‌স[৩] সাবকো থূপারহো রাজা চক্কবত্তী[৪] থূপারহোতি।

২৮। কিঞ্চানন্দ[৫] অত্থবসং পটিচ্চ তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো? অযং তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স থূপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেন্তি, তে তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্‌গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং খো আনন্দ অত্থবসং পটিচ্চ তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো।

২৯। কিঞ্চানন্দ অত্থবসং পটিচ্চ পচ্চেকসম্বুদ্ধো থূপারহো? অযং তস্‌স ভগবতো পচ্চেকসম্বুদ্ধস্‌স থূপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেন্তি,[৬] তে তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্‌গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং খো আনন্দ অত্থবসং পটিচ্চ পচ্চেকসম্বুদ্ধো থূপারহো।

হয়, তথাগতের শরীর সৎকার ও সেইরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য। চারি মহাপথের মিলন স্থানে তথাগতের স্তূপ রচনা করা বিধেয়। যাহারা সেই স্তূপে মালা, সুগন্ধি বা সুগন্ধি চূর্ণ অর্পণ করিবে বা অভিবাদন করিবে বা তদ্দর্শনে চিত্ত প্রসন্ন করিবে, সেই কার্য্য তাহাদিগের বহুকালের জন্য হিতকর ও সুখকর হইবে।

২৭। আনন্দ, এই চারি ব্যক্তিই স্তূপ যোগ্য। কোন্ চারি ব্যক্তি? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য, প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য, তথাগতের শ্রাবক (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ) স্তূপ যোগ্য, রাজ চক্রবর্ত্তী স্তূপ যোগ্য।

২৮। আনন্দ, কোন্ কারণে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, "ইহা সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের স্তূপ" বলিয়া (তাহা দর্শনে) বহু জন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায়ভেদ মরণান্তে সুগতি, স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য (এই অর্থ বশে) হে আনন্দ, তথাগত অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য।

২৯। হে আনন্দ, কোন কারণে প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, ইহা সেই ভগবান্ প্রত্যেকসম্বুদ্ধের স্তূপ বলিয়া (তাঁহা দর্শনে) বহু জন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায় ভেদ মরণান্তে সুগতি, স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত হে আনন্দ, প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য।

১। সী, ই, বন্নকং। ২। সী, ই, পচ্চেক বুদ্ধো। ৩। সী, তথাগত। ৪। সী, চক্কবত্তি।
৫। সী, কতমানন্দ,। ই, কতমঞ্চানন্দ। ৬। সী, ই, বহুজনো চিত্তং পসাদেতি।

৩০। কিঞ্চানন্দ অত্থবসং পটিচ্চ তথাগতস্‌স সাবকো থূপারহো? অযং তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স সাবকস্‌স[১] থূপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেন্তি। তে তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্‌গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং খো আনন্দ অত্থবসং পটিচ্চ তথাগতস্‌স সাবকো থূপারহো।

৩১। কিঞ্চানন্দ অত্থবসং পটিচ্চ রাজা চক্কবত্তী থূপারহো? অযং ধম্মিকস্‌স ধম্মরঞ্‌ঞো থূপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেন্তি, তে তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্‌গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং খো আনন্দ অত্থবসং পটিচ্চ রাজা চক্কবত্তী থূপারহো। ইমে খো আনন্দ চত্তারো থূপারহাতি।

৩২। অথ খো আযস্মা আনন্দো বিহারং পবিসিত্বা কপিসীসং † আলম্বিত্বা[২] রোদমানো অট্‌ঠাসি:—অহঞ্চ বতম্‌হি সেখো সকরণীযো, সত্থু চ মে পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি যো মমং[৩] অনুকম্পকোতি।

৩০। হে আনন্দ, কোন্ কারণে তথাগতের শ্রাবক স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, ইহা সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবকের স্তূপ বলিয়া (তদ্দর্শনে) বহুজন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায় ভেদ মরণান্তে সুগতি, স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই হে আনন্দ, তথাগতের শ্রাবক স্তূপ যোগ্য।†

৩১। আনন্দ, কোন্ কারণে, রাজচক্রবর্ত্তী স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, "ইহা সেই ধার্ম্মিক ধর্ম্ম রাজার স্তূপ" বলিয়া (সেই স্তূপ দর্শনে) বহুজন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় (সেই স্তূপ দর্শনে) চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায়ভেদ মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। এই জন্য হে আনন্দ, রাজা চক্রবর্ত্তী স্তূপ যোগ্য। আনন্দ, এই চারি ব্যক্তিই (চারি শ্রেণীর লোকই) স্তূপ যোগ্য।+

৩২। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ বিহারে * (ভিক্ষুদের বৈঠকখানায়) প্রবেশ করিয়া দ্বারবাহপ্রান্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ † অবলম্বন করতঃ দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ×—"আমি এখনও সেখ (শিক্ষার্থী), সকরণীয় (সকাম) ভাবে রহিয়াছি, যিনি আমার প্রতি অনুকম্পাশীল, আমার সেই শাস্তার ও পরিনিব্বান হইবে"।

---

† শীলবান পুথুজ্জন ভিক্ষুও পরিনিব্বুত ভিক্ষুর ন্যায় সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য, কিন্তু স্তূপ যোগ্য নহেন। শীলবানদের স্তূপ নির্ম্মিত হইলে সিলোন, ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রতিরূপ দেশে স্তূপের জন্য স্থান থাকিত না।

+ রাজা চক্রবর্ত্তী পৃথিবীর মধ্যে এককালে একজন মাত্র হইয়া থাকেন বলিয়া তিনি কামভোগী হইলেও স্তূপ যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিতেছেন।

× উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ বুঝিলেন যে অদ্য ভগবান্ নিশ্চয় পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। তখন শোক বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভগবানের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

*বিহার এস্থলে ভিক্ষুদের বৈঠকখানা, মণ্ডলমাল। † কপিসীসং—দ্বারবাহ প্রান্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ বিশেষ। পূর্ব্বকালে দরজার অর্গল বানরের মস্তক সদৃশ ছিল বলিয়া উহার নাম কপিসীস। বর্ত্তমানে কেহ কেহ বাঁদরা ও বলে।

১। সী, ই, সাবক। ২। ব, আলম্বেত্বা। ৩। ব, মম।

৩৩। অথ খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি ঃ—কহন্নু খো ভিক্‌খবে আনন্দোতি? এসো ভন্তে আযস্মা আনন্দো বিহারং পবিসিত্বা কপিসীসং আলম্বিত্বা রোদ-মানো ঠিতো ঃ—অহঞ্চ বতম্‌হি সেখো সকরণীযো, সত্থু চ মে পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি যো মমং অনুকম্পকোতি।

৩৪। অথ খো ভগবা অঞ্‌ঞতরং ভিক্‌খুং আমন্তেসি ঃ—এহি ত্বং ভিক্‌খু, মম বচনেন আনন্দং আমন্তেহি ঃ—সত্থা তং আবুসো আনন্দ আমন্তেতীতি। এবম্ভন্তেতি খো সো ভিক্‌খু ভগবতো পটিস্‌সুত্বা যেনাযস্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ ঃ—সত্থা তং আবুসো আনন্দ আমন্তেতীতি। এবমাবুসোতি খো আযস্মা আনন্দো তস্‌স ভিক্‌খুনো পটিস্‌সুত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা, ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি।

৩৫। একমন্তং নিসিন্নং খো আযস্মন্তং আনন্দং ভগবা এতদবোচ ঃ—অলং আনন্দ মা সোচি মা পরিদেবি। ননু এতং আনন্দ মযা পটিকচ্চেব অক্‌খাতং, সব্বেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্‌ঞথাভাবো। তং কুতেত্থ আনন্দ লব্ভা? যন্তং জাতং ভূতং সঙ্খতং পলোকধম্মং, তং বত [তথা-গতস্‌সাপি সরীরং][১], মাপলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি। দীঘরত্তং খো তে আনন্দ

৩৩। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—ভিক্ষুগণ, আনন্দ কোথায়? [ভিক্ষুদের মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর হইল] এই ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ মণ্ডল মালে [ভিক্ষুদের বৈঠকখানায়] প্রবেশ করিয়া দ্বারবাহপ্রান্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ অবলম্বন করতঃ দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন—"আমি এখনও সেখ, সকরণীয় ভাবে রহিয়াছি, যিনি আমার প্রতি অনুকম্পাশীল, আমার সেই শাস্তার ও পরিনির্ব্বান হইবে"।

৩৪। অতঃপর ভগবান্ জনৈক ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভিক্ষু, তুমি এদিকে এস, আমার বাক্যে আনন্দকে আহ্বান কর, গিয়া বল, বন্ধো আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। "সাধু ভন্তে" বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করতঃ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়া বলিলেন,—বন্ধো আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। "সাধু বন্ধো" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুর বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন, এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

৩৫। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান্ এইরূপ বলিলেন ;—অনর্থক আনন্দ, শোক করিওনা, বিলাপ করিওনা। আনন্দ, এরূপ কি আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বলা হয় নাই যে, সকল প্রিয়ও আদরণীয় জন হইতে বিনাভাব, নানাভাব, অন্যথাভাব (পৃথক) হইতে হইবে? [মাতাপিতা প্রভৃতি সুহৃদ জন হইতে পৃথক হইতে হইবে, মরণে তাঁহাদের সহিত পরিত্যক্ত সম্পর্ক হইতেই হইবে, ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যথা ভাব (বিরুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত) হইতেই

[ ] ১। সী, ই, নত্থিস্‌সতে।

তথাগতো পচ্চুপট্ঠিতো মেত্তেন কাযকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বযেন অপ্পমাণেন, মেত্তেন বচীকম্মেন.........মেত্তেন মনোকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বযেন অপ্পমাণেন। কতপুঞ্ঞোসি ত্বং আনন্দ পধানমনুযুঞ্জ, খিপ্পং হোহিসি, অনাসবোতি।

৩৬। অথ খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি:—যেপি তে ভিক্খবে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমাযেব২ উপট্ঠাকা অহেসুং সেয্যথাপি মযহ্ং আনন্দো? যেপি তে ভিক্খবে ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমাযেব উপট্ঠাকা ভবিস্সন্তি সেয্যথাপি মযহ্ং আনন্দো।

৩৭। পণ্ডিতো৩ ভিক্খবে আনন্দো [মেধাবী ভিক্খবে আনন্দো] জানাতি অযং কালো তথাগতং দস্সনায উপসঙ্কমিতুং ভিক্খূনং, অযং কালো ভিক্খুনীনং, অযং কালো উপাসকানং, অযং কালো উপাসিকানং, অযং কালো রঞ্ঞো রাজমহামত্তানং তিত্থিযানং তিত্থিযসাবকানন্তি।

হইবে।] আনন্দ, সেই হেতু এখানে তাহার অন্যথা কিরূপে ঘটিবে? [তদ্ধেতু দশ পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলেও, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেও, যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেও, সশরীরে দেবলোকে গিয়া অবতরণ করিলেও] তথাগতের জাত, ভূত, সংস্কৃত, নশ্বর শরীর বিনষ্ট না হউক এরূপ কারণ (অবস্থা) কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

হে আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল তথাগতের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রীতির সহিত সম্মুখে ও পরোক্ষ দ্বিধা না করিয়া অপ্রমাণ মৈত্রী চিত্তে অপ্রমাণ কায়িক পরিচর্য্যা করিয়াছ............বাচনিক পরিচর্য্যা করিয়াছ........ মানসিক পরিচর্য্যা করিয়াছ (অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করতঃ নির্জ্জনে বসিয়া শাস্তা অরোগ হউন, অব্যাপদ হউন, সুখী হউন ইত্যাদি ও ভাবনা করিয়াছ)। আনন্দ, তুমি কৃত পুণ্যাত্মা (কল্প শতসহস্র কাল ব্যাপী অভিনীহার সম্পন্ন) তীব্র সাধন কর, অচিরেই অনাস্রব (অর্হৎ) হইবে। (মাদৃশ বুদ্ধের পরিচর্য্যা নিষ্ফল হইবে না)।

৩৬। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,:—হে ভিক্ষুগণ, অতীত কালে যে সমুদয় অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ভগবদ্গণের এইরূপ এক একজন সেবক ছিল, যেমন আমার আনন্দ। ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন সেই ভগবদ্গণেরও এইরূপ এক একজন সেবক থাকিবে, যেমন আমার আনন্দ।

৩৭। ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, আনন্দ মেধাবী। আনন্দ জানে যে, এই সময় তথাগত দর্শনে উপস্থিত হইবার ভিক্ষুদের পক্ষে উপযুক্ত, এই সময় ভিক্ষুণিগণের, এই সময় উপাসকগণের, এই সময় উপাসিকাগণের, এই সময় রাজা ও রাজামাত্যগণের এই সময় তৈর্থেয় ও তৈর্থিক-শ্রাবকগণের পক্ষে তথাগত দর্শনের উপযুক্ত সময়।

[ ] সী. ই, নদিস্সতে। ১। সী, ই, অহোসি। ২। ব, এতপ্পরমা যেব। ৩। সী, ই, পণ্ডিতো খো।

ভগবানের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন

৩৮। চত্তারোমে ভিক্খবে অচ্ছরিযা অব্ভুতা ধম্মা আনন্দে। কতমে চত্তারো? সচে ভিক্খবে ভিক্খুপরিসা আনন্দং দস্সনায উপসঙ্কমতি, দস্সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসিতেনপি সা অত্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্খবে ভিক্খুপরিসা হোতি অথ খো[১] আনন্দো তুণ্হী হোতি। সচে ভিক্খবে ভিক্খুনীপরিসা.........উপাসকপরিসা.........উপাসিকাপরিসা[২] আনন্দং দস্সনায উপসঙ্কমতি, দস্সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসিতেনপি সা অত্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্খবে উপাসিকা-পরিসা হোতি অথ খো আনন্দো তুণ্হী হোতি। ইমে খো ভিক্খবে চত্তারো অচ্ছরিযা অব্ভুতা ধম্মা আনন্দে।

৩৯। চত্তারোমে ভিক্খবে অচ্ছরিযা অব্ভুতা ধম্মা রঞ্ঞে চক্কবত্তিম্হি। [কতমে চত্তারো][৩] ? সচে ভিক্খবে খত্তিযপরিসা রাজানং চক্কবত্তিং দস্সনায

৩৮। ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে! সেই চারিটি গুণ কি কি? ভিক্ষুগণ, (আনন্দের প্রশংসার কথা, গুণ ব্যাখ্যা শুনিয়া) যদি ভিক্ষু পরিষদ তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করে, তবে আনন্দকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়, তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্মভাষণ +(ধম্মানুমোদিত আলাপ) করে, তবে তাহার বাক্য শ্রবণেই তাহারা প্রীত হয়। তাহাকে দর্শনে, তাহার বাক্য শ্রবণে ভিক্ষুদের সাধ মিঠে না, যত দেখে, তত দেখিতে ইচ্ছা হয়, যত আনন্দের কণ্ঠস্বর শোনে ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। যদি ভিক্ষুণী-পরিষদ............উপাসক-পরিষদ............ উপাসিকা-পরিষদ আনন্দকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্ম ভাষণ (ধর্ম্ম সঙ্গত আলাপন) করে, তবে আলাপেও তাহারা প্রীত হয়। ভিক্ষুগণ, তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে।

৩৯। ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্ত্তীতে এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। সেই চারি গুণ [ধর্ম্ম] কি কি? ভিক্ষুগণ, [রাজ চক্রবর্ত্তীর গুণ ব্যাখ্যা শুনিয়া] যদি ক্ষত্রিয়-পরিষদ রাজ-

+ধর্ম্ম ভাষণ :—ভিক্ষুদের সঙ্গে বন্ধুগণ, আপনারা সুখে আছেন ত? খাওয়া দাওয়ায় কোন কষ্ট নাই ত? জ্ঞান-পূর্ব্বক মনোযোগের সহিত যোগানুষ্ঠান করেন ত? আচার্য্য উপধ্যায়গণের সেবাশুশ্রূষাদি কর্ম্ম সম্পাদন করেন ত? ইত্যাদি স্বাগত সম্ভাষণ ভিক্ষুদের সহিত করণীয়। ভিক্ষুনীদের সঙ্গে স্বাগত সম্ভাষণ—ভগ্নিগণ, অষ্ট মহাধর্ম্ম (অট্ঠগরু ধম্মে) সমাদান পূর্ব্বক চলেন ত? ইত্যাদি। উপাসক উপাসিকাদের সঙ্গে—উপাসক উপাসিকাগণ, আপনারা ত্রিশরণে স্থিত আছেন ত? নিয়ত পঞ্চশীল প্রতিপালন করেন ত? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করাই ভিক্ষুদের কর্ত্তব্য। ভাল আছেন ত? পুত্রকন্যা কেমন আছে? এইরূপ সম্ভাষণ দায়কদায়িকার সহিত ভিক্ষুর করা উচিত নহে।

১। সী, ই, অথ। ২। ব, উপাসিক পরিসা। ৩। সী, ই, চত্তারো চক্কবত্তিম্হি।

উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে রাজা চক্কবত্তী ভাসতি+ ভাসিতেনপি সা অত্তমনা হোতি অতিত্তাব ভিক্‌খবে খত্তিযপরিসা হোতি, অথ খো রাজা চক্কবত্তী তুণ্‌হী হোতি। সচে ভিক্‌খবে ব্রাহ্মণপরিসা……গহপতিপরিসা…… সমণপরিসা, রাজানং চক্কবত্তিং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে রাজা চক্কবত্তী ভাসতি ভাসিতেনপি সা, অত্তমনা হোতি অতিত্তাব ভিক্‌খবে সমণপরিসা হোতি, অথ খো রাজা চক্কবত্তী তুণ্‌হী হোতীতি।

৪০। এবমেব খো ভিক্‌খবে চত্তারোমে অচ্ছরিযা অব্ভুতা ধম্মা আনন্দে। সচে ভিক্‌খবে ভিক্‌খুপরিসা আনন্দং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি, ভাসিতেনপি সা অত্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্‌খবে ভিক্‌খুপরিসা হোতি, অথ খো আনন্দো তুণ্‌হী হোতি। সচে ভিক্‌খুনীপরিসা……উপাসকপরিসা……উপাসিকাপরিসা আনন্দং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অত্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসি-

---

চক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাকে দর্শনেই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি রাজচক্রবর্ত্তী স্বাগত সম্ভাষণ+ করেন, তবে তাঁহার ভাষণেই আনন্দিত হয়। দর্শনে বা শ্রবণে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই রাজচক্রবর্ত্তী নীরবতা অবলম্বন করেন। যদি ব্রাহ্মণ-পরিষদ………গৃহপতি-পরিষদ………শ্রমণ-পরিষদ রাজচক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয় তবে তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি রাজচক্রবর্ত্তী স্বাগত সম্ভাষণ করেন, তবে তাহার ভাষণেই আনন্দিত হয়। তাঁহাকে দর্শনে এবং তাঁহার বাক্য সুধা পানে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থায় রাজচক্রবর্ত্তী নীরবতা অবলম্বন করেন।

৪০। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ আনন্দে ও চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু পরিষদ………ভিক্ষুণী-পরিষদ………উপসক-পরিষদ………উপাসিকা-পরিষদ আনন্দকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে দর্শনেই তাহারা প্রীত হয়, তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্ম সঙ্গত আলাপন

+রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দের (রাজাদের) সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিতেন যে,—তাতগণ, দশরাজ ধর্ম্ম (দান, শীল, পরিত্যাগ, আর্জব, মার্দব, অক্রোধ, অহিংসা, তপঃ, ক্ষান্তি, অবিরোধ) পালন করেন ত? রাজকুলের পূর্ব্বরীতিনীতি রক্ষিত হইতেছে ত? ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে—আচার্য্যগণ, আপনারা ভালমতে মন্ত্র শিক্ষা দিতেছেন ত? শিষ্যেরা উৎসাহ সহকারে মন্ত্র শিক্ষা করিতেছেন ত? ইত্যাদি। গৃহপতিদের সঙ্গে—তাতগণ, তোমরা দণ্ড, ভেট কর, প্রভৃতিতে রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছ না ত? কালোপযোগী বৃষ্টি বর্ষিত হয় ত? শস্যাদি ভালমতে উৎপন্ন হইতেছে ত?

দশরাজ ধর্ম্ম যথা—দানং শীলং পরিচ্চাগং অজ্জবং মদ্দবং তপং,
অক্কোধং অবিহিংসঞ্চ খন্তীচ অবিরোধনং।

+শ্রমণদের সঙ্গে—ভন্তে, প্রব্রজিত উপকরণসমূহ সুলভ ত? শ্রমণ ধর্ম্মে অপ্রমত্ত আছেন ত? ইত্যাদি রূপ রাজচক্রবর্ত্তী সম্ভাষণ করিতেন।

১। সী, ই, ভাসিতেন পিসস।

তেনাপি সা অত্তমনা হোতি অতিত্তাব ভিক্‌খবে উপাসিকাপরিসা হোতি, অথ খো আনন্দো তুণ্‌হী হোতি। ইমে খে ভিক্‌খবে চত্তারো অচ্ছরিযা অব্ভুতা ধম্মা আনন্দেতি।

৪১। এবং বুত্তে আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচঃ—মা ভন্তে ভগবা ইমস্মিং কুড্ড১ নগরকে উজ্জঙ্গলনগরকে সাখানগরকে পরিনিব্বাযী২ সন্তি৩ ভন্তে অঞ্ঞানি, মহানগরানি সেয্যথিদংঃ—চম্পা, রাজগহং, সাবত্থী, সাকেতং, কোসম্বী, বারাণসী, এত্থ ভগবা পরিনিব্বাতু৪ এত্থ বহূ খত্তিযমহাসালা + ব্রাহ্মণ-মহাসালা গহপতিমহাসালা তথাগতে অভিপ্পসন্না, তে তথাগতস্‌স সরীরপূজং করিসস্‌সন্তীতি।

৪২। মাহেবং আনন্দ অবচ, মাহেবং আনন্দ অবচ, কুড্ডনগরকং সাখানগরকন্তি। ভূতপুব্বং আনন্দ রাজা মহাসুদস্‌সনো নাম অহোসি চক্কবত্তী ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরন্তো বিজিতাবী জনপদত্থাবরিযপ্পত্তো সত্তরতনসমন্না-

---

করে, তবে তাহার বাক্যসুধা পানেও আনন্দিত হইয়া থাকে। তাহাকে দর্শনে ও তাহার বাক্যসুধা পানে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। ভিক্ষুগণ, আনন্দের নিকট এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত ধর্ম্ম (গুণ) বিদ্যমান আছে।

৪১। এইরূপ উক্ত হইলে পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিবেদন করিলেন—ভন্তে ভগবন্, এই ক্ষুদ্র, বিষম, শাখানগরে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন না। ভন্তে, অন্য বহু মহানগর আছেঃ—যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা) কৌশাম্বী বারাণসী ইহাদের মধ্যে যে কোন স্থানে ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হউন। এ সকল স্থানে বহু ক্ষত্রিয়মহাশাল+ ব্রাহ্মণমহাশাল ও গৃহপতিমহাশাল তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

৪২। হে আনন্দ, এরূপ বলিও না। হে আনন্দ, এরূপ বলিওনা যে, এ নগর ক্ষুদ্র, বিষম (জঙ্গল পূর্ণ) ও শাখানগর মাত্র। (আনন্দ আমি এই নগরের বিষয় প্রকাশ করিতেই অনেকবার বিশ্রাম করিয়া মহোৎসাহ সহকারে এবং মহাপরাক্রমের সহিত এখানে আসিয়াছি"

+ক্ষত্রিয়মহাশাল—ক্ষত্রিয়মহাসারপ্রাপ্ত, মহাক্ষত্রিয়, যাঁহাদের কোটি শতসহস্র ধন নিধারিত আছে, এবং দৈনিক ব্যয় এক শকট কহাপন ও সন্ধ্যার সময় দুই শকট কহাপন আয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মহাশাল—ব্রাহ্মণমহাসারপ্রাপ্ত, মহাব্রাহ্মণ; যাঁহাদের অশীতিকোটি সংখ্যক ধন নিহিত, দৈনিক ব্যয় এক কুম্ভ সংখ্যক এবং সন্ধ্যায় এক শকট পরিমাণ ধন আয় হইয়া থাকে। গৃহপতিমহাশাল—গৃহপতি মহাসারপ্রাপ্ত, মহাগৃহপতি। যাঁহাদের চল্লিশকোটি ধন নিহিত, দৈনিক ব্যয় পঞ্চম্বন কহাপন, প্রতি সন্ধ্যায় কুম্ভ পরিমাণ ধন আয় হইয়া থাকে

১। ব, খুদ্দক। ২। সী, লি, ই, পরিনিব্বাযতু। ৩। ই, সন্তিহি। ৪। সী, ই, পরিনিব্বাযতু।

গতো। রঞ্ঞো আনন্দ মহাসুদস্সনস্স অযং কুসিনারা কুসাবতী নাম রাজধানী অহোসি, পুরত্থিমেন চ পচ্ছিমেন চ দ্বাদসযোজনানি আযামেন, উত্তরেন চ দক্খিণেন চ সত্তযোজনানি বিত্থারেন, কুসাবতী আনন্দ রাজধানী ইদ্ধা চেব অহোসি ফীতা চ বহুজনা চ আকিন্নমনুস্সা চ সুভিক্খা চ, সেয্যথাপি আনন্দ দেবানং আলকমন্দা নাম রাজধানী ইদ্ধা চেব ফীতা চ বহুজনা চ আকিন্নযক্খা চ সুভিক্খা চ, এবমেব খো আনন্দ কুসাবতী রাজধানী ইদ্ধা চেব অহোসি ফীতা চ বহুজনা চ আকিন্নমনুস্সা চ সুভিক্খা চ।

৪৩। কুসাবতী আনন্দ রাজধানী দসহি সদ্দেহি অবিবিত্তা অহোসি দিবা চেব রত্তিঞ্চ। সেয্যথিদং—হত্থিসদ্দেন, অস্সসদ্দেন, রথসদ্দেন, ভেরিসদ্দেন, মুদিঙ্গসদ্দেন, বীণাসদ্দেন, গীতসদ্দেন, [সঙ্খসদ্দেন][1] সম্মসদ্দেন, * তালসদ্দেন, † অস্নাথ পিবথ খাদথাতি দসমেন সদ্দেন।

৪৪। গচ্ছ ত্বং আনন্দ, কুসিনারং পবিসিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেহি:—অজ্জ খো বাসেট্‌ঠা রত্তিযা পচ্ছিমে যামে তথাগতস্স পরিনিব্বানং

বলিয়া বলিতে লাগিলেন:—) হে আনন্দ পূর্ব্বকালে মহাসুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ধাম্মিক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি ধর্ম্মতঃ চতুর্দ্দিক জয় করিয়াছিলেন, প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা ও সপ্তরত্নের অধীশ্বর ছিলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের এই কুশীনারা কুশাবতী নামে রাজধানী ছিল। এই কুশাবতী পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ছিল, উত্তর ও দক্ষিণে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল। আনন্দ এই কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী ও আনন্দময়ী নগরী ছিল। বহুজন এখানে বাস করিত, এবং অত্যন্ত জনাকীর্ণ, খাদ্য সামগ্রী ও পরিপূর্ণ ছিল। যেমন আনন্দ, দেবগণের আলকমন্দা (অলক প্রভা) নামক রাজধানী মহাসমৃদ্ধিশালিনী ও আনন্দময়ী, বহুদেবতা তথায় বাস করে, দেবগণ (যক্ষগণ) সমাকীর্ণ ও খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আনন্দ, সেইরূপ কুশাবতী রাজধানী ও মহাসমৃদ্ধিশালিনী ও আনন্দময়ী নগরী ছিল। বহুজন এখানে বাস করিত, বহু জনাকীর্ণ এবং খাদ্য সামগ্রী ও সুলভ ছিল।

৪৩। আনন্দ, এই কুশাবতী রাজধানী দিবারাত্র দশবিধ শব্দে শব্দায়মান থাকিত, যথা—হস্তিশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, শঙ্খশব্দ, সৌম্য সৌম্য* বলিয়া প্রিয়ালাপশব্দ, কংসতাল† পাণিতালাদি তালশব্দ, স্নান কর, পান কর, আহার কর এই দশবিধশব্দ দ্বারা সর্ব্বদা শব্দায়মান থাকিত। (এইরূপে মহাসুদর্শন সূত্র বর্ণনা শেষ করিয়া আনন্দকে বলিলেন:—

৪৪। যাও আনন্দ, তুমি কুশীনারায় প্রবেশ করতঃ কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণকে জ্ঞাপন কর যে, হে বাসিষ্ঠগণ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের "পরিনিব্বান" হইবে। হে বাসিষ্ঠগণ, আগমন

---

*সম্মা সম্মাতি অঞ্ঞমঞ্ঞং পিযালাপসদ্দো। †কংসতালাদি সব্ব তালাবচরসদ্দো তালসদ্দো।

১। সী, ই, নদিস্সতে।

ভবিস্‌সতি। অভিক্কমথ বাসেট্‌ঠা, অভিক্কমথ বাসেট্‌ঠা! মা পচ্ছা বিপ্পটি-সারিনো অহুবত্থ ঃ—অম্‌হাকঞ্চ নো গামক্‌খেত্তে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং অহোসি, ন মযং লভিম্‌হা পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্‌সনাযাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুত্বা নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায় অত্তদুতিযো কুসিনারং[১] পাবিসি।

৪৫। তেন খো পন সমযেন কোসিনারকা মল্লা, সন্থাগারে সন্নিপতিতা হোন্তি কেনচিদেব করণীযেন। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন কোসিনারকানং মল্লানং সন্থাগারং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেসি ; অজ্জ খো বাসেট্‌ঠা রত্তিযা পচ্ছিমে যামে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি অভিক্কমথ বাসেট্‌ঠা, অভিক্কমথ বাসেট্‌ঠা, মা পচ্ছা বিপ্পটিসারিনো অহুবত্থ ; অম্‌হাকঞ্চ নো গামক্‌খেত্তে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং অহোসি, ন মযং লভিম্‌হা পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্‌সনাযাতি।

৪৬। ইদমাযস্মতো আনন্দস্‌স সুত্বা মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লসুণিসা চ মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুম্মনা চেতোদুক্‌খসমপ্পিতা অপ্পেকচ্চে কেসে পকিরিয কন্দন্তি, বাহা পগ্‌গয্‌হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি

করুন বাসিষ্টগণ, আগমন করুন যেন পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে না হয় যে,—আমাদের গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের "পরিনিব্বান" হইল, অথচ আমরা শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করিতে পারি নাই"। "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করতঃ অন্তর্ব্বাস পরিধান করিলেন এবং পাত্রচীবর লইয়া সহচর সঙ্গে কুশীনারায় প্রবেশ করিলেন।

৪৫। সেই সময়ে কুশীনারাবাসী মল্লগণ কোনও আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে মন্ত্রণাগারে (সন্থাগারে) সম্মিলিত হইয়াছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণের মন্ত্রণাসভা-গৃহে সমুপস্থিত হইয়া কুশীনারাবাসী মল্লদিগকে জ্ঞাপন করিলেন ;—"হে বাসিষ্টগণ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের "পরিনিব্বান" হইবে। হে বাসিষ্টগণ, আগমন করুন, হে বাসিষ্টগণ, আগমন করুন, শেষে এই বলিয়া যেন অনুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের "পরিনিব্বান" হইল, অথচ আমরা তথাগতকে শেষ সময়ে দর্শন করিতে পারি নাই"।

৪৬। আয়ুষ্মান আনন্দের এই উক্তি শ্রবণে মল্লরাজগণ, মল্লপুত্রগণ, মল্লপুত্র-বধূগণ, মল্ল প্রজাপতিগণ ব্যসিত, দুর্ম্মনচিত্ত ও দুঃখাভিভূত হইয়া কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কেহ ছিন্নবৎ

১। সী, ই, কুসিনারাযং।

বিবট্টন্তি অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বাযিস্সতি, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বাযিস্সতি, অতিখিপ্পং চক্খুমা[১] লোকে অন্তরধাযিস্সতীতি।

৪৭। অথ খো মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লসুণিসা চ মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুম্মনা চেতোদুক্খসমপ্পিতা যেন উপবত্তনং মল্লানং সালবনং যেনাযস্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমিংসু।

৪৮। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্স এতদহোসি:—সচে খো অহং কোসিনারকে মল্লে একমেকং ভগবন্তং বন্দাপেস্সামি, অবন্দিতোব ভগবা কোসিনারকেহি মল্লেহি ভবিস্সতি অথাযং রত্তি বিভাযিস্সতি। যন্নূনাহং কোসিনারকে মল্লে কুলপরিবত্তসো কুলপরিবত্তসো ঠপেত্বা ভগবন্তং বন্দাপেয্যং, ইত্থন্নামো ভন্তে মল্লো সপুত্তো সভরিযো সপরিসো সামচ্চো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতীতি।

৪৯। অথ খো আযস্মা আনন্দো কোসিনারকে মল্লে কুলপরিবত্তসো কুলপরিবত্তসো ঠপেত্বা ভগবন্তং বন্দাপেসি;—ইত্থন্নামো ভন্তে মল্লো স পুত্তো সভরিযো সপরিসো সামচ্চো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতীতি।

৫০। অথ খো আযস্মা আনন্দো এতেন উপাযেন পঠমেনেব যামেন

ভূতলে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি সত্বর সুগত "পরিনিব্বান" প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র চক্ষুষ্মান লোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন"।

৪৭। অনন্তর মল্লরাজগণ, মল্লপুত্রগণ, মল্ল-পুত্রবধূ ও মল্ল প্রজাপতিগণ দুঃখিত, দুর্ম্মনচিত্তে শোকার্ত্ত হৃদয়ে যেখানে মল্লরাজাদের শালবনোপবর্ত্তন, যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ, সেইখানে সমুপস্থিত হইলেন।

৪৮। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের এইরূপ মনে হইল, "যদি আমি কুশীনারার মল্লদিগের এক একজন করিয়া ভগবান্‌কে বন্দনা করাই, তবে কুশীনারাবাসী মল্লদিগের ভগবান্‌কে বন্দনা করা শেষ না হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। তাঁহাদের এক এক কুলকে একত্রিত করতঃ এক সঙ্গে ভগবান্‌কে বন্দনা করাইলেই ভাল হয়। (তখন বলিতে পারিব) ভন্তে, অমুক নামক মল্ল, পুত্র, ভার্য্যা সহচর ও অমাত্যগণের সহিত ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন করতঃ প্রণাম করিতেছেন"।

৪৯। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ কুশীনারাবাসী মল্লদিগের এক এককুল একত্র করাইয়া এক সঙ্গে ভগবান্‌কে বন্দনা করাইলেন (এবং নিবেদন করিলেন) ভন্তে, (ইনি) অমুক নামক মল্ল, তিন পুত্র, ভার্য্যা, অনুচর ও অমাত্যগণের সহিত ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন।

৫০। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এই উপায়ে রাত্রির প্রথম যামেই (প্রহরেই) কুশীনারার

১। সী, ই,

কোসিনারকে মল্লে ভগবন্তং বন্দাপেসি।

৫১। তেন খো পন সমযেন সুভদ্দো + নাম পরিব্বাজকো কুসিনারাযং পটিবসতি। অস্সোসি খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো অজ্জেব কির[1] রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতীতি।

৫২। অথ খো সুভদ্দস্স পরিব্বাজকস্স এতদহোসি ;—সুতং খো পন মেতং পরিব্বাজকানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিযপাচরিযানং ভাসমানানং কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উপ্পজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধাতি[2]। অজ্জেব[3] রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি। অত্থি চ মে অযং কঙ্খা-ধম্মো উপ্পন্নো এবং পসন্নো অহং সমণে গোতমে, পহোতি মে সমণো গোতমো তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং পজহেয্যন্তি।

মল্লদিগের দ্বারা ভগবৎ বন্দনা শেষ করাইলেন।

৫১। সেই সময় সুভদ্র নামক পরিব্রাজক+ কুশীনারায় বাস করিতেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের "পরিনিব্বান" হইবে।

৫২। অতঃপর সুভদ্র পরিব্রাজকের এইরূপ মনে হইল,—"আমি প্রাচীন, মহল্লক, পরিব্রাজকা-চার্য্য, মহাচার্য্যেরা ইহা বলিতে শুনিয়াছি, ক্বচিৎ কোনও কালে তথাগত, অর্হৎ, সম্যক-সম্বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অদ্য রাত্রিরই শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের "পরিনিব্বান" হইবে। আমার একটি সংশয় উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমি এইরূপ প্রসন্ন (আমার এমন বিশ্বাস জন্মিতেছে) শ্রমণ গৌতম আমাকে তেমন ধর্ম্ম দেশনা করিতে সমর্থ, যাহাতে আমি এই সংশয় দূর করিতে পারি"।

+সুভদ্র পরিব্রাজক—তিনি উদিত ব্রাহ্মণ মহাশাল কুল হইতেই প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্মানু-যায়ী সর্ব্বশেষে তথাগত সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। অর্থকথাপাঠে জানা যায়, সুদূর অতীত কালে মহাকাল ও চুল্ল-কাল নামে দুই সহোদর ছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা+ এক শস্যের নয়বার অগ্রদান করিতে মনস্থ করিয়া বপন কালে বীজাগ্রদান করিলেন। তৎপর ধান্যের গর্ভ কালে (থোর হইলে) কনিষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে স্বীকৃত না হওয়ায় শস্যক্ষেত্র দুই ভাগ করতঃ স্বীয় অংশ হইতে ধান্যের থোর চিরিয়া জল ছাড়া, শুধু দুধ দিয়া পাক করাইলেন তাহাতে ঘৃত, মধু, গুড়, মিশাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন এবং অগ্রদানের দ্বারা অগ্রধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম লাভ করিতে প্রার্থনা করেন। তৎপর পৃথুক কালে চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পৃথুকাগ্রদান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবান্ন দান, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, পালা মাড়িবার সময় কলাপাগ্র দান, মাড়াইবার সময় খলাগ্র দান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া খলভণ্ডাগ্র দান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান, এইরূপে এক ফসল নয়বার অগ্রদান দিয়া অগ্রধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে লাভের প্রার্থনা করেন। প্রত্যেক বারই তাঁহার গৃহীত স্থান পূর্ণ হইয়া শস্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনিই অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ স্থবির হইলেন, যিনি ধর্ম্মচক্র

১। সী, ই, ব, অজ্জকির। ২। সী, ব, সম্মাসম্বুদ্ধা। ৩। সী, ব, অজ্জ চ।

+ধর্ম্মপদার্থ কথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৫৩। অথ খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো যেন উপবত্তনং মল্লানং সালবনং যেন

৫৩। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র মল্লরাজাদের শালবনোপবর্ত্তনে গিয়া, আয়ুষ্মান আনন্দকে

শ্রবণে ১৮ কোটি দেব ব্রহ্মার সহিত স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর চুল্লকাল ধান্য গোলা পূর্ণ করিয়া শেষে মহাদান কয়তঃ মুক্তি লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনিই এই সুভদ্র পরিব্রাজক। স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী সর্ব্বশেষে তথাগত সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সুভদ্র পরিব্রাজকের মুক্তির জন্য ও ভগবান্ কুশীনারায় আগমন করেন। তথাগতের উপদেশ ব্যতীত সুভদ্রের মুক্তি ঘটিত না।

তখন কুশিপুরিতে একটী সরোবর তটে উড়ুম্বর বন মধ্যে যতিব্রতধারী সুভদ্র অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নবমুকুলে পরিব্যাপ্ত উড়ুম্বর বৃক্ষ সকল দেখিয়া বিস্ময়-বিকশিত নয়নে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, "বুদ্ধের জন্ম হইলে অথবা চক্রবর্ত্তীর উদ্ভব হইলে এই উড়ুম্বর-বনে মুকুল-শোভা হয়, অন্যথা এরূপ হয় না, অথবা আমার পুণ্যে এরূপ অদ্ভুত মুকুলোদ্ভব হইয়াছে।" সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। সুভদ্র কিছুকাল পরে দেখিতে পাইলেন যে, উড়ুম্বর-বনের উৎফুল্ল কুসুমামোদে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন যে, "তথাগতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন সময়ে, অথবা চক্রবর্ত্তীর বিজয়কালে এই উড়ুম্বর-বনে পুষ্পরাশি বিকশিত হয়, অথবা আমার পুণ্য প্রভাবে নিখিল বন পুষ্পিত হইয়াছে।" সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে একটু দর্পিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অর্হৎপদ প্রাপ্ত চুন্দ নামক জনৈক প্রভাব সম্পন্ন শ্রমণ তথায় আসিয়া নিজঋদ্ধি প্রভাবে সুভদ্রকে পরাজিত করিয়া তদীয় দর্প চূর্ণ করিলেন।

তথাগত "পরিনিব্বান" বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে সুভদ্রের বিষয় ভাবিলেন। তিনি দেখিলেন সুভদ্র অক্লেশেই বিনীত হইবে। তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে।

কালক্রমে উড়ুম্বর-বনের সেই রমণীয় কুসুম-সমৃদ্ধি বুদ্ধের সম্ভোগের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। সুভদ্র পুষ্প সমুদয় ম্লান হইয়াছে দেখিয়া শোক সমাক্রান্ত হইলেন এবং নিজের পাপের নূতন উদ্ভব হইয়াছে মনে করিলেন। উড়ুম্বর—দেবতা চিন্তানল-সন্তপ্ত-সুভদ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন তুমি বৃথা বিষাদ করিওনা, তোমার প্রভাবে বা পুণ্যে উড়ুম্বর-বন কুসুমিত হয় নাই এবং তোমার অপুণ্যে ও ম্লান হয় নাই। ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সুগতের জন্ম হইলেই এই সকল পুষ্পোদ্গম হইয়া থাকে এবং অনুত্তর জ্ঞান লাভ হইলে চতুর্দ্দিকে বিকশিত হয়। আবার "পরিনিব্বান" সময়াসন্ন এই সকল পুষ্পম্লান হইতে থাকে। এখন তথাগত কুশি পুরিতে আছেন। শীঘ্রই তাঁহার "পরিনিব্বান" হইবে।

সুভদ্র বন দেবতার এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। আমি শাস্তার নিকট ধর্ম্ম-বিষয় শিক্ষা করিব; বহু দিন হইতে আমার এই আশা ছিল। যাঁহারা শাস্তার ধর্ম্ম প্রবচনকালীন মুখ পদ্ম বিলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদেরই সকল ক্লেশ দূর হইয়াছে এবং তাঁহারাই সম্পূর্ণ কুশল লাভ করিয়াছেন, এখন কাহার মুখ চন্দ্র হইতে প্রবৃদ্ধজ্ঞানালোকের প্রসারণে রমণীয় পুণ্যরূপ অমৃত ধারা প্রবাহিত হইবে? এই সংসাররূপ মরুভূমি বাসী লোক সকল কর্ণ-পাত্র দ্বারা শোক শান্তির সুহৃৎ ও তীব্র তৃষ্ণার্ত্তজনের বন্ধু স্বরূপ কাহার বাক্যামৃত পান করিবে? যেখানে ভগবান্ অনন্ত জিন, আমি সেই কুশি পুরিতে যাইব। যদি তাঁহার শেষ দর্শনও লাভ করিতে পারি। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া মনোবেগে মল্লাশ্রয় কুশিপুরিতে উপস্থিত হইলেন।

তথায় যমকশালালয়ে কুসুমারামশায়ী অনন্ত জিনের দ্বার রক্ষক আনন্দের নিকট প্রবেশ প্রার্থনা করায়, আনন্দ তাঁহাকে বারণ করিলেন এবং বলিলেন—সুভদ্র এখন সুগতের দেহ-শান্তি সময়ে নদী সকল বেগ ত্যাগ করিয়া বিনত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সমীরণ আপন জব ছাড়িয়া মৃদুমন্দ বহিতেছে, এই সকল সন্তপ্ত তরুলতা পল্লব ও আর চলিতেছেনা, সকলেই নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। আনন্দ যত্ন পূর্ব্বক এইরূপে পুনঃ পুনঃ বারণ করিলে সুভদ্র আশাভঙ্গ বশতঃ উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—আমি আর্ত্ত, অবসর জানি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দয়া করিয়া আমায় সুলভ তথাগতকে দেখিতে দাও। আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর। ঐ দিকে শব্দ হইল, আনন্দ! সুভদ্র প্রবেশ করুক—

আযস্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ ;—

৫৪। সুতং মেতং ভো আনন্দ পরিব্বাজকানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিয-পাচরিযানং ভাসমানানং কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উপ্পজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধাতি। অজ্জেব রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি। অত্থি চ মে অযং কঙ্খাধম্মো উপ্পন্নো, এবং পসন্নো অহং সমণে গোতমে পহোতি মে সমণো গোতমো তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং পজহেয্যং ; সাধাহং[1] ভো আনন্দ লভেয্যং সমণং গোতমং দস্সনাযাতি।

৫৫। এবং বুত্তে আযস্মা আনন্দো সুভদ্দং পরিব্বাজকং এতদবোচ ঃ—অলং আবুসো সুভদ্দ, মা তথাগতং বিহেঠেসি। কিলন্তো ভগবাতি।

৫৬। দুতিযম্পি খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো·········ততিযম্পি খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ ;—সুতং মেতং ভো আনন্দ পরিব্বাজ-কানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিযপাচরিযানং ভাসমানানং ; কদাচি করহচি তথা-গতা লোকে উপ্পজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধাতি। অজ্জেব রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি। অত্থি চ মে অযং কঙ্খাধম্মো উপ্পন্নো, এবং পসন্নো অহং সমণে গোতমে, পহোতি মে সমণো গোতমো তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং পজহেয্যং। সাধাহং ভো আনন্দ লভেয্যং সমণং গোতমং দস্সনাযাতি। ততিযম্পি খো আযস্মা আনন্দো সুভদ্দং পরি-ব্বাজকং এতদবোচ ঃ—অলং আবুসো সুভদ্দ, মা তথাগতং বিহেঠেসি, কিলন্তো ভগবাতি।

সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিবেদন করিলেন ;

৫৪। ভোঃ আনন্দ, আমি প্রাচীন, বৃদ্ধ, পরিব্রাজকাচার্য্য, মহাচার্য্যেরা ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, ক্বচিৎ কোনও কালে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত হন। অদ্য রাত্রিরই শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের "পরিনিব্বান" হইবে, আমার এক সংশয় উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, শ্রমণ গৌতমে আমি এইরূপ প্রসন্ন আছি, আমি যাহাতে এই সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেইরূপ ধর্ম্ম শ্রমণ গৌতমই দেশনা করিতে একমাত্র সমর্থ। ভোঃ আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন লাভ প্রার্থনা করিতেছি।

৫৫। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে এইরূপ বলিলেন ;— আর না বন্ধু সুভদ্র, তথাগতকে আর কষ্ট দিও না, ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন।

৫৬। দ্বিতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র সেইরূপ প্রার্থনা জানাইলে, দ্বিতীয়বার ও আয়ুষ্মান আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র সেইরূপ প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন।

১। সী, ই, স্বাহং।

৫৭। অস্সোসি খো ভগবা আযস্মতো আনন্দস্স সুভদ্দেন পরিব্বাজকেন সদ্ধিং ইমং কথাসল্লাপং, অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি:—অলং আনন্দ, মা সুভদ্দং বারেসি, লভতং আনন্দ সুভদ্দো তথাগতং দস্সনায। যং কিঞ্চি মং সুভদ্দো পুচ্ছিস্সতি, সব্বন্তং অঞ্ঞাপেক্খোব পুচ্ছিস্সতি নো বিহেসা১ পেক্খো যঞ্চস্সাহং পুট্ঠো ব্যাকরিস্সামি, তং খিপ্পমেব আজানিস্সতীতি।

৫৮। অথ খো আযস্মা আনন্দো সুভদ্দং পরিব্বাজকং এতদবোচ;—গচ্ছাবুসো সুভদ্দ, করোতি তে ভগবা ওকাসন্তি।

৫৯। অথ খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি। সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো ভগবন্তং এতদবোচ:—যে মে ভো গোতম সমণব্রাহ্মণা সঙ্ঘিনো গণিনো গণাচরিযা ঞাতা যসস্সিনো তিত্থকরা সাধুসম্মতা২ বহুজনস্স, সেয্যথিদং—পূরণো কস্সপো, মক্খলি গোসালো, অজিতো কেসকম্বলো, পকুধো কচ্চাযনো, সঞ্জযো বেলট্ঠপুত্তো, নিগণ্ঠো নাত পুত্তো, সব্বে তে সকায পটিঞ্ঞায অব্ভঞ্ঞংসু,৩ সব্বেব ন অব্ভঞ্ঞংসু, উদাহু একচ্চে৪ অব্ভঞ্ঞংসু, একচ্চে নাব্ভঞ্ঞংসূতি?

৫৭। ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দের ও পরিব্রাজক সুভদ্রের সহিত এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—আনন্দ, আর নয় সুভদ্র পরিব্রাজককে আমার নিকট আসিতে আর বারণ করিওনা। আনন্দ, সুভদ্র তথাগতের দর্শন লাভ করুক। সুভদ্র যাহা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়েই জিজ্ঞাসা করিবে, কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে নহে। জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি যাহা প্রকাশ করিব, তাহা শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিবে।

৫৮। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সুভদ্র পরিব্রাজককে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন; বন্ধো, সুভদ্র, তুমি যাইতে পার, ভগবান্ তোমার জন্য অবকাশ করিতেছেন।

৫৯। অনন্তর সুভদ্র পরিব্রাজক ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণাদি শেষ করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক সুভদ্র একপার্শ্বে বসিয়া ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন;—ভোঃ গৌতম, যেই সকল শ্রমণব্রাহ্মণ সঙ্ঘনায়ক, গণপালক, গণাচার্য্য, জ্ঞাত (শাস্ত্রবিদ্) যশস্বী, তীর্থকর ও বহুজনের প্রশংসিত, যথা পূরণ কশ্যপ, মকখলি গোশাল, অজিত কেশকম্বল, পকুধকাত্যায়ণ, সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র, নিগণ্ঠ নাত পুত্র, ইঁহারা সকলেই কি তাঁহাদের যেমন স্বীকৃতি তেমনই জ্ঞাত হইয়াছেন (জানিয়াছেন)? না সকলে জানিতে পারেন নাই? অথবা কেহ জানিয়াছেন, কেহ জানিতে সক্ষম হন নাই? (তাঁহারা বিমুক্ত কিনা এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ কিনা তাহাই তাঁহার সন্দেহ, সে বিষয়েই প্রশ্ন করিতেছেন।)

১। সী, ই, বিহেঠা। ২। সী, ই, সাধুসম্মাতাচ। ৩। সী, ই, অব্ভঞ্ঞিংসু। ৪। সী, ই, একচ্চে।

৬০। অলং সুভদ্দ! তিট্‌ঠতেতং সব্বে তে সকায পটিঞ্ঞায অব্ভঞ্ঞংসু, সব্বেবন অব্ভঞ্ঞংসু, উদাহু একচ্চে অব্ভঞ্ঞংসু একচ্চে নাব্ভঞ্ঞংসূতি১ ? ধম্মং তে সুভদ্দ দেসিস্‌সামি, তং সুণাহি, সাধুকং মনসি করোহি, ভাসিস্‌সামীতি। এবং ভন্তেতি খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি, ভগবা এতদবোচ :—

৬১। যস্মিং খো সুভদ্দ ধম্মবিনযে অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো* ন উপলব্ভতি, সমণোপি+ তত্থ ন উপলব্ভতি, দুতিযোপি তত্থ সমণো ন উপলব্ভতি, ততিযোপি তত্থ সমণো ন উপলব্ভতি, চতুত্থোপি তত্থ সমণো ন উপলব্ভতি। যস্মিঞ্চ খো সুভদ্দ ধম্মবিনযে অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো উপলব্ভতি, সমণোপি তত্থ উপলব্ভতি, দুতিযোপি তত্থ সমণো উপলব্ভতি, ততিযোপি তত্থ সমণো উপলব্ভতি, চতুত্থোপি তত্থ সমণো উপলব্ভতি। ইমস্মিং খো সুভদ্দ ধম্মবিনযে অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো উপলব্ভতি, ইধেব সুভদ্দ সমণো, ইধ দুতিযো সমণো, ইধ ততিযো সমণো, ইধ চতুত্থো সমণো, সুঞ্ঞা পরপ্পবাদা সমণেহি অঞ্ঞেতি, ইমে চ২

৬০। ক্ষান্ত হও সুভদ্র, এবিষয় ত্যাগ কর যে, "তাহারা সকলে স্বীয় বাক্যানুযায়ী জ্ঞাত হইয়াছে বা হয় নাই অথবা কেহ কেহ জ্ঞাত হইয়াছে বা কেহ জ্ঞাত হয় নাই।" হে সুভদ্র, আমি তোমাকে ধর্ম্ম দেশনা করিব; তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতেছি। "সাধু ভন্তে," বলিয়া পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করায়, ভগবান্‌ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ;—

৬১। হে সুভদ্র, যেই ধর্ম্মবিনয়ে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি নাই (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ *নাই) শ্রমণ + ও তথায় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও তথায় নাই, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণও তথায় নাই, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও তথায় নাই (থাকিতে পারে না)। সুভদ্র, যেই ধর্ম্মবিনয়ে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি আছে (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে) শ্রমণও তথায় আছে, তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণও আছে, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণও আছে, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। হে সুভদ্র, এই ধর্ম্মবিনয়ে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) আছে, অতএব সুভদ্র, এইখানেই শ্রমণ আছে। এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ, এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ, এইখানে চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ আছে। অন্যান্য পরপ্রবাদ (জনশ্রুতিমূলক) ধর্ম্ম সকল স্রোতপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামীও অরহত্ব মার্গ লাভের উদ্‌যুক্ত শ্রমণ, মার্গস্থ শ্রমণও ফলস্থ শ্রমণ ভেদে এই দ্বাদশ প্রকার শ্রমণ শূন্য ও শ্রমণত্ব লাভের উপায় শূন্য। সুভদ্র, এই দ্বাদশ

*আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—৩য় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। +প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ—স্রোতাপন্ন। ২য় শ্রেণীর শ্রমণ—সকৃদাগামী। ৩য় শ্রেণীর শ্রমণ—অনাগামী। ৪র্থ শ্রেণীর শ্রমণ—অর্হৎ। চতুন্নং মগ্‌গানং অথায আরদ্ধবিপস্‌সকেহি চ মগ্‌গট্‌ঠেহি চতুহি চ ফলট্‌ঠেহি চতুহীতি দ্বাদসহি সমণেহি সুঞ্ঞা পরপ্পবাদা তুচ্ছা রিত্তকা।

১। সী, ই, উদাহু একচ্চে নাব্ভঞ্ঞংসূতি।

সুভদ্দ ভিক্খূ সম্মা বিহরেয্যুং অসুঞ্ঞো লোকো অরহন্তেহি অস্সাতি৩।

একূনতিংসো বযসা সুভদ্দ
যং পব্বজিং১ কিংকুসলানুএসী,
বস্সানি পঞ্ঞাস সমাধিকানি
যতো অহং পব্বজিতো সুভদ্দ,
ঞাযস্সা† ধম্মস্স পদেসবত্তী*
ইতো বহিদ্ধা সমণোপি নত্থি।

দুতিযোপি সমণো নত্থি, ততিযোপি সমণো নত্থি, চতুত্থোপি সমণো নত্থি, সুঞ্ঞা পরপ্পবাদা সমণেহি অঞ্ঞেতি, ইমে চ সুভদ্দ ভিক্খূ সম্মা বিহরেয্যুং, অসুঞ্ঞো লোকো অরহন্তেহি অস্সাতি।

৬২। এবং বুত্তে সুভদ্দো পরিব্বাজকো ভগবন্তং এতদবোচ ঃ—অভিক্কন্তং ভন্তে,

প্রকার ভিক্ষু (শ্রমণ) সম্যকরূপে বিহরণ করিলে (অর্থাৎ স্রোতাপন্ন শ্রমণ নিজের অধিগত বিষয় অপরকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ তাহাকে ও স্রোতাপন্ন করিলে, সেইরূপ অন্যান্য ফল লাভী শ্রমণও। স্রোতাপন্নমার্গস্থ শ্রমণ নিজের অধিগত বিষয় অন্যকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ তাহাকেও স্রোতাপত্তিমার্গস্থ করিলে, সেরূপ অন্যান্য মার্গস্থও। এবং স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের জন্য আরব্ধ বিদর্শক ও নিজের অভ্যস্থ কর্ম্মস্থান অপরকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের জন্য আরব্ধ বিদর্শক করিলে, অন্যান্য মার্গ লাভের জন্য আরব্ধ বিদর্শক ও সেরূপ করিলে) পৃথিবী অর্হৎ শূন্য হইবে না।

হে সুভদ্র, উনত্রিংশ বৎসর বয়সেই আমি কুশলকি তাহা (সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞান) অন্বেষণ করিতে প্রব্রজিত হইয়াছিলাম, যখন আমি প্রব্রজিত হই, সেই দিন হইতে এখন পর্য্যন্ত ৫১ একান্ন বৎসর যাবৎ আর্য্য-মার্গ ধর্ম্মের প্রদেশে* বিদর্শন মার্গ প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইহার বাহিরে (আমার শাসনের বাহিরে) শ্রমণ নাই, প্রদেশবর্ত্তী বিদর্শকও নাই। অর্থাৎ প্রথম (স্রোতাপন্ন) শ্রমণও নাই। দ্বিতীয় (সকৃদাগামী) শ্রমণও নাই, তৃতীয় (অনাগামী) শ্রমণ ও নাই, চতুর্থ (অর্হৎ) শ্রমণও নাই। অন্যান্য পরপ্রবাদ (জনশ্রুতিমূলক) ধর্ম্ম সকল শ্রমণ ও শ্রমণত্ব লাভের উপায় শূন্য। সুভদ্র, এই ভিক্ষুগণ সম্যকরূপে বিহরণ করিলে পৃথিবী ীন হইবে না।

৬২। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন — ভন্তে, বড়ই

†ঞাযস্স ধম্মস্সাতি—অরিযমগ্‌গ ধম্মস্স। ঞাযন্তি এতেন চতুসচ্চধম্মং যাথাবতো পটিবিজ্ঝন্তীতি ঞাযো, লোকুত্তর মগ্‌গোতি আহ। *পদেসবত্তীতি—পদেসেবিপস্সনা মগ্‌গেপবত্তেন্তো। পদিস্সতি এতেন অরিযমগ্‌গো পচ্চ-কখতো দিস্সতীতি পদেসো। বিপস্সনাতি বুত্তং পদেসে বিপস্সনা মগ্‌গেতি।

১। সী, ই, ব, পব্বজি। ২। সী, ই, ব, ইধেব। ৩। সী, ই, অস্স।

অভিক্কন্তং ভন্তে! সেয্যথাপি ভন্তে নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তীতি, এবমেব ভগবতা অনেকপরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। লভেয্যাহং ভন্তে! ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদন্তি।

৬৩। যো খো সুভদ্দ অঞ্ঞতিত্থিযপুব্বো ইমস্মিং ধম্মবিনযে আকঙ্খতি পব্বজ্জং, আকঙ্খতি উপসম্পদং, সো চত্তারো মাসে পরিবসতি। চতুন্নং মাসানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিক্খূ পব্বাজেন্তি উপসম্পাদেন্তি ভিক্খুভাবায। অপি চ মেত্থ পুগ্গলবেমত্ততা বিদিতাতি।

৬৪। সচে ভন্তে অঞ্ঞতিত্থিযপুব্বা ইমস্মিং ধম্মবিনযে আকঙ্খন্তা পব্বজ্জং, আকঙ্খন্তা উপসম্পদং, চত্তারো মাসে পরিবসন্তি, চতুন্নং মাসানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিকখূ পব্বাজেন্তি উপসম্পাদেন্তি ভিক্খুভাবায, অহং চত্তারি বস্সানি পরিবসিস্সামি, চতুন্নং বস্সানং অচ্চযেন আরদ্ধচিত্তা ভিক্খূ পব্বাজেন্তু উপসম্পাদেন্তু ভিক্খুভাবাযাতি।

সুন্দর, ভন্তে বড়ই সুন্দর, ভন্তে, আপনি যেন কোন অধোমুখ পাত্র উৰ্দ্ধমুখ করিলেন, বা কোন ঢাকা জিনিষের ঢাক্না খুলিয়া লইলেন অথবা পথ ভ্রষ্টকে যেন পথ দেখাইলেন, কিংবা অন্ধকারে তৈলের প্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন রূপ সমূহ দর্শন করেন, এইরূপেই ভগবান্ অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। এই আমি ভগবানের ও ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভন্তে, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

৬৩। হে সুভদ্র, অন্যতীর্থিয়পূর্ব্ব কোন ব্যক্তি এই ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজ্যালাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে, উপসম্পদা লাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে, তাহাকে চারি মাস কাল পরিবাস করিতে হয়। চারি মাসান্তে যদি ভিক্ষুগণ তাহা কর্ত্তৃক আরাধিত হয় (সন্তুষ্ট হয়) তাহা হইলে, তাহাকে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুভাবের জন্য প্রব্রজিত করে ও উপসম্পদা প্রদান করে। কিন্তু এবিষয়ে (ভিক্ষুত্বলাভের উপযুক্ততা বিষয়ে) লোকের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য আছে তাহা আমি বিদিত আছি

৬৪। ভন্তে, যদি অন্যতীর্থিয়পূর্ব্বগণ এই ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে, উপসম্পদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে চারি মাস কাল পরিবাস করিতে হয়, চারি মাসান্তে তাহাদিগকর্ত্তৃক ভিক্ষুগণ আরাধিত হইলে প্রব্রজিত করেন, ভিক্ষুত্বলাভের জন্য উপসম্পদা প্রদান করেন, তবে আমি চারি বৎসর কাল পরিবাস করিব, চারি বৎসরান্তে যদি ভিক্ষুগণ আমাকর্ত্তৃক আরাধিত হন, তবে প্রব্রজিত করিবেন ও ভিক্ষুত্বলাভের জন্য উপসম্পদা প্রদান করিবেন।

৬৫। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ;—তেনহানন্দ সুভদ্দং পব্বাজেথাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি।

৬৬। অথ খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ ;— লাভাবো আবুসো আনন্দ, সুলদ্ধং বো আবুসো আনন্দ, যে১ এত্থ সত্থু২ সম্মুখা অন্তেবাসাভিসেকেন অভিসিত্তাতি৩।

৬৭। অলত্থ খো সুভদ্দো পরিব্বাজকো ভগবতো সন্তিকে পব্বজং, অলত্থ উপসম্পদং। অচিরূপসম্পন্নো খো পনাযস্মা সুভদ্দো একো বুপকট্‌ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো ন চিরস্‌সেব যস্‌সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিযপরিযোসানং দিট্‌ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্‌ঞা সচ্ছি কত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি ; খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করণীযং, নাপরং ইত্থত্তাযাতি অব্ভঞ্‌ঞাসি।

৬৫। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"আনন্দ, তাহা হইলে তোমরা সুভদ্রকে প্রব্রজিত কর"। "সাধু ভন্তে," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রদান করিলেন।

৬৬। অতঃপর পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন ;—বন্ধু আনন্দ, আপনাদিগের মহালাভ, বন্ধু আনন্দ, আপনাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, আপনারা এই শাসনে শাস্তাকর্ত্তৃক সম্মুখেই অন্তেবাসিকাভিষেকে অভিষিক্ত হইতেছেন। অর্থাৎ "ইহাকে প্রব্রজিত কর" বলিয়া যে ভগবান্‌কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইতেছেন, ইহা আপনাদের মহালাভ ও পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

(আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে এক পার্শ্বে নিয়া মস্তক ধৌত করাইয়া "তচ-পঞ্চক" কর্ম্মস্থান বলিয়া কেশ, শ্মশ্রু কাটাইলেন এবং কষায়বস্ত্র পরিধান করাইয়া ত্রিশরণ প্রদান করতঃ ভগবানের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভগবান্ উপসম্পদা প্রদান করাইয়া কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাই উক্ত হইতেছে)

৬৭। পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের সন্নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপ-সম্পদা লাভ করিয়া আয়ুষ্মান সুভদ্র একাকী নির্জ্জনে অপ্রমত্ত ভাবে উৎসাহ সহকারে নিব্বান-গত চিত্তে বিচরণ (চঙ্ক্রমণ) করতঃ অচিরেই, যে অভিপ্রায়ে কুল-পুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকত্বে সম্যক রূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্যের অবসানভূত অর্হত্ব ইহ জন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে সাক্ষাৎ করতঃ (অর্হত্বফল লাভ করিয়া) বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ সুসিদ্ধ হইল, কর্ত্তব্য শেষ হইল, এখন পুনঃ

১। সী, ই, যো। ২। সী, সত্থরি ৩। সী, ই, অভিসিত্তোতি।

৬৮। অঞ্‌ঞতরো খো পনাযস্মা সুভদ্দো অরহতং অহোসি। সো[১] ভগবতো পচ্ছিমো সক্‌খিসাবকো অহোসীতি।

হিরঞ্‌ঞবতিয[২]।
ভাণবারং পঞ্চমং (নিট্‌ঠিতং।)

ক্লেশ-ক্ষয়ের জন্য মার্গ ভাবনা করিতে হইবে না বা এখন পুনঃ এই স্কন্ধপঞ্চ হইতে অন্য পঞ্চস্কন্ধসন্তান নাই বলিয়া অভিজ্ঞাত হইলেন।

৬৮। আয়ুষ্মান সুভদ্র ভগবানের শ্রাবক অর্হৎগণের মধ্যে একজন (অন্যতর) অর্হৎ হইলেন। তিনি ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শ্রাবক হইলেন। হিরণ্যবতী পর্ব্ব সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

১। সী, ই, সোচ। ২। ব, ন দিস্‌সতে।

ভাণবারং ছট্‌ঠং

১। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; সিযা খো পনানন্দ তুম্হাকং এবমস্স, অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং১। যো খো, আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি২ +।

২। যথা খো পনানন্দ এতরহি ভিক্খূ অঞ্ঞমঞ্ঞং আবুসোবাদেন সমুদাচরন্তি, ন খো মমচ্চযেন এবং সমুদাচরিতব্বং। থেরতরেন আনন্দ ভিক্খুনা নবকতরো ভিক্খু নামেন বা গোত্তেন বা আবুসোবাদেন বা সমুদাচরিতব্বো, নবকতরেন ভিক্খুনা থেরতরো ভিক্খু ভন্তেতি বা আযস্মাতি বা সমুদাচরিতব্বো।

৩। আকঙ্খমানো আনন্দ সঙ্ঘো মমচ্চযেন খুদ্দানুখুদ্দকানি* সিক্খাপদানি সমূহনতু৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। অতঃপর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—হে আনন্দ, তোমাদিগের হয়তঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ শেষ হইল, আমাদের আর শাস্তা নাই। আনন্দ, ইহা এরূপ দ্রষ্টব্য নহে (এইরূপ ধারণা করিবে না)। আনন্দ, মৎ-কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম ও বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত (স্থাপিত) হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম ও বিনয় আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের শাস্তা"+ (শাস্তার কার্য্য সাধন করিবে।)

২। আনন্দ, ভিক্ষুগণ যে বর্ত্তমানে পরস্পর পরস্পরকে আবুসো (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, আমার অবর্ত্তমানে (অত্যয়ে) এইরূপ সম্বোধন (ব্যবহার) করিবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষুকে নাম ধরিয়া বা গোত্রের নামানুসারে অথবা আবুসো (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিবে। নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে ভন্তে বা আয়ুষ্মান বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে।

৩। আমার অবর্ত্তমানে ভিক্ষুসঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ সমুচ্ছেদ করিতে পারে। (সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে সমুচ্ছেদ করুক)।*

+ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। * পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১। সী, ই, বো। ২। সী, ই, সত্থা। ৩। সী, ই, সমূহন্তু।

৪। ছন্নস্‌স আনন্দ ভিক্‌খুনো মমচ্চযেন ব্রহ্মদণ্ডো দাতব্বোতি। কতমো পন ভন্তে ব্রহ্মদণ্ডোতি? ছন্নো আনন্দ ভিক্‌খু যং ইচ্ছেয্য তং বদেয্য, সো ভিক্‌খূহি নেব বত্তব্বো ন ওবদিতব্বো ন অনুসাসিতব্বোতি।

৫। অথ খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি;—সিযা খো পন ভিক্‌খবে এক-ভিক্‌খুস্‌সাপি কঙ্খা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সঙ্ঘে বা মগ্‌গে বা পটিপদায বা[1] পুচ্ছথ ভিক্‌খবে। মা পচ্ছা বিপ্পটিসারিনো অহুবত্থ; সম্মুখিভূতো নো সত্থা অহোসি, ন মযং সক্‌খিম্‌হ ভগবন্তং সম্মুখা পটিপুচ্ছিতুন্তি। এবং বুত্তে তে ভিক্‌খূ তুণ্‌হী অহেসুং।

৬। দুতিযম্পি খো ভগবা······ততিযম্পি খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি;—সিযা খো পন ভিক্‌খবে একভিক্‌খুস্‌সাপি কঙ্খা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সঙ্ঘে বা মগ্‌গে বা পটিপদায বা পুচ্ছথ ভিক্‌খবে মা পচ্ছা বিপ্পটিসারিনো অহুবত্থ, সম্মুখিভূতো নো সত্থা অহোসি, ন মযং সক্‌খিম্‌হ ভগবন্তং সম্মুখা পটিপুচ্ছিতুন্তি। ততিযম্পি খো তে ভিক্‌খূ তুণ্‌হী অহেসুং।

৪। আনন্দ, আমার অবর্ত্তমানে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে। ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে বা কিরূপ? আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষু যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া থাকে। সুতরাং ভিক্ষুগণ কিছুই তাহাকে বলিবে না, উপদেশও দিবে না, অনুশাসনও করিবে না। (ছন্ন ভিক্ষু যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক না কেন, কোন ভিক্ষু তাহাকে কোন কথা বলিবে না, উপদেশ দিবে না, অনুশাসন ও করিবে না।)

৫। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, মার্গ বা প্রতিপদায় কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যেন ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদের শাস্তা আমাদিগের সম্মুখে ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি নাই। এইরূপ উক্ত হইলে সেই ভিক্ষুগণ তুষ্ণী-ভূত অবস্থিত রহিলেন।

৬। দ্বিতীয়বার······তৃতীয়বার ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন; ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, মার্গ বা প্রতিপদায় কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যেন তোমাদিগকে পরে অনুতাপ করিতে না হয় যে, আমা-দিগের শাস্তা আমাদের সম্মুখে ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি নাই। তৃতীয়বারেও ভিক্ষুগণ নিরব রহিলেন।

১। সী, সংঘে বা পটিপদাযবা।

৭। অথ খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি ঃ—সিযা খো পন ভিক্‌খবে সত্থুগারবেনাপি ন পুচ্ছেয্যাথ। সহাযকোপি[১] ভিক্‌খবে সহাযকস্‌স আরোচেতূতি। এবং বুত্তে তে ভিক্‌খূ তুণ্‌হী অহেসুং।

৮। অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ;—অচ্ছরিযং ভন্তে! অব্ভুতং ভন্তে! এবং পসন্নো অহং ভন্তে ইমস্মিং ভিক্‌খুসঙ্ঘে, নত্থি এক ভিক্‌খুস্‌সাপি কঙ্খা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সঙ্ঘে বা মগ্‌গে বা পটিপদাযবাতি।

৯। পসাদা খো ত্বং আনন্দ বদেসি ঞাণমেব হেত্থ আনন্দ তথাগতস্‌স, নত্থি ইমস্মিং ভিক্‌খুসঙ্ঘে, একভিক্‌খুস্‌সাপি[২] কঙ্খা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সঙ্ঘে বা মগ্‌গে বা পটিপদায বা। ইমেসংহি আনন্দ পঞ্চন্নং ভিক্‌খুসতানং যো পচ্ছিমকো ভিক্‌খু সো সোতাপন্নো অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযণোতি।

১০। অথ খো ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেসি ;—"হন্দদানি ভিক্‌খবে আমন্তযামি বো, বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি।" অযং তথাগতস্‌স পচ্ছিমা বাচা।

৭। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—ভিক্ষুগণ, হয়তঃ তোমরা শাস্তার প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ না। ভিক্ষুগণ, বন্ধু বন্ধুর নিকট হইলেও তাহা প্রকাশ কর। এইরূপ উক্ত হইলেও সেই ভিক্ষুগণ নিরব রহিলেন।

৮। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন ;—ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য, ভন্তে, অতি অদ্ভুত, আমি এই ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি বড়ই প্রসন্ন ; যেহেতু ইঁহাদের মধ্যে এরূপ একজন ভিক্ষুও নাই, যাঁহার বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ বা মার্গ অথবা প্রতিপদায় কিছু মাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা আছে।

৯। আনন্দ, তুমি তোমার প্রসাদ হেতুই (বিশ্বাসেই) বলিতেছ। তথাগত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে অবগত আছেন যে, এই ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যে একজন ভিক্ষুরও বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ বা মার্গ অথবা প্রতিপদায় সন্দেহ বা বিমতি নাই। আনন্দ, এই শাণীর (পর্দার) মধ্যে উপবিষ্ট পঞ্চশত ভিক্ষুর মধ্যে যে জ্ঞানে সর্ব্বকনিষ্ঠ ভিক্ষু সেও স্রোতাপন্ন (আয়ুষ্মান আনন্দকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই স্রোতাপন্ন ছিলেন, অন্য সকলেই ত্রিবিদ্যা ও ষড়াভিজ্ঞ-সম্পন্ন অর্হৎ ছিলেন) অবিনিপাত ধর্ম্ম (অনপায়িক) সম্বোধিলাভ তাহার নিশ্চিত।

১০। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—**"হন্দদানি ভিক্‌খবে আমন্তযামি বো বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা"তি। "ভিক্ষুগণ, সম্প্রতি তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল ; অপ্রমাদের (জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সম্যকস্মৃতির) সহিত সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিবে।"**

(ভগবান্ পরিনিব্বান শয্যায় শায়িতাবস্থায় শেষ মুহূর্ত্তে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রদত্ত উপদেশ সমূহ এক অপ্রমাদ পদেই বিন্যস্ত করিয়া দিলেন) এই বাক্যই তথাগতের শেষ বাক্য।

১। সী,; সহাযকো। ২। সী,' ই,' নত্থি এক ভিক্‌খুস্‌সাপি।

১১। অথ খো ভগবা পঠমং ঝানং সমাপজ্জি[2], পঠমজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা দুতিযং ঝানং সমাপজ্জি। দুতিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা ততিযং ঝানং সমাপজ্জি। ততিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা চতুত্থং ঝানং সমাপজ্জি। চতুত্থজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা আকাসানঞ্চাযতনং সমাপজ্জি। আকাসানঞ্চাযতনসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনং সমাপজ্জি। বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা আকিঞ্চঞ্ঞাযতনং সমাপজ্জি। আকিঞ্চঞ্ঞাযতনসমাপত্তিয়া বুট্‌ঠহিত্বা নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনং সমাপজ্জি। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধং সমাপজ্জি।

১২। অথ খো আযস্মা আনন্দো আযস্মন্তং অনুরুদ্ধং এতদবোচ:—পরিনিব্বুতো ভন্তে অনিরুদ্ধ ভগবাতি?* ন আবুসো আনন্দ ভগবা পরিনিব্বুতো, সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধং সমাপন্নোতি।

১৩। অথ খো ভগবা সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনং সমাপজ্জি। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনসমাপত্তিযা বুট্-

---

১১। অতঃপর ভগবান্ প্রথমধ্যান সম্প্রাপ্ত (মগ্ন) হইলেন; প্রথমধ্যান হইতে উঠিয়া (যথানিয়মে প্রথমধ্যান সমাপ্ত করিয়া) দ্বিতীয়ধ্যান মগ্ন হইলেন। দ্বিতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয়ধ্যান মগ্ন হইলেন। তৃতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থধ্যান মগ্ন হইলেন। তৎপর চতুর্থধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আকাশানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকাশানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। বিজ্ঞানানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আকিঞ্চনায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকিঞ্চনায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ সম্প্রাপ্ত হইলেন।

১২। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন:—ভন্তে অনুরুদ্ধ! ভগবান্ কি নিব্বানে পরিনির্বৃত হইলেন?* বন্ধু আনন্দ, ভগবান্ নিব্বানে পরিনির্বৃত হয়েন নাই, সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন।

*(আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শাস্তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সেই ধ্যানসমাপত্তি অবলম্বনে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি হইতে উত্থান পর্য্যন্ত গিয়া যখন দেখিলেন যে, ভগবান্ নিরোধসমাপত্তি সম্প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জানেন যে, নিরোধসমাপত্তিতে কখনও কালক্রিয়া হইতে পারে না, তদ্ধেতু আনন্দকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন)।

১৩। অতঃপর ভগবান্ নিরোধসমাপত্তি হইতে উঠিয়া বা নিরোধসমাপত্তিধ্যান যথানিয়মে সমাপ্ত করিয়া পুনঃ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি

২। সী, ই, সমাপজ্জ।

* নিরোধ সম্প্রাপ্ত (সমাপন্ন) ভগবানের নিশ্বাস প্রশ্বাসের অভাব দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠহিত্বা আকিঞ্চঞ্ঞাযতনং সমাপজ্জি। আকিঞ্চঞ্ঞাযতনসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনং সমাপজ্জি। বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনসমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা আকাসনঞ্চাযতনং সমাপজ্জি। আকাসানঞ্চাযতন সমাপত্তিযা বুট্‌ঠহিত্বা চতুত্থং ঝানং সমাপজ্জি। চতুত্থজ্ঝানা[১] বুট্‌ঠহিত্বা ততিযং ঝানং সমাপজ্জি। ততিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা দুতিযং ঝানং সমাপজ্জি। দুতিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা পঠমং ঝানং সমাপজ্জি। পঠমজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা দুতিযং ঝানং সমাপজ্জি। দুতিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা ততিযং ঝানং সমাপজ্জি। ততিযজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা চতুত্থং ঝানং সমাপজ্জি। চতুত্থজ্ঝানা বুট্‌ঠহিত্বা সমনন্তরা[২]* ভগবা পরিনিব্বাযি।

হইতে উঠিয়া আকিঞ্চনায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকিঞ্চনায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া বিজ্ঞানানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। বিজ্ঞানানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া আকাশানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকাশানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া চতুর্থধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থধ্যান হইতে উঠিয়া (যথানিয়মে চতুর্থধ্যান সমাপ্ত করিয়া) তৃতীয়ধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়ধ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয়ধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়ধ্যান হইতে উঠিয়া প্রথমধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর প্রথমধ্যান সমাপ্ত করিয়া পুনঃ দ্বিতীয়ধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয়ধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। যথানিয়মে চতুর্থধ্যান সমাপ্ত করিয়া (সমনন্তরা*) ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অন্তিম অব্যাকৃতদুঃখসত্য ভবাঙ্গচিত্তের নিরোধ দ্বারা ভগবান্ নিব্বানে পরিনির্বৃত হইলেন।

× এস্থলে ভগবান চতুর্বিংশতি স্থানে ১মধ্যান, ১৩শ স্থানে ২য়ধ্যান ও ৩য়ধ্যান, ১৫শ স্থানে ৪র্থধ্যান সম্প্রাপ্ত (সমাপন্ন) হইয়াছেন, যথা—দশবিধ অশুভে, দ্বাত্রিংশাকারে, অষ্টবিধ কসিনে, (কৃৎস্নভাবনায়) মৈত্রী, করুণা, মুদিতায়, আনাপানে ও পরিচ্ছেদাকাশে এই চতুর্বিংশতি স্থানে ১মধ্যান সমাপন্ন (সম্প্রাপ্ত)। দ্বাত্রিংশাকার ও দশ অশুভ ব্যতীত অন্যান্য ১৩শ স্থানে ২য়ধ্যান ও ৩য়ধ্যান সমাপন্ন। অষ্টবিধ কসিন, (কৃৎস্ন) উপেক্ষাব্রহ্মবিহারে, আনাপানে, পরিচ্ছেদাকাশে ও চতুর্বিধ অরূপভাবনায়, এই পঞ্চদশ স্থানে ৪র্থধ্যান সমাপন্ন হইয়াছেন। ইহা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ধর্ম্মস্বামী ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইবার সময় চতুর্বিংশতি কোটিশতসহস্র সংখ্যক সমাপত্তিতে প্রবেশ করতঃ বিদেশ গমনোদ্যত ব্যক্তি যেমন জ্ঞাতি, মিত্রদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমন করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও সমস্ত সমাপত্তিসুখ অনুভব করত নিব্বানপুরে প্রবেশ করিলেন।

*সমনন্তর দ্বিবিধ, যথা—ধ্যান সমনন্তরপরিনিব্বান (ধ্যান হইতে উঠিয়া অর্থাৎ যথা নিয়মে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া ভবাঙ্গচিত্ত উৎপন্নে তাহার নিরোধে পরিনিব্বান। প্রত্যবেক্ষণ সমনন্তরপরিনিব্বান (ধ্যান সমাপ্ত করিয়া বিতর্ক, বিচারাদি ধ্যানাঙ্গ সমূহ এবং তৎসম্প্রযুক্ত অন্যান্য চৈতসিক ধর্ম্মসমূহের স্বলক্ষণ ও রসাদি প্রত্যবেক্ষণ করতঃ ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হইলে, তাহার নিরোধে পরিনিব্বান)। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্য্যশ্রাবক প্রভৃতি সামান্য পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকেই অব্যাকৃতদুঃখসত্য ভবাঙ্গ চিত্ত দ্বারা কালগত হইতে হয়। যেহেতু ভবাঙ্গচিত্ত, চিত্তবীথিতে পশ্চিমচিত্ত।

(ভগবা পন ঝানং সমাপজ্জিত্বা ঝানা বুট্‌ঠায ঝানাঙ্গানি পচ্চবেক্‌খিত্বা ভবাঙ্গচিত্তেন অব্যাকতেদুক্‌খসচ্চেন পরিনিব্বাযি। + দেবদুন্দুভিযো চ ফলিংসু—দেবভেরিযো ফলিংসু, দেবো সুক্‌খগজ্জিতং গজ্জী, অকালবিজ্জুলতা নিচ্ছরিংসু, খনিকবস্সং বস্সীতি বুত্তং হোতি।)

১। সী, চতুত্থজ্ঝানসমাপত্তিযা। ২। সী, অঃ সমনন্তরং।

১৪। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা মহাভূমিচালো অহোসি, ভিংসনকো সলোমহংসো[১] দেবদুন্দ্রভিযো চ ফলিংসুণ্।

১৫। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা ব্রহ্মা সহম্পতি ইমং গাথং অভাসি ;—

সব্বেব নিক্‌খিপিস্‌সন্তি ভূতা লোকে সমুস্‌সযং,
যথা[২] এতাদিসো সত্থা লোকে অপ্‌পটিপুগ্‌গলো।
তথাগতো বলপ্পত্তো সম্বুদ্ধো পরিনিব্বুতোতি॥

১৬। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা সক্কো দেবানমিন্দো ইমং গাথং অভাসি ;—

অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদবযধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখোতি।

১৭। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা আযস্মা অনুরুদ্ধো ইমা গাথাযো অভাসি ;—

নাহু অস্‌সাসপস্‌সাসো[৩] ঠিতচিত্তস্‌স তাদিনো,
অনেজো সন্তিমারব্ভ যং কালমকরী মুনি।
অসল্লীনেন চিত্তেন বেদনং অজ্ঝবাসযী,
পজ্জোতস্‌সেব নিব্বানং বিমোক্‌খো চেতসো অহূতি।

১৪। ভগবান্ নিব্বানে পরিনির্বৃত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভীষণ রোমহর্ষণকর মহাভূমিকম্প হইল এবং বজ্রধ্বনি শ্রুত হইলণ্ (অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘনবৃষ্টি বর্ষিত হইল)।

১৫। ভগবান্ নিব্বানে পরিনির্বৃত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই মহাব্রহ্মা সহম্পত্তি এই গাথা উচ্চারণ করিলেন :—যেহেতু এতাদৃশ ত্রিলোকে অপ্রতিমশাস্তা, দশবিধ জ্ঞানবলপ্রাপ্ত তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, সেই হেতু ত্রিলোকে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণীই যৌগিক এদেহ ত্যাগ করিবে।

১৬। ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই শক্র দেবেন্দ্র এই গাথা উচ্চারণ করিলেন ;—সংস্কার মাত্রই একান্ত অনিত্য। উৎপাদক এবং ব্যয়শীল। উৎপন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কার সমূহের উপসম, অসংস্কৃত নিব্বানই পরম সুখ।

১৭। ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই গাথাদ্বয় উচ্চারণ করিলেন ;—বন্ধুবর্গ, যিনি আমাদের শাস্তা, সেই তৃষ্ণাবিহীন মহামুনি বুদ্ধ চিরশান্তি প্রাপ্ত হইতে, চিরশান্তি লক্ষ্য করিয়া কালগত হইয়াছেন। নিব্বানেস্থিতচিত্ত ভগবানের এখন আর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে না। অসঙ্কোচিত চিত্তেই তিনি মৃত্যু-বেদনা সহ্য করিলেন (বেদনানুবর্ত্তী হইয়া এদিক ওদিক পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিলেন না)। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ

১। ইঃ লোমহংসো। ২। ব, যথ। ৩। সী, অস্‌সাস পস্‌সাসা। †১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৮। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা আযস্মা আনন্দো ইমং গাথং অভাসি ;—

তদাসি যং ¹ভিংসনকং তদাসি, লোমহংসনং,
সব্বাকারবরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতেতি।

১৯। পরিনিব্বুতে ভগবতি যে তে [তত্থ]² ভিক্খূ অবীতরাগা অপ্পেকচ্চে বাহাপগ্গযহ কন্দন্তি+ ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি ঃ—অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং চক্খুমা লোকে অন্তরহিতোতি,³ যে পন তে ভিক্খূ বীতরাগা তে সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি অনিচ্চা সঙ্খারা, তং কুতেত্থ লব্ভাতি।

২০। অথ খো আযস্মা অনুরুদ্ধো ভিক্খূ আমন্তেসি ঃ—অলং আবুসো মা সোচিত্থ মা পরিদেবিত্থ। ননু এতং আবুসো ভগবতা পটিকচ্চেব অক্খাতং, সব্বেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো, তং কুতেত্থ

নির্ব্বাপণ তুল্য (তাঁহার) চিত্ত বিমুক্ত হইল।

১৮। ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে, পরিনিব্বান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা বলিলেন ;—শীলাদি সর্ব্বগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভীষণ রোমহর্ষণকর ভূমিকম্প এবং বজ্রধ্বনি হইল,+ (অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইয়া ঘনবৃষ্টি বর্ষিত হইল)।

১৯। ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তিতে যেসকল ভিক্ষু সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অবীতরাগ (পৃথগজন, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী) তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, + ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, ইতস্ততঃ গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতেছিলেন :—"অতি সহসা ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সত্বর সুগত পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতি শীঘ্র চক্ষুষ্মান ত্রিলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।" যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ (অনাগামীও অর্হৎ) ছিলেন, তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজান সহকারে নিশ্চল রহিলেন, কারণ সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহার বিপরীত কিরূপে ঘটিবে ?

২০। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—বন্ধুগণ! অনর্থক শোক করিবেন না, পরিদেবনও করিবেন না। ভগবান্ও এবিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, সকলেই সমস্ত প্রিয় ও আদরণীয় হইতে বিনাভাব নানাভাব অন্যথাভাব হইতে হইবে। (মাতাপিতা প্রভৃতি সুহৃৎজন হইতে পৃথক্ হইতে হইবে, মরণে তাঁহাদের সহিত পরিত্যক্ত সম্পর্ক হইতে হইবে, ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যথাভাব (বিরুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত) হইতে হইবে)। বন্ধুবর্গ,

---

+ তাঁহাদের দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ হয় নাই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দনাদি করিতেছেন।

১। ব, তদাসি যং। ২। ই, ন দিস্সতে। ৩। সী, ই, অতিখিপ্পং চক্খুং লোকে অন্তরহিতন্তি।

আবুসো লব্ভা ? যন্তং জাতং ভূতং সঙ্খতং পলোকধম্মং তং বত মা পলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি। দেবতা আবুসো উজ্ঝাযন্তীতি। কথম্ভূতা পন ভন্তে অনুরুদ্ধ দেবতা মনসি করোতীতি ?[1]

২১। সন্তাবুসো আনন্দ দেবতা আকাসে পথবিসঞ্‌ঞিনিযো কেসে পকিরিয কন্দন্তি, বাহাপগ্‌গয্হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি। আবট্টন্তি বিবট্টন্তি:—"অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং চক্‌খুমা লোকে অন্তরহিতো"তি। সন্তাবুসো আনন্দ দেবতা পথবিযা পথবিসঞ্‌ঞিনিযো কেসে পকিরিয………অন্তরহিতোতি। যা পন তা দেবতা[2] বীতরাগা তা সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি অনিচ্চা সঙ্খারা, তং কুতেত্থ লব্ভাতি।

২২। অথ খো আযস্মা চ অনুরুদ্ধো আযস্মা চ আনন্দো তং রত্তাবসেসং ধম্মিযা কথায বীতিনামেসুং। অথ খো আয়স্মা অনুরুদ্ধো আযস্মন্তং আনন্দং আম-

---

ইহার অন্যথা কিরূপে সম্ভব হইবে ? যাহার জন্ম আছে, অস্তিত্বের স্থিতি আছে, শরীর ধারণ করা আছে, তাহা কালধর্ম্মের (মৃত্যুর) অধীন, তাহার বিনাশ না হউক, ইহা অসম্ভব। বন্ধুগণ! দেবতারা আলোচনা করিতেছেন যে, আর্য্যেরা স্বয়ং শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, অন্যকে কিরূপে সান্ত্বনা দিবেন ? ভন্তেঅনুরুদ্ধ! দেবতাগণ কিরূপ মনে করিতেছেন ? তাঁহারা ভগবানের পরিনির্বান প্রাপ্তিতে শোক বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন ত ?

২১। বন্ধু আনন্দ! আকাশে পৃথিবী কল্পা দেবগণ আছেন, তাঁহারা সেই কল্পিত ভূভাগে স্থিত হইয়া কেশ আলুলায়িত করিয়া কাঁদিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন;—"অতিশীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতি সত্বর সুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতিসত্বর চক্ষুষ্মান লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন"। বন্ধু আনন্দ! পৃথিবীতে পৃথিবী কল্পা দেবগণ আছেন তাঁহারা সেই কল্পিত স্থানে দাঁড়াইয়া কেশ আলুলায়িত করতঃ কাঁদিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন:—"অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত…লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।" যে সকল দেবতা বীতরাগ (অনাগামীও অর্হৎ) তাঁহারা স্মৃতিও সম্প্রজান সহকারে অবস্থিতি করিতেছেন (কারণ তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে) সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহার অন্যথা এস্থলে কিরূপে হইবে ?

২২। অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ও আয়ুষ্মান আনন্দ সেই রাত্রির অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। (নর দেবলোকে যিনি অপ্রতিম শাস্তা, তাঁহকে ও "যমরাজ লজ্জা বা ভয় করিলেন না, আর সাধারণ ব্যক্তিকে কি লজ্জা বা ভয় করিবে ?" "ইত্যাদি মরণ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতেই সূর্য্য উদিত হইল।) অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান আনন্দকে

১। ব, কথম্ভূতা পন ভন্তে অনুরুদ্ধ দেবতা মনসি করোন্তীতি। সী, অ, কথম্ভূতা পন ভন্তে অনুরুদ্ধো সল্লক্‌খে সী, ই, কথম্ভূতা পন ভন্তে আযস্মা অনুরুদ্ধো দেবতা মনসি করোতীতি। ২। সী, ই, যা পন দেবতা।

* পৃথিবী দেব ধারণে সমর্থা নহে, তদ্ধেতু দেবতারা মাটীতে স্থিত হইতে হইলেও ঋদ্ধি প্রভাবে তাঁহাদিগকে স্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থিত হইতে হয়।

ন্তেসি ঃ—গচ্ছাবুসো আনন্দ! কুসিনারং পবিসিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেহি ঃ—পরিনিব্বুতো বাসিট্ঠা ভগবা, যস্সদানি কালং মঞ্ঞথাতি। এবম্ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো আযস্মতো অনুরুদ্ধস্স পটিস্সুত্বা পুব্বণ্হসমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায অত্তদুতিযো কুসিনারং পাবিসি।

২৩। তেন খো পন সমযেন কোসিনারকা[১] মল্লা সন্থাগারে সন্নিপতিতা হোন্তি তেনেব করণীয়েন। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন কোসিনারকানং মল্লানং সন্থাগারং তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেসি ;—পরিনিব্বুতো বাসিট্ঠা ভগবা, যস্সদানি কালং মঞ্ঞথাতি।

২৪। ইদমাযস্মতো আনন্দস্স[২] বচনং সুত্বা মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লসুণিসা চ মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুম্মনা চেতো দুক্খসমপ্পিতা অপ্পেকচ্চে কেসে পকিরিয কন্দন্তি, বাহাপগ্গয্হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি ঃ—অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুতো অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং চক্খুমা লোকে অন্তরহিতোতি।

২৫। অথ খো কোসিনারকা মল্লা পুরিসে আণাপেসুং[৩] তেনহি ভণে কুসি-

সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—বন্ধু আনন্দ! আপনি যান, কুশীনারায় প্রবেশ করিয়া কুশীনারাবাসী মল্লগণকে জ্ঞাপন করুন্ যে, হে বাসিষ্ঠগণ, ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আপনারা যাহা উচিত মনে করেন করুন।" "সাধু ভন্তে" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া, পাত্র চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক সহচর সঙ্গে কুশীনারায় প্রবেশ করিলেন।

২৩। সেই সময় কুশীনারাবাসী মল্লগণ ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার কিরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য, তাহার পরামর্শের জন্য মন্ত্রণাসভাগৃহে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ কুশীনারাস্থ মল্লরাজাদের মন্ত্রণাসভাগৃহে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "হে বাসিষ্ঠগণ! ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন আপনাদের যাহা উচিত মনে হয় করুন।"

২৪। আয়ুষ্মান আনন্দের এই বাক্য শ্রবণে মল্লগণ, মল্লপুত্রগণ, মল্লপুত্রবধূ এবং মল্লপ্রজাপতিগণ দুঃখিত দুর্ম্মনায়মান ও দৌর্ম্মনস্যাভিভূত হইয়া কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—"অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতি সত্বর সুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সহসা চক্ষুষ্মান লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।"

২৫। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজন্যবর্গ; পুরুষদিগকে (কর্ম্মচারীদিগকে) আদেশ করিলেন, ওহে, তাহা হইলে (তোমরা ঢোল কুপী দ্বারা ঘোষণা করাইয়া) কুশীনারার সমস্ত সুগন্ধি-

১। সী, কোসিনারকা চ। ২। সী, ই, আনন্দস্স সুত্বা। ৩। সী, আণাপেসি।

নারাযং গন্ধমালঞ্চ সব্বঞ্চ তালাবচরং সন্নিপাতেথাতি।

২৬। অথ খো কোসিনারকা মল্লা গন্ধমালঞ্চ[১] সব্বঞ্চ তালাবচরং পঞ্চ চ দুস্‌সযুগসতানি আদায যেন উপবত্তনং মল্লানং সালবনং যেন ভগবতো সরীরং তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরুকরোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা চেলবিতানানি করোন্তা মণ্ডল-মালে[২] পটিযাদেন্তা একদিবসং[৩] বীতিনামেসুং।

২৭। অথ খো কোসিনারকানং মল্লানং এতদহোসি;—অতিবিকালো খো অজ্জ ভগবতো সরীরং ঝাপেতুং, স্বেদানি মযং ভগবতো সরীরং ঝাপেস্‌সামাতি। অথ খো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরুকরোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা চেলবিতানানি করোন্তা মণ্ডল-মালে পটিযাদেন্তা দুতিযম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, ততিযম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, চতুত্থম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, পঞ্চমম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, ছট্‌ঠম্পি দিবসং বীতিনামেসুং।

২৮। অথ খো সত্তমং দিবসং কোসিনারকানং মল্লানং এতদহোসি;—মযং ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরু-

দ্রব্য, মাল্য ও সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র একত্রিত করাও।

২৬। অনন্তর কুশীনারার মল্লগণ সুগন্ধি-দ্রব্য, মাল্য, সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র এবং পঞ্চ শত যোড়া বস্ত্র লইয়া শালবনোপবর্ত্তনে ভগবানের দেহসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানের দেহ নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা এবং মাল্য ও সুগন্ধি সমূহ দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা, করিতে লাগিলেন। বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ সমূহ প্রস্তুত করিতে ও বস্ত্রমণ্ডপাদি সুসজ্জিত করিতে করিতে একদিবস অতীত হইয়া গেল।

২৭। অতঃপর তাঁহাদের এইরূপ মনে হইল;—"ভগবানের শরীর দাহ করিবার পক্ষে অদ্য অত্যন্তবিকাল হইয়াছে; আগামী কল্যই ভগবানের শরীর দাহ করিব।" অনন্তর কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের দেহ বাদ্যযন্ত্র বাদনসহকারেনৃত্য, গীত ও মাল্যগন্ধাদি দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে এবং বস্ত্র বিতানসমূহ নির্ম্মাণ করিতে ও বস্ত্রমণ্ডপাদি সুসজ্জিত করিতে দ্বিতীয় দিবসও অতীত হইয়া গেল, তৃতীয় দিবসও অতীত হইল, চতুর্থ দিবসও অতিবাহিত হইল, পঞ্চম দিবসও অতিক্রান্ত হইল, ষষ্ঠ দিবসও অতীত হইয়া গেল।

২৮। অনন্তর সপ্তম দিবসে কুশীনারার মল্লরাজন্যবর্গের এইরূপ স্থির হইল যে, "আমরা ভগবানের দেহ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রবাদনসহকারে নৃত্য, গীত ও মাল্য এবং সুগন্ধাদি দ্বারা সৎকার,

১। ব, গন্ধমালে চ। ২। সী, ই, মণ্ডলমালানি। ৩। স', ই, এবং তং দিবসং।

করোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা, দক্খিণেন দক্খিণং নগরস্স হরিত্বা বাহিরেন বাহিরং দক্খিণতো নগরস্স ভগবতো সরীরং ঝাপেস্সামাতি।

২৯। তেন খো পন সমযেন অট্ঠ মল্লপামোক্খা সীসং ন্হাতা অহতানি বত্থানি নিবত্থা :—মযং ভগবতো সরীরং উচ্চারেস্সামাতি, ন সক্কোন্তি উচ্চারেতুং।

৩০। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আযস্মন্তং অনুরুদ্ধং এতদবোচুং :—কো নু খো ভন্তে [অনুরুদ্ধ] হেতু কো পচ্চযো• যেনিমে অট্ঠ মল্লপামোক্খা সীসং ন্হাতা অহতানি বত্থানি নিবত্থা মযং ভগবতো সরীরং উচ্চারেস্সামাতি ন সক্কোন্তি উচ্চারেতুন্তি? অঞ্ঞথা খো বাসিট্ঠা তুম্হাকং অধিপ্পাযো, অঞ্ঞথা দেবতানং অধিপ্পাযোতি।

৩১। কথং পন ভন্তে দেবতানং অধিপ্পাযোতি? তুম্হাকং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো :—মযং ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরুকরোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা দক্খিণেন দক্খিণং নগরস্স হরিত্বা, বাহিরেন বাহিরং দক্খিণতো নগরস্স ভগবতো সরীরং ঝাপেস্সামাতি, দেবতানং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো :—মযং ভগবতো সরীরং দিব্বেহি নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরুকরোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা, উত্তরেন

গৌরব, মান ও পুজা করিতে করিতে নগরের বাহিরে বাহিরে নগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ যমকশালতরুর মূল হইতে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব।"

২৯। তখন রাজাপ্রমুখ আটজন শক্তি সম্পন্ন প্রধানমল্ল ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভগবৎদেহ কাঁধে উঠাইবার সমস্ত চেষ্টাই তাঁহাদের ব্যর্থ হইল।

৩০। অতঃপর কুশীনারাবাসী মল্লরাজন্যবর্গ আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধকে এইরূপ বলিলেন :—ভন্তে অনুরুদ্ধ! ইহার হেতু কি? ইহার প্রত্যয় কি? যেহেতু এই মহাশক্তিশালী আটজন প্রধানমল্ল ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভগবানের দেহ উঠাইতে গিয়া কোনমতে উঠাইতে পারিতেছেন না। বাসিষ্টগণ! আপনাদের অভিপ্রায় একরূপ, দেবগণের অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়াছে।

৩১। ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় কিরূপ? হে বাসিষ্টগণ! আপনাদের অভিপ্রায় যে, "আমরা ভগবানের দেহ বাদ্যযন্ত্রবাদনসহকারেনৃত্য, গীত করিতে করিতে মাল্য এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা সংকার; গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে, নগরের বাহিরে বাহিরে নগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে নিয়া ভগবানের দেহ সংকার করিব"। বাসিষ্টগণ, কিন্তু দেবগণের অভিপ্রায় যে, "আমরা ভগবানের দেহ দিব্যবাদ্যযন্ত্রবাদনসহকারে দিব্যনৃত্য ও সঙ্গীত করিতে

• ১। সী. ব, উচ্চারেতুং। [ ] সী, ন দিস্সতে

উত্তরং নগরস্‌স হরিত্বা, উত্তরেন দ্বারেন নগরং পবেসেত্বা, মজ্ঝেন মজ্ঝং নগরস্‌স হরিত্বা, পুরত্থিমেন দ্বারেন নিক্‌খমিত্বা, পুরত্থিমতো নগরস্‌স মকুটবন্ধনং নাম মল্লানং চেতিযং, এত্থ ভগবতো সরীরং ঝাপেস্‌সামাতি। যথা ভন্তে দেবতানং অধিপ্‌পাযো, তথা হোতুতি।

৩২। তেন খো পন সমযেন কুসিনারা[১] যাব সন্ধিসমলসংকটীরা জন্নুমত্তেন ওধিনা মন্দারবপুপ্‌ফেহি সন্থতা হোতি[২]। অথ খো দেবতা চ কোসিনারকা চ মল্লা ভগবতো সরীরং দিব্বেহি চ মানুসকেহি চ[৩] নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করোন্তা গরুকরোন্তা মানেন্তা পূজেন্তা উত্তরেন উত্তরং নগরস্‌স হরিত্বা উত্তরেন দ্বারেন নগরং পবেসেত্বা মজ্ঝেন মজ্ঝং নগরস্‌স হরিত্বা

করিতে এবং দিব্যমাল্য ও সুগন্ধাদি দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে যমকশাল তরুর মূল হইতে উত্তরে উত্তরে নগরের উত্তরদিকে নিয়া, উত্তরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া, নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করিব এবং পূর্ব্বদ্বার দিয়া, নগর হইতে বাহির করতঃ নগরের পূর্ব্বপার্শ্বে মুকুটবন্ধন নামক, যে মল্লরাজাদের প্রসাধন মঙ্গলশালা (অভিষেক মণ্ডপ) আছে, সেই স্থলেই ভগবানের দেহ সৎকার করিব"। ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হউক।

৩২। তখন কুশীনারার গৃহসন্ধি সমল ও জঙ্গালপূর্ণ স্থান সমূহ পর্য্যন্ত দিব্যমন্দারপুষ্প পতিত হইয়া জানুপ্রমাণ উচ্চ হইয়া আচ্ছাদিত হইল; (উপরে দেবগণের বাদ্যযন্ত্রসমূহ সুরতান-লয়ে বাজিয়া উঠিল এবং দেবগণের নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল, নীচে মানবদের বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজিতে লাগিল এবং মানবগণের নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হইল। মানবদের অন্তরে অন্তরে দেবগণের ও দেবগণের অন্তরে অন্তরে মানবগণের বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল [শ্রদ্ধাশীল ভাবুকগণ, একবার কল্পনানেত্রে দর্শন করুন, তখন কি দৃশ্য হইয়াছিল] অনন্তর দেবগণ ও কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের শরীর দিব্য ও মানুষিক বাদ্যযন্ত্র বাদনসহকারে নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে এবং দিব্য ও পার্থিব মাল্য ও সুগন্ধাদিদ্বারা সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে (যমকশাল তরুর মূল হইতে) উত্তরে নগরের উত্তর পার্শ্বে নিয়া, উত্তরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করিলেন। (এইরূপ মহাসমারোহের সহিত ভগবানের দেহ যখন নগরের মধ্যে আনা হইতেছিল, তখন সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী মল্লিকাদেবী স্বীয় মহালতা আভরণ+ খুলিয়া পরিষ্কার করতঃ গন্ধোদকে ধৌত করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বারের নিকট ভগবানের দেহ আনীত হইলে বলিলেন, "বৎসগণ, একটু নামাও শাস্তাকে পূজা করিব"। তৎপর নামাইলে মল্লিকাদেবী স্বয়ং চারিকোটিটাকা মূল্যের মহালতা আভরণ ভগবানের দেহে পরিধান করাইয়া

+ মহোপাসিকা বিশাখাও এই মল্লিকাদেবী এই দুই স্ত্রীর এবং দেবদানী নামক চোরের গৃহে মহালতা আভরণ ছিল।

১। ব, কোসিনারকা মল্লা। ২। সী, হোন্তি। ৩। সী, অ, মনুস্‌সকেহি চ।

পুরত্থিমেন দ্বারেন নিক্খমিত্বা পুরত্থিমতো নগরস্স মকুটবন্ধনং নাম মল্লানং চেতিযং—এত্থ[1] ভগবতো সরীরং নিক্খিপিংসু।

৩৩। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচুং:—কথং মযং ভন্তে আনন্দ তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জামাতি? যথা খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি, এবং তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জিতব্বন্তি।

৩৪। কথং পন ভন্তে আনন্দ রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তীতি? রঞ্ঞো বাসিট্ঠা চক্কবত্তিস্স সরীরং অহতেন বত্থেন বেঠেন্তি, অহতেন বত্থেন বেঠেত্বা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেন্তি। বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেত্বা অহতেন বত্থেন বেঠেন্তি, এতেন উপাযেন পঞ্চহি যুগসতেহি রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরং বেঠেত্বা আযসায[2] তেলদোণিযা পক্খিপিত্বা অঞ্ঞিস্সা আযসায দোণিযা পটিকুজ্জেত্বা, সব্বগন্ধানং চিতকং করিত্বা রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরং ঝাপেন্তি, চাতুমহাপথে রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স থূপং করোন্তি। এবং খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি, যথা খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি

দিলেন। তাহা মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত পরিহিত হইল। ভগবানের স্বুবর্ণ—বর্ণ দেহ সপ্ত-রত্নময় আভরণ পরিহিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তিনি তাহা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রার্থনা করিলেন;—"ভন্তে, যাবৎ আমি সংসারাবর্ত্তে সংসরণ করি, তাবৎকাল আমার পৃথক অলঙ্কারের আবশ্যক না হউক, নিত্য মহালতা আভরণ পরিহিত সদৃশ আমার শরীর হউক"।) অতঃপর ভগবানের দেহ উঠাইয়া পূর্ব্ব দ্বারে নগর হইতে বাহির হইয়া, নগরের পূর্ব্বপার্শ্বে মুকুটবন্ধন নামক মল্লরাজাদের যে প্রসাধন মঙ্গল শালা আছে, তথায় নিয়া স্থাপন করিলেন।

৩৩। অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন:—ভন্তে আনন্দ, আমরা তথাগতের শরীরের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিব? হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর শরীরের প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তথাগতের শরীরের প্রতিও সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

৩৪। ভন্তে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়? হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করা হইয়া থাকে, পুনঃ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনের পর, সুধুনিত কার্পাসের দ্বারা বেষ্টন করা হয়। এইরূপে পঞ্চশত যুগবার (উভয় বস্ত্র দ্বারা) রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ বেষ্টন করতঃ স্বর্ণময় তৈলপূর্ণ পাত্রে তাহা স্থাপন করা হয় এবং অপর স্বর্ণময় পাত্রদ্বারা তাহা আবৃত করা হইয়া থাকে। তৎপর সকল প্রকার সুগন্ধিসামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করতঃ রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ দাহ এবং চারি মহাপথের (রাজপথের) মিলন স্থানে রাজচক্রবর্ত্তীর স্তূপ রচনা করা হয়। হে বাশিষ্ঠগণ! রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের প্রতি যেই ব্যবস্থা, তথাগতের শরীরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা বিধেয়। চারি মহাপথের মিলন

আযসাযতি সোবণ্ণায—স্বর্ণ নির্ম্মিত। ১। ব, এত্থ চ। ২। ই, অযসায।

এবং তথাগতস্‌স সরীরে পটিপজ্জিতব্বং। চাতুমহাপথে তথাগতস্‌স থূপো কাতব্বো। তত্থ যে মালং বা গন্ধং বা চুণ্ণকং বা[1] আরোপেস্‌সন্তি বা[2] অভিবাদেস্‌সন্তি বা, চিত্তং বা পসাদেস্‌সন্তি, তেসন্তং ভবিস্‌সতি দীঘরত্তং হিতায সুখাযাতি।

৩৫। অথ খো কোসিনারকা মল্লা পুরিসে আণাপেসুং, তেনহি ভণে মল্লানং বিহতং কপ্পাসং সন্নিপাতেথাতি।

৩৬। অথ খো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরং অহতেন বত্থেন বেঠেসুং[3] অহতেন বত্থেন বেঠেত্বা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেসুং, বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেত্বা অহতেন বত্থেন বেঠেসুং, এতেন উপাযেন পঞ্চহি যুগসতেহি ভগবতো সরীরং বেঠেত্বা আযসায তেলদোণিযা পক্‌খিপিত্বা অঞ্‌ঞিস্‌সা দোণিযা পটিকুজ্জিত্বা সব্বগন্ধানং চিতকং করিত্বা ভগবতো সরীরং চিতকং আরোপেসুং।

৩৭। তেন খো পন সমযেন আযস্মা মহাকস্‌সপো+ পাবায কুসিনারং[4] অদ্ধানমগ্‌গপ্পটিপন্নো হোতি মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্‌খুসতেহি, অথ খো আযস্মা মহাকস্‌সপো মগ্‌গা ওকম্ম অঞ্‌ঞতরস্মিং রুক্‌খমূলে নিসীদি।

স্থানে তথাগতের স্তূপ রচনা করা কর্ত্তব্য। তথায় যাঁহারা মাল্য বা সুগন্ধি অথবা চন্দনাদির চূর্ণ প্রদান করিবেন কিংবা অভিবাদন করিবেন। অথবা তদ্দর্শনে চিত্তপ্রসন্ন করিবেন, তাঁহাদের সেই কাজ বহুদিনের জন্য হিত সুখদায়ক হইবে।

৩৫। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজন্যবর্গ পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন :—"ওহে, তাহা হইলে, তোমরা মল্লদিগের সুধুনিত কার্পাস সংগ্রহ করিয়া এস্থলে আনয়ন কর"।

৩৬। অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজন্যবর্গ ভগবানের দেহ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করতঃ তৎপর সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিলেন। পুনঃ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্রদ্বারা তাহা বেষ্টন করতঃ পুনঃ সুধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করিলেন। এই উপায়ে পঞ্চশত যুগবার (উভয় বস্ত্র দ্বারা) ভগবানের দেহ আবেষ্টন করতঃ স্বর্ণময় তৈলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিয়া, অপর স্বর্ণময় পাত্রদ্বারা তাহা আবৃত করিলেন এবং সর্ব্ববিধ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা (উত্তর দক্ষিণে ১২০ হাত, পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২০ হাত) চিতা রচনা করতঃ (তৈলপূর্ণ স্বর্ণময় আধার সহ) ভগবানের দেহ চিতার উপর আরোপিত করিলেন।

৩৭। সেই সময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ+মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশীনারায় আগমন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত ভিক্ষু ছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ রাজপথ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।*

+ভগবান বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকের মধ্যে অন্যতর মহাশ্রাবক। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। * পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১। সী, ই, ধ্বাকং। ২। সী ই, আরোপেস্‌সন্তি। ৩। ব, অহতেন বত্থেন বেঠেত্বা। ৪। সী, অ, কুসিনারাযং।

৩৮। তেন খো পন সমযেন অঞ্ঞতরো আজীবকো কুসিনারায মন্দারব-পুপ্‌ফং গহেত্বা পাবং অদ্ধানমগ্‌গপ্পটিপন্নো হোতি। আদ্দসা খো আযস্মা মহাকস্‌সপো [তং][1] আজীবকং দূরতোব আগচ্ছন্তং, দিস্বা তং আজীবকং এতদবোচ :—অপাবুসো[2] অম্হাকং সত্থারং জানাসীতি? আম আবুসো জানামি। অজ্জ সত্তাহপরিনিব্বুতো সমণো গোতমো। ততো মে ইদং মন্দারবপুপ্‌ফং গহিতন্তি।

৩৮। তেমন সময়ে আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক সন্ন্যাসী কুশীনারা হইতে দিব্য মন্দার-পুষ্প লইয়া (রৌদ্রের তাপ নিবারণার্থে ছত্রের ন্যায় মাথার উপর ধরিয়া) পাবা অভিমুখে গমন করিতে ছিলেন। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ সেই আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই (আসন হইতে উঠিয়া শাস্তা যেইদিকে আছেন, সেই দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া) সেই আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে এইরূপ বলিলেন :—বন্ধো, আপনি আমাদের শাস্তাকে জানেন? হাঁ বন্ধো, জানি, অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন। আমার এই মন্দারপুষ্প তাঁহার পরিনিব্বান স্থান হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

*আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের সঙ্গে যে পঞ্চশত ভিক্ষু আসিতেছিলেন, তন্মধ্যে কেহ পূর্ব্বে ভগবান্‌কে দেখিয়া থাকিলেও অনেকে দেখেন নাই। তাঁহারা সকলেই ভগবান্‌কে দেখিতে মহোৎসাহের সহিত আগমন করিতেছিলেন। কুশীনারা পৌঁছিয়া ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন বলিয়া হঠাৎ শ্রবণ করিলে অনেকে শোকাতুর হইয়া মহাকান্নাকাটি করিতে থাকিবেন। মহাজনসমাগমের মধ্যে পাত্রচীবরাদি কোথায় পতিত হইবে, তার ঠিক থাকিবে না। আরও অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের পাংশুকুলিকসহচরগণ আসিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তিদিগকে কি আর সান্ত্বনা দিবেন? অর্দ্ধপথে অরণ্যের মধ্যে ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া রোদন করিলেও কোন ক্ষতি নাই, তখন তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দেওয়ারও সুবিধা হইবে এবং কুশীনারা পৌঁছিতে পৌঁছিতে তাঁহাদের শোকবেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা সুস্থিরভাবে ভগবান্‌কে বন্দনাদি করিতে পারিবেন। সেইহেতু ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তি সংবাদ শুনাইতে পথে অরণ্যস্থ বৃক্ষমূলে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ সহচরগণের সহিত উপবেশন করিলেন। তিনি ভগবানের পরিনিব্বান ভাব জ্ঞাত থাকিয়াও আজীবন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে দিব্যমন্দার পুষ্প মাথার উপর ছত্রাকারে ধরিয়া আসিতে দেখিয়া শাস্তার প্রতি মহাসম্ভ্রম বশতঃ আসন হইতে উঠিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং শাস্তার দেহ যেইদিকে রহিয়াছেন ঠিক সেইদিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধো! আপনি আমাদের শাস্তকে জানেন?"

১। ই, ন দিস্‌সতে। ২। ব, আবুসো।

৩৯। তত্থ যে তে ভিক্খূ অবীতরাগা অপ্পেকচ্চে বাহা পগ্গয্হ কন্দন্তি ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি:—অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বুতো অতিখিপ্পং চক্খুমা লোকে অন্তরহিতোতি। যে পন তে ভিক্খূবীতরাগা, তে সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি:—অনিচ্চা সঙ্খারা, তং কুতেত্থ লব্ভাতি?

৪০। তেন খো পন সমযেন সুভদ্দো নাম বুড্ঢ[১] পব্বজিতো* তস্সং পরিসাযং নিসিন্নো হোতি। অথ খো সুভদ্দো বুড্ঢপব্বজিতো তে ভিক্খূ এতদবোচ:—অলং আবুসো মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ। সুমুত্তা মযং তেন মহাসমণেন। উপদ্দুতা চ হোম ইদং বো কপ্পতি, ইদং বো ন কপ্পতীতি। ইদানি পন মযং যং ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সাম, যং ন ইচ্ছিস্সাম ন তং[২] করিস্সামাতি।

৩৯। (তচ্ছ্রবণে) সেইস্থানে যে সকল ভিক্ষু অবীতরাগ (পৃথগজন, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী) ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতি সত্বর সুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সহসা চক্ষুষ্মান লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।" যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ (অনাগামীও অর্হৎ) ছিলেন, তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে অবস্থিত রহিলেন, "যেহেতু সংস্কারসমূহ অনিত্য, এস্থলে তার অন্যথা কিরূপে হইবে?"

৪০। সেই সময় সুভদ্র নামক জনৈক বৃদ্ধপ্রব্রজিত* সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিল। অনন্তর সে সেই শোকাভিভূত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল;—বন্ধুগণ, ভালই হইয়াছে, তোমরা শোক করিও না, বিলাপও করিও না। আমরা সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। "ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা তোমাদের অনুপযুক্ত" ইত্যাদি বাক্যবাণে আমরা উপদ্রুত হইতাম। এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই করিতে পারিব, যাহা ইচ্ছা হইবেনা তাহা করিব না।+

---

* বৃদ্ধপ্রব্রজিত সুভদ্র—বিনয় পিটকের অন্তর্গত "খন্ধকে আতুমা বত্থুতে" উক্ত সুভদ্র। সে জাতিতে নাপিত ছিল। বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত হওয়ায় ধর্ম্ম বিনয় শিক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার দুইটি সুদর্শন ছেলেও প্রব্রজিত হইয়াছিল, তাহারা অতি সুকণ্ঠ ছিল। একদা ভগবান্ সাড়ে বারশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কুশীনারা হইতে আতুমাদেশে আসিতেছেন শুনিয়া সুভদ্র নিজের ছেলে শ্রামণের দুইটিকে ক্ষুরভাণ্ড দিয়া লোকের ঘরে ঘরে পাঠাইল, তখন তাহারা গান করতঃ লোকদিগকে খেউরি করিয়া চাউল, তৈল, লবণাদি প্রচুর পরিমাণে পাইল। যেহেতু তাহারা সুদর্শন ও সুকণ্ঠ ছিল বলিয়া যাহাদের আবশ্যক নাই তাহারাও খেউরি করাইয়া প্রচুর পরিমাণে চাউলাদি দিয়াছিল। ভগবান্ আতুমায় আসিলে সুভদ্র লোকের কায়িক সাহায্য গ্রহণ করতঃ

১। সী, অ, বুড্ঢ। ব, বুদ্ধ। ২। ই, তং ন। +পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪১। অথ খো আযস্মা মহাকস্সপো ভিক্খূ আমন্তেসি:—অলং আবুসো মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ, নহু এতং আবুসো ভগবতা পটিকচ্চেব অক্খাতং:—

৪১। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—বন্ধুবর্গ, বৃথা শোক করিও না, বিলাপও করিও না। বন্ধুবর্গ, এবিষয় কি ভগবান্ পূর্ব্বেই বলেন নাই? সমস্ত

শতসহস্র ব্যয়ে স্বয়ং ভোজ্যযাগু+ ও মধুগোলক তৈয়ার করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণকে খাওয়াইতে প্রার্থনা করিল। ভগবান্ উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক "অকপ্পিয সমাদান" শিক্ষাপদও "খুরভাণ্ড পরিহরণ" শিক্ষাপদ, এই দুই শিক্ষাপদ স্থাপন করেন। তখন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন;—ভিক্ষুগণ! তোমরা বহুকল্পকোটিকাল এইরূপ ভোজন অন্বেষণ করিতে করিতেই অতিবাহিত করিয়াছ, মুক্ত হইতে পার নাই। এই খাদ্য তোমাদের অনুপযুক্ত (অকপ্পিযং), যেহেতু তাহা অন্যায়রূপে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পরিভোগ করিলে তোমাদিগকে শতসহস্র জন্ম অপায় দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অতএব "ইহা গ্রহণ করিও না, চলিয়া আইস" বলিয়া ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে গ্রামে ভিক্ষা করিতে প্রবেশ করিলেন। সুভদ্র ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া অন্তরে বড়ই আঘাত পাইল। সে ভাবিল "ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া লোককে বলিয়া থাকেন, আমার ইহা অন্যায় হইলে আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইয়া আমাকে নিষেধ করিলে, আমার এই সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইত না। এই তৈয়ারী খাবার বেশীদিন রাখিলেও সাতদিনের অধিকাল থাকিবে না, পঁচিয়া যাইবে। অথচ ইহা থাকিলে আমার যাবজ্জীবন সুখেই চলিত। আমার যথাসর্ব্বস্ব বৃথা নষ্ট হইল। ভগবান্ আমার হিতকামী নহেন, এই ভাবিয়া ভগবানের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু ভগবান্ রাজপুত্র বলিয়া এযাবৎ কিছু বলিতে বা করিতে পারে নাই, আজ ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া মনের আক্রোশে ঐরূপ বলিল।

+[আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের উক্তি শ্রবণে হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা পাইলেন, মাথায় বজ্রপতনের ন্যায় বোধ হইল, তাহাতে তাঁহার মহাধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল:—"ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন আজ সপ্তাহমাত্র, এখনও তাঁহার সুবর্ণবর্ণশরীর ধরণী পৃষ্ঠে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভগবান্ কর্ত্তৃক কষ্টে স্থাপিত শাসনে এত শীঘ্র পাপ কণ্টক উৎপন্ন হইল, এই পাপ বর্দ্ধিত হইয়া আরও এইরূপ পাপসহায় পাইলে শাসন নষ্ট হইয়া যাইবে"। আরও এই দুর্ব্বিনীত বৃদ্ধকে যদি এখন কষায় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিই, তবে হয়তঃ লোকে বলিবে "শ্রমণ গৌতমের শিষ্যেরা তাঁহার দেহ বিদ্যমানে ও বিবাদ করিতেছে" ইত্যাদি বলিয়া দোষারোপ করিবে। এখন এই বিষয়ে নিরব থাকাই উচিত। "ভগবানের দেশিত ধর্ম্ম অসংগৃহীত পুষ্পরাশির ন্যায় রহিয়াছে। বাতাসে অসংগৃহীত পুষ্প যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ এবম্বিধ পাপ ব্যক্তিদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিনয়ের দুই একটি শিক্ষাপদ বা সুত্রের দুই একটি প্রশ্নোত্তর অথবা অভিধর্ম্মের

+ভোজ্জযাগু নাম ভুঞ্জিত্বাপাতব্বযাগু। তথসপ্পিমধুফাণিত মচ্ছমংস পুপ্ফ ফলরসাদি যংকিঞ্চি খাদনীযং নাম সব্বং পক্খিপিত্বা, কীলিতু কামানং সীস মক্খনযোগ্গহোতি সুগন্ধগন্ধা।

সব্বেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো. তং কুতেত্থ আবুসো লব্ভা? যন্তং জাতং ভূতং সঙ্খতং পলোকধম্মং, তং তথাগতস্সাপি সরীরং মা পলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতীতি।

৪২। তেন খো পন সমযেন চত্তারো মল্লপামোক্খা সীসং নহাতা অহতানি বত্থানি নিবত্থা মযং ভগবতো চিতকং আলিম্পেস্সামাতি। ন সক্কোন্তি আলিম্পেতুং।

৪৩। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আযস্মন্তং অনুরুদ্ধং এতদবোচুং:—কো নু খো ভন্তে অনুরুদ্ধ হেতু, কো পচ্চযো, যেনিমে চত্তারো মল্লপামোক্খা সীসং

প্রিয় ও আদরণীয় বস্তু হইতে বিনাভাব, নানভাব, অন্যথাভাব, হইতে হইবে। বন্ধুবর্গ! তাহার অন্যথা এখানে কিরূপে সম্ভব হইবে? যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত, তাহা নশ্বর। তদ্ধেতু তথাগতেরও শরীর বিনাশ না হউক এরূপ কারণ কোনমতেই হইতে পারে না।

৪২। সেই সময় মল্লরাজদের মধ্যে চারিজন প্রধান ব্যক্তি ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ মানসে স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগের সমস্ত চেষ্টাই তাঁহাদের ব্যর্থ হইল।

৪৩। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজন্যবর্গ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এইরূপ বলিলেন;—ভন্তে অনুরুদ্ধ, ইহার হেতু কি, প্রত্যয় কি? যেহেতু এই চারিজন প্রধানমল্লরাজা স্নানপূর্ব্বক নববস্ত্র

দুই একটা (ভূমস্তরাদি) অংশ বিলোপ হইতে পারে। এইরূপে মূল নষ্ট হইলে, আমরা মূলহারা* পিসাচের ন্যায় দুষ্ট হইব। অতএব, ধর্ম্ম বিনয় সংগ্রহ করিব। তাহা হইলে দৃঢ় সূতায় গ্রথিত পুষ্পরাশির ন্যায় এই ধর্ম্ম বিনয় নিশ্চল হইবে"।

"এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ আমাকে তিনগাবুত* পথ প্রত্যুদ্গমন করিয়া তিনটা উপদেশে উপসম্পদা প্রদান করিয়াছিলেন ও তিনি আমার সঙ্গে চীবর বিনিময় করিয়াছিলেন এবং হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া আমাকে চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন। তিনবার তাঁহার সমস্ত শাসন আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মাদৃশভিক্ষু বিদ্যমান থাকিতে এইরূপ পাপব্যক্তি শাসনে বর্দ্ধিত না হউক। অধর্ম্মও অবিনয় বিস্তার লাভ না করিতে, ধর্ম্ম ও বিনয় প্রতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই এবং অধর্ম্মও অবিনয় বাদী বলবৎ না হইতে, ধর্ম্ম ও বিনয়বাদী দুর্ব্বল না হইতেই ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিব। তৎপর ভিক্ষুগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যবর্গকে উপযুক্তানুপযুক্ত (কপ্পিযাকপ্পিযং) বিষয় শিক্ষা দিলে এই পাপী আপনাপনিই নিগৃহীত হইবে, শাসন সমৃদ্ধও বিস্তৃত হইবে।" তিনি ধর্ম্মবিনয় সংগ্রহ করিবার দৃঢ়সংকল্প করিলেন বটে, কিন্তু তাহা সম্প্রতি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া রোদনপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কুশীনারাভিমুখে রওনা হইলেন।

---

* [বৃক্ষস্থ পিসাচ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বিনষ্ট হইলে কাণ্ড আশ্রয় করে। কাণ্ড নষ্ট হইলে মূল, মূলও নষ্ট হইলে আশ্রয়বিহীন হইয়া বিচরণ করে। তখন পিসাচ স্বীয় পুত্রকন্যার রক্ষার জন্য গাছের শিকড় পুত্রকন্যার হস্তে দিয়া থাকে। যতদিন উহা তাহাদের হাতে থাকে, ততদিন তাহারা সেইস্থানে লোকের অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যখন শিকড় যে কোন প্রকারে নষ্ট হয়, তখন আর অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে না। তাহাদের বীভৎস আকার ও কুৎসিত আহারাদি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়।] *গাবুত—চারি ভাগের এক ভাগ যোজন বা এক ক্রোশ।

নহাতা অহতানি বত্থানি নিবত্থা মযং ভগবতো চিতকং আলিম্পেস্সামাতি। ন সক্কোন্তি আলিম্পেতুন্তি? অঞ্ঞথা খো বাসিট্ঠা দেবতানং অধিপ্পাযোতি।

৪৪। কথং পন ভন্তে দেবতানং অধিপ্পাযোতি? দেবতানং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো:—অযং আযস্মা মহাকস্সপো পাবায কুসিনারং অদ্ধানমগ্গপ্পটিপন্নো মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্খুসতেহি ন তাব ভগবতো চিতকো পজ্জলিস্সতি যাবাযস্মা মহাকস্সপো ভগবতো পাদে সিরসা ন বন্দিস্সতীতি, ১। যথা ভন্তে দেবতানং অধিপ্পাযো তথা হোতূতি।

৪৫। অথ খো আযস্মা মহাকস্সপো যেন কুসিনারা মকুটবন্ধনং নাম মল্লানং চেতিযং যেন ভগবতো চিতকো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একংসং চীবরংকত্বা অঞ্জলিংপণামেত্বা তিক্খত্তুং চিতকং পদক্খিণং কত্বা [পাদতো বিবরিত্বা]১ ভগবতো পাদে সিরসা বন্দি। তানিপি খো পঞ্চভিক্খুসতানি একংসং চীবরং কত্বা অঞ্জলিম্পণামেত্বা তিক্খত্তুং চিতকং পদক্খিণং কত্বা ভগবতো পাদে সিরসা বন্দিংসু।

পরিধান করিয়া ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগের বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও অগ্নি জ্বালাইতে সক্ষম হইতেছেন না। হে বাশিষ্ঠগণ! দেবগণের অভিপ্রায় অন্যরূপ।

৪৪। ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় কিরূপ? হে বাশিষ্ঠগণ! দেবগণের অভিপ্রায় যে, "আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশীনারা আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত ভিক্ষুও আছেন। যতক্ষণ আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ আসিয়া ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা না করেন, ততক্ষণ ভগবানের চিতা প্রজ্বলিত না হয়।" ভন্তে, দেবগণের যাহা অভিপ্রায় তাহাই হউক।

(এই বলিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পথপানে তাকাইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন ;—"তিনি কেমন ভিক্ষু? যিনি আসিয়া পাদ বন্দনা না করিলে চিতা প্রজ্বলিত হইবে না। এইরূপ ভিক্ষু বর্ত্তমান থাকিলে ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তিতে শাসনের কি ক্ষতি হইবে"? ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে কেহ সুগন্ধি মাল্যাদি লইয়া তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া আনিতে গেলেন, কেহ তাঁহার আগমন পথ সজ্জিত করিতে লাগিলেন।)

৪৫। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ যেখানে কুশীনারাস্থ মুকুটবন্ধন নামক মল্লরাজাদের অভিষেক-মণ্ডপ+ এবং যেখানে ভগবানের চিতা সুসজ্জিত, সেইখানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া চীবর একাংশ করতঃ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের উন্মুক্ত পাদদ্বয়ে মস্তক সংলগ্ন করিয়া বন্দনা করিলেন। (আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ করজোড়ে চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পাদদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী

১। সী, ন সহত্থা সিরসা বন্দিস্সতীতি।

১। ব, ন দি সতি। +তাহা চিত্রিত বলিয়া পালিতে চৈত্য (চেতিযং) নামে উক্ত হইয়াছে।

৪৬। বন্দিতে চ পনাযস্মতা মহাকস্সপেন তেহিপি[১] পঞ্চহি ভিক্খুসতেহি, সযমেব ভগবতো চিতকো পজ্জলি।

৪৭। ঝাযমানস্স খো পন[২] ভগবতো সরীরস্স, যং অহোসি ছবীতি বা চম্মন্তি বা মংসন্তি বা নহারূতি বা লসিকাতি বা তস্স নেব ছারিকা পঞ্ঞাযিত্থ, ন মসি, সরীরানেব অবসিস্সিংসু। সেয্যথাপি নাম সপ্পিস্স বা তেলস্স বা ঝাযমানস্স নেব ছারিকা পঞ্ঞাযতি ন মসি,[৩] এবমেব ভগবতো সরীরস্স ঝাযমানস্স যং অহোসি ছবীতি বা চম্মন্তি বা মংসন্তি নহারূতি বা লসিকাতি বা তস্স নেব ছারিকা পঞ্ঞাযিত্থ ন মসি, সরীরানেব অবসিস্সিংসু। তেসঞ্চ পঞ্চন্নং দুস্সযুগ সতানং দ্বেব দুস্সানি ন ডয্হিংসু যঞ্চ সব্ব[৪] অব্ভন্তরিমং যঞ্চ বাহিরং

হইয়া অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থধ্যান মগ্ন হইলেন এবং তাহা সমাপ্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "ভগবানের পাদদ্বয় বাহির হইয়া আমার মস্তকে আসিয়া স্থিত হউক।" তখন মেঘের অন্তরাল হইতে পূর্ণচন্দ্র বাহির হওয়ার ন্যায় সহস্র অরপ্রতিমণ্ডিত, চক্রলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত দশবলের পাদদ্বয় কার্পাসপটলের সহিত সহস্রবস্ত্রবেষ্টন, স্বর্ণময় তৈলপূর্ণাধার এবং চন্দন-চিতা ভেদ করিয়া বাহির হইলেন। অমনি তিনি বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশহস্ত প্রসারিত করিয়া সুবর্ণ-বর্ণ শাস্তার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। মহাজনগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া একসঙ্গে মহাধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা পূজা করতঃ যথারুচি বন্দনা করিলেন।) সেই পঞ্চশত ভিক্ষু ও চীবর একাংশ করতঃ করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং তিনবার করজোড়ে চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পদে মস্তক সংলগ্ন করিয়া বন্দনা করিলেন। (এইরূপে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ও মহাজনগণ এবং সেই পঞ্চশত ভিক্ষুদিগ দ্বারা বন্দিত হইলে ভগবানের পাদদ্বয় যথাস্থানে গিয়া স্থিত হইলেন। ভগবানের পাদদ্বয় বাহির হইবার সময় ও প্রবেশ করিবার সময় একটুও কার্পাস-অংশ বা বস্ত্র-তন্তু অথবা একবিন্দু তৈল বাহির হয় নাই, চন্দনাদি কাষ্ঠ ও যথাস্থানে ছিল, কিছুরই নড়চড় হয় নাই। চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইয়া অস্তমিত হওয়ার ন্যায় ভগবানের পাদদ্বয় অন্তর্হিত হইলে, সমাগত জনমণ্ডলী ও অবীতরাগ ভিক্ষুমণ্ডলী মহা কান্নাকাটী করিতে লাগিলেন। পরিনিব্বান কাল হইতেও তখনকার সময় অধিকতর কারুণ্যপূর্ণ হইয়াছিল।)

৪৬। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপও সেই পঞ্চশত ভিক্ষু কর্ত্তৃক বন্দনা করা শেষ হইলে ভগবানের চিতা আপনা-আপনিই জ্বলিয়া উঠিল।

৪৭। দগ্ধ হইবার সময় ভগবানের শরীরে যে বর্ণ বা চর্ম্ম বা মাংস বা স্নায়ু বা লসিকা ছিল তাঁহার ভস্ম, মসী কিছুই দৃষ্ট হইল না, অস্থি সমূহই অবশিষ্ট রহিল। যেমন ঘৃত বা তৈল দগ্ধ হইবার সময় ভস্ম, মসী কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ ভগবানের শরীরে যে বর্ণ বা চর্ম্ম, বা মাংস বা স্নায়ু বা লসিকা ছিল তাহা দগ্ধ হইতে ভস্ম, মসী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল

১। সী, ই, তেহি চ। ২। সী, ই, ঝাযমানস্স পন। ৩। ব, ন মংসি। ৪। ব, ন ডয্হিংসু যঞ্চ সব্বং। সী, ই, ডয্হিংসু যঞ্চ সব্বং।

৪৮। দড্ঢে চ[১] খো পন ভগবতো সরীরে অন্তলিক্খা উদকধারা পাতুভবিত্বা ভগবতো চিতকং নিব্বাপেসি, উদকং সালতোপি[২] অব্ভুন্নমিত্বা ভগবতো চিতকং নিব্বাপেসি, কোসিনারকাপি মল্লা সব্বগন্ধোদকেন ভগবতো চিতকং নিব্বাপেস্সুং।

অস্থিসমূহ (সুমন পুষ্পের মকুল সদৃশ, ধৌতসঙ্খ সদৃশ ও সুবর্ণ-বর্ণ হইয়া) অবশিষ্ট রহিল।

[দীর্ঘায়ু বুদ্ধগণের দেহাস্থি সুবর্ণ-খণ্ডের ন্যায় একবদ্ধ (অখণ্ডিতভাবে) ছিলেন। কিন্তু ইনি অল্পকালের মধ্যে পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইতেছেন বলিয়া মনে করিলেন, "আমার শাসন সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে নাই, আমার পরিনিব্বানের পর সরিষা-প্রমাণ অস্থিধাতুও লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় বাসস্থানে নিয়া চৈত্যে নিধান করিলে এবং তদ্দর্শনে মহাজনগণ চিত্ত প্রসন্ন করিলে স্বর্গ পরায়ণ হইতে পারিবে" এইহেতু শরীরস্থ অস্থিসমূহ বিকীর্ণ হইতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবানের অস্থিসমূহের মধ্যে চারিটি ছেদনদন্ত, দুই অক্ষ ও একটি উষ্ণীষ এই সাতটি অস্থিধাতু ব্যতীত অবশিষ্ট অস্থিধাতুসমূহ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বক্ষুদ্রধাতু সরিষার বীজ-প্রমাণ, মধ্যম ধাতু মধ্যে ভগ্ন তণ্ডুল প্রমাণ, বড় ধাতুগুলি মধ্যে ভগ্ন মুগ-দল প্রমাণ হইয়াছিলেন।] সেই পঞ্চশত জোড়া বস্ত্রের মধ্যে দুইখানা মাত্র বস্ত্র দগ্ধ হইল না; "যাহা সর্ব্ব অভ্যন্তরীণ এবং যাহা সর্ব্ববহিঃস্থ"। (চিতা দগ্ধ হইবার সময় চিতা পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত শালবৃক্ষ সমূহের শাখান্তরে বিটপান্তরে ও পত্রান্তরে অগ্নিশিখা প্রবেশ করিলেও পত্র শাখা এবং পুষ্পসমূহ ম্লানও হইল না। পিপীলিকা, পক্ষী এবং মর্কট প্রভৃতি প্রাণী অগ্নিশিখান্তরে বিচরণ করিতেছিল ও বসিয়া রহিয়াছিল।)

৪৮। ভগবানের দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে পর অন্তরীক্ষ হইতে, চিতা পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত শালবৃক্ষ সমূহের কাণ্ড, বিটপান্তর হইতে ও পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে জল-ধারা নির্গতোদ্গত হইয়া ভগবানের চিতানল নির্ব্বাপিত করিবার সময় কুশীনারার মল্লরাজগণও সর্ব্ববিধ সুগন্ধ জল সেচন করতঃ সম্পূর্ণ নির্ব্বাপণ করিয়া দিলেন।

[অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজগণ শান্থাগার (মন্ত্রণা সভাগৃহ) চতুর্জাতীয় + সুগন্ধিতে সৌরভময় করিয়া লাজ প্রভৃতি পঞ্চবিধ পুষ্প বিকীর্ণ করাইলেন এবং সুবর্ণ তারকাদি খচিত বস্ত্র-বিতান বাঁধাইয়া সুগন্ধ মালা, রত্ন দামাদি দ্বারা সুসজ্জিত করাইলেন। শান্থাগার হইতে মুকুটবন্ধন নামক অভিষেক-মণ্ডপ পর্য্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করাইয়া দুই পার্শ্বে বিচিত্র মাদুর টাকাইলেন, পূর্ণকুম্ভ সহ কদলী বৃক্ষ স্থানে স্থানে স্থাপন করাইয়া উপরিভাগে রত্ন খচিত বস্ত্র-বিতান বাঁধাইলেন। সুগন্ধি মালা ও রত্ন দামাদি ঝুলাইয়া পঞ্চবর্ণ ধ্বজা পতাকা ও রত্ন-পতাকা উঠাইলেন এবং আলোক মালায় সুসজ্জিত করিলেন। তৎপর ভগবানের অস্থি ধাতুসমূহ স্বর্ণময় দ্রোণীতে পূর্ণ করতঃ অলঙ্কৃত হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক বাদ্য যন্ত্রাদি বাদন সহকারে, সুগন্ধি মালা ও সুগন্ধাদি দ্বারা

১। সী ই, দড্ঢে। ২, ই, উদকসালতোপি। সী, অ, উদকসালকে। +তগর, কুঙ্কুম, বনপুষ্প ও তমালপত্র সমূহ পিষিয়া। *সাধু কীলিতস্তি স পরহিত সাধনট্ঠে সাধু তেসং কীলিতং উলর পুঞ্ঞপসবনতো। সম্পরায়িকত্থাবিরাধিকং কীলা বিহারস্তি অত্থো। স্ব পরার্থ সাধনার্থে সাধু। তদ্রূপ মহোৎসব।

৪৯। অথ খো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরানি সত্তাহং সন্থাগারে সত্তিপঞ্জরং করিত্বা১ ধনুপাকারং পরিকৃখিপাপেত্বা২ নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সক্করিংসু গরু৩ করিংসু মানেসুং পূজেসুং।

৫০। অস্সোসি খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসি:—ভগবাপি খত্তিযো অহম্পি খত্তিযো। অহম্পি অরহামি ভগবতো সরীরানং ভাগং, অহম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামীতি।

পূজা করিতে করিতে আত্ম-পর-হিতসাধন মহোৎসব (সাধুকীলিতং কীলন্তা*) করিয়া নগরে আনয়ন করিলেন এবং শান্থাগারে শরভরূপ পাদক-পালঙ্কে স্থাপন করতঃ তদুপরি শ্বেতছত্র ধারণ করাইলেন। চতুর্দ্দিকে শক্তি হস্তে সৈনিক নিয়োজিত করিলেন। শান্থাগারের চারিভিতে যোজন প্রমাণ স্থান ব্যাপিয়া প্রথমতঃ হস্ত্যারোহী তৎপর অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈনিক পর পর সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করিলেন এবং ধনুকের প্রাকার রচনা করিলেন। এরূপভাবে স্থাপনের কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব সপ্তাহে অধিকাংশ সময় সমাগত ভিক্ষুদিগের সেবা সুশ্রূষা করিতে ও খাদ্য ভোজ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। আগামী সপ্তাহে তাঁহারা সাধু ক্রিয়ায় (আত্ম-পর-হিতসাধনজনক মহোৎসবে) রত থাকিতে মনস্থ করিয়া "তাঁহাদের প্রমত্তাবস্থায় বুদ্ধাস্থি কেহ অপহরণ করে" এই আশঙ্কায় তাঁহারা ঐরূপভাবে স্থাপন করিলেন। সেইহেতু উক্ত হইয়াছে।)

৪৯। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজগণ ভগবানের অস্থি ধাতুসমূহ শক্তিহস্তে সৈনিক নিয়োজিত ও ধনু প্রাকারে পরিক্ষিপ্ত শান্থাগারে স্থাপন করতঃ সপ্তাহকাল বাদ্যযন্ত্র বাদন সহযোগে নৃত্য, গীত ও মাল্য এবং সুগন্ধাদি দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা করিলেন।

৫০। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশত্রু শ্রবণ করিলেন যে, "ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন।"

(মগধরাজের অমাত্যগণ ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া চিন্তা করিলেন, "শাস্তা ত পরিনির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ত আর ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। সাধারণ শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে (পোথুজ্জনিকসদ্ধায) আমাদের রাজার সদৃশ আর নাই। যদি তিনি এই সংবাদ শোনেন, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, তিনি মারা যাইবেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।" তখন অমাত্যেরা তিনটা সুবর্ণময় দ্রোণী আনাইয়া চতুর্মধুরে সেই তিনটী পূর্ণ করিলেন এবং রাজ-সমীপে গিয়া বলিলেন;—মহারাজ, আমরা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা নিবারণ কল্পে আপনাকে দুইখান দুকুল পরিধান করিয়া অল্পক্ষণ এই দ্রোণীতে উপবেশন

১। সী ই, কত্বা। ২। সী, ই, পরিক্খিপেত্বা। ৩। ই. পরি। *১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫১। অসসোস্সুং খো বেসালিকা লিচ্ছবী :—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো বেসালিকা লিচ্ছবী কোসিনারকানং মল্লানং দূতং

করিতে হইবে। রাজা হিতাকাঙ্ক্ষী অমাত্যের নির্দ্দেশানুযায়ী তাহাতে বসিলেন। তখন জনৈক অমাত্য স্বীয় আভরণাদি খুলিয়া আলুলায়িত কেশে শাস্তা যেই দিকে পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই দিগাভিমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন :—দেব, মরণ হইতে মুক্ত কেহই নাই, আপনার আয়ুবর্দ্ধক, চৈত্যস্থান, পুণ্যক্ষেত্র, রাজ্যাভিষেকে পরম মঙ্গল আনয়নকারী সেই ভগবান্ শাস্তা কুশীনারায় মহাপরিনিব্বানে নিবৃর্ত হইয়াছেন। তচ্ছ্রবণে রাজা সংজ্ঞা হারাইলেন। দ্রোণস্থ চর্তুমধুর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অমাত্যগণ রাজাকে উঠাইয়া দ্বিতীয় দ্রোণীতে শোয়াইলেন। তাহাতে তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! কি বলিলে? অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, মহারাজ, ভগবান্ মহাপরিনিব্বানে পরিমিবৃর্ত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা পুনরপি মূর্চ্ছিত হইলেন। দ্রোণীস্থ চর্তুমধুর উষ্ণ হইয়া উঠিলে, রাজাকে তথা হইতে উঠাইয়া তৃতীয় দ্রোণীতে শোয়াইলেন। তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞা প্রাপ্তি ঘটিলে রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে বৎসগণ?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, মহারাজ, শাস্তা কুশীনারায় "পরিনিব্বান" লাভ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা আবার মুর্চ্ছা গেলেন, দ্রোণীস্থ চর্তুমধুর উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে রাজাকে তথা হইতে উঠাইয়া স্নান করাইয়া মাথায় শীতল বারি সেচন করিতে লাগিলেন। এবার রাজার সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তৎপর সহচরীগণের সহিত জীবকাম্রবনে গিয়া ভগবান্ যেখানে বসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মামৃত পান করাইয়াছিলেন, সেইস্থানের দিকে অবলোকন করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন :—"হে সর্ব্বজ্ঞ, হে ভগবন্, আপনি এইস্থানে বসিয়াই এই নরাধমকে সুমধুর কণ্ঠে ধর্ম্ম-সুধা বিলাইয়া এই অধমের শোক-শল্য উৎপাটন করিয়াছিলেন, তখন এই অভাগা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছিল। আপনি আজ এই কুলাঙ্গারকে প্রত্যুত্তরও দিতেছেন না" বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—"হে ভগবন্ অন্যান্য দিন এমন সময়ে শুনিতে পাইতাম আপনি ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার অননুরূপ, অনুপযুক্ত একি কথা শুনিতেছি," ইত্যাদি বলিয়া সাইটটী গাথায় ভগবানের গুণরাশি স্মরণ করিয়া ভাবিলেন :— "আমার শুধু রোদন, পরিদেবনে কি হইবে? যা'তে ভগবানের অস্থিধাতু আনিতে পারি তাহাই করিতে হইবে"। তদ্ধেতু উক্ত হইতেছে।)

অনন্তর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশত্রু কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইলেন ;—"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমি ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের অংশ পাইবার অধিকারী। আমি ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ এবং পূজা করিব"। (দূতের হস্তে পত্র পাঠাইয়া ভাবিলেন ;—"যদি তাঁহারা বুদ্ধাস্থি দেন ভালই, না দিলে আহরণ উপায়েই আহরণ করিব" বলিয়া স্বয়ং চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কুশীনারা যাত্রা করিলেন।)

৫১। বৈশালীবাসী লিচ্ছবিগণ শুনিতে পাইলেন যে, "ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা মল্লরাজগণের নিকট পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইলেন ;—

পাহেসুং ঃ—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি।

৫২। অসসোসুং খো কপিলবত্থবা১ সক্যা ঃ—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো কপিলবত্থবা সক্যা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং ঃ—ভগবা অম্হাকং ঞাতিসেট্‌ঠো। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি।

৫৩। অসসোসুং খো অল্লকপ্পকা বুলযো ঃ—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো অল্লকপ্পকা বুলযো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং ঃ—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি।

৫৪। অসসোসুং খো রামগামকা কোলিযা, ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ কো রামগামকা কোলিযা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং ঃ—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা, মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি।

৫৫। অসসোসি খো বেঠদীপকো ব্রাহ্মণো ঃ—ভগবা কির কুসিনারাযং

"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের অংশ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

৫২। অতঃপর কপিলবস্তুবাসী শাক্যগণ শ্রবণ করিলেন যে ঃ—"ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন।" তখন তাঁহারাও কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণের নিকট দূতযোগে পত্র লিখিলেন যে, "ভগবান্ আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরা ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

৫৩। অল্লকপ্পকবাসী বুলয়গণ শুনিলেন যে, "ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণ—সমীপে দূতযোগে পত্র পাঠাইলেন, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

৫৪। রামগ্রামের কোলিয়গণ শ্রবণ করিলেন যে, "ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন।" তাঁহারা কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা পত্র পাঠাইলেন যে, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

৫৫। বেঠদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইলেন যে, ঃ—"ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে

১। ব, কপিল বথ বাসী।

পরিনিব্বুতোতি। অথ খো বেঠদীপকো ব্রাহ্মণো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসি:—ভগবাপি খত্তিযো অহমস্মি ব্রাহ্মণো, অহম্পি অরহামি ভগবতো সরীরানাং ভাগং। অহম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্‌সামীতি।

৫৬। অস্‌সোস্সুং খো পাবেয্যকা মল্লা ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বু-তোতি। অথ খো পাবেয্যকা মল্লা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেস্সুং:—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্‌সামাতি।

৫৭। এবং বুত্তে কোসিনারকা মল্লা তে সঙ্ঘে গণে এতদবোচুং:—ভগবা অম্হাকং গামক্‌খেত্তে পরিনিব্বুতো, ন মযং দস্‌সাম ভগবতো সরীরানং ভাগন্তি;

পরিনির্বৃত হইয়াছেন।" অনন্তর তিনি কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা পত্র লিখিলেন যে, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ভগবানের দেহাবশেষসমূহের অংশ পাইবার অধিকারী। আমি ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

৫৬। পাবাদেশস্থ মল্লগণ শ্রবণ করিলেন যে:—"ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন।" অনন্তর তাঁহারা কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন যে "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরাও ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

(তাঁহারা সকলেই প্রথমে পত্রসহ দূত পাঠাইয়া ভাবিলেন, "যদি দেন ভাল, না দিলে আহরণ উপায়েই আহরণ করিব" বলিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কুশীনারাভিমুখে রওনা হইলেন। প্রায় একসঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ সপ্ত দেশবাসী (রাজা) আসিয়া কুশীনারা নগর ঘেরাও করতঃ মল্লরাজাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন:—"হয়ত ভগবানের দেহাবশেষের অংশ দিন্, না হয় যুদ্ধ করুন"।)

৫৭। (সপ্তনগরবাসী কর্ত্তৃক) এইরূপ উক্ত হইলে, কুশীনারাস্থ মল্লরাজগণ সেই সমাগত জনসঙ্ঘ ও জনগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন;—"ভগবান্ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে (গ্রামস্থ ভূমিতে) পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন; আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ কাহাকেও দিব না (কারণ—আমরা ত ভগবান্‌কে আমাদের দেশে আসিতে সংবাদ দিই নাই, গিয়াও আনি নাই। শাস্তা স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়া ডাকাইয়াছিলেন। আপনাদের গ্রাম-ক্ষেত্রে কোন মহারত্ন উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন আপনারা কাহাকেও দেন না, সেইরূপ সদেব লোকে বুদ্ধরত্ন সদৃশ কোন রত্নই হইতে পারে না, এইরূপ উত্তম রত্ন লাভ করিয়া আমারাও কাহাকে দিব না। মনে করিবেন না যে, শুধু আপনারা মাতৃস্তন হইতে ক্ষীর পান করিয়াছেন, আমরা মাতৃ-স্তন্যপান করিয়াছি। আপনারা পুরুষ, আমরা কি পুরুষ নহি? হউক দেখা যাবে কাহার কতদূর শক্তি" এইরূপে পরস্পরের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ হইয়া মহামান-গর্জ্জন আরম্ভ

৫৮। এবং বুত্তে দোণো ব্রাহ্মণো* তে সঙ্ঘে গণে এতদবোচ :—

স্সুণন্তু ভোন্তো মম একবাক্যং[১]
অম্হাকং[২] বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
নহি সাধুযং[৩] উত্তমপুগ্গলস্স
সরীরভাগে[৪] সিযা সম্পহারো।
সব্বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোমট্ঠভাগে।
বিত্থারিতা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহূজনা চক্খুমতো পসন্নাতি[৫]।

৫৯। তেনহি ব্রাহ্মণ ত্বঞ্ঞেব ভগবতো সরীরানি অট্ঠধা সমং সুবিভত্তং বিভজাহীতি[৬]। এবং ভোতি খো দোণো ব্রাহ্মণো তেসং সঙ্ঘানং গণানং পটি-

হইল।) [যুদ্ধ হইলে কুশীনারাবাসীদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু বুদ্ধাস্থি পূজা করিতে আগত দেবগণ তাঁহাদেরই পক্ষাবলম্বী ছিলেন।]

৫৮। এইরূপ বাদানুবাদ (হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম) হইলে, দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ* রণোন্মত্ত সেই জনসঙ্ঘ জনগণকে এইরূপ বলিলেন ;—

হে রাজন্যবর্গ! আমার একটিমাত্র বাক্য শ্রবণ করুন ; আমাদের বুদ্ধ সতত ক্ষান্তিবাদীই ছিলেন। (বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে পারমী পূর্ণ করিবার সময়ও ক্ষান্তিবাদী তাপসকালে, ধর্ম্মপাল কুমার কালে, ছদ্দন্ত হস্তীরাজকালে, ভূরিদত্ত নাগরাজকালে, চম্পেয়্য নাগরাজকালে, সঙ্খপাল নাগরাজকালে, মহাকপিকালে, এবং আরও অন্যান্য বহু জাতকে পরের প্রতি কোপ না করিয়া সতত ক্ষমাই করিয়াছেন। ক্ষান্তিরই প্রশংসা করিয়াছেন। এখন বুদ্ধত্ব লাভের পরের ত কথা নাই। সর্ব্বপ্রকারে আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিপরায়ণই ছিলেন) এইরূপ উত্তম পুরুষের শারীরিক অস্থিধাতু—বিভাগ জন্য সম্প্রহার হওয়া সাধু (উচিত) নহে।

ভদন্ত রাজন্যবর্গ, আপনারা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে একমত হইয়া (কায়মনোবাক্যে) সম্মিলিত হউন। ভগবানের দেহাবশেষ (অস্থিধাতু) সমূহ সমান অংশে আটভাগ করিয়া লউন। ভগবানের স্তূপ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক। চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি বহুজন সুপ্রসন্ন ; কেহই তাঁহার অস্থিধাতু পাইবার অযোগ্য নহেন। (ইত্যাদি বহুপ্রকারে বুঝাইয়া সংযত করিলেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বলিলেন ;—)

৫৯। ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আপনিই ভগবানের দেহাবশেষ সমান আটভাগে বিভাগ করিয়া দিন্। "আচ্ছা ভদন্তগণ" বলিয়া দ্রোণ ব্রাহ্মণ সেই (নানাস্থান হইতে আগত) জনসঙ্ঘের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগবানের অস্থিধাতু সমূহ সমান আট অংশে বিভাগ করিয়া সেই জনসঙ্ঘকে এইরূপ বলিলেন :—

১। ব, বাচং। ২। ব, অম্হাকং। ৩। সী, সাধাযং। ৪। সী, ই, ভঙ্গে। ৫। সী ই, বহুজ্জনো চক্খুমতো পসন্নোতি। *পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ৬। ব, বিভজ্জাহীতি।

স্‌সুত্বা১ ভগবতো সরীরানি অট্‌ঠধা সমং সুবিভত্তং বিভজিত্বা তে সঙ্ঘে গণে এতদবোচ ঃ—ইমং মে ভান্তো তুম্বং, দদন্তু২ অহম্পি তুম্বস্‌স থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্‌সামীতি। অদংসু খো তে দোণস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স তুম্বং।

(দ্রোণ ব্রাহ্মণ রাজাদের আদেশে সম্মত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে শান্থাগারে গিয়া যখন স্বর্ণ-পাত্র উন্মোচন করাইলেন, তখন রাজারা স্বর্ণপাত্রে ভগবানের সুবর্ণ-বর্ণ অস্থিধাতু সমূহ দেখিয়াই রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ;—"হে ভগবন্, হে সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ব্বে আমরা আপনার দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত ষড়বর্ণ বুদ্ধ-রশ্মিখচিত অশীতি অনুব্যঞ্জনে সমুজ্জ্বলিত প্রভাযুক্ত সুবর্ণ-বর্ণ শরীর দেখিতাম, এখন স্বর্ণ-বর্ণ অস্থিধাতু সমূহই অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা আপনার পক্ষে উপযুক্ত নহে" ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রমত্তাবস্থা দেখিয়া ভগবানের দক্ষিণ দন্তটি লইয়া স্বীয় পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। তৎপর সমস্ত অস্থিধাতু সমান আট অংশে বিভাগ করিলেন। সমস্ত অস্থিধাতু প্রকৃত নালিতে ষোলনালি হইয়াছিল। প্রত্যেক নগরবাসী দুই নালি + করিয়া পাইলেন। ব্রাহ্মণ অস্থিধাতু সমূহ বিভাগ করিবার সময় শক্র দেবেন্দ্র "সদেব লোকের সন্দেহ ছেদন জন্য চতুর্সত্য কথার প্রত্যয় ভূত ভগবানের দক্ষিণ দন্ত কে গ্রহণ করিল" তাহা দিব্যচক্ষে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ইহার যথোপযুক্ত সংকার করিতে পারিবেন না দেখিয়া স্বয়ং তাহা স্বর্ণময় করণ্ডে (পাত্রে) লইয়া দেবলোকে চূড়ামণি চৈত্যে স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধাস্থিবিভাগ কার্য্য সমাপনান্তে নিজের লুক্কায়িত দন্ত না পাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রাখিয়াছিলেন বলিয়া "দন্তটি কে নিল বা কোথায় গেল" বলিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে সাহস করিলেন না। পূর্ব্বে প্রার্থিক হয় নাই বলিয়া এখন বুদ্ধাস্থির অংশ চাইতেও পারিলেন না। অগত্যা চিন্তা করিলেন "যদ্দ্বারা আমি বুদ্ধাস্থি সমূহ বিভাগ করিলাম, সেই স্বর্ণময় তুম্বটি অস্থিধাতু সদৃশ হইয়াছে! অতএব, তাহাই তাঁহাদের নিকট যাজ্ঞা করিব।" অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—) ভদন্ত রাজন্যবর্গ! এই তুম্বটি আমাকে প্রদান করুন "আমিও এই তুম্বের স্তূপ নির্ম্মাণ এবং পূজা করিব"। তাঁহারা দ্রোণ ব্রাহ্মণকে তুম্বটি প্রদান করিলেন।

*দ্রোণ ব্রাহ্মণ—ইনি উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। জম্বুদ্বীপের প্রায় রাজন্যবর্গ তাঁহার শিষ্য। একদা ভগবান্ মহাপথ দিয়া যাইবার সময় দ্রোণ ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন। তিনি ভগবানের পদ-চিহ্ন দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই পদ-চিহ্ন যাঁহার তিনি নিশ্চয় সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ। যাঁহার পদ-চিহ্ন তিনি বৃক্ষ-মূলে বসিয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণও গিয়া উপবেশন করেন। তৎপর ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণের গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি বুদ্ধের পরিনিব্বান স্থানে তাঁহার অস্থি ধাতুর জন্য চতুরঙ্গিণী-সেনাসহ সপ্ত নগরের রাজাগণ আসিয়া বিবাদ করতঃ যুদ্ধারম্ভ করিতেছেন শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, "ইহা উচিত হইবেনা, আমি গিয়া বিবাদ উপসম করিব"। তৎপর দ্রোণ ব্রাহ্মণ গিয়া উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া দ্বি অধ্যায় সংখ্যক বাক্য বলিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সেই বাক্য শুনিতে পান নাই। শেষে তাঁহার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ক্রমশঃ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন "সুনন্তু ভোন্তো মম এক বাক্যং" ইত্যাদি।

১। সী, অ, পটিস্‌সুণিত্বা। ২। সী, ই, কুম্ভং। +এক নালি ষোল সের—

৬০। অসসোস্সুং খো পিপ্পলিবনিযা১ মোরিযা :—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো পিপ্পলিবনিযা মোরিযা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং :—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং [ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং]২ থূপঞ্চ মহঞ্চ করিসসামাতি। নত্থি ভগবতো সরীরানং ভাগো, বিভত্তানি ভগবতো সরীরানি, ইতো অঙ্গারং হরথাতি। তে ততো অঙ্গারং হরিংসু৩।

৬০। পিপ্পলিবনিয় মৌর্য্যগণ শ্রবণ করিলেন যে, "ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইয়াছেন"। অনন্তর তাঁহারা কুশীনারার মল্লরাজাদের নিকট দূত দ্বারা পত্র পাঠাইলেন যে, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব, আমরাও ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরাও ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিব।"

(তাঁহারা প্রথমে দূত পাঠাইয়া রাজা অজাতশত্রু প্রভৃতির ন্যায় চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কুশীনারায় সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা উত্তর পাইলেন যে ;—)

ভগবানের দেহাবশেষ আর নাই। তাঁহার অস্থি ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে (শ্মশান হইতে) আপনারা অঙ্গার লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা তথা হইতে অঙ্গার লইয়া গেলেন।

[কুশীনারা হইতে রাজগৃহের ব্যবধান পঞ্চবিংশতি যোজন।* রাজা অজাতশত্রু কুশীনারা হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত প্রস্থে আট উসভ+পরিমাণ করিয়া রাস্তা সমতল করাইলেন। মল্লরাজগণ যেভাবে মুকুটবন্ধনাগার হইতে শান্থাগারে বুদ্ধাস্থিসমূহ লইয়া যাইবার সময় পূজা সৎকার করিয়াছিলেন, রাজা অজাতশত্রুও সেইভাবেই মহাসমারোহের সহিত পূজা করিতে করিতে বুদ্ধাস্থিসমূহ রাজগৃহে আনিতে লাগিলেন। পথে মহাজনগণের কষ্ট না হয় মত পথের দুইধারে সর্ব্বত্র দোকান সাজাইয়া রাখাইলেন। স্বীয় রাজ্যের লোকদিগকে সন্নিপাতিত করাইয়া মহাসমারোহে সাধুক্রিয়ার সহিত বুদ্ধাস্থি আনাইবার সময়, যেখানে যেখানে সুবর্ণ-বর্ণ পুষ্প দেখিতে পাইতেন সেই সেইস্থানে চতুর্দ্দিকে শক্তিধারী পুরুষ নিয়োজিত করিয়া বুদ্ধাস্থি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতেন। পুষ্পসমূহ ম্লান হইলেই পুনঃ যাত্রা করিতেন। স্থান বিশেষে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া সাধুক্রিয়ায় রত থাকিতেন। এইরূপভাবে বুদ্ধাস্থিসমূহ রাজগৃহে পৌছিতে সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন সময় আবশ্যক করিয়াছিল।

মিথ্যা দৃষ্টিকেরা বলিতে লাগিল, "শ্রমণ গৌতমের পরিনিব্বানের পর হইতে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক সাধুক্রিয়ায় যোগ দেওয়াইতেছেন, তদ্দ্বারা আমরা উপদ্রুত হইতেছি, আমাদের কর্ম্মান্তও নষ্ট হইতেছে।" প্রদূষিত মনে ঐরূপ বলিয়া ছিয়াশী সহস্র লোক মরণান্তে অপায়ে উৎপন্ন হইল।

১। সী, ই, পিপ্‌ফলি। ২। সী, ম দিস্‌সতে। + একনালি ষোল সের। ৩। ম আহরিংসু। একউসভ—বিশ যষ্টি বা ১২০ হাত। * চারি ক্রোশে এক যোজন।

৬১। অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো রাজগহে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। বেসালিকাপি লিচ্ছবী বেসালিযং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। কাপিলবত্থবাপি সক্যা কপিলবত্থুস্মিং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। অল্লকপ্পকাপি বুলযো অল্লকপ্পে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। রামগামকাপি কোলিযা রামগামে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। বেঠদীপকোপি ব্রাহ্মণো বেঠদীপে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। পাবেয্যকাপি মল্লা পাবাযং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। কোসিনারকাপি মল্লা কুসিনারাযং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। দোণোপি ব্রাহ্মণো তুম্বস্স থূপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। পিপ্পলি বনিযাপি মোরিযা

ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুরা তাহা জ্ঞাত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র সমীপে গিয়া সহসা বুদ্ধাস্থি রাজগৃহ নগরে পৌঁছাইবার উপায় করিতে অনুরোধ করিলেন।

তচ্ছ্রবণে দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন:—ভন্তে, পৃথগজনের মধ্যে অজাতশক্রর মত বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আর কেহই নাই। তিনি আমার কথাও রক্ষা করিবেন না। তবে মার-বিভীষিকা সদৃশ বিভীষিকা দর্শাইব, মহাশব্দ শুনাইব, লোকের সর্দ্দিগরমির ভাব ও আহারে অরুচি জন্মাইব, তখন আপনারা রাজাকে বলিবেন যে;—অমনুষ্যগণ কুপিত হইয়াছে, "মহারাজ, সত্বর বুদ্ধাস্থিসমূহ আহরণ করুন।"

অনন্তর দেবরাজ ঐরূপ ঘটাইলে স্থবিরগণ রাজ-সমীপে গিয়া বলিলেন;—"মহারাজ, অমনুষ্যগণ কুপিত হইয়াছে, সত্বর ভগবানের ধাতুসমূহ আনাইয়া লউন"। তখন রাজা বলিলেন, "ভন্তে, এখনও আমার চিত্ত সন্তুষ্ট হইতেছে না"। তবুও মহারাজ, আনাইয়া লউন। তৎপর সাতদিনে ধাতুসমূহ আনাইয়া সুরম্য স্তূপে নিধান করতঃ পূজা করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য নগরবাসীরাও যথাশক্তি, যথাবল সমারোহের সহিত স্বীয় স্বীয় নগরে বুদ্ধাস্থিসমূহ নিয়া সুরম্য চৈত্যে নিধান করতঃ পূজা করিতে লাগিলেন, তদ্ধেতু উক্ত হইতেছে:—]

৬১। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশক্র রাজগৃহে ভগবানের দেহাবশেষের (অস্থি ধাতুসমূহের) স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। বৈশালীবাসী লিচ্ছবীরাজগণ বৈশালী নগরে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। কপিলবস্তুবাসী শাক্যরাজগণ কপিলবস্তুতে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। অল্লকপ্পকবাসী বুলয়রাজগণ অল্লকপ্পে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। রামগ্রামের কোলিয়রাজগণ ভগবানের অস্থিধাতুসমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণরাজাও বেঠদ্বীপে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। পাবানগরের মল্লরাজগণ পাবানগরে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। কুশীনারার মল্লরাজগণ কুশীনারায় ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ তুম্বের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন। পিপ্পলিবনের মৌর্য্যরাজগণ পিপ্পলিবনে অঙ্গার সমূহের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিলেন।

পিপ্পলিবনে অঙ্গারানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। ইতি অট্‌ঠ সরীরথূপা[১], নবমো-তুম্বথূপো [দসমো অঙ্গারথূপো][২] এবমেতং ভূতপুব্বন্তি।

এইরূপে আটটি ভগবানের দেহাবশেষের (অস্থিধাতুর) স্তূপ, নবম তুম্বের স্তূপ, দশম অঙ্গার-স্তূপ নির্ম্মিত হইল। এইরূপভাবে ভগবানের ধাতুসমূহ বিভাগ এবং দশ স্তূপ পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী সঙ্গীতিকারকেরা (২য় ও ৩য় সঙ্গীতিকারকেরা) বলিয়াছেন।

[বুদ্ধাস্থিসমূহ এইরূপে স্তূপে নিধাহিত হইলে, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির দেখিলেন যে, বুদ্ধাস্থিসমূহ এইভাবে থাকিলে ভবিষ্যতে অন্তরায় ঘটিবে। তৎপর তিনি রাজা অজাতশত্রু সমীপে গিয়া বলিলেন ;—"মহারাজ, একস্থানেই ধাতুসমূহ নিধান করা আবশ্যক"। রাজা বলিলেন ;—ভন্তে, নিধান করিতে পারিব, কিন্তু বুদ্ধাস্থি সমূহ কিপ্রকারে পাইব? "মহারাজ, ভগবানের ধাতুসমূহ আহরণের ভার আমার, আপনার নহে"।

"সাধুভন্তে", ধাতুসমূহ আপনি আহরণ করুন, আমি নিধান করিব। তৎপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ লিচ্ছবী প্রভৃতি রাজকুল পূজা করিতে পারেন মত বুদ্ধাস্থি তাঁহাদের হস্তে দিয়া, রামগ্রামে নিধাহিত বুদ্ধাস্থি ব্যতীত, অন্যান্য স্থানে নিধাহিত সমস্ত বুদ্ধাস্থি আহরণ করিলেন। রামগ্রামের বুদ্ধাস্থি নাগেরা অধিকার করিয়াছিল। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির দিব্যজ্ঞানে অবগত হইলেন যে, সেই বুদ্ধাস্থি সমূহের কোন অন্তরায় হইতে পারিবে না। সুদূর ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে মহাবিহারস্থ মহাচৈত্যে সেই সমুদয় নিধাহিত হইবেনা, এইহেতু তাহা আহরণ করিলেন না।

অতএব, তাহা ব্যতীত অপরাপর সপ্তস্থানের বুদ্ধাস্থিসমূহ ঋদ্ধি প্রভাবে সংগ্রহ করতঃ রাজগৃহ নগরের প্রাচীনদক্ষিণ দিকে (অগ্নিকোণে) দাঁড়াইয়া অধিষ্ঠান করিলেন ;—"এইস্থানে যে পাষাণ আছে, তাহা অন্তর্হিত হউক, মাটী বিশুদ্ধ হউক এবং যতদূর খনিত হউক না কেন কখনও জল না উঠুক।" তৎপর রাজা অজাতশত্রু সেইস্থান খনন করাইলেন এবং খনিত মাটী দ্বারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করাইয়া বুদ্ধ নির্দ্দেশিত অশীতি সংখ্যক মহাস্থবিরের স্তূপ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। "এখানে রাজা কি করাইতেছেন" বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত যে, "মহাশ্রাবকগণের স্তূপ হইতেছে"। সুতরাং সেখানে বুদ্ধাস্থিসমূহের নিধানেরবিষয় কেহই জানিতে পারিলেন না।

খনিতস্থান অশীতি হস্ত গভীর হইলে, নীচে লৌহ ঢালাই করাইয়া তদুপরি লঙ্কাদ্বীপস্থ থূপারাম চৈত্য-গৃহপ্রমাণ তাম্র-লৌহময়+গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এক প্রমাণের আটটি করিয়া ক্রমশঃ একটি হইতে একটি বড় করতঃ ৮×৮=৬৪ চৌষট্টিটি হরিচন্দনময় করণ্ড ও আটটি হরিচন্দনময় স্তূপ তৈয়ার করাইলেন। তৎপর বুদ্ধাস্থি সমূহ আটভাগ করতঃ আটটি সর্ব্বছোট করণ্ডে স্থাপন করিলেন। তৎপর সেইগুলি তদপেক্ষা বড় করণ্ডে স্থাপন করিলেন। অতঃপর তদপেক্ষা বড় হরিচন্দনের করণ্ডে স্থাপন করিলেন। এইরূপে বুদ্ধাস্থির আটটি করণ্ড ক্রমে সাতটি করণ্ডের

১। সী, অট্‌ঠস্‌স সরীর থূপানঞ্চ। ই, অট্‌ঠস্‌স সরীর থূপা। ২। সী নত্থিস্‌সতে। +তম্বলোহ মযং।

মধ্যবর্ত্তী হইল। তৎপর সেইগুলি হরিচন্দনময় আটটি স্তূপে রক্ষিত হইল। সেই সমুদয় স্তূপ আবার লোহিত চন্দনময় আটটি করণ্ডে, তৎপর লোহিত চন্দনময় স্তূপে স্থাপিত হইল। তৎপর ক্রমে দন্তময়-করণ্ডে, দন্তময় স্তূপে, সর্ব্বরত্নময় করণ্ডে, সর্ব্বরত্নময় স্তূপে, স্বর্ণময় করণ্ডে, স্বর্ণময় স্তূপে, রজতময় করণ্ডে, রজতময় স্তূপে, স্বর্ণময় করণ্ডে, স্বর্ণময় স্তূপে, মণিময় করণ্ডে, মণিময় স্তূপে, লোহিতকময় করণ্ডে, লোহিতকময় স্তূপে, মসারগল্লময় করণ্ডে, মসারগল্লময় স্তূপে, স্ফটিকময় করণ্ডে, স্ফটিকময় স্তূপে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের উপর স্ফটিকময় চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন ; তাহা "থূপারাম" চৈত্য-প্রমাণ বড় হইয়াছিল। তদুপরি সর্ব্বরত্নময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। তদুপরি স্বর্ণময়, তদুপরি রজতময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহার উপরই পূর্ব্বোক্ত তাম্রলোহময় গৃহ রহিল।

তথায় সর্ব্বরত্নময় বালুকা ছড়াইয়া সহস্র সংখ্যক জলজ ও স্থলজ পুষ্প সাজাইয়া দিলেন। তৎপর ৫৫০টি জাতক, অশীতি মহাস্থবির, শুদ্ধোদন মহারাজা, মহামায়া দেবী, সপ্ত সহজাত,* এ-সমস্তও স্বর্ণদ্বারা গঠন করাইলেন। তৎপর পঞ্চশত স্বর্ণরৌপ্যময় ঘট স্থাপন করিলেন। পঞ্চশত স্বর্ণময়, পঞ্চশত রৌপ্যময় প্রদীপ সাজাইয়া সুগন্ধি তৈলে পূর্ণ করতঃ কাপড়ের বর্ত্তিকা (সলিতা) দিয়া জ্বালাইয়া দিলেন।

তখন আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ অধিষ্ঠান করিলেন যে, "এই মাল্য ম্লান না হউক, সুগন্ধি অন্তর্হিত না হউক, দীপ সমূহও নির্ব্বাপিত না হউক", এবং স্বর্ণপাতে লিখাইয়া স্থাপন করিলেন যে, "অনাগতে প্রিয় দর্শীকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে ধর্ম্মরাজা হইবেন, তিনিই এই বুদ্ধাস্থিসমূহ বিস্তারিত করিবেন।" তৎপর রাজা অজাতশত্রু সর্ব্বপ্রসাধন দ্বারা পূজা করতঃ প্রথম হইতে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন। তিনি তথায় তাম্রলোহদ্বার বন্ধ করতঃ দরজার শিকলে চাবি ও মুদ্রা বাঁধিয়া তথায় মহা একখণ্ড মণিরত্ন স্থাপন পূর্ব্বক লিখাইয়া রাখিলেন যে, "অনাগতে দরিদ্র রাজা এই মণিখণ্ড লইয়া (তদ্দারা) বুদ্ধাস্থি সমূহের সংকার করুক।"

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"তাত অজাতশত্রু কর্ত্তৃক বুদ্ধাস্থি নিধাহিত হইয়াছে, এখন তুমি গিয়া তৎসমুদয় রক্ষার সুব্যবস্থা কর।" দেবেন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া "বাড় সজ্ঘাট যন্ত্র" যোজিত করিলেন। স্ফটিকবর্ণের খড়্গ হস্তে কাষ্ঠমূর্ত্তি সকল বুদ্ধাস্থি গৃহের চতুর্দ্দিকে বায়ুবেগে ঘূর্ণয়মানযন্ত্র যুক্ত করিয়া এক আণিতে আবদ্ধ করিলেন। বুদ্ধাস্থি গৃহের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় পাষাণ দ্বারা পরিক্ষিপ্ত করতঃ উপরভাগ এক মহাপাষাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করাইলেন। তৎপর মাটী চাপা দিয়া তদুপরি সমতল করতঃ এক পাষাণ স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। এইরূপে বুদ্ধাস্থি সমূহ নিধাহিত হইলে, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ পরিনির্ব্বানে পরিনির্বৃত হইলেন। রাজা অজাতশত্রু ও আয়ুশেষে কর্ম্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইলেন। কর্ম্মচারিগণও ক্রমে কালগত হইলেন।

* যশোধরা, আনন্দ, বোধিতরু, ছন্দক, কন্থক অশ্ব, কালুদায়ী অমাত্য সপ্তনিধিকুম্ভ।

ভগবানের পরিনিব্বানের ২১৮ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র কুমার প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে রাজা হইলেন। তিনি নিগ্রোধ শ্রামণের দ্বারা বুদ্ধ-শাসনে প্রসন্ন হইয়া ধার্ম্মিক-ধর্ম্ম-রাজা হইলেন। তৎপর ৮৪ সহস্র বিহার করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভন্তে, বুদ্ধাস্থি কোথায় পাইব? ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন;—মহারাজ বুদ্ধাস্থি সমূহ নিধাহিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় যে রহিয়াছে তাহা সঠিক জানি না। রাজা, রাজগৃহের চৈত্য ভাঙ্গাইলেন, কিন্তু তথায় বুদ্ধাস্থি পাইলেন না। তৎপর তাহা পুনঃ মেরামত করাইয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, এই চতুর্পরিষদ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গেলেন। তথায়ও না পাইয়া কপিলবস্তুতে গেলেন। সেখানেও পাওয়া গেল না। তৎপর রামগ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানকার চৈত্য ভাঙ্গিতে পারিলেন না। ভাঙ্গিবার অস্ত্রাদি টুকুরা টুকুরা হইয়া যাইতে লাগিল। যেহেতু তাহা নাগ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। সেখানেও অসমর্থ হইয়া অল্লকপ্প, বেঠদ্বীপ, পাবা, কুশীনারা, সর্ব্বত্র চৈত্য ভাঙ্গাইলেন বটে কিন্তু বুদ্ধাস্থি পাইলেন না। তৎপর সেই সমুদয় পুনঃ মেরামত করাইয়া দিলেন এবং রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ চতুর্পরিষদ সন্নিপাতিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপনাদের মধ্যে কেহই কি শোনেন নাই কোথায় বুদ্ধাস্থি নিধাহিত আছে"? তত্রেক ১২০ বৎসর বয়স্ক মহাস্থবির বলিলেন; কোথায় বুদ্ধাস্থি নিধান করা হইয়াছে তাহা শুনি নাই। আমার যখন সাত বৎসর মাত্র বয়স তখন আমার প্রাচার্য্য (পিতামহ) মহাস্থবির মহোদয় আমার দ্বারা ফুল বাত্তি গ্রহণ করাইয়া আমাকে বলিলেন যে "এস শ্রামণের, অমুক গাছের নীচে এক পাষাণ স্তূপ আছে, তথায় যাই" তখন সেখানে গিয়া পূজা করতঃ তিনি বলিলেন যে, "এই স্থানটি মনে রাখা আবশ্যক" মহারাজ, আমি এই পর্য্যন্ত জানি।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোক, মহাস্থবিরের নির্দ্দেশিত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করাইয়া খনন করাইলে পাষাণ স্তূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর তাহাও অপসারিত করাইলে সুধাময় ভূমি প্রাপ্ত হইলেন, ক্রমে পাষাণ সমূহও অপসারিত হইলে সপ্ত রত্নময় বালুকা ও স্ফটিক বর্ণের অসিহস্তে বায়ু-বেগে ঘূর্ণয়মান কাষ্ঠ মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাইলেন। তখন মহারাজ যক্ষ-বৈদ্যগণকে আহ্বান করাইয়া তন্ত্র মন্ত্রাদিযোগে বলি (পূজা) কর্ম্ম করিলেন, কিন্তু তাহা কোন মতে রোধ করিতে পারিলেন না, এবং তাহাদের আগন্ত নির্ণীত হইল না।

তৎপর মহারাজ দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"আমি এস্থান হইতে বুদ্ধস্থি সমূহ লইয়া ৮৪ সহস্র বিহারে নিধান করতঃ সৎকার করিব। দেবগণ, অন্তরায় করিবেন না"। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন;—"তাত, ধর্ম্মরাজ অশোক বুদ্ধাস্থিসমূহ উঠাইতে বুদ্ধাস্থি-গৃহ-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিয়াছেন, এখন তুমি গিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তি সমূহ অপসারিত কর।" অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা "পঞ্চচূড় গামারক" বেশে ধনুর্বাণহস্তে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন:—"মহারাজ, ইহাদিগকে নিপাত করিব কি"? "হাঁ তাত, কর" রাজা এই রূপ বলিলে তিনি সন্ধি-স্থল লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন; তখন সমস্তই বিপ্রকীর্ণ হইয়া গেল। তৎপর রাজা স্বয়ং দরজার শিকলেস্থিত চাবি ও মুদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং মণি-

খণ্ডও দেখিতে পাইলেন। "অনাগতে দরিদ্র রাজা এই মণিখণ্ড গ্রহণ করিয়া, বুদ্ধাস্থি সমূহের সৎকার করুক" পুনঃ ইহা পাঠ করিয়া রাগত স্বরে বলিলেন ;—"আমার মত রাজাকে দরিদ্র বলা উচিৎ হয় নাই।"

অতঃপর পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে দরজা খুলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন ; "অহো কি আশ্চর্য্য, ২১৮ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে প্রজ্বলিত প্রদীপসমূহ সেইভাবে জ্বলিতেছে, নীলোৎপলসমূহ যেন এখনই আনিয়া পূজা করা হইয়াছে, ছড়ানো ফুল গুলিও যেন এই মুহূর্ত্তে আনিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে"। তখন রাজচক্রবর্ত্তী তথায় স্থাপিত স্বর্ণপাত খানা হস্তে লইয়া এইরূপ পড়িতে লাগিলেন ;—"অনাগতে কুমার প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে ধর্ম্ম-রাজা হইবেন। তিনিই এই বুদ্ধাস্থি সমূহ বিস্থারিত করিবেন।" তখন তিনি পরম প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন "অহো আমি আর্য্য মহাকশ্যপ স্থবির কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি।"

তখন তিনি পরিচায়কবুদ্ধাস্থি মাত্র তথায় রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বুদ্ধাস্থি গ্রহণ করতঃ ধাতু গৃহ পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিলেন এবং সমস্তই পূর্ব্ববৎ করাইয়া উপরে পাষাণ চৈত্য স্থাপন করাইলেন।

তৎপর ৮৪ সহস্র বিহারে স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া, বুদ্ধাস্থি সমূহ মহাসমারোহ সহকারে পূজা করতঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন*! তৎপর ধর্ম্মরাজ অশোক মহাস্থবিরগণকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "ভন্তে! আমি সম্বুদ্ধ-শাসনের দায়াদ ত"? তখন সঙ্ঘস্থবির উত্তর করিলেন; মহারাজ! আপনার ন্যায় চতুর্প্রত্যয় দায়ক ভগবানের জীবদ্দশায় ও কেহ ছিলেন না। ত্যাগের গুণে আপনি প্রধান বটে, কিন্তু সম্বুদ্ধ শাসনের দায়াদ নহেন, আপনি শাসনের বর্হিভূত। "ভন্তে, আমি ছিয়ানব্বই কোটিসংখ্যক ধন ব্যয়ে ৮৪ সহস্র বিহারও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াও যদি শাসনের দায়াদ না হইলাম, তবে কে আর দায়াদ হইবে"?

মহারাজ, যিনি স্বীয় পুত্র এবং কন্যাকে শাসনে প্রব্রজিত করাইয়া দেন, তিনিই সম্বুদ্ধশাসনের দায়াদ। তচ্ছ্রবণে যুবরাজ "মহীন্দ কুমার" এবং জ্যৈষ্ঠ তনয়া "সঙ্ঘ মিত্রা" করজোড়ে পিতৃ-দেবকে নিবেদন করিলেন; "পিতঃ, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিব"। তখন রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাশোক সস্নেহে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ প্রব্রজ্যাও উপসম্পদ লাভের অনুমতি প্রদান করিলেন এবং মহাসমারোহে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করাইলেন। তখন মহাস্থবিরগণ বলিলেন ;—"মহারাজ! এখনই আপনি সম্বুদ্ধ—শাসনের দায়াদ হইলেন"।

যুবরাজ মহীন্দ ও রাজ-নন্দনী সঙ্ঘমিত্রা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গিয়া যে ভগবানের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কাধিপতি দেবানম্প্রিয় প্রিয়তিষ্য মহা-রাজের দ্বারা লঙ্কাদ্বীপে যে সমুদয় স্তূপ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি অক্ষুন্নভাবেই রহিয়াছে। সঙ্ঘমিত্রা যে মূল মহাবোধিতরুর দক্ষিণশাখা লঙ্কাদ্বীপস্থ অনুরাধাপুরে নিয়া রোপণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধিও বর্ত্তমান আছে। রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাশোকের সময় যে+ তৃতীয় মহাসঙ্গীতি হইয়াছিল তখন সঙ্গীতি কারকেরা মহাধাতু নিধানের বিষয় উল্লেখ করিয়া

*ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ধর্ম্মাশোক বুদ্ধ-ধর্ম্মের জন্য কি করিয়াছেন এবং তৎকালে বুদ্ধ-ধর্ম্মের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা সদাশয় ভারত গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে যে সমস্ত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

বলিয়াছেন ;—"এবমেতং ভূত পুব্বন্তি" জম্বুদ্বীপের মধ্যে পূর্ব্বে এইরূপে বুদ্ধাস্থিসমূহনিধান ও পূজা করা হইয়াছিল। তৎপর লঙ্কাদ্বীপে মহাস্থবিরগণ বলিয়াছেন ;—

১। অট্ঠদোণং১ চক্‌খুমতো সরীরং
সত্তদোণং জম্বুদীপে মহেন্তি,
একঞ্চদোণং পুরিসবরুত্তমস্‌স
রামগামে নাগরাজা মহেতি২ ।

১। চক্ষুষ্মান বুদ্ধের শরীরাবশেষ আট দ্রোণ+হইয়াছিল ; তন্মধ্যে সাত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত হইতেছেন ; পুরুষশ্রেষ্ঠের এক দ্রোণ অস্থিধাতু রামগ্রামে নাগ-রাজা পূজা করিতেছেন।

২। একাহি দাঠা তিদিবেহি পূজিতা
একা পুন গন্ধারপুরে মহীযতি,
কালিঙ্গরঞ্ঞো বিজিতে পুনেকং
একং পুন নাগ রাজা মহেতি।

২। ত্রিদিববাসী কর্ত্তৃক তথাগতের দক্ষিণ দন্তটি পূজিত হইতেছেন, গন্ধার রাজ্যে একটি দন্ত পূজা পাইতেছেন, পুন কলিঙ্গ-রাজার রাজ্যে একটি এবং অন্য একটি নাগ লোকে নাগ-রাজা পূজা করিতেছেন।

৩। তস্‌সেব তেজেন অযং বসুন্ধরা
আযাগসেট্‌ঠেহি মহী অলঙ্কতা,
এবং ইমং চক্‌খুমতো সরীরং
সুসক্কতং সক্কতসক্কতেহি।

৩। এই বসুন্ধরা তাঁহারই তেজোবলে অনায়াসলব্ধ ফলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই চক্ষুষ্মানের শরীরাবশেষ এইরূপে মহামান্যগণ কর্ত্তৃক সুন্দররূপে ভক্তিভরে পূজিত হইতেছেন

৪। দেবিন্দনাগিন্দনরিন্দপূজিতো
মনুস্‌স৩ সেট্‌ঠেহি তথেব পূজিতো,
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা৪
বুদ্ধো হবে কপ্পসতেহি দুল্লভোতি৫ ।

৪। দেবেন্দ্র, নাগেন্দ্র, নরেন্দ্র পূজিত বুদ্ধাস্থি শ্রেষ্ঠ মানবকর্ত্তৃক ও সেইরূপ ভাবে পূজিত হইতেছেন। সকলে শ্রদ্ধাভরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বুদ্ধাস্থিকে বন্দনা করুন, বহু কল্পে বুদ্ধোৎপত্তি দুর্লভ। (ন্যূন কল্পে চারি অসংখ্য এক লক্ষ কল্পব্যাপী দানাদি দশ পারমি পূর্ণ করিলেই বুদ্ধ হইতে পারেন)

১। সী. ই, অট্‌ঠদোণা। ২। সী, ই, মহেন্তি। ৩। ব, মনুস্‌সিন্দ। ৪। ব, ভবিত্বা, ৫। সী, ই, বুদ্ধা হবে কপ্প সতেহি দুল্লভাতি।

৫। চত্তালীস সমাদন্তা কেসা লোমা চ সব্বসো
দেবা হরিংসু একেকং চক্কবালপরম্পরাতি[১]।

মহাপরিনিব্বানসুত্তং নিট্‌ঠিতং।

৫। তথাগতের চল্লিশটি দন্তের মধ্যে অবশিষ্ট দন্ত এবং কেশ ও লোম ধাতু সমূহ চক্রবাল পরম্পরা দেবগণ, এক এক চক্রবালে এক এক খানা নিয়া স্থাপন করতঃ পূজা করিতেছেন।

মহাপরিনিব্বান সূত্র সমাপ্ত।

১। সী, ই, ন দিস্সতে। এক দ্রোণে ৩২ সের

পরিশিষ্ট

দীঘনিকায়ট্ঠকথা ও তদ্‌টীকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মহাপরিনিব্বান সুত্তং——পূজনীযভাবতো বুদ্ধ সম্পদঞ্চ পহাযপবত্তত্তা মহন্তঞ্চ তংপরিনিব্বানঞ্চাতি মহাপরিনিব্বানং। সবাসনপ্পহানতো মহন্তং কিলেসক্খযং নিস্সাযপবত্তং পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানং। মহতাকালেন মহতা বা গুণ রাসিনা সামিতং পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানং। মহন্ত ভাবায ধাতূনং বহুভাবায পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানং। মহতো লোকতো নিস্সটং পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানং। সব্বলোকাসাধারণত্তা বুদ্ধানং সীলাদি গুণেহি মহতো বুদ্ধস্স ভগবতো পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানং। মহতি সাসনে পতিট্ঠিতে পরিনিব্বানন্তিপি মহাপরিনিব্বানন্তি বুদ্ধস্স ভগবতো পরিনিব্বানং বুচ্চতি। তপ্পটিসংযুত্তং সুত্তং মহাপরিনিব্বান সুত্তং।

প্রথম দেখা যা'ক পরিনিব্বান কি?

পরি—নি উপসর্গের সহিত বান শব্দের সমাসে পরিনিব্বান পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বান তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হইতে ভবান্তরে সিব্বন বা বন্ধন করায় বলিয়া বান নামে অভিহিত হয়। অথবা বাণ অর্থ তীর। লোভ, দ্বেষ, মোহ সংখ্যাত ক্লেশ তীর জনিত দুঃখ নাই বলিয়াও নিব্বাণ। "নি" উপসর্গে তৃষ্ণার অভাব এবং "পরি" উপসর্গে সর্ব্বতোভাবে অভাব, এবম্বিধ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা-বন্ধন বা ত্রয়ীসংখ্যাত তীর নিরবশেষ বিনষ্ট কৃত হয়, তাহাই পরিনিব্বান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরোধ বা পরিনির্বৃত্তিই পরিনিব্বান*।

নিব্বান শান্তি লক্ষণ ও দুঃখের উপশমতাই ইহার স্বভাব, অচ্যুতি ইহার রস বা কৃত্য। নির্বৃত্তির পর তথা হইতে চ্যুত হইয়া কোথাও পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অধিকন্তু চ্যুত হইবার মত কোন অবস্থা অবশিষ্ট ও থাকে না। বর্ণ আকার ও মনাদিরূপে আরম্মন করিবার যোগ্য বলিয়া পঞ্চস্কন্ধের নাম নিমিত্ত। বেদনাদি নামের কোন বর্ণ বা আকার নাই উহা মনন মাত্র। নিব্বানে ইহাদের কিছুই নাই। তদ্ধেতু প্রত্যুপস্থান বা জ্ঞানগম্য অনিমিত্ততা। অসংখতহেতু আসন্ন কারণ না থাকায় ইহার কোন পদ স্থান নাই।

পদমচ্চুতমচ্চন্তমসঙ্খতমনুত্তরং
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযা।

তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধাদি মহর্ষিগণ অচ্যুত অত্যন্ত অকার্য্যকারণ সঞ্জাত অনুত্তর শান্তিপদকে "নিব্বান" নামে অভিহিত করেন।

*(খন্ধাদি ভেদে তেভূমক ধম্মে হেট্‌ঠুপরিযায বসেন বিননতো সংসিব্বনতো বান সঙ্খাতায তণ্হায নিক্খন্তত্তা বিসযাতিক্কম বসেন অতীতত্তা নিব্বানং।)

একই "নিব্বান" নির্ব্বাপিতের অবস্থা ভেদে, সুখ প্রাপ্তির পর্য্যায় বিশেষে "সোপাদিশেষ নিব্বান" ও "অনুপাদিশেষ নিব্বান" এই দুই নামে অভিহিত হয়। অতীত জন্মের তৃষ্ণা ও অবিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা বর্ত্তমান স্কন্ধপঞ্চক দৃঢ়রূপে আদান বা গ্রহণ করায় বলিয়া ইহাদের নাম উপাদি। এই উপাদান বিদ্যমান থাকিতে সমুদয় ক্লেশ বিধ্বংস করিয়া যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছেন তাঁহারা সোপাদিশেষ নিব্বানে নির্ব্বাপিত। ভগবান্ সম্বোধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই "নিব্বানে" নির্বৃত হন। ঐরূপে নিব্বানদর্শী জীবন্মুক্তের মৃত্যুর পর পঞ্চস্কন্ধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখনই তিনি "অনুপাদিশেষ নিব্বানে" নির্বৃত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে কুশীনারায় তাঁহার এই পরিনিব্বান হয়। এই অবস্থা অনির্ব্বচনীয়। ভগবান্ একদা ইহার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

বিঞ্ঞানস্স নিরোধেন তণ্হাক্খয বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো হোতি চেতসো।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। স্বকীয় অনাদি সংসার প্রবাহের অবসান তখনই হয়। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রদীপ্ত ভাস্কর আচার্য্য নাগার্জ্জুন এই ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নম্ অশাশ্বতম্ ;
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এব নিব্বাণং উচ্যতে।

চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্তসন্ততির যে অবস্থা হয়, তাহা প্রতীতির অতীত। কোন প্রকারে লভ্য নহে। কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বত-ভাব প্রাপ্তিও নহে। ইহার বিনাশ নাই, যেহেতু উৎপত্তি নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে "অনুপাদিশেষ নিব্বান" কহে।

নিব্বান সম্বন্ধে ধ্রুব-সুখ-শুভ অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ সকল পদার্থকেই সংখত ও অসংখত ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহা কার্য্য-কারণ···সম্বন্ধ-সঞ্জাত তাহা সংখত। হেতু প্রত্যয় যাহাকে সংস্করণ করে নাই তাহা অসংখত, ইহাই নিব্বান। ভগবান্ সংখত ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন ;—"হে ভিক্ষুগণ, ইহার উৎপত্তি-বিনাশ এবং উভয়ের মধ্যে স্থিতির অন্যথাবস্থা দেখা যায়।" কারণসম্ভূত কার্য্যমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। তথা উত্থান হইতে পতন পর্য্যন্ত পরিণাম স্বভাব। বহুবিধ হেতু ও প্রত্যয় সহযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে, তাই মরে। আবার জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হয়। সুতরাং পঞ্চস্কন্ধ-রূপ জীব বা সংসার দুঃখময়।

নিব্বান কারণ সম্ভূত নহে। তজ্জন্য ইহার উৎপত্তি নাই। অনুৎপন্ন পদার্থের বিনাশ কোথায়? সুতরাং ইহা অপরিণামশীল ও অবিনশ্বর। সদাকালিক বা কালাতীত বলিয়া ইহা ধ্রুব। সংসার ইহার বিপরীত। নিব্বান ধ্রুব বলিয়া শুভ। ধ্রুব ও শুভ বস্তু একান্তই সুখঃ বলিতে হইবে। সুখও আবার দ্বিবিধ, "বেদয়িত" অর্থাৎ বিন্দনীয় সুখ ও "বুপসম" অর্থাৎ উপসম সুখ। বেদয়িত সুখ ক্ষণিক। উপসম সুখ অনন্ত কালের জন্য। কাম্য বস্তুর সংস্পর্শ

জনিত সুখ বিন্দনীয়। বিন্দনীয় সুখের অন্তরে অন্তরে দুঃখের সঙ্ঘাত অপরিহার্য্য। নিব্বান মনোময়, উভয় সুখের অন্তর্গত। সোপাদিশেষ অবস্থায় নিরোধ সমাপত্তিতে নিব্বান বিন্দনীয়। অনুপাদিশেষ অবস্থাই উপসম সুখ। উপসম সুখ সুখ-দুঃখাতীত। নিব্বানের সুখ সংজ্ঞায় কাহারও যেন মনে না হয় ইহারও পরিণাম আছে। সুখ দুঃখের উপসমই সুখ। এই অনির্ব্বচনীয় অবস্থাটা সুখ সংজ্ঞায় না হইলে প্রকাশ করিবার মত অন্য ভাষা মিলে না। তদ্ধেতু ভগবান্ সিংহনাদে দেশনা করিলেন—"নিব্বানং পরমং সুখং"। এমন শান্তি সুখময় নিব্বান কোথায়? দিব্যলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি জড় পদার্থ যেমন কক্ষচ্যুত না হইয়া অনন্ত-আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ নিব্বান কোন স্থানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। আবার চেতনের পরিণাম লক্ষণও ইহাতে স্থান পায় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিশাদ্বারা ইহার স্থিতি নির্ণয় করা চলে না, স্থান ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা অবিদ্যমান অবস্থাও নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন;—তেজধাতুর গতি নিরন্তর আছে। অথচ সাধারণে তাহা দেখিতে পায় না। যাহার প্রয়োজন আছে, সে আলো হইতে ইহার সাহায্য নিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। তদ্রূপ নিব্বান সাধারণের অনুপলভ্য হইলেও অথবা আধার আধেয় সম্বন্ধ দ্বারা নির্দ্দেশ করা না গেলেও আরব্ধবীর্য্য যোগী ইহার সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। কাজেই ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নিব্বান দিক দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া একান্ত শূন্য নহে। যদি একান্ত শূন্য হইত তাহা হইলে দুঃখময় আপন সংসারের নিঃসরণ বা অবসান কখনও হইত না। শূন্য শব্দ হইতে দুই প্রকার প্রতীতি জন্মে। ঘট শূন্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পট শূন্যতার জ্ঞান তাহা হইতে ভিন্ন। প্রথমের দ্বারা জলাদি আধেয়ের অভাব বুঝায় ঘটের অবিদ্যমানতা নহে। দ্বিতীয়ে সর্ব্বশূন্যতা বুঝা যায়। নিব্বান ও তদ্রূপ সর্ব্বশূন্যতা নহে। জ্ঞানিগণ বলেন "অত্থি নিব্বুতি ন নিব্বুতো পুমা" নির্বৃত্তি চিরদিনই আছে, ছিল ও থাকিবে কিন্তু নির্ব্বাপিত কোন পুরুষ ছিলনা বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। ইহাই নিব্বানের শূন্যতা বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদ। অতএব শূন্যতারূপে নিব্বান নিত্য বিরাজমান। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই শূন্যবাদের নাম দিয়াছেন The flower of Indian thought অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তাধারার ইহাই প্রস্ফুটিত কুসুম।

অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত ইহা দুর্ব্বোধ্য। জলপানে তৃষ্ণার নির্বৃত্তি হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না জন্মে ততক্ষণ কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। এমন পরমশান্তি, সুখময় নিব্বান লাভ করিতে হইলে সকলকে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়ও দুঃখ-নিরোধ আর্য্য-সত্য সম্যকরূপে বুঝিয়া অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী চলিতে হইবে। তাহা ব্যতীত দুঃখ-বহুল স্বকীয় সংসার দুঃখের কখনও অবসান হইবে না। এই সূত্রের প্রত্যেক অধ্যায়ে নিব্বান প্রাপ্তির উপায় পুনঃ পুনঃ দেশিত হইয়াছে।

১। পরম পূজনীয় ভাবে বুদ্ধ সম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রবর্ত্তিত হওয়ায় উহা মহা, মহা যে পরিনিব্বান এই অর্থে মহাপরিনিব্বান। (২) বাসনা পরিত্যাগ হেতু মহাক্লেশক্ষয় নিশ্রিত

প্রবর্ত্তিত মহাপরিনিব্বান বলিয়াও মহাপরিনিব্বান। (৩) মহা বা দীর্ঘ সময়ে এবং মহাগুণরাশি দ্বারা লব্ধ পরিনিব্বান বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৪) ধাতু সমূহের মহনীয় হেতু এবং বিপুলতার জন্য পরিনিব্বান বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৫) মহৎ লোক (সংসার) হইতে নির্গত বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৬) সর্ব্বলোকাসাধারণ বুদ্ধগণের শীলাদি গুণদ্বারা মহান বুদ্ধ ভগবানের পরিনিব্বান বলিয়া মহাপরিনিব্বান। (৭) মহতি বুদ্ধ-শাসন (ধর্ম্মরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার পরিনিব্বান হইয়াছে বলিয়া মহাপরিনিব্বান, এই অর্থে সম্যকসম্বুদ্ধের অনুপাদিশেষ নিব্বান বলিয়া উক্ত হইতেছে। অর্থাৎ সম্যক সম্বুদ্ধের অনুপাদিশেষ নিব্বান লাভকে মহাপরিনিব্বান কহে এতৎ সম্বন্ধিয় সূত্র মহাপরিনিব্বান সূত্র।

সুত্তং—সূত্র, চতুর্মহাসত্যের সূচনা করে বলিয়াই সূত্র। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—"চতুসচ্চ বিনিমুত্তো ধম্মো নাম নত্থি" চারি আর্য্য-সত্যবর্জ্জিত কোন ধর্ম্মই নাই, হইতেই পারে না!

অথবা—"অত্থানং সূচনতো সুবুত্ততো সবণতো চ সূদনতো ;

সুত্তানা সুত্ত স-ভাগতো চ সুত্তন্তি অক্‌খাতং।

আত্মার্থ পরার্থাদি ভেদে লৌকিক লোকোত্তর অর্থের সূচনা করে বলিয়া সূত্র। শ্রোতাদের অভিপ্রায় (অধ্যাশয়) অনুসারে সুষ্ঠু উক্ত বলিয়া সূত্র। বপিত শস্যের ন্যায় শ্রবণে সুফল প্রসূত হয় বলিয়া সূত্র। ধেনু—স্তন্যের ন্যায় অমৃত নিঃসৃত হয় বলিয়া সূত্র। তদ্দ্বারা রক্ষিত হয় বলিয়া সূত্র। সূত্র ধরের সূত্র যেমন প্রমাণ জ্ঞাপক বিজ্ঞগণেরও ইহা তদ্রূপ বলিয়া সূত্র। সূতায় গ্রথিত পুষ্পরাশি যেমন বাতাসে বিকীর্ণ করিতে পারে না, সেইরূপ সূত্রে সংগৃহীত অর্থও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না বলিয়াই সূত্র। দেবাদিদেব মহাপ্রভু ভগবান্ সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনিব্বান প্রতিসংযুক্ত সূত্র বলিয়া মহাপরিনিব্বান সূত্র।

পঠমভাণবারং (প্রথম অধ্যায়)

এবং মে সুতং—সন্ধি বদ্ধ করিলে এবম্মে সুতং ; বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এবম্ ময়া শ্রুতম্, এইরূপ আমা কর্ত্তৃক বা মৎ কর্ত্তৃক শ্রুত, আমি এইরূপ শুনিয়াছি। প্রত্যেক সূত্রারম্ভে এইরূপ কেন দেখিতে পাই ?

এই মহাপরিনিব্বান সূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪০ নং প্যারাগ্রাফে) আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের ভাষিত উক্তি শ্রবণে ধর্ম্ম বিনয় সঙ্গায়ন করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবানের পরিনিব্বানে যে সপ্তশতসহস্র ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন, আয়ুষ্মান মহা-কশ্যপ তাঁহাদিগের নিকট সুভদ্রের ভাষিত উক্তি প্রকাশ করিয়া অধর্ম্ম বাদী বলবৎ না হইতেই, ধর্ম্ম বিনয় সঙ্গায়ন করিতে প্রস্তাব করেন। সকলেই ধর্ম্ম, বিনয় সঙ্গায়নে মত প্রকাশ করিলে, তখনই সকলের নির্দ্দেশানুযায়ী সপ্তশতসহস্র ভিক্ষুর মধ্য হইতে যাঁহাকে ভগবান্ ধর্ম্ম, অর্থ, ব্যাকরণাদিতে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসংসা করিয়াছিলেন, সেই আনন্দ সহ, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন, ভগবান্ কর্ত্তৃক অগ্র বলিয়া নির্দ্দেশিত পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গীতির জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

আনন্দ—পরিশিষ্টের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

সাতদিন যাবৎ সাধু ক্রিয়ার সহিত বুদ্ধাস্থি পূজার পর, সেই পঞ্চশত ভিক্ষু রাজগৃহের দিকে যাত্রা করেন। বর্ষাবাসের পূর্ব্বে তাঁহারা রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া রাজা অজাত শত্রুকে সঙ্গীতির বিষয় জ্ঞাপন করেন। তচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমার রাজাজ্ঞা আপনাদের ধর্ম্মাজ্ঞায় পরিণত হউক।" তৎপর রাজা অজাতশত্রু ভিক্ষুদের নির্দ্দেশ মত, বেভার পর্ব্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণি গুহার দ্বারস্থ সুবিস্তীর্ণ ময়দানে, ব্রহ্ম-বিমান-সদৃশ সভামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া, মধ্যস্থলে ভগবানের আসন-তুল্য পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া ধর্ম্মাসন স্থাপন করতঃ সম্মুখে গজদন্ত খচিত ব্যজন স্থাপন করিলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষু বসিবার আসন সমূহ করাইলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ সঙ্গীতির পূর্ব্ব দিন ভিক্ষুদিগ কর্তৃক "সেখ সকরণীয়াবস্থায় আপনার সঙ্গীতিতে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে" বলিয়া উক্ত হইলে, তিনি সমস্ত রাত্রি "কায়গতানুস্মৃতি" ভাবনা করিয়াও অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে হস্ত পদাদি ধুইয়া শয়ন করিতেছেন ঠিক এমন সময়ে (অনিষন্ন অশায়িতাবস্থায়) অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপর দিন যথা সময়ে ভিক্ষুগণ সভা-মণ্ডপে গিয়া স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দের আসন শূন্য দেখিয়া "তিনি কোথায়" বলা মাত্রেই আয়ুষ্মান আনন্দ মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ধর্ম্ম সঙ্গায়নের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তখন কোন কোন দেবতার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যেক সূত্রের প্রথমেই ভগবানের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আমার বাক্য নহে, ভগবানেরই ; তাহা প্রকাশ করিতে "এবং মে সুতং" করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন।

বিনয় সম্বুদ্ধ-শাসনের আয়ু। বিনয়ের স্থিতিতেই শাসনের স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে বলিয়া প্রথমে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আয়ুষ্মান উপালী+বিনয় সংগ্রহ করেন। তিনি প্রত্যেক বিষয় প্রকাশের পূর্ব্বে "তেন খো পন সময়েন বুদ্ধো ভগবা" ইত্যাদি করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন।

গিজ্ঝকূটে—গৃধ্র সকল এই পর্ব্বতের কূটে বাস করিত বলিয়া অথবা গৃধ্র-সদৃশ এই পর্ব্বতের কূট বলিয়া গৃধ্রকূট। সেই গৃধ্রকূট পর্ব্বতে। রাজগৃহের পঞ্চ পর্ব্বত যথা—বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল গিজ্ঝকূট, ইসিগিলি এই পঞ্চ পর্ব্বতেই রাজগৃহ দুর্গ হইয়াছিল।

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি—স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ চারি প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। সম্যক দৃষ্টি আদি ধর্ম্মসামগ্রীর (বোধির) অঙ্গ বলিয়া বোধ্যঙ্গ (বোজ্ঝঙ্গ) "বোজ্ঝনক" সত্বের (বোধ্যসত্বের, ভবিষ্যতে যিনি বোধ লাভ করিবেন বা বুঝিবেন তাঁহার)অঙ্গ। প্রশস্ত সুন্দর বোধ্যঙ্গ বলিয়া সম্বোধ্যঙ্গ। স্মৃতিই বা স্মৃতি সঙ্খ্যাত সম্বোধ্যঙ্গ স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ। উপট্ঠান লক্খণো অর্থাৎ কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম্ম সমূহের অশুভ, দুঃখ, অনিত্য ও অনাত্মভাব স্বলক্ষণ সঙ্খ্যাত আরম্মণে (আলম্বনে) উপস্থান (উপস্থিতি) স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;— „অত্থি ভিক্খবে সতিসম্বোজ্ঝঙ্গট্ঠানিয়া ধম্মা, তত্থ যোনিসো মনসিকারো বহুলীকারো অযমাহারো

+উপালী—পরিশিষ্টের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

অনুপ্পন্নস্‌স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গস্‌স উপ্পাদায, উপ্পন্নস্‌স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গস্‌স ভিয্যোভাবায বেপুল্লায ভাবনায পারিপূরিযা সংবত্ততীতি" ভিক্ষুগণ, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্মসমূহ † আছে, তাহাতে জ্ঞান পূর্ব্বক মনোযোগী হইলে * পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, বিপুল ভাব প্রাপ্ত হয়, বর্দ্ধিত হইয়া (ভাবনায) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ চারিটি কারণ স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা— স্মৃতি সম্প্রজানকারীতা (গমন, স্থিতি, উপবেশনাদিতে কায় যখন যে ভাবে প্রণিহিত হয়, তখন সেই অবস্থার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ও সম্প্রজানকারী হওয়া, স্মৃতি-শক্তি বিহীন ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সেবন ও সতত স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা। এই চারি প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গলাভে ভাবনায় (বর্দ্ধিত হইয়া) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধম্মবিচয় সম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্‌সন্তি—ধর্ম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ ছয় প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। ধর্ম্ম সমূহের বিচয় ধর্ম্ম-বিচয়, তাহাই সম্বোধ্যঙ্গ ধর্ম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ।—"পবিচয লক্‌খণো" আর্য্য সত্য সমূহের পীড়নাদি প্রকারতঃ বিচয়, উপপরীক্ষা ধর্ম্ম-বিচয়সম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ! কুশল ধর্ম্মও আছে, অকুশল ধর্ম্মও আছে……কৃষ্ণ ধর্ম্ম ও শুক্ল ধর্ম্ম, সপ্রতি-ভাগ ধর্ম্ম সমূহও আছে, তাহাতে জ্ঞান পূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন ধর্ম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ধর্ম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, বিপুলতা প্রাপ্ত হয়, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ ছয়টি কারণ ধর্ম্ম-বিচয়সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—আচার্য্যগণের নিকট কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতঃ তাহা জানিয়া লওয়া, শরীর ও পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা করণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির সেবন, প্রজ্ঞা উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত থাকা। "মহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে গম্ভীর প্রজ্ঞা প্রভেদ প্রত্যবেক্ষণ সহ সাত প্রকার উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন ধর্ম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বিরিযসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্‌সন্তি—বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ নয় প্রকারে উৎপাদনকরতঃ বর্দ্ধিত করিবে। বীর্য্যই সম্বোধ্যঙ্গ বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ। "পগ্‌গহলক্‌খণো" অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনাদি-বশে চিত্তের প্রগ্রহণ লক্ষণ বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন, ভিক্ষুগণ! আরম্ভধাতু, নিষ্ক্রমণ ধাতু, পরাক্রম ধাতু আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনো-যোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ নয়টি কারণ বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—অপায়ভয় প্রত্যবেক্ষণ, গমন বীথি (নিব্বান গামী প্রতিপদার সহিত বিদর্শন আর্য্যমার্গ

† যাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা তাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা বলিয়া যথাযথভাবে হৃদয়াঙ্গম করা।

* কায় অশুভ, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত অনিত্য, ধর্ম্মসমূহ যে অনাত্মা তাহা স্বলক্ষণ সম্মাত আলম্বনে উপস্থিতি

এবং সপ্তবিশুদ্ধি পরম্পরা) প্রত্যবেক্ষণ, পিণ্ডপাতের অপচায়িতা, দায়াদ-মহত্ত্ব ও সব্রহ্মচারী-মহত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণ, আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, আরব্ধবীর্য্যবান ব্যক্তি-সেবন, বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে আনিশংস সন্দর্শন ও জাতির মহত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গ লাভে (বর্দ্ধিত হইয়া)পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি—প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ দশ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। প্রীতিই সম্বোধ্যঙ্গ প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ। ফরণলকৃখণো—স্ফূরণ, বিস্ফারিকৃত (স্ফূর্ত্তি) লক্ষণ প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্ম+ সমূহ আছে ; তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ দশটি কারণ প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—বুদ্ধানুস্সতি (বুদ্ধানুস্মৃতি) ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, বুদ্ধাদির প্রতি অপ্রসন্ন, কঠিনহৃদয় ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন ব্যক্তির সেবন এবং প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে "পসাদনিযসুত্তন্ত" প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গ লাভে ভাবনপূায় র্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পস্সদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি—প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। উপসমলকৃখণো—কায়চিত্তেরদরদ, পরিদাহের উপশমলক্ষণ প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ, কায় প্রশ্রদ্ধি আছে, চিত্ত প্রশ্রদ্ধি ও আছে, তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ সাতটি কারণ প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—উপযুক্ত ভোজন পরিভোগ, ঋতু অনুযায়ী শয়নাসন পরিভোগ, চঙ্ক্রমণাদিতে (ইরিয়াপথে) সুখানুভব, স্বীয় এবং পরের কর্ম্মফল প্রত্যবেক্ষণ করতঃ মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন, পর-পীড়ক ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, হস্ত পদাদিসংযত, প্রশান্ত ব্যক্তির সেবন এবং প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। এইরূপে উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্সন্তি—সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ দশ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। অবিকৃখেপলকৃখণো—বিক্ষেপবিধ্বংসলক্ষণ (চিত্তের অব্যগ্রাবস্থা) সমাধি। সমাধিই সম্বোধ্যঙ্গ সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ ! শমথনিমিত্ত * অব্যগ্র নিমিত্ত ‡ আছে ; তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা

+ পঞ্চবিধ প্রীতিই প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্ম্ম। ৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

* শমথই শমথ নিমিত্ত। ‡ অবিক্ষেপার্থে অব্যগ্র নিমিত্ত।

সেবন করিলে অনুৎপন্ন সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ দশটি কারণ সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের সহায়তা করে, যথা—শরীর ও পরিচ্ছদাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা, নিমিত্ত-কুশলতা, সময়ে চিত্তের প্রগ্রহণতা (যেই সময়ে চিত্তে অতি শিথিলতা জন্মে তখন ধর্ম্মবিচয়, বীর্য্য ও প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ তাহার প্রগ্রহণ) সময়ে চিত্তের নিগ্রহণতা (যেই সময়ে আরব্ধ বীর্য্য হেতু চিত্তে ঔদ্ধত্য জন্মে, তখন প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করতঃ তাহার নিগ্রহ) সময়ে চিত্তের সম্প্রহংসনতা (যেই সময়ে চিত্তে দুর্ব্বলপ্রজ্ঞা বশতঃ বা উপশমসুখ অধিগম হেতু নিরাস্বাদ জন্মে, তখন অষ্টবিধ সংবেগ-বস্তু (জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও অপায়-দুঃখ, অতীতের আবর্ত্ত জনিত দুঃখ অনাগতের আবর্ত্ত জনিত দুঃখ এবং বর্ত্তমানের আহার অন্বেষণ জনিত দুঃখ) ও রত্নত্রয়ের গুণানুস্মরণ দ্বারা সংবেগ ও প্রসন্নতা জন্মান, সময়ে চিত্তের অজ্ঝু-পেক্‌খণতা (যেই সময়ে সম্যক প্রতিপত্তি লাভ হেতু চিত্ত অলীন, অনুদ্ধত, অনিরাস্বাদ রূপে আরম্মণে (আলম্বনে) প্রবর্ত্তিত হয়, তখন নিয়মিত গামী অশ্বের সারথীর ন্যায় উপেক্ষা ভাব অবলম্বন করা অর্থাৎ প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসন ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়া) অসমাহিত ব্যক্তি পরিবর্জ্জন ও সমাহিত ব্যক্তির সেবন এবং সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত হওয়া। "মহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে ধ্যানবিমোক্ষ প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করিয়া বর্দ্ধিত করিলে অর্হত্ব মার্গ লাভে :ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

উপেক্‌খাসম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেস্‌সন্তি—উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ পাঁচ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। পটিসঙ্খানলক্‌খণো—লীন ও ঔদ্ধত্য রহিত অধিচিত্ত প্রবর্ত্তিত হইলে প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসনে অব্যাপৃততা (অজ্ঝুপেক্‌খনং) অধি উপেক্ষণ ভাব উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্মসমূহ * আছে ; তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ পাঁচটি কারণ উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের সহায়তা করে, যথা—সত্ত্ব মধ্যস্থতা, সংস্কার মধ্যস্থতা, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির সেবন এবং সতত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা।

তন্মধ্যে দুই কারণে সত্ত্ব মধ্যস্থতা জন্মে, যথা—"তুমি স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী আসিয়া (জন্মিয়া) স্বীয় কর্ম্মানুযায়ীই চলিয়া যাইবে, সেও স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী আসিয়াছে, স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী চলিয়া যাইবে, তুমি কাহার প্রতি মমতাযুক্ত হইতেছ? এইরূপ (কম্মস্‌সকতা) সকলে নিজ কর্ম্মের বিপাকভোগী সত্ত্বা বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ এবং পরমার্থতঃ সত্ত্ব নাই, তুমি কাহার প্রতি মমতা পরায়ণ হইতেছ? এইরূপ নিঃসত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণে।

* উপেক্ষাই উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্ম।

দুই কারণে সংস্কার মধ্যস্থতা জন্মে, যথা—এই বস্ত্র ক্রমশঃ বর্ণ-বিকার এবং জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পাপোষাকারে পড়িয়া থাকিবে, তখন লাঠীর আগায় করিয়া ইহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তাহার আমি প্রকৃত অধিকারী হইতাম, তবে ইহার কখনও এইরূপ অবস্থা ঘটিতে দিতাম না, এই রূপে অস্বামীতা প্রত্যবেক্ষণে এবং এই বস্ত্র চিরস্থায়ী নহে, কিছুদিন মাত্র থাকিবে, এইরূপ (তাবকালিকং) কিছুদিনের জন্য বলিয়া প্রত্যবেক্ষণে। বস্ত্র যেমন; পাত্রাদি সমস্ত বস্তুর অবস্থাই তদ্রূপ। এইরূপ প্রত্যবেক্ষণে বাহ্যিক কোন জিনিষের প্রতি অত্যাধিক আসক্তি জন্মিতে পারে না, তখন সংস্কার মধ্যস্থতা জন্মে।

সত্ত্ব ও সংস্কার কেলায়ন (মামক বা মমতাসম্পন্ন) পুদ্গল পরিবজ্জনতা—যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্র কন্যাদির (প্রব্রজিত হইলে স্বীয় অন্তেবাসীও সহাধ্যায়ী প্রভৃতির) প্রতি অত্যাধিক মমতা পরায়ণ, স্বহস্তেই তাহাদের যাবতীয় কেশ ছেদনাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে "এ কোথায় গেল, সে কোথায় গেল" বলিয়া ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় এদিক ওদিক অবলোকন করে এবং কেহ কোথায়ও নিতে চাইলে দেয় না, বলে যে, "তোমরা তাহাদিগকে নিয়া হয়তঃ কষ্ট দিবে, আমার সামান্য কাজ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা করাই না" ইত্যাদি আপত্তি করিয়া কোথায়ও যাইতে দেয় না তাহাকে সত্ত্ব কেলায়ন (সত্ত্বের প্রতি মমতাপরায়ণ) বলা হয়। যে আপন বস্ত্র, লাঠী, পাত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যাসক্ত হয়, অন্যকে স্পর্শ করিতেও দেয় না, অল্পক্ষণের জন্য কেহ যাচ্ঞা করিলে, বলে যে,—"ইহা নষ্ট হইবে বলিয়া আমি নিজে ব্যবহার করি না, তোমাকে আর কি দিব"? এইরূপ হইলে তাহাকে সংস্কার কেলায়ন বলা হয়। এইরূপে যে উভয়ের প্রতি আসক্ত সেইরূপ ব্যক্তির পরিবর্জ্জন (সংসর্গ ত্যাগ)।

যিনি উক্ত উভয়ের প্রতি উদাসীন তাঁহার সেবন এবং শয়ন, আসন, গমন ও চংক্রমণে সতত উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা করিলে উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও অর্হত্ত্ব মার্গ প্রাপ্তিতেই উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সীলবন্তেহি সব্রহ্মচারীহি সাধারণ ভোগীতি—শীলবান সব্রহ্মচারিগণের সহিত সাধারণ ভোগী। সুশীল ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণে কোন ভাল খাবারাদি পাইলে তাহাও একা পরিভোগ করেন না, আরও লাভের আশায় গৃহীকেও দেন না, তাহা গ্রহণ সময়েই সাঙ্ঘিকের মত মনে করিয়া গ্রহণ করতঃ ঘণ্টা-রবে ভিক্ষুসঙ্ঘকে একত্রিত করিয়া সমান অংশে পরিভোগ করেন। ধর্ম্মতঃ লব্ধ দ্রব্য সাঙ্ঘিক দ্রব্যের মত দেখিয়া থাকেন। এইরূপ হইলে সারণীয় ধর্ম্ম পূরণ করা হয়। দুঃশীলভিক্ষু এই সারণীয় ধর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না, যেহেতু সুশীলভিক্ষু তাহার জিনিষ গ্রহণ করেন না। সুশীলভিক্ষুগণ এই ব্রত অখণ্ডভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

মাতা, পিতা, আচার্য্য, উপধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়া দান করিলেও সারণীয় ধর্ম্ম পূরণ হইবে না। কেননা তাঁহাদিগকে দিয়া স্বীয় পোষ্য পালনই করিতেছেন। সারণীয় ধর্ম্ম পোষ্য মুক্তেরই পালনীয়।

আগন্তুক, যাত্রিক, নবপ্রব্রজিত, রোগী এবং রোগীর সুশ্রূষাকারীকে উদ্দেশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য মহাস্থবির প্রমুখকে যথেচ্ছিতভাবে গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। অল্প অল্প দিলেও সারণীয় ধর্ম্ম পূরণ হইবে না। যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে পুনঃ ভিক্ষায় গিয়া যাহা পাইবেন তাহা হইতেও উত্তম জিনিষ মহাস্থবির প্রভৃতিকে দিতে হইবে। তৎপর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বয়ং পরিভোগ করিতে পারেন। দুঃশীলকে না দিলেও ক্ষতি হইবে না। এভাবে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অখণ্ডরূপে ব্রত পালন করিলে সারণীয় ধর্ম্ম পরিপূর্ণ হয়। যেইদিন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভোজন-শালায় রাখিয়া তিনি স্নান করিতে যান, এদিকে মহাস্থবির সারণীয় ধর্ম্ম পূরণকারীর পাত্র দেখিয়া সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলেন, ব্রত-পূরক আসিয়া যদি শূন্যপাত্র দেখিয়া দুঃখিত হন, তাহা হইলে, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হইবে। "তীর্থিয় পরিবাসের" ন্যায় একবার ভঙ্গ হইলে পুনঃ দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ করিতে হয়। আর যদি ব্রত-পূরক শূন্যপাত্র দেখিয়া "অহো, আমার সব্রহ্মচারী আমার পাত্রগত খাদ্য নিজের মত মনে করিয়াছেন" বলিয়া আনন্দিত হন, তবে তাঁহার ব্রত পূর্ণ হইবে। সুশিক্ষিত পরিষদে এই সারণীয় ধর্ম্ম পালন সহজসাধ্য, যেহেতু যেই ভিক্ষু অন্য হইতে খাদ্যাদি পান, তিনি সারণীয় ধর্ম্ম পালনকারীর পাত্র হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করিলেও প্রমাণ মত গ্রহণ করেন।

সারণীয় ধর্ম্ম পূরিত ভিক্ষুর ঈর্ষ্যা মাৎসর্য্য থাকে না। তিনি দেব-মানবের প্রিয় হন। তাঁহার দানকালীন দানীয় দ্রব্য কখনও নিঃশেষ হইবে না। সমস্ত প্রত্যয় তাঁহার সুলভ হইবে, দ্রব্য বিভাগ স্থানে অগ্র দ্রব্য তাঁহার লাভ হইবে, মহা দুর্ভিক্ষেও দেবগণ তাঁহার পিণ্ড পাতাদি যোগাইবেন।

লঙ্কাদ্বীপে সেনগিরির তিষ্যস্থবির মহাগিরি গ্রাম আশ্রয় করিয়া বাস করিবার সময় একদা পঞ্চাশজন মহাস্থবির নাগদ্বীপে চৈত্য বন্দনার্থ যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভোজন-বেলায় মহাগিরি গ্রামে পৌঁছিয়া তথায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থ প্রবেশ করেন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া রিক্ত পাত্রে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় তিষ্যস্থবির ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থ গ্রামে যাইতেছিলেন। তিনি মহাস্থবিরগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভন্তে, কিছু পাইয়াছেন ত? তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন ;—বন্ধো বিচরণ করিয়াছি। তিষ্যস্থবির "তাঁহারা কিছুই পান নাই বুঝিয়া" বলিলেন ; ভন্তে, যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে অপেক্ষা করিবেন। তখন মহাস্থবিরগণ বলিলেন, বন্ধো, আমরা পঞ্চাশ জনে পাত্র ভিজান পরিমাণও পাই নাই, আপনি কি অনুরোধ করিতেছেন? স্থবির বলিলেন, "ভন্তে, আগন্তুকদের পথ ঘাট ভাল জানা নাই কিনা? আপনারা দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি," বলিয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামে মহোপাসিকা সেইদিন ক্ষীরান্ন পাক করিয়া স্থবিরের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থবির গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি ক্ষীরান্ন দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া দিলেন। স্থবির তাহা

লইয়া মহাস্থবিরগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "ভন্তে, গ্রহণ করুন" বলিয়া সঙ্ঘস্থবিরকে নিবেদন করিলেন। সঙ্ঘস্থবির "আমরা এতগুলি ভিক্ষু একমুষ্টি অন্নও পাইলাম না, ইনি কিরূপে এত সহসা পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিলেন"? ভাবিয়া সঙ্গীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিষ্যস্থবির তাঁহার দৃষ্টিপাতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন ;—ভন্তে, আমি ধর্ম্মতঃই লাভ করিয়াছি, আপনারা নিঃসন্দেহে পরিভোগ করুন। তৎপর সকলকে উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং নিজেও পরিপূর্ণভাবে আহার করিলেন। খাওয়া শেষে মহাস্থবিরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;— বন্ধো, কখন লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে স্থবির বলিলেন ;—ভন্তে, আমি লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করি নাই। বন্ধো, ধ্যানত লাভ করিয়াছেন? ভন্তে, ধ্যান লাভও আমার ঘটে নাই। বন্ধো, ইহাত ঐশীশক্তি (পাটিহারিযং)। ভন্তে, আমি সারণীয় ধর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছি। তদবধি শত সহস্র ভিক্ষুকে খাওয়াইলেও আমার পাত্রস্থ দ্রব্য নিঃশেষ হয় না। তচ্ছ্রবণে মহাস্থবিরগণ একযোগে সাধু বাদ দিয়া বলিলেন ;—সৎপুরুষ, আপনি অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। ততোধিক সাধু আপনার সত্যবাদিতায়।

এই স্থবির চেতিয় পর্ব্বতে গিরিভণ্ড মহাপূজার সময় দান-স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;— এই দানযজ্ঞের মধ্যে বরভাণ্ড (শ্রেষ্ঠ দ্রব্য) কি আছে? অমাত্যেরা বলিলেন দুইখানা মূল্যবান বস্ত্র ভন্তে। তাহা হইলে সেই দুইখানা আমার প্রাপ্য হইবে। তখন অমাত্যেরা রাজাকে বলিলেন "জনৈক যুবক ভিক্ষু এইরূপ বলিতেছেন।" রাজা বলিলেন ; যুবকদের ঐরূপ ভাবই হইয়া থাকে। মহামূল্যবান বস্ত্র, মহাস্থবিরদেরই উপযুক্ত ; বস্ত্র দুইখানা মহাস্থবিরদিগের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া যাউক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মহাস্থবিরদিগকে দিতে গেলে অন্য বস্ত্র হস্তে উঠে, এই বস্ত্র দুইখানা দানীয় দ্রব্যের নীচে পড়িয়া যায়। মহারাজ বার বার চেষ্টা করিয়াও সেই বস্ত্র দুইখানা মহাস্থবিরগণকে দিতে পারিলেন না। তৎপর স্থবিরের সম্মুখে আসা মাত্রেই সেই বস্ত্র দুইখানা হস্তে উঠিল। মহারাজ তাঁহাকে সেই বস্ত্রদ্বয় দিয়া অমাত্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন তাঁহাকে বসাইয়া অন্যান্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া বিদায় দিলেন। তৎপর মহারাজা তাঁহাকে প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ; ভন্তে, এই ধর্ম্ম কখন লাভ করিলেন? স্থবির ঘুণাক্ষরেও অবিদ্যমান বিষয় না বলিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার নিকট লোকোত্তর ধর্ম্ম নাই। ভন্তে, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলেন "ইহা আপনারই প্রাপ্য।" হাঁ মহারাজ? আমি সারণীয় ধর্ম্ম-পূরক। তৎপ্রভাবে দ্রব্য বিভাগ স্থানে বরদ্রব্য আমার প্রাপ্য হইয়া থাকে। তচ্ছ্রবণে রাজা সাধু বাদ দিয়া প্রণাম করতঃ চলিয়া গেলেন।

সারণীয় ধর্ম্ম-পূরককে মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে দেবগণ পিণ্ডপাতাদি যোগাইয়া থাকেন। অর্থ-কথা পাঠে জানা যায় যে, লঙ্কাদ্বীপে নাগ থেরী নাম্নী জনৈক ভিক্ষুণী ভাতর গ্রামে বাস করিতেন। একদা মহাভয় উৎপন্ন হইলে গ্রামবাসীরা থেরীকে না বলিয়াই পলায়ন করে। প্রত্যুষ-সময়ে থেরী

কাহারও সাড়া শব্দ না শুনিয়া ভিক্ষুণীদিগকে বলিলেন, তোমরা গ্রামে গিয়া দেখত, গ্রাম কেন নিরব নিস্তব্ধ? ভিক্ষুণিগণ গ্রামে কেহই নাই দেখিয়া থেরীকে তাহা জানাইলেন। তখন থেরী বলিলেন;—তোমরা চিন্তা করিও না, যথা নিয়মে শ্রামণ্য ধর্ম্ম করিতে থাক।

থেরী ভোজন-বেলায় পাত্র চীবর লইয়া একাদশজন ভিক্ষুণীর সহিত গ্রাম-দ্বারস্থ বটবৃক্ষ-মূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষস্থ দেবতা দ্বাদশজন ভিক্ষুণীকে পিণ্ডপাত দিয়া বলিলেন;—আর্য্যে! অন্যত্র যাইবেন না, আপনারা প্রত্যহ এখানে আসিবেন।

থেরীর নাগস্থবির নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ভিক্ষু ছিলেন। তিনি ভাবিলেন "এখানে মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে অন্যত্র গিয়া বাস করিব।" তৎপর তিনি এগারজন ভিক্ষুর সহিত অন্যত্র যাইতেছিলেন। তখন ভগ্নী থেরীর কথা মনে পড়াতে তাঁহাকে দেখিবার মানষে ভাতর গ্রামে প্রবেশ করেন। স্থবিরগণ আসিয়াছেন শুনিয়া থেরী তাঁহাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন;—আর্য্যগণ, কি হইয়াছে? স্থবির সেই বিষয় বলিলে, থেরী তাঁহাদিগকে বলিলেন;—অদ্য এখানকার বিহারে বাস করুন; আগামী কল্য যাইবেন। তখন স্থবিরগণ বিহারে আসিলেন।

তৎপর দিন থেরী বৃক্ষমূলে গিয়া দেবতার প্রদত্ত পিণ্ডপাত গ্রহণ করতঃ বিহারে আসিয়া স্থবিরকে বলিলেন;—তাত, এই পিণ্ডপাত আপনারা ভোজন করুন। তখন স্থবির বলিলেন "ইহা কি উপযুক্ত হইবে? তাত, এই অন্ন ধর্ম্মতঃই লাভ হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ভোজন করুন। থেরী তবুও কি ইহা আমাদের উপযুক্ত হইবে? তখন থেরী পাত্র উর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপ করিলেন, পাত্র আকাশেস্থিত রহিল। তখন স্থবির বলিলেন, সপ্ততাল উর্দ্ধেস্থিত হইলেও এই পিণ্ডপাত ভিক্ষুণীর হস্তগত, ভয় চিরদিন থাকে না, ভয় উপশম হইলে, আর্য্য—বংশীয়েরা আলোচনা করিবেন যে, "পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুণীর ভাত খাইয়া জীবিত রহিয়াছেন, তাহা আমার চিত্তে অসহ্য হইবে। "থেরিগণ! আপনারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করুন" বলিয়া অনাহারেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বৃক্ষ-দেবতা চিন্তা করিতেছিলেন, "স্থবির যদি ভিক্ষুণীর হস্ত হইতে পিণ্ডপাত লইয়া ভোজন করেন, তবে তিনি দুঃশীল, সুতরাং তাহাকে ফিরাইব না। ভিক্ষুণীর প্রদত্ত পিণ্ডপাত গ্রহণ না করিলে বুঝিবযে তিনি অতি বিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন, তাঁহাকে এখানে বাস করাইব"। স্থবির না খাইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৃক্ষ-দেবতা স্থবিরের শীলগুণে বিমুগ্ধ হইলেন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ করতঃ "ভন্তে পাত্র দিন" বলিয়া স্থবিরের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া স্থবিরগণকে বৃক্ষ-মূলে আনিয়া বসাইলেন। তৎপর দ্বাদশজন ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়া তথায় থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বৃক্ষ-দেবতা দ্বাদশ ভিক্ষু এবং ঐ সংখ্যক ভিক্ষুণীকে সাত বৎসর যাবৎ পিণ্ডপাতাদি দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। নাগথেরী ছিলেন সারণীয় ধর্ম্ম-পুরিকা। তদ্ধেতু দেবতা তাঁহার পিণ্ডপাতাদি দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। এবং তদ্দ্বারা ২৩ জনভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাতবৎসর যাবৎ সুরক্ষিত হইয়া ছিলেন।

ইতি সীলং—শীল এই প্রকার। শীলের অর্থ শীলন বা সমাধান। সুশীলতার দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম্মের সুশৃঙ্খলতা। অথবা শীল অর্থ উপধারক অর্থাৎ কুশল ধর্ম্ম সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। শীলে স্থিত হইলেই যাবতীয় কুশল প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী যেমন সমস্ত বস্তুর আশ্রয়, শীল ও তদ্রূপ যাবতীয় কুশলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। শীল প্রতিপালন দ্বারা কায় বিশুদ্ধ করতঃ সমাধি করিলে যোগীর মহাফল মহানিশংস লাভ হইয়া থাকে। দুঃশীলের সম্যকসমাধি লাভ ঘটেই না। শীল সাধারণতঃ দুই প্রকারে বুঝিয়া নিতে হইবে। **"কিং সীলং"** ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—প্রাণী-হত্যা, অদত্তাদান, ব্যভিচার, অনৃতবাদ, পিশুনবাদ, পরুষবাদ, সম্প্রলাপাদি ত্যাগোৎসাহীর যে চেতনা তাহাই শীল। পুনঃ বলা হইয়াছে—যে চৈতসিক দ্বারা অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া বিগতাভিধ্য, অব্যাপদ, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া বিহার করা হইয়া থাকে সেই চৈতসিকই শীল। অতএব শীল বলিতে "পানাতিপাতা বেরমণী" প্রভৃতি কতগুলি পদসমন্বিত বাক্যকে মাত্র বুঝায় না। তদ্ভাবেভাবিত হইবার যে চেতনা বা তদ্ভাবেভাবিত হইয়া বিহরণের যে চৈতসিকতা উহাই শীল। পানাতিপাতা বেরমণী প্রভৃতি এইগুলি নীতি বাক্য মাত্র।

এই শীল আবার চারিত্রও বারিত্রবশে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে :—ভগবান্ যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা চারিত্র। ঐ চারিত্রর যে চেতনা ও চৈতসিক উহা চারিত্র শীল। আর যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বারণ করিয়াছেন তাহা বারিত্র। এতদ্বিষয়ে যে চেতনা ও চৈতসিক তাহা বারিত্র শীল। কর্ত্তব্যে বিচরণকারীকে ত্রাণ করে এইজন্য চারিত্র ও অকর্ত্তব্যে বারিতকে ত্রাণ করে এইজন্য বারিত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে প্রাতিমোক্ষ× সংবরশীল, ইন্দ্রিয়-সংবরশীল, আজীবপারিশুদ্ধি শীল এবং প্রত্যয়সন্নিশ্রিত শীল ভেদে মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক পারিশুদ্ধি শীলকেই শীল বলা হইয়াছে।

প্রাতিমোক্ষ-সংবর শীল—এই শাসনস্থ আর্য্য-শ্রাবক [ভিক্ষু] কর্ত্তৃক প্রাতিমোক্ষে উক্তশিক্ষাপদ সমূহ দ্বারা সংবৃত হইয়া বিহার, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পালন, কায়িক ও বাচনিক সর্ব্বপ্রকার দুঃশীলতা ও দুর্জ্জীবিকা পরিবর্জ্জন রূপ আচার এবং বেশ্যা গোচর, যুবতীকুমারী গোচরাদি অগোচর সমূহ পরিবর্জ্জন রূপ গোচর সম্পন্ন বিহার, অণুমাত্র পাপে ও ভয়দর্শী, শিক্ষাপদ সমূহে যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তাহা সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষা প্রাতিমোক্ষ-সংবর শীল।

ইন্দ্রিয়-সংবর শীল—প্রাতিমোক্ষ-সংবরেস্থিত ভিক্ষুর ষড় ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতা। চক্ষু বিজ্ঞানে স্ত্রী পুরুষাদি রূপে কলুষ উৎপত্তিজনক শুভ নিমিত্ত ও তাহাদের হস্ত পদাদির শোভা, হাস্য, আলাপ, অবলোকন, বিলোকন প্রভৃতি অনুব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া "যং তথ ভূতং" কেশ লোমাদি অশুভ বশে দর্শন। চক্ষু ইন্দ্রিয়ে অসংযত ব্যবহারে লোভ বা আসক্তি, দৌর্ম্মনস্য

×প্রাতিমোক্ষ—যে তাহা পালন করে তাহাকে অপরাদি দুঃখ হইতে মোচন করে বলিয়া শীল সমূহের নাম প্রাতিমোক্ষ।

এবং অকুশল ধর্ম্মসমূহ অনুসরণ করিতে পারে মনে করিয়া তাহাতে সংযম প্রাপ্তি। তথা শ্রোত্র-বিজ্ঞানে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানে, জিহ্বা-বিজ্ঞানে, কায়-বিজ্ঞানে, মনো-বিজ্ঞানে সংবর প্রাপ্তি ইন্দ্রিয়-সংবর শীল।

আজীব পারিশুদ্ধি শীল—আজীব-হেতু, আজীব-কারণে প্রজ্ঞাপ্ত ষড়বিধ শিক্ষা-পদ* অতিক্রমের জন্য কুহনা, লপনা, নৈমিত্তিকতা+, নিষ্পীড়নতা+, লাভ দ্বারা লাভ অন্বেষণতা+, এবং গণনা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও চিকিৎসা প্রভৃতি ব্রহ্মজাল সূত্রে উক্ত আর্য্য-শ্রাবকের অকরণীয় ব্যবসা দ্বারা মিথ্যা উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ না করিয়া ধর্ম্মতঃ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা।

চতুর্প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল (পচ্চয় সন্নিস্সিত শীলং)—এই শাসনস্থ আর্য্য-শ্রাবক (ভিক্ষু শ্রামণের) অন্তর্বাস ও বহির্বাসাদি পরিধান সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, শীত ও উষ্ণ নিবারণার্থ ও ডাঁশ, মশা, বায়ু, আতাপ, সরীসৃপ, বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ (আক্রমণ) নিবারণ কল্পে বিশেষতঃ লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনার্থ আমি চীবর [বস্ত্র] পরিধান করিতেছি, পঞ্চ কামগুণ উৎপাদন জন্য নহে।

পিণ্ডপাত [আহার] পরিভোগ সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, আমি যে আহার করিতেছি—ইহা ক্রিয়া করণের জন্য, শক্তি প্রদর্শনের জন্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মণ্ডনের এবং সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্য নহে‡। এই চাতুর্ম্মহাভৌতিক শরীরের স্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, ক্ষুধা নিবারণ জন্য ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুগ্রহার্থ এবং পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশার্থই‡ এই পিণ্ডপাত আহার করিতেছি। ইহার দ্বারা নূতন বেদনা [অতিরিক্ত ভোজন জনিত রোগ] উৎপাদন করিব না। ইহার দ্বারা জীবন যাত্রা ও নির্ব্বাহ হইবে (গমন, দাঁড়ান, শয়ন, উপবেশনের অন্তরায় হইবে না।) অনবদ্য (নির্দ্দোষ) সুখ বিহারও হইবে+।

শয্যা এবং আসন গ্রহণ সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, কেবল শীত ও উষ্ণ নিবারণ কল্পে, ডাঁস, মশা, বায়ু, আতপ, সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ নিবারণার্থে, ঋতু জনিত কষ্ট

---

* ষড়বিধ শিক্ষাপদ, যথা—১। পাপেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ লাভ সৎকারাদি লাভের আশায় লৌকিক লোকোত্তর ধ্যান, মার্গ, ফল, নিব্বান, ঋদ্ধি, বলাদি নিজে লাভ না করিয়াও তাহা লাভ করিয়াছে বলিয়া কায়, বাক্য দ্বারা লোকের নিকট মিথ্যা প্রকাশ করিলে ভিক্ষুর পারাজিকা হয়।২. লাভ সৎকারের জন্য স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার সংবাদ বহন করিলে বা বিবাহের ঘটকের কার্য্য করিলে ভিক্ষুর সঙ্ঘাদিশেষ হয়।৩. লাভ সৎকার লাভের আশায় "যিনি তোমাদের বিহারে বাস করেন তিনি অর্হৎ" এইরূপ কাহাকেও বলিলে, তিনি যদি বুঝেন তবে কথকের "থুল্লচ্চয়াপত্তি" হয়। ৪. সুস্থাবস্থায় স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া উত্তম আহার ভোজন করিলে ভিক্ষুর "পচিত্তিয়াপত্তি" হয়। ৫. সুস্থাবস্থায় ভিক্ষুণীর নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া উত্তম আহার পরিভোগ করিলে ভিক্ষুর "পটিদেশণীয়াপত্তি" হয়। ৬। সুস্থাবস্থায় সূপ (দাল ব্যঞ্জন) বা ভাত স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া খাইলে ভিক্ষুর "দুক্কটাপত্তি" হয়।

+এই সমুদয়ের বিস্তৃতার্থ বিশুদ্ধি মার্গে আজীব পারিশুদ্ধি শীল বর্ণনায় দর্শন করুন।

‡এই চারি বিষয় কাম সুখানুরক্তি পরিবর্জ্জনের জন্যই কথিত হইয়াছে।

†এই বিষয় সমূহে আত্মক্লান্তি যোগ পরিত্যাগের হেতু উক্ত হইয়াছে।

+ইহাতে মধ্যম প্রতি পদার অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনোদন জন্য এবং কর্ম্মস্থানের বিবেকের বা একাগ্রতা সাধন জন্যই আমি শয্যা ও আসন পরিভোগ করিতেছি, শুধু আলস্য বা নিদ্রাভিভূত হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপন জন্য নহে।

গিলান-প্রত্যয় (রোগোপশমের ভৈষজ্য সম্ভার) ব্যবহার সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, কেবল মাত্র উৎপন্ন রোগজনিত বেদনার উপশমের জন্য এবং অব্যাপদ পরমতা লাভের জন্যই আমি এই রোগোপশমের ভৈসজ্য সম্ভার সেবন করিতেছি, অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

ইতি সমাধি—সমাধি এই প্রকার, এই পরিমাণ। সমাধি কি? কোন অর্থে সমাধি? তাহার লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান, পদস্থান কি? সমাধি কত প্রকার? তাহার সংক্লেশ ও বিশুদ্ধি কি? কি প্রকারে ভাবনা করা উচিত? সমাধি ভাবনায় ফল কি? ইত্যাদি বিষয়-গুলি যথাযথ রূপে জানা দরকার। পাঠকগণ বিশুদ্ধি মার্গ নামক গ্রন্থের সমাধি নির্দ্দেশ হইতে জানিতে পারিবেন। এস্থলে সমাধি অর্থে মার্গ ফলের সম্ভার ভূত চিত্তের একাগ্রতা। সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যকব্যায়াম ও সম্যকস্মৃতি এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতা। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান ভেদে তাহা চতুর্বিধ। (সম্যক সমাধি বর্ণনা দ্রষ্টব্য)

ইতি পঞ্ঞা—প্রজ্ঞা এই প্রকার ও এই পরিমাণ। প্রজ্ঞা বহুবিধ। এস্থলে মাত্র কুশল চিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা নামে উক্ত হইয়াছে। সংজ্ঞানন সংজ্ঞা, বিজানন বিজ্ঞান, প্রজানন প্রজ্ঞা। সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান হইতে প্রকৃষ্টরূপে জানে এইজন্য উহার নাম প্রজ্ঞা। সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই পদগুলির মূল জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। উপসর্গ যোগে তাহাদের অর্থাবগতির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে।

একটী চক্ষু বেদয়িত বিষয়ের হ্রস্ব দীর্ঘাদি আকার বশে, লাল, নীল পীতাদি বর্ণ বশে নামকরণ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা সংজ্ঞা। বিজ্ঞান উহাও জানে, ততোধিক অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবশে বিষয়টীর লক্ষণত্রয় ও জানে, কিন্তু উপরিমার্গ-জ্ঞান লাভ করাইতে পারে না। প্রজ্ঞা বিষয়টীর অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা লক্ষণ যেমন জানে উহাকে বাড়াইয়া মার্গজ্ঞান প্রদানেও সমর্থ। উপমা দিতে হইলে প্রজ্ঞাকে ঠিক জহরী বলিয়াই বলিতে হয়। এক খণ্ড মণিতে শিশু ও গ্রাম্য যুবকের জ্ঞান যেমন অপরিপূর্ণ, এক হইতে অপরের জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও উহাদের কাহারও জ্ঞান মণি বিষয়ে পূর্ণ নহে। কিন্তু জহরীর জ্ঞান মণি বিষয়ে সর্ব্বতোপূর্ণ। সে জানে ইহা কোন কোন ধাতু হইতে সমুদ্ভূত, কোথায় ইহার জন্ম, মূল্য কি, কতদিন পূর্ব্ব হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপে সবই জানে! বিবিধাকারে সংস্কার বা যাবতীয় বস্তুর দর্শন বা বিচার করা অর্থে বিদর্শন। বিদর্শন জ্ঞান যত প্রকার প্রজ্ঞাও তত প্রকার। বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা। ইহা দশ প্রকার, যথা—সংমর্শন-জ্ঞান, উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, ভঙ্গ-জ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান, সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান, অনুলোম-

১। **সংমর্শন-জ্ঞান**—সংস্কার মাত্রেই বা ধ্যেয়বস্তু মাত্রেই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ যুক্ত। এই লক্ষণত্রয় জ্ঞানতঃ গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন বা বিচার করিলে তাহা হইতে যোগীর যে প্রথম জ্ঞান জন্মে তাহাই সংমর্শন-জ্ঞান।

২। **উদয়-ব্যয়-জ্ঞান**—সংমর্শন জ্ঞানের পরিণতিতে সংস্কার জাতীয় সর্ব্বধর্ম্মই উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া বিচার বা দর্শন উদয়-ব্যয়-জ্ঞান।

৩। **ভঙ্গ-জ্ঞান**—উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের পরিণতিতে যে সংস্কার জাতীয় সর্ব্বধর্ম্মেরই বিনাশ নিশ্চয় এইরূপ দর্শন বা বিচার ভঙ্গ জ্ঞান।

৪। **ভয়-জ্ঞান**—ভঙ্গ-জ্ঞানের ফলে ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিদর্শন ভাবনাকারী যোগী ভঙ্গ-জ্ঞানের সাহায্যে কাম, রূপ ও অরূপ এই ত্রিলোকের ক্ষণ ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া ত্রিভবকে ভীতির চক্ষে দেখেন। ত্রিলোকের কোথাও স্বস্তি বা নিরাপদ দেখিতে পান না।

৫। **আদীনব-জ্ঞান**—ভয়-জ্ঞানে সংস্কার জাতীয় সর্ব্বধর্ম্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবশে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ফলে আদীনব-জ্ঞান জন্মে। ইহার ফলে যোগী দেখিতে পান যে, সংস্কার জাতীয় সর্ব্বধর্ম্ম দোষ বা উপদ্রবপূর্ণ।

৬। **নির্ব্বেদ-জ্ঞান**—আদীনব-জ্ঞানের পরিণতিতে নির্ব্বেদ-জ্ঞান জন্মে। ইহার দ্বারা যোগীর মনে তীব্র উদাসীনতার সঞ্চার হয়। ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও তাঁহার চিত্ত রমিত হয় না।

৭। **মুমুক্ষা-জ্ঞান**—নির্ব্বেদ-জ্ঞানের পরিণতিতে মুমুক্ষা-(মুক্তি কাম্যতা) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগীর চিত্ত ভয়সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ত্রিভব হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

৮। **প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান**—মুমুক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান (মুক্তির কৌশল-জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা যোগী মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন।

৯। **সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান**—প্রতিসংখ্যা-জ্ঞানের পরিণতিতে সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন যোগী সংস্কার নামীয় সর্ব্বধর্ম্মের, সমস্ত ত্রিলোকের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রাপ্ত হন।

১০। **অনুলোম-জ্ঞান**—সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে অনুলোম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উদয়-ব্যয়-জ্ঞান হইতে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার জ্ঞানের অনুকূল; এমন কি তদূর্দ্ধ সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয় ধর্ম্ম আয়ত্ত করিবার অনুকূল। এই জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞানের চরম অবস্থা এই জ্ঞানের উদয়ে যোগী লোকোত্তর স্রোতাপত্তি মার্গ-জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হন।

পূর্ব্বোক্ত দশবিধ লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞান যেন স্তরে স্তরে সোপানে আরোহণ করিবার ভাবে সজ্জিত এবং এই সোপানের সর্ব্বোচ্চ স্তরের পরেই লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞান স্তর আরম্ভ। লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের আটটি শ্রেণী, যথা—স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, সকৃদাগামী-মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, অনাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, অর্হত্ব মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান। লোকোত্তর এই জ্ঞান-মার্গ

নিব্বানের অবস্থা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিব্বানই ইহার শেষ গন্তব্য স্থান। এই মার্গের চরম সীমায় উপনীত হইলে জীবের জন্ম-মৃত্যুর শেষ কারণ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়। যেখানে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়-সংযোগ, প্রিয়-বিয়োগ, ইচ্ছিত-অপ্রাপ্তি ও অনিচ্ছিত-প্রাপ্তি জনিত কোন দুঃখই নাই, যেখানে আছে কেবল চির শান্তি, চির সুখ, সেই পরিনিব্বান লাভ হয়! তদ্ধেতু সূত্রে উক্ত হইয়াছে, "সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি।"

সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো—যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থান ভূত চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মার্গসমাধি ও ফলসমাধি উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গসমাধি শীল সম্ভাবিত (শীল দ্বারা পরিভাবিত, পরিবর্দ্ধিত) হইলেই শ্রামণ্য ফলে মহাফল, সংসার দুঃখ উপশমে মহানিশংসজনক হয় এবং ফল সমাধিও সর্ব্বপ্রকারে শীল দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগে মহাফল ও নির্বৃতি সুখোৎপত্তিতে মহা-নিশংসজনক হয়।

সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা মহাপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা-যেই লোকো-ত্তর কুশলের পদস্থানভূত পাদক ধ্যান সমাধি এবং উত্থানগামী সমাধিতে থাকিয়া মার্গপ্রজ্ঞা ও ফলপ্রজ্ঞা উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গ-ফল-প্রজ্ঞা পূর্ব্বোক্ত সমাধি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলেই বোধ্যঙ্গ, মার্গঙ্গ, ধ্যানাঙ্গ প্রভেদ হেতুতে মহাফল এবং সত্ত্ব দাক্ষিণেয্য ব্যক্তি বিভাগ হেতুতে মহানিশংস (সুফল) দায়ক হয়।

পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি—যেই বিদর্শন প্রজ্ঞায় বা সমাধি বিদর্শন প্রজ্ঞায় থাকিয়া (স্থিত হইয়া) মার্গচিত্ত ও ফলচিত্ত উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গ-ফল-চিত্ত প্রজ্ঞা দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে আস্রব সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। **আস্রব চারি প্রকার**—কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিদ্যাস্রব। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনাদি হইতে ব্রণের পূয্‌ ধারা স্রবণের ন্যায় বিষয়ে ক্লেশ-ধারা স্রাবিত হয় বলিয়া উহাকে আস্রব বলে। ধর্ম্মতঃ গোত্রভূ এবং অবকাশবশে ভবাগ্র পর্য্যন্ত স্রাবিত বা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়াও আস্রব বলা হয়। অবিদ্যাদির পূর্ব্বকোটি অজ্ঞাত বলিয়া চির বাসিতার্থে চির পরিবাসিত মদিরাদি আস্রবের মত বলিয়াও আস্রব বলা যাইতে পারে। কামরাগ কামাস্রব, রূপারূপ ভবাদিতে ছন্দরাগ ভবাস্রব, দ্বাষষ্টিবিধা মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্ট্যাস্রব, দুঃখাদি চতুর্সত্যে, পূর্ব্বান্তে, অপরান্তে, পূর্ব্বাপরান্তে, ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ এই অষ্টস্থানে যে অজ্ঞানতা তাহা অবিদ্যাস্রব।

সম্মুল্‌হো কালং করোতি—দুঃশীল শীলভঙ্গকারী মরণ শয্যায় শায়িত হইলে দুঃশীলতার দ্বারা কৃত কর্ম্ম সকল মনে উদিত হয় এবং যাহাদের সাহায্যে ও যেই সমুদয় উপকরণ দ্বারা সেই অকুশল কর্ম্মসমূহ কৃত হইয়াছিল, সেই কর্ম্ম নিমিত্তগুলি ও চক্ষু আদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয়। তখন সেই কর্ম্মের দ্বারা যেখানে উৎপন্ন হইবে, সেইখানে উপলভ্য ও উপভোগ্য গতিনিমিত্ত চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং সে চক্ষু উন্মীলন করিলে স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা স্বসম্পত্তি সমূহ দেখে, চক্ষু মুদিত করিলে চতুর্ব্বিধ অপায় (গতি নিমিত্ত) দেখিতে থাকে।

শত শত শক্তিশেল মাথায় পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিমর্ষ মনে ইহলোক ত্যাগ করে, বা সেই দুঃখ অসহ্য বোধে মূর্চ্ছিত হইয়াই দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

অসম্মূল্হো কালং করোতি—সুশীল ব্যক্তি মরণ শয্যায় শায়িত হইলে, সুশীলতার দ্বারা কৃতকর্ম্ম সকল মনে উদিত হয় এবং যাঁহাদের সাহায্যে ও যেই সমুদয় ফুল বাত্তি প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা সেই কুশল কর্ম্ম সকল কৃত হইয়াছিল সেই কর্ম্ম নিমিত্ত চক্ষু আদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয়, তখন সেই কুশল কর্ম্ম প্রভাবে যেখানে উৎপন্ন হইবে তথায় উপলভ্য ও উপভোগ্য গতি নিমিত্ত দেখিতে থাকে। সুতরাং তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া পার্থিব স্বসম্পত্তি দেখিলে ও চক্ষু নিমীলন করিলে দেব অপ্সরা দিব্যবিমান, কল্পতরু প্রভৃতি সুগতি নিমিত্ত দেখিয়া পুলোকিত হয়। তিনি তখন সহাস্যবদনে, প্রফুল্লহৃদয়ে, সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। গৃহীগণের পক্ষে পঞ্চশীল নিত্য পালনীয়। উপোসথ দিবসে অষ্টশীল এবং সাধ্যপক্ষে দশশীল পালন করা উচিত। যাঁহারা উক্ত শীল পালন করেন তাঁহারা শীলবান বা সুশীল। যাহারা পালন করে না তাহারা দুঃশীল। এই সূত্র ভগবান্ পাটলী গ্রামের উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেও গৃহী প্রব্রজিত সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

পঞ্চশীল, যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি, অদত্তাদানবিরতি, ব্যভিচারবিরতি, মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্ব্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরামৈরেয় মাদকদ্রব্য সেবন রূপ প্রমাদ কারণ-বিরতি। **অষ্টশীল বা উপোসথশীল**, যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি অদত্তাদানবিরতি, অব্রহ্ম-চর্য্য-বিরতি, মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্ব্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরামৈরেয় মাদক দ্রব্য সেবনরূপ প্রমাদ-কারণবিরতি। বিকালভোজনবিরতি, নৃত্য-গীত, বাদ্য প্রমত্তচিত্তে দর্শন, মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ-কারণ হইতে বিরতি, উচ্চাসন মহাসনে শয়ন হইতে বিরতি। **দশশীল** যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি, অদত্তাদানবিরতি, অব্রহ্মচর্য্যবিরতি, মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরামৈরেয় মাদকদ্রব্য সেবনরূপ প্রমাদ-কারণবিরতি, বিকালভোজনবিরতি, নৃত্য-গীত, বাদ্য প্রমত্তচিত্তে দর্শন বিরতি, মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ--মণ্ডন বিভূষণ কারণ হইতে বিরতি, উচ্চাসন মহাসনে শয়ন হইতে বিরতি, সোনা, রূপা অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকারের টাকা, পয়সা, নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তাহা প্রতিগ্রহণবিরতি। এই শীল প্রতি পালনেরও ভঙ্গ করার ফল সূত্রে ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

দুতিয ভাণবারং (দ্বিতীয় অধ্যায়)

দুক্খস্স অরিয সচ্চস্স—দুঃখ আর্য্য সত্যের। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চোপাদানস্কন্ধই দুঃখ, ইহাকে বলে দুঃখ আর্য্য-সত্য। ইহা বুদ্ধাদি আর্য্যগণের সত্য। ইহাকে অসত্য বলিবার যো নাই। **অননুবোধা**—সম্যকরূপে না বুঝায়। **অপ্পটিবেধা**—স্রোতাপত্তি আদি মার্গজ্ঞানে প্রতিবেধ না করায়। **সন্ধাবিতং**—ভব হইতে ভবান্তরে সন্ধাবন

করিয়াছি। **সংসরিতং**—ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছি। **ভবনেত্তি সমূহতা**—ভব হইতে ভবান্তরে নয়ন সমর্থ তৃষ্ণারজ্জু সুষ্ঠু হত হইয়াছে। **দুক্খসমুদযস্স অরিয সচ্চস্স**—দুঃখ সমুদয় আর্য্য-সত্যের। যথা—এই যে পুনরুৎপাদনশীলা, নন্দিরাগ সংযুক্তা, তত্র তত্রাভিনন্দিনী তৃষ্ণা, কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা (শাশ্বত-দৃষ্টি)বিভবতৃষ্ণা (উচ্ছেদ-দৃষ্টি) ভেদে তৃষ্ণাত্রয় দুঃখ-সমুদয় আর্য্য-সত্য। সেই দুঃখ-সমুদয় আর্য্য-সত্যের।

দুক্খনিরোধস্স অরিয সচ্চস্স—দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্যের। যথা—যাহা সেই তৃষ্ণার অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি, অনালয়। ইহাকে বলে দুঃখ নিরোধ আর্য্য-সত্য। সেই দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্যের।

দুক্খনিরোধগামিনিযা পটিপদায অরিয সচ্চস্স—দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্য্য-সত্যের। যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি এই আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোদ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিরোধের উপায়) আর্য্য-সত্য। সেই দুঃখ নিরোধ উপায় আর্য্য-সত্যের।

ওরম্ভাগিযানং—"হেট্‌ঠাভাগিযানং, কামভবেযেব পটিসন্ধি গাহাপকানংতি অত্থো"। ওরং বলে কাম ধাতুকে। কামলোকে জন্মগ্রহণ করায় বলিয়া বা নিম্নস্থ তিন মার্গ দ্বারা ত্যজ্য বলিয়া "ওরং ভাগিয়ানি"। কামরাগ ও ব্যাপাদ সংযোজন (বন্ধন) সমাপত্তি বা মার্গ দ্বারা ত্যাগ+ না হইলে রূপ ও অরূপ লোকে উৎপন্ন হইতে পারে না।। সৎকায়দৃষ্টি (অহংজ্ঞান), বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন তথায় উৎপন্ন সত্বকেও কামলোক প্রাপ্ত করায়। এইহেতু সেই পাঁচটী সংযোজন ওরম্ভাগিয়।

সংযোজন (বন্ধন) দশবিধ, যথা—চক্ষে মনোহর রূপ দেখিয়া কামাস্বাদ বশে গ্রহণ করিলে বা অভিনন্দিত হইলে কামরাগ সংযোজন, কুৎসিত রূপ দেখিয়া রাগ করিলে প্রতিঘ সংযোজন, আমি ভিন্ন ইহা আর কেহ পরিভোগ করিতে সক্ষম নহে এই ভাব উদয় হইলে মান সংযোজন, এই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া মনে করিলে দৃষ্টি সংযোজন, এইরূপই কি সত্ত্ব, নাকি সত্ত্বেরই রূপ ইত্যাদি রূপে সন্দেহান্বিত হইলে বিচিকিৎসা সংযোজন, সম্পত্তিভবে এই মনোহর রূপ সুলভ মনে করিয়া ভব কামনা করিলে ভবরাগ সংযোজন। ভবিষ্যতে এই প্রকার শীল এই প্রকার ব্রত পালন করিয়া ইহা লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া শীলব্রত গ্রহণ করিলে শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন, এই মনোহর রূপ আর কেহ লাভ না করুক বলিয়া ঈর্ষ্যা করিলে ঈর্ষ্যা (ইস্সা) সংযোজন, স্বীয় লব্ধ বিষয় পরের সাধারণ ভাব সহ্য করিতে না পারিলে (কার্পণ্যতা জন্মিলে) মাৎসর্য্য (মচ্ছরিযং) সংযোজন এবং অজ্ঞানতা হেতু অবিদ্যা (অবিজ্জা) সংযোজন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানোদয়ে—দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, সীলব্রত-পরামর্শ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য এই পঞ্চবিধ সংযোজন ত্যাগ হয়, আর উৎপন্ন হইতে পারে না। কামরাগ ও প্রতিঘ এই দুই সংযোজনের মহৎ অংশ সকৃদাগামী মার্গ-জ্ঞানোদয়ে বিদূরিত হয়; অনাগামী মার্গ-জ্ঞানোদয়ে সেই দুইটী সংযোজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয়, পরেও আর উৎপন্ন হইতে পারে না। মান,

ভবরাগ ও অবিদ্যা এই সংযোজনত্রয় অর্হত্ব মার্গ-জ্ঞানোদয়ে ত্যাগ হয়, ভবিষ্যতেও আর উৎপন্ন হয় না। (সংযোজন ত্যাগের উপায় মজ্ঝিম পন্নাসের মহামালুঙ্ক্য সূত্র দেখুন)

অনাবত্তিধম্মো—প্রতিসন্ধিবশে অনাগমনশীল (স্বভাব)। **রাগদোস মোহানং তনুত্তা** রাগ-দ্বেষ-মোহ-তনুতা। দ্বিবিধতনুতা, যথা—কদাচিৎ উৎপন্ন এবং অতীব্র ভাবে উৎপন্ন। সকৃদাগামী ব্যক্তির রাগ, দ্বেষ, মোহ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা উৎপন্ন হয় না, কখন কখন উৎপন্ন হইলেও তীব্রভাবে উৎপন্ন হয় না। **ইমং লোকং**—এই কামাবচর লোকে। এই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে ঃ—কেহ মনুষ্যলোকে• সকৃদাগামী ফল প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া অর্হত্ব প্রাপ্তি না ঘটিলেও পুনঃ মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া তিনি নিশ্চয় অর্হত্ব ফল লাভ করিবেন। আর যদি কেহ দেবলোকে সকৃদাগামী ফল লাভ করিয়া থাকেন, তবে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তি না ঘটিলেও পুনঃ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া তিনি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইবেন।

অবিনিপাত ধম্মো—চতুর্ব্বিধ অপায়ে (নিরয়, পশুযোনি, প্রেত ও অসুরকায়) অবিনিপাত স্বভাব অর্থাৎ অপতনশীল। স্রোতাপন্ন (নিব্বানগামী স্রোতরূপ আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রথম পতিত ব্যক্তি) নিরয়, পশু, প্রেত ও অসুর যোনিতে উৎপন্ন হইবেন না। **নিযতো**—ধর্ম্ম নিয়মে নিয়ত। **সম্বোধি পরাযনো**-মার্গত্রয়রূপ সম্বোধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্রোতাপন্ন তিনভাগে বিভক্ত, যথা—**একবীজি স্রোতাপন্ন** (যাঁহারা একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করতঃ পরিনির্ব্বাপিত হন)। **কুলংকুল স্রোতাপন্ন** (যাঁহারা দ্বিতীয়বার হইতে ষষ্ঠবার পর্য্যন্ত কাম সুগতি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন জন্মে অর্হত্ব ফল লাভ করতঃ পরিনির্ব্বাপিত হইয়া থাকেন)। **সত্তক্খত্তু পরম স্রোতাপন্ন** (যাঁহারা সপ্তমবার পর্য্যন্ত কাম সুগতিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করতঃ পরিনির্ব্বাপিত হন)।

অনাগামী—এই মনুষ্যলোকে আর আগমন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন না। এখান হইতে চ্যুত হওয়ার পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় অর্হত্ব লাভ করতঃ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। **অর্হৎ** ইহজন্মে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন।

অভিঞ্ঞা—অভিজ্ঞা, তাহা ছয় প্রকার, যথা—পূর্ব্ব নিবাসে অভিজ্ঞান, দিব্য চক্ষু অভিজ্ঞান, পরচিত্তাচারে অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যশ্রুতি জ্ঞান ও আস্রব-ক্ষয়জ্ঞান। **বিহেসা**—তেসং তেসং ঞাণগতিং ঞাণুপপত্তিং ঞানাভিসম্পরাযং ওলোকেন্তস্স কাযকিলমথোব এস আনন্দ তথাগতস্সাতি দীপেতি" পরলোকগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমুক স্রোতাপন্ন, অমুক সকৃদাগামী ইত্যাদি তাহাদের জ্ঞানাধিগম, তৎপর পরলোকে অমুক সম্বোধি পরায়ণ, অমুক একবারমাত্র ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখান্ত সাধন করিবে ইত্যাদি বশে জ্ঞান সহিত উৎপত্তি জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা তথাগতের শুধু কায়িক কষ্ট করা মাত্র, তাহাতে বিণেয়গণের কোন উপকার নাই। চিত্ত খেদ ত তথাগতের হইতেই পারে না।

ধম্মাদাসং—ধর্ম্মময় আদর্শ। **অবেচ্চপ্পসাদেন**—বুদ্ধগুণ সমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হওয়ায় অচল, অচ্যুত প্রসাদে। **ইতিপি সো ভগবা অরহং**—"সো ভগবা ইতিপি অরহং" সেই ভগবান্ এইহেতু অর্হৎ। কোনহেতু অর্হৎ?

আরকত্তা হতত্তাচ কিলেসারীন সো মুনি,
হত সংসার চক্কারো পচ্চযাদীনচারহো।
ন রহো করোতি পাপানি অরহং তেন বুচ্চতীতি॥

সেই মুনি (ভগবান্) ক্লেশ অরি হইতে সুদূরেস্থিত এবং মার্গজ্ঞান দ্বারা সমস্ত অরিকে হনন করিয়াছেন, সংসার-চক্রের অর (সংযোগ কাষ্ঠ) সমূহ ছেদন করিয়াছেন, ও প্রত্যয়ার্হ এবং গোপনেও কোন পাপ করেন না বলিয়া তিনি অর্হৎ (অরহং)।

যস্মা রাগাদি সঙ্খাতা সব্বেপি অরযো হতা,
পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন তস্মাপি অরহং মতোতি।

লোকনাথ (ভগবান্) জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা (বোধি তরুমূলে) রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অরিকে হনন করিয়াছেন, সেই হেতুই তিনি অর্হৎ (অরহং)।

অরা সংসার চক্কস্স হতাঞ্ঞাণাসিনা যতো,
লোকনাথেন তেনেস অরহন্তি পবুচ্চতি।

লোকনাথ (ভগবান্) জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা সংসারচক্রের অর (সংযোগকাষ্ঠ) সমূহ যখন হনন করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি অর্হৎ নামে অভিহিত।

অগ্র দক্ষিনার্হ বলিয়া অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসনাদি ভৈষজ্য প্রত্যয় দানের ও গ্রহণে "অরহতি" উপযুক্ত বলিয়া তিনি অর্হৎ। ত্রিলোকে ভগবান্ বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন দেবমানব নাই। তিনিই একমাত্র অগ্র পূজালাভের যোগ্য। সেইহেতু উক্ত হইয়াছে;—ভগবান্ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইলে যে কোন প্রভাবশালী দেবমানবগণ অন্যত্র পূজা করেন না। মহাব্রহ্মা সহম্পতি সিনেরু পর্ব্বত-প্রমাণ রত্ন-দাম দিয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন। দেবগণের মধ্যে দেবেন্দ্র, অসুরেন্দ্র, নাগেন্দ্র, মানবগণের মধ্যে মহারাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ, শাক্যরাজা, মল্লরাজা, লিচ্ছবীরাজা প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যথাশক্তি পূজা করিয়াছিলেন। ভগবানের পরিনিব্বানের ২১৮ বৎসর পরেও রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাশোক ৯৬কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪০০০ চুরাশি সহস্র বিহার, স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সুদত্ত, বিশাখা প্রভৃতি আর্য্য-শ্রাবক, শ্রাবিকা এবং সাধারণ মানবের কথা কি আর বলিবার আছে। অতএব প্রত্যয়ার্হ বলিয়া তিনি অর্হৎ। তাই উক্ত হইয়াছে;— পূজাবিসেসং সহপচ্চযেহি, যস্মা অযং অরহতি লোকনাথো।

অত্থানুরূপং অরহন্তি লোকে, তস্মাজিনো অরহতি নামেতং॥

কোন কোন পণ্ডিতমানিগণ অকীর্ত্তি ভয়ে গোপনে পাপ কার্য্য করেন, তথাগত তেমন করেন না। "রহো" অর্থাৎ গোপনেও পাপ কর্ম্ম করেন না বলিয়া তিনি অর্হৎ। তাই উক্ত হইয়াছে:—

যস্মা নত্থি রহো নাম পাপ কম্মেসু তাদিনো।
রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিস্সুতোতি॥

তথাগত বুদ্ধ গোপনেও কোন পাপ কার্য্য করেন না, এই অগোপনতার জন্যও তিনি অর্হৎ বলিয়া জগতে বিশ্রুত।

সম্মাসম্বুদ্ধো—"সো ভগবা ইতিপি সম্মাসম্বুদ্ধো" সেই ভগবান্ "সম্মা সামঞ্চ সব্বধম্মে অভিসম্বুদ্ধোতি সম্মাসম্বুদ্ধো" সম্যক প্রকারে স্বয়ং গুরুর উপদেশ বিনা সমস্ত বিষয় স্বরস লক্ষণ প্রতি বেধবশে, স্বয়ম্ভুজ্ঞানে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। তাই উক্ত হইয়াছে :—"সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যন্তি"? আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছি, কাহাকে আচার্য্য বলিয়া উদ্দেশ করিব? আরও বলিয়াছেন ;—

অভিঞ্ঞেয্যং অভিঞ্ঞাতং ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণাতি।

ব্রাহ্মণ, আমি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা বর্দ্ধিত করিবার তাহা বর্দ্ধিত করিয়াছি এবং যাহা ত্যাগ করিবার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি সেইহেতু আমি বুদ্ধ। অপিচ চক্ষু দুঃখ সত্য, সেই দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ উৎপাদিকা পূর্ব্বতৃষ্ণাই সমুদয় সত্য। দুঃখ ও সমুদয় সত্যের অপ্রবর্ত্তি নিরোধ সত্য। নিরোধ সত্যকে জানিবার উপায় মার্গ সত্য। তিনি প্রত্যেকটি সত্যকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্যকরূপে স্বয়ং জানিয়াছেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। এইভাবে শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনকেও জানিয়াছেন। সেইরূপ রূপাদি ৬ আয়তন, চক্ষু বিজ্ঞানাদি ৬ বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শাদি ৬ স্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ-জাত বেদনাদি ৬ বেদনা, রূপ-সংজ্ঞাদি ৬ সংজ্ঞা, রূপ-সঞ্চেতনাদি ৬ চেতনা, রূপ-তৃষ্ণাদি ৬ তৃষ্ণাকায়, রূপ-বিতর্কাদি ৬ বিতর্ক, রূপ-বিচারাদি ৬ বিচার, রূপ-স্কন্ধাদি পঞ্চস্কন্ধ, দশ কৃৎস্ন, ১০ অনুস্মৃতি, উর্দ্ধমাতকাদি * ১০ সংজ্ঞা, কেশাদি দ্বাত্রিংশাকার, ১২ আয়তন, ১৮ ধাতু, কাম ভবাদি ৯ ভব, ১ম ধ্যানাদি ৪ ধ্যান, মৈত্রী করুণাদি ৪ অপ্রমেয়, চারি অরূপ সমাপত্তি, প্রতি লোমবশে জরা মরণাদি, অনুলোম বশে অবিদ্যাদি প্রতীত্য-সমুৎপাদাঙ্গ সমূহ যোজনা করিতে হইবে। যেমন জরা-মরণ দুঃখ সত্য, জাতি সমুদয় সত্য, এই দুই সত্যের অভাব নিরোধ সত্য, নিরোধ জানিবার উপায় মার্গসত্য। এইরূপে একেকটি পদ উদ্ধার করিয়া সমস্ত ধর্ম্ম স্বয়ং সম্যকভাবে জানিয়াছেন বলিয়া তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ। অথবা বুধ ধাতুর জাগরণ ও বিকাসন অর্থ করিলে, সবাসন সম্মোহ নিদ্রা হইতে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছিলেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। দিনকর-কিরণ-সমাগমে পরমরুচির শ্রীসৌভাগ্য-প্রাপ্ত বিকশিত পদ্মতুল্য অগ্র মার্গজ্ঞান-সমাগমে অপরিমিত গুণগনালঙ্কৃত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানপদ্ম স্বয়ং সম্যকরূপে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়া ও সম্যক সম্বুদ্ধ।

বিজ্জাচরণ সম্পন্নো—বিদ্যাচরণ সম্পন্ন। সেই ভগবান্ ত্রিবিদ্যা বা অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ চরণ সম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাচরণ সম্পন্ন। **ত্রিবিদ্যা**—(অম্বট্‌ঠ সূত্রে) জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোন স্থানে কিরূপ হইয়া জন্মিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে জ্ঞান ও সত্ত্বগুণের মরণ এবং জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

---

* স্ফীত মৃতদেহ বা আঘ্রাত শব।

অষ্টবিদ্যা—(ভয়ভেরব সূত্রে)—বিদর্শন-জ্ঞান, মনোময় ঋদ্ধি অর্থাৎ চিন্তানুযায়ী রূপধারণ, নানাপ্রকার ঐশীশক্তি, দিব্য শ্রোত্র, পরের চিন্তাচার জ্ঞাত হওয়া, পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিবার জ্ঞান, চ্যুতি উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান, তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

পঞ্চদশ চরণ, যথা—প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল পালন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বারতা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রক্ষণজ্ঞান, ভোজন বিষয়ক জ্ঞান, জাগরণ শীলতা ও শ্রদ্ধা, পাপ করিতে লজ্জা, পাপকর্ম্মে ভয় শীলতা, বহুশ্রুতি, বীর্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা এই সাতটি সদ্ধর্ম্ম এবং চারিটি রূপাবচর-ধ্যানসহ এই পনর প্রকার চরণ দ্বারা নিব্বানের অভিমুখে গমন করেন তদ্ধেতু এই সমুদয় চরণ বা আচরণ নামে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই ত্রিবিদ্যা ও অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ প্রকার চরণ গুণের দ্বারা অলঙ্কত বলিয়া বিদ্যাচরণ সম্পন্ন নামে খ্যাত। যেইদিন বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁ হার বিদ্যা সম্পদা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন শিষ্যমণ্ডলীকে সদাচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তখন চরণ সম্পদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই তাঁহার শিষ্যগণ সুপ্রতিপন্ন, দুষ্প্রতিপন্ন নহেন। যাহারা দুষ্প্রতিপন্ন তাহারা আত্মপীড়নকারী তৈর্থিকগণের ন্যায় কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, নিব্বানসার লাভ করিতে পারে না।

সুগতো—সুগত, সেই ভগবান্ "সোভণ গমনত্তা সুন্দরং ঠানং গতত্তা সম্মাগতত্তা সম্মা চ গদত্তা সুগতো" শোভন গমন হেতু, সুন্দর স্থানে (নিব্বান) গমনহেতু ও সম্যক প্রকারে গিয়াছেন বলিয়া এবং যুক্তস্থানে যুক্তবাক্য, কালোপযোগী, সুস্থানে সুবাক্য বলেন বলিয়াই সুগত। গমনকেই গত বলা হইয়াছে। ভগবান্ আর্য্যমার্গ দ্বারা ক্ষেমদিকে অসন্দিগ্ধ হৃদয়ে (অসজ্জমানো) গত, শোভন গমনহেতু সুগত। সুন্দর অমৃত নিব্বান গত বলিয়া সুগত। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা…সকৃদাগামী মার্গ দ্বারা…অনাগামী ও অর্হত্ব মার্গদ্বারা যেই কলুষসমূহ ত্যাগ হয়, তাহা আর পুনরাগমন করে না বলিয়া (সম্যক গত বলিয়া) সুগত। অথবা দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করার পর হইতে বোধিদ্রুম মূলে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত সমত্রিংশ পারমী পূর্ণ করতঃ সমস্ত প্রাণীর হিত-সুখ-কামনা করিয়া কাম-সুখ এবং আত্মনিগ্রহ এই উভয় অন্তে না যাইয়া সুন্দরভাবে আগত বলিয়া সুগত। তথাগত সময় বুঝিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতেন। যেইবাক্য অপরের হিত সুখাবহ নহে তাহা তিনি বলিতেন না, সময়োপযোগী নিব্বান গমনযোগ্য সুন্দর বাক্য বলিতেন বলিয়া তিনি সুগত।

লোকবিদূ—লোকজ্ঞ, সেই ভগবান্ "সব্বথাপি বিদিত লোকত্তা পন লোকবিদূ" সর্ব্বপ্রকারে লোকের বিষয় বিদিত বলিয়া লোকবিদ্ বা লোকজ্ঞ। সেই ভগবান্ পঞ্চস্কন্ধ লোক সম্বন্ধে জানেন, স্কন্ধলোকোৎপত্তিরহেতু ও তৃষ্ণাদির সমুদয় সম্বন্ধে জানেন, তাহার নিরোধ এবং নিরোধের উপায় ও সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন বলিয়া লোকবিদ্। তাই উক্ত হইয়াছে :—

গমনেন ন পত্তব্বো লোকস্সন্তো কুদাচনং,
ন চ অপ্পত্বা লোকন্তং দুক্খা অত্থি পমোচনং।
তস্মা হবে লোকবিদূ সুমেধো,
লোকন্তগূ বুসিতব্রহ্মচরিযো।

লোকস্‌স অন্তং সমিতাবিঞ্ঞত্বা ;
নাসীসতি লোকমিমং পরঞ্চাতি ॥

পদব্রজে গমন করিয়া কখনও লোকের অন্ত করিতে পারে না অর্থাৎ যেখানে সত্ত্বগণের জন্ম, জরা, মৃত্যু নাই, সেই জন্ম, জরা, মৃত্যু, উৎপত্তিরহিত নিব্বানলোক পদব্রজে যাইয়া জ্ঞাত হইতে, দর্শন করিতে, লাভ করিতে পারে না কিন্তু সংস্কার লোকের অবসানভূত নিব্বান প্রাপ্ত না হইলে দুঃখ রাশির অবসানও হয় না।

(অপিচ আমি স্বসংজ্ঞাযুক্ত ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধে লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ এবং লোক নিরোধের উপায় দেখাইতেছি।) সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক (প্রাণীজগত) অবকাশলোক, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক চক্রবালের প্রত্যেক বিষয়েব তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ভগবান্ জানিয়াছেন বলিয়া তিনি লোকবিদ্+লোকজ্ঞ।

সেইহেতু লোকবিদ্, সুমেধ, লোকন্তগ, ব্রহ্মচর্য্যের পর্য্যবসান প্রাপ্ত লোকান্ত সম্যকরূপে অবগত হইয়া ইহলোক এবং পরলোক আকাঙ্ক্ষা করেন না।

অনুত্তরো—অনুত্তর। গুণে ভগবান্ হইতে উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া তিনি অনুত্তর। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি গুণে সেই ভগবান্-সদৃশ আর কেহ ছিলেন না বলিয়া বুদ্ধ অনুত্তর। উপককে বলিয়াছিলেন ;—"ন মে আচরিযো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি"। আমার অধিগত নিব্বান ধর্ম্মের কোন শিক্ষক নাই, আমার সদৃশ ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই। দেব মনুষ্যলোকে আমার প্রতিদ্বন্দিতাচরণ করে আমাকে পরাস্ত করিবে এমনও কেহ নাই। "অহংহি অরহা লোকে অহং সত্থা অনুত্তরো, একোম্‌হি সম্মাসম্বুদ্ধো সীতি ভূতোস্মি নিব্বুতো।" আমিই অর্হৎ, আমি অনুত্তর শাস্তা, আমি সম্যকহেতু নিয়মে চতুরার্য্য সত্যধম্ম বুঝিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি। আমার সমস্ত কলুষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে বলিয়া আমি শীতলীভূত এবং পরিনির্বৃত। আমি অন্ধভূত জগতে অমৃত-দুন্দুভি বাজাইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য কাশীপুরে যাইতেছি। তচ্ছ্রবণে উপক বলিয়াছিলেন ;—বন্ধো, যেভাবে আপনার পরিচয় দিতেছেন এতে আপনাকেই অনন্ত জিন মনে হয়। তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—"মাদিসাবে জিনা হোন্তি যে পত্তা আসবক্‌খযং, জিতামে পাপকা ধম্মা তস্মাহমুপক জিনোতি" উপক, আমার মত যাঁহাদের আস্রব-ক্ষয় হইয়াছে তাঁহারাই জিন। সমস্ত পাপ ধর্ম্মকে আমি জয় করিয়াছি তদ্ধেতু আমিই জিন। এইহেতু ভগবান্ অনুত্তর।

পুরিসদম্ম সারথি—দম্য পুরুষগণের সারথি। ভগবান্ দুর্দ্দান্তকে দমন করিতে সমর্থ। সে জন্য তিনি তির্য্যগ-পুরুষ ও মনুষ্য এবং অমনুষ্য পুরুষকে দমন করিয়াছিলেন। তির্য্যগ-পুরুষের মধ্যে-অপলোল নাগরাজ, চুলোদর, মহোদর, অগ্নিসিখ, ধূমসিখ, আরবাল নাগরাজ, ধনপাল হস্তী প্রভৃতিকে দমন করিয়া শরণে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানবের মধ্যে—সচ্চক নিগণ্ঠ-পুত্ত, অম্বট্‌ঠমানব, পোক্‌খরসতি, সোণদণ্ড, কূটদন্ত প্রভৃতিকেও। অমনুষ্য পুরুষের মধ্যে—আলবক, সূচিলোম, খরলোমযক্ষ, শক্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার দ্বারা দমিত হইয়াছিলেন।

সুতরাং তিনি দুর্দ্দান্ত, অবিনীত সত্ত্বগণকে দান্ত-শান্ত করিয়া নিব্বানাভিমুখী করিয়াছিলেন। ভগবান্ কাহাকেও মৃদুতার দ্বারা, কাহাকেও পরুষতার দ্বারা, কাহাকেও মৃদুতা পরুষতার দ্বারা দমিত করিয়াছিলেন। অপিচ তিনি বিশুদ্ধ শীলাদি সম্পন্ন ও প্রথম ধ্যানাদিলাভী এবং স্রোতা-পন্নাদি সত্ত্বগণকে তদুত্তর মার্গ প্রতিপদ দেশনা করিয়া দমিতদিগকে ও অর্হৎ মার্গ, ফল লাভ করাইয়া সুদমিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি পুরুষদমনকারী সারথি। অথবা সুদক্ষ হস্তী দমন-কারী একক্ষণে একদিকে গিয়াই হস্তী দমন করিতে সমর্থ, ভগবান্ কিন্তু একপর্য্যঙ্কে থাকিয়া একক্ষণে দশ দিকে গিয়া পুরুষদিগকে দমন করিতে সমর্থ, এই হেতু তিনি অনুত্তর পুরুষ দমন-কারী সারথি।

সত্থাদেব মনুস্সানং—দেব মানবগণের শাস্তা। সেই ভগবান্ ইহপারলৌকিক পরমার্থ দ্বারা অনুশাসন করেন বলিয়া শাস্তা। শকট-চালক যেমন ভয়ের স্থান হইতে সাবধানে শকট পার করাইয়া নেয়, তেমনি ভগবান্ ও সত্ত্বগণকে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ কান্তার পার করাইয়া দেন। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে দেবমানবগণ কথিত হইয়াছে, ভগবান্ (পশু) জাতিকেও অনুশাসন করিয়াছেন। মণ্ডুক, পারিলেয্যক, মর্কট দেব-পুত্র প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। এক সময়ে ভগবান্ গগ্গরা পুষ্করণী তীরে চম্পানগরবাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন। তখন একটি মণ্ডুক (বেঙ্) ও ভগবানের সুমধুর স্বর শুনিতেছিল। এমন সময় এক জন রাখাল-বালক ও আসিয়া ভগবানের ধর্ম্ম শুনিতে থাকে, কিন্তু তার লাঠী মণ্ডুকের মাথার উপর পতিত হইয়াছিল। মণ্ডুক তখনই মরিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে দ্বাদশ যোজন কনক-বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায় তথায় তিনি অপ্সরাগণে পরিবৃত নিজকে দেখিয়া "কোন কর্ম্মে এখানে উৎপন্ন হইলাম" চিন্তা করতঃ ভগবানের স্বরে বিমুগ্ধতা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিলেন না। তখন তিনি বিমানসহ ভগবৎ সমীপে আসিয়া পদে প্রণতঃ হইলেন। ভগবান্ জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিযা যসসা জলং,
অভিক্কন্তেন বণ্ণেন সব্বা ওভাসযং দিসং ?

ঋদ্ধি, যশে, জাজ্জ্বল্যমান অতিশয় কমনীয় বর্ণে সকলদিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আমার পদে বন্দনা করিতেছে ? তদুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :—

মণ্ডূকোহং পুরে আসিং উদকে বারি গোচরো,
তব ধম্মং সুণন্তস্‌স অবধি বচ্ছ পালকো।

ভগবন্, আমি পূর্ব্ব জন্মে জলচর উদক-মণ্ডুক ছিলাম। আপনার ধর্ম্ম শ্রবণের সময় বৎসপালক আমাকে বধ করিয়াছিল। তচ্ছ্রবণে ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্ম দেশনা করিলেন, সেই ধর্ম্ম দেশনায় চুরাশি সহস্র প্রাণীর ধর্ম্মাভিসময় (মার্গফল লাভ) হইয়াছিল। দেব-পুত্র ও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুহুত্তং চিত্তপ্পসাদস্‌স ইদ্ধিং পস্‌স যসঞ্চ মে,
আনুভবং চ মে পস্‌স বণ্ণং পস্‌স জুতিঞ্চ মে।

যে চ তে দীঘমদ্ধানং ধম্মং অসসোসুং গোতম,
পত্তা তে অচলং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।

সভাসদগণ, মুহূর্ত্তকাল চিত্তপ্রসন্নতার ফলে আমার যে দিব্য ঋদ্ধি, দিব্য যশঃ, মহতী শক্তি ও কমনীয় বর্ণলাভ হইয়াছে তাহা আপনারা দেখুন। ভগবন্, যাঁহারা দীর্ঘকাল আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে গেলে শোক করিতে হয় না; সেই অচল স্থান (নিব্বান) লাভ করিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ভগবান্ দেব মানবগণের শাস্তা।

বুদ্ধো—বুদ্ধ। সেই ভগবান্ সকল ধর্ম্ম স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। অপরকে বুঝাইতে সমর্থ বলিয়া বুদ্ধ। সমস্ত ক্লেশ নিদ্রা ক্ষয় করিয়া প্রবুদ্ধ, জাগ্রত বলিয়া বুদ্ধ। নানা গুণে বিকশিত বলিয়া বুদ্ধ। এক শত আট প্রকার তৃষ্ণা সমূলে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ-পথে গমন করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় সাধন করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ।

ভগবা—ভগবান্। "ভগবাতি ইদং পনস্স গুণ বিসিট্ঠ সব্ব সত্তুত্তম গরু গারবাধি বচনং"। গুণ বিশিষ্ট সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরুর গৌরবাধিবচন ভগবান্। তদ্ধেতু পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

ভগবাতি বচনং সেট্ঠং ভগবাতি বচন মুত্তমং;
গরু গারব যুত্তো সো ভগবা তেন বুচ্চতীতি।

ভগবা এই বাক্যটী শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। তিনি গুরু অর্থাৎ গভীর গৌরবযুক্ত সে জন্য ভগবা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রী শাক্য-সিংহকে ভগবান্ এই সংজ্ঞা তাঁহার পিতা, মাতা, কিম্বা জ্ঞাতীবর্গের মধ্যে কেহ অথবা দেবেন্দ্র, ব্রহ্মেন্দ্র কেহই দেন নাই। বোধিমণ্ডে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ হওয়াতে এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার নৈমিত্তিক নাম +। ভগবান্ শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য এই গাথা উক্ত হইয়াছে।

ভগী ভজী ভাগি বিভত্তবা ইতি,
অকাসি ভগ্গন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহূহি ঞায়েহি সুভাবিতত্তনো;
ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি॥

যিনি জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ভগী বা বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত বলিয়া ভগী, নিব্বানগত চিত্ত বলিয়া ভজী, চীবরাদি চারি প্রত্যয়ের এবং ধর্ম্ম-অর্থ ও বিমুক্তির অংশী বলিয়া ভাগী, কুশলাকুশল ধর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতে সমর্থ বলিয়া বিভক্তবান, কামরাগাদি পাপ স্বভাব ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগ্নবান, সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরু বলিয়া ভাগ্যবান, লোকোত্তর সুখের উৎপাদক এবং কায়িকাদি অনেক বিষয় ভাবনাকারী বলিয়া ভাবিতাত্মা, ভবসমূহের অন্তে গমন করিয়াছেন বলিয়া ভবন্তগ, তিনিই ভগবান্ বলিয়া কথিত হন।

+ নাম চতুব্বিধ, যথা—আবত্তিকং—বচ্ছো, দম্মো, বলিবদ্দো। লিঙ্গিকং—দণ্ডি, ছত্তী, সিখি, করী। নেমিত্তকং—তেবিজ্জো, ছলভিঞ্ঞো। অধিচ্চসমুপ্পন্নং নাম লোকিয বোহারেন যাদিচ্ছকং তি বুত্তং হোতি।

ভগ্‌গরাগো ভগ্‌গ দোসো ভগ্‌গ মোহো অনাসবো।
ভগ্‌গাস্‌স পাপকা ধম্মা ভগবা তেন বুচ্চতীতি।

যিনি রাগ, দ্বেষ, মোহ ভগ্ন করিয়া আস্রববিহীন হইয়াছেন, যাঁহার পাপধর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে তিনিই ভগবান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বা সেরূপ নিষ্পাপ মহাত্মাই ভগবান্ নামে কথিত হন। যাঁহারা তথাগত বুদ্ধের এই নয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন তাঁহারা বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোন মার, দেবব্রহ্মায়ও হ্রাস করিতে পারেন না।

ধম্মে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি—ধর্ম্মের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়। **ভগবতা**—ভগবান্ কর্ত্তৃক। **স্বাক্‌খাতো-ধম্মো**—সুব্যাখ্যাত ধর্ম্ম। ভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। "স্বাক্‌খাতো ধম্মো" ইহার দ্বারা পরিয়ত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপিটক বুদ্ধবাক্যই নির্দ্দেশিত হইতেছে। "সন্দিট্‌ঠিকো··· পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞূহীতি" এতদ্বারা নব লোকোত্তর ধর্ম্ম অর্থাৎ স্রোতাপত্তি আদি চারিমার্গ ও চারিফল এবং নিব্বান উক্ত হইতেছে। লোকোত্তর ধর্ম্ম পটিবেধ ধর্ম্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তের প্রকার "ধুতাঙ্গ" ব্রত, চৌদ্দ প্রকার "খন্ধক"ব্রত বিরাশি প্রকার মহাব্রত "পটিপত্তি" ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ভগবান্ বুদ্ধ আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ ফলপ্রদ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত, কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ শাসনব্রহ্মচর্য্য ও মার্গ ব্রহ্মচর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন+। তদ্ধেতু তাঁহার পরিয়ত্তি ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত। যথা উক্ত হইয়াছে ;—"সুপঞ্‌ঞত্তা খো পন তেন ভগবতা সাবকানং নিব্বানগামিনি পটিপদা, সংসন্দতি নিব্বানঞ্চ পটিপদাচ।···অরিযমগ্‌গো চেথ অন্তদ্বযং অনুপগম্ম মজ্ঝিমা পটিপদা ভূতোব, মজ্ঝিম পটিপদাতি অকৃথাতত্তা স্বাক্‌খাতো"। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রাবকদের জন্য নিব্বানগামিনী প্রতিপদা অতিসুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিব্বান এবং প্রতিপদা সমতুল হয়। গঙ্গার জলের সহিত যমুনার জল মিশ্রিত হইলে যেমন একই রূপ হয়, তেমনভাবে ভগবান্ শ্রাবকদের জন্য নিব্বানগামিনী প্রতিপদা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিব্বান এবং প্রতিপদা সমতুল। এস্থলে আর্য্যমার্গ কামসুখ ও আত্মনিগ্রহ এই দুই অন্ত বর্জ্জিত মধ্যমা প্রতিপদাই, মধ্যমা প্রতিপদা অবলম্বনে ধর্ম্ম সুদেশিত হইয়াছে বলিয়া সুব্যাখ্যাত নামে কথিত।

সন্দিট্‌ঠিকো—সদৃষ্টিক, স্বয়ং দর্শনীয়। এই আর্য্যমার্গ কামরাগাদি বিহীন অবস্থায় স্বয়ং দ্রষ্টব্য। এইহেতু জনৈক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন ;—ব্রাহ্মণ, কামাসক্ত, কামাভিভূত ও কাম পরিগৃহীত চিত্ত ব্যক্তি আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদন করে এবং নিজেও দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ভোগ করে। কামরাগ ত্যাগ করিলে আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদিত হয় না, স্বয়ং ও দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ভোগ করে না। ব্রাহ্মণ, একারণেও আমার ধর্ম্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য। অথবা নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম যেই যেই উপায়ে বোধগম্য হয়, সেই সেই উপায় লাভ করিতে হইলে

+ ভগবান সনিদানে শ্রোতাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী হেতু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বিষয়ক, সার্থ, সব্যঞ্জন, ধর্ম্মোপদেশ করিতেন। আদি, মধ্য, অন্ত, সার্থ, সব্যঞ্জন প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশুদ্ধিমার্গে দর্শন করুন।

পরের কথার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভরশীল হওতঃ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টব্য। অথবা প্রশস্ত দৃষ্টি বলিয়া সন্দৃষ্টি। সন্দৃষ্টি দ্বারা কলুষসমূহ ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করা যায় বলিয়া সদৃষ্টিক। যেমন রথে জয় করে বলিয়া রথিক। অথবা দৃষ্টি অর্থ দর্শন। দৃষ্টিই সন্দৃষ্টি (সম্যক দর্শন)। সন্দৃষ্টির যোগ্য বলিয়া সদৃষ্টিক। যেমন বস্ত্রের যোগ্য বলিয়া "বত্থিকো"। লোকোত্তর ধর্ম্ম ভাবনাভিসময় বশে এবং সাক্ষাৎকার অভিসময়বশে দৃষ্ট হইলেই সংসারভয় নিবৃত্তি হয়।

অকালিকো—অকালিক। এই ধর্ম্মের ফল প্রদানের নির্দ্দিষ্ট কাল নাই বলিয়া অকাল, অকাল স্বভাবযুক্ত বলিয়া অকালিক। পাঁচ সাতদিন পরে ফল দিবে বলিয়া নিয়ম নাই। কার্য্যারম্ভের পরই ফলদায়ক বলিয়া অকালিক। ন কালিক হেতু অকালিক।

এহিপস্সিকো—এস দেখ। এই নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম "এস দেখ" এই বিধির উপযুক্ত হেতু "আসিয়া দেখ" বলিয়া আহ্বান করিবার উপযুক্ত। কারণ এই ধর্ম্মের বিদ্যমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি খালি মুষ্টিতে স্বর্ণ রৌপ্য আছে বলিয়া অপরকে "আসিয়া দেখ" একথা বলিতে সাহস করে না। কাহাকেও প্রফুল্ল করিতে বিদ্যমান অশুচি পঁচা পদার্থ দেখাইবার জন্যও আসিয়া দেখ একথা বলিতে পারে না, বরঞ্চ সেই দুর্গন্ধ পদার্থ তৃণাদির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কারণ জিনিষ অশুচিও পঁচা বলিয়া। এই ধর্ম্ম সেরূপ নহে, ইহা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাস্বর ও পণ্ডুকম্বলে স্থাপিত জাতিমণির ন্যায় পরিশুদ্ধ। তদ্ধেতু বিদ্যমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে বলিয়া এই ধর্ম্ম আসিয়া দেখ বলিয়া সকলকে ডাকিবার উপযুক্ত। এইহেতু নব লোকোত্তর ধর্ম্ম "এসপশ্যিক" নামে কথিত হয়।

ওপনয়িকো—ঔপনায়িক। আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা বলে চিত্তে উপনয়ন বা আগমন করে বলিয়া ঔপনায়িক। চিত্তে উপনীত হয় বলিয়া উপনয়ন অথবা নিব্বানে গমনের উপযোগী আর্য্যমার্গ উপনয়ন করে বলিয়া ঔপনায়িক।

পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি—বিজ্ঞদিগ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য। উদ্ঘাটিতজ্ঞ (উদাহরণে বুঝিতে সমর্থ) প্রভৃতি বিজ্ঞদিগ কর্ত্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য "আমা কর্ত্তৃক মার্গ লব্ধ, ফললব্ধ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত"। গুরু মার্গ ভাবনা করিলে শিষ্যের কলুষ ত্যাগ হইবে না, তিনি ফল সমাপত্তিতে রত হইলে শিষ্যের সুখবিহার হইবে না। গুরু নিব্বান সাক্ষাৎ করিলেও শিষ্য মুক্ত হইবে না। শিষ্যকেও নিব্বান সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরের শিরঃমুকুট নিজের মাথায় আসে না। স্বীয় চিত্ত দ্বারাই দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞদিগ কর্ত্তৃক অনুভবিতব্য। এই ধর্ম্ম অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। এই ধর্ম্ম সদৃষ্টিক, অকালিক, এসপশ্যিক বলিয়া বিজ্ঞদিগ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য, তাই সুব্যাখ্যাত। যাহা এসপশ্যিক তাহা ঔপনায়িক হয় বলিয়া সুব্যাখ্যাত। যাঁহারা ধর্ম্মের এই ছয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি অচলা শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। সেই শ্রদ্ধা কেহই হ্রাস করিতে পারে না।

সঙ্ঘে অবেচ্চপ্পসাদেন সমন্নাগতো হোতি—সঙ্ঘের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়। **সুপটিপন্নো**—সুপ্রতিপন্ন। **ভগবতো সাবকসঙ্ঘো**—ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ। উপদেশ অনুশাসন সুন্দররূপে শ্রবণ করে বলিয়াই শ্রাবক (শিষ্য)। শ্রাবকদিগের সঙ্ঘ বা সমূহ এই অর্থে শ্রাবকসঙ্ঘ। সম্যক প্রতিপদা, অনিবর্ত্তি প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ বা অনুধর্ম্ম প্রতিপদা ও ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপদা এই পঞ্চ প্রতিপদায় সুন্দররূপে প্রতিপন্ন বলিয়া সুপ্রতিপন্ন। স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফললাভী ব্যক্তি। শীল, দৃষ্টি ও শ্রামণ্যতায় (সামঞ্ঞতায়) সঙ্ঘাতভাব প্রাপ্ত শ্রাবকসমূহ। **উজুপটিপন্নো**—ঋজু প্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ উজু (ঋজু) পথ প্রতিপন্ন। মধ্যমা প্রতিপদা দ্বারা কাম-সুখ-ভোগও আত্মনিগ্রহ অন্তদ্বয় এড়াইয়া কায়-বাক্য-মনের বক্রতা ত্যাগ করেন বলিয়া উজু মার্গ প্রতিপন্ন। সকৃদাগামী মার্গ ও ফললাভী পুদ্গল। **ঞায়পটিপন্নো**—ন্যায়প্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ ন্যায় বা নিব্বান প্রতিপন্ন। আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গই নিব্বান লাভের যথার্থ মার্গ, অন্য কোন মার্গ অবলম্বনে নিব্বান লাভ অসম্ভব। অতএব যাঁহারা এই ন্যায় মার্গ অবলম্বনে নিব্বানাভিমুখে চলিয়াছেন তাঁহারা ন্যায় প্রতিপন্ন। অনাগামী মার্গও ফললাভী পুদ্গল। **সামীচিপটিপন্নো**—সমীচীন প্রতিপন্ন। যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রণাম দাঁড়ান আদি স্বামীর প্রতি করণীয় বিষয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় সেই আর্য্য মার্গ সংখ্যাত মধ্যমা প্রতিপদা প্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সমীচীন প্রতিপন্ন। অর্হত্ব মার্গ ও ফললাভী পুদ্গল। এই চারি (শ্রেণীর) পুরুষ যুগলই, পুদ্গল (একেক) বশে অষ্ট পুরুষ (আট শ্রেণীতে বিভক্ত)। স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হত্ব মার্গস্থ ও ফলস্থ। ইহারা ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ। **আহুনেয্যো**—আহুনেয়। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ আহুতি অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয্যাসন ও ঔষধ প্রত্যয় দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া আহুনেয়, দূর হইতে ও আনিয়া দেওয়ার যোগ্য। তাঁহাদিগকে দিলে মহাফল হয় বলিয়া আহুনেয়। অথবা দূর হইতে ও আসিয়া সমস্ত সম্পত্তি আহুতি দিবার যোগ্য বলিয়া আহবনীয়। দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতিরও আহবনের যোগ্য বলিয়া আহবনীয়। যেমন ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অগ্নি আহবনীয়, তাহাতে আহুতি দিলে মহাফল লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের মত। যদি আহুতিতে মহাফল হয় বলিয়া আহবনীয়, তবে সঙ্ঘই আহবনীয়, যেহেতু সঙ্ঘে আহুতি দিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে—। তাই উক্ত হইয়াছে।

> যো চ বস্‌সসতং জন্তু অগ্‌গি পরিচরে বনে,
> একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজযে;
> সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতন্তি।

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপী বনে বাস করিয়া অগ্নি-পরিচর্য্যা করে, তাহার শত বৎসরের আহুতি অপেক্ষা ভাবিত-চিত্ত শুদ্ধ মুক্ত পুরুষের মুহূর্ত্তকাল পূজা করাই উত্তম। **পাহুনেয্যো**—পাহুনেয়। এস্থলে পাহুন অর্থ দূর দেশ হইতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রের সৎকারের জন্য সজ্জিত সামগ্রী। সেই পাহুন দানের ও গ্রহণের যোগ্য বলিয়া ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ পাহুনেয়। সঙ্ঘ সদৃশ

আর পাহুনক নাই। অথবা সঙ্ঘকে সর্ব্বাগ্রে আনিয়া আহুতি দেওয়ার যোগ্য বলিয়া পাহবনীয়। যেহেতু সঙ্ঘ পূর্ব্বকার যোগ্য। সর্ব্বপ্রকারে আহবনের উপযুক্ত বলিয়া পাহবনীয়। সেই হেতু ও পাহুনেয় বলিয়া উক্ত হয়। **দক্খিণেয্যো**—দাক্ষিণেয়। পরলোক বিশ্বাস করিয়া প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে। সেই দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য বলিয়া সঙ্ঘ দাক্ষিণেয়। সঙ্ঘ অন্ন-পানীয়-যান-বস্ত্র-মালা-গন্ধ-বিলেপন-শয্যা-আবাস ও প্রদীপ এই দশবিধ দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য। তাঁহাদিগকে সেই দক্ষিণা দানে মহাফল হয় বলিয়া সঙ্ঘ দাক্ষিণেয়। **অঞ্জলীকরণীযো**—অঞ্জলিকরণীয়। উভয় হস্ত কপালে জোড় করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক নমস্কার করিবার যোগ্য বলিয়া সঙ্ঘ অঞ্জলিকরণীয়। **অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্স**—সর্ব্বলোকের অনুত্তর, অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র। যেমন রাজার ধান্য ক্ষেত্র, রাজার শস্য ক্ষেত্র, সেইরূপ পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে সঙ্ঘই উর্ব্বর ক্ষেত্র তুল্য। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে ;—

খেত্তূপমা অরহন্তো দায়কা কস্সকূপমা,
বীজূপমং দেয্যধম্মং এত্থ নিব্বত্ততে ফলং।

উর্ব্বর ক্ষেত্র তুল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ, সুদক্ষ কৃষক তুল্য শ্রদ্ধাবান দায়ক ও পরিপুষ্ট বীজসদৃশ দানীয় বস্তু, এই ত্রিবিধ বস্তুর সংযোগে অপ্রমাণ পুণ্যফল উৎপন্ন হয়। তাই ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের গুণ রাশি যখন যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন কামরাগ, দ্বেষ ও মোহে চিত্ত ক্লিষ্ট হয় না। তাঁহাদের গুণ সমূহ স্মরণে চিত্ত সরল হইয়া থাকে। রাগ দ্বেষাদির অভাবে নীবরণ সমূহ (ধ্যানের প্রতিবন্ধক কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-সিদ্ধ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) বিস্কম্ভিত হইয়া চিত্ত কর্ম্মস্থানাভিমুখে নমিত হয়। তখন বুদ্ধত্ত, ধর্ম্ম বা সঙ্ঘের গুণ রাশির প্রতি বিতর্ক-বিচার আরম্ভ হয়। বিতর্ক ও বিচার করিতে করিতে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি প্রফুল্ল মনে প্রীতিপদ-স্থানীয় প্রশ্রব্ধি দ্বারা কায় ও চিত্তের ব্যথা, কম্প (দরথ) উপশম হয়। ব্যথা বা কম্প উপশমে কায়িক চৈতসিক সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন ত্রিরত্নের যে কোন গুণ অবলম্বনে চিত্তসমাধিস্থ হয় এবং ক্রমে একযোগে ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিরত্নের গুণ সমূহ নানাপ্রকার ও গম্ভীর হেতু "অপ্পনং" (অর্পণা) প্রাপ্ত না হইয়া উপচার ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন যোগী বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের গৌরব প্রকাশ করে। তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রদ্ধা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও পুণ্য বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন তিনি প্রমোদে উৎফুল্ল হন। ভয় ভৈরব দুঃখাদি ক্ষম হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয় তিনি যেন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘের সহিতই বাস করিতেছেন। যোগীর দেহও তখন চৈত্য-গৃহের ন্যায় পূজার্হ। ত্রিরত্নের গুণসমূহ অধিগত হওয়ায় চিত্ত রমিত হয়। ব্যতিক্রম যোগ্য বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও শাস্তা বা সঙ্ঘ সম্মুখে আছেন মনে করিয়া পাপানুষ্ঠানে লজ্জিত ও ভীত হন। তখন নিব্বান প্রাপ্তি (অর্হত্ব প্রাপ্তি) না ঘটিলেও দেহান্তে তিনি সুগতি পরায়ণ হইয়া থাকেন।

তথাগতস্স—তথাগতের। ভগবান্ বুদ্ধ আট কারণে তথাগত, যথা—তথা আগত বলিয়া তিনি তথাগত; সর্ব্বলোকের হিতসাধন কল্পে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের ন্যায় অপরিমিত গুণ

সমন্বিত হইয়া আগমন করিয়াছেন বলিয়া ভগবানের অপর নাম তথাগত। যেমন পূর্ব্ব বুদ্ধগণ দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা এবং দশ পরমার্থ পারমিতা পরিপূর্ণ করতঃ বুদ্ধ রূপে আগত হইয়াছিলেন; তদ্রূপ ইনিও সেই পারমিতা সমূহ পূর্ণ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ যেমন ধন, স্ত্রী, পুত্র, অঙ্গ ও জীবন এই পঞ্চ মহাপরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিহিত, লোকহিত, এবং বুদ্ধির পরিপক্বতা সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সপ্ত ত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম ভাবনা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইনিও তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বুদ্ধের অপর নাম তথাগত। **তথা গত বলিয়া তথাগত**—পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম মাত্রেই উত্তর দিকে সাত পা গমন করিয়াছিলেন এবং "অগ্‌গোহমস্মি সেট্‌ঠোহমস্মি" অগ্র ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া বীর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই ভগবান্‌ও তদ্রূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তথাগত। পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের ন্যায় ভগবান্‌ও নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কাম ত্যাগ, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ ত্যাগ, আলোক সংজ্ঞার দ্বারা তন্দ্রালস্য ত্যাগ, একাগ্রতার দ্বারা ঔদ্ধত্যানুশোচনা ত্যাগ, ধর্ম্ম বিচার দ্বারা সন্দেহ ত্যাগ এবং ধর্ম্মামোদের দ্বারা অরতি আদি বহুবিধ পাপ ত্যাগ করিয়া আগত বলিয়া তিনি তথাগত। তথলক্ষণে আগত বলিয়া তথাগত—পৃথিবী ধাতুর কর্কশ লক্ষণ, আপ ধাতুর দ্রবণ লক্ষণ, তেজ ধাতুর উষ্ণতা লক্ষণ, বায়ু ধাতুর উপস্তম্ভন বা প্রবহন লক্ষণ, আকাশ ধাতুর শূন্যতা লক্ষণ, রূপের রূপণ বা বিরূপ ধারণ লক্ষণ, বেদনার অনুভবন লক্ষণ, সংজ্ঞার সঞ্জানন, সংস্কারের অভিসংস্করণ, বিজ্ঞানের বিজানন লক্ষণ, তদ্রূপ আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, পচ্চয়াকার (উপকারক ধর্ম্ম) স্মৃতি, বীর্য্য, ঋদ্ধি, বল, বোধ্যঙ্গ, আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, সপ্ত বিশুদ্ধি প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম ও স্বভাবের যথাযথ লক্ষণ, রস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশ্রীভগবানকে তথাগত বলা হয়। ভগবান্ যেই চতুরার্য্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন উহা তথ লক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ স্বভাব সম্পন্ন। উহার কখনও অন্যথা হয় না। তাই কথিত হইয়াছে;—

তথানি সচ্চানি সমন্ত চক্খুনা,
তথা ইদপ্পচ্চযতা চ সব্বসো।
অনঞ্ঞ নেয্য নযতো বিভাবিতা;
তথাগতো তেন জিনো তথাগতো॥

তথাদর্শী বলিয়া তথাগতো, তথাবাদী বলিয়া তথাগতো ও তথাকারী বলিয়া তথাগত এবং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতির গুণে সর্ব্বলোককে অভিভূত করিয়া থাকেন বলিয়া তথাগত। গাথায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে;—

যতো চ ধর্ম্মং তথমেব ভাসতি,
করোতি বা তস্সনুরূপ মত্তনো।
গুণেহি লোকং অভিভূয্য রীযতি;
তথাগতো তেনপি লোক নাযকোত্তি॥

ভগবান্ "তথাআগতোতি—তথাগতো, তথাগতোতি–তথাগতো, তথলক্খণং আগতোতি—তথাগতো, তথ ধম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি-তথাগতো, তথদস্সিতায—তথাগতো, তথবাদিতায-তথাগতো তথ কারীতায-তথাগতো, অভি ভবনট্‌ঠেন তথাগতোতি"।

সতো—স্মৃতি সম্পন্ন। **সম্পজানো**—প্রকৃষ্টরূপে জানে বলিয়া সম্পজান, সম্প্রজ্ঞান। সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান হইতে বিশিষ্টতমরূপে জানা। **মধুরকজাতো বিযাতি**—"সঞ্জাতথদ্ধভাবো সঞ্জাতগরুভাবো সূলে উত্তাসিতপুরিসোবিয" শূলে ত্রস্ত লোকের ন্যায় অচল, স্তব্ধ।

ভাণবারং ততিযং (তৃতীয় অধ্যায়)

৩। চত্তারো ইদ্ধি পাদা—চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি-পাদ। "ইজ্ঝতি অধিট্‌ঠানাদিকং এতাযাতি ইদ্ধি। ইদ্ধি বিধঞ্ঞাণং। পতিট্‌ঠানাট্‌ঠেন পাদো। ইদ্ধিযা পাদো "ইদ্ধিপাদো" এতদ্দ্বারা সঙ্কল্প (অধিষ্ঠানাদি) সিদ্ধ, সমৃদ্ধ হয় বলিয়া ঋদ্ধি। প্রতিষ্ঠানার্থে পাদ; ঋদ্ধির পাদ। ঋদ্ধি অর্থ অসাধারণ, অলৌকিক শক্তি, যথা—নানাবিধ ঋদ্ধি, দিব্য-শ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি, সত্বগণের চ্যুতি ও জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান (দিব্য চক্ষু), এবং আস্রব-ক্ষয়-জ্ঞান। প্রথমোক্ত পাঁচটি অভিজ্ঞা লোকীয়, মহদ্গত চিত্তের অবস্থা। শেষোক্ত অভিজ্ঞা লোকোত্তর, অনুত্তর চিত্তের অবস্থা। ঋদ্ধি-পাদ—অলৌকিক শক্তি লাভের উপায়। এই উপায় চেতনাজাত, তাহা চতুর্ব্বিধ, যথা—ছন্দঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অভিলাষ, বীর্য্য-ঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চেষ্টা, চিত্তঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চিন্তা, বীমংসঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অনুসন্ধান বা প্রজ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট, এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যান বলে পরিপুষ্টি লাভ করে, তখনই চিত্ত অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ঋদ্ধি কাম লোকীয় ছন্দ, বীর্য্য, চিত্ত এবং বীমংস অর্থাৎ প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য ইহাদিগকে অধিপতি অবস্থায় গঠন করিতে হয়। এই গঠন কার্য্য চতুর্থ ধ্যানে দক্ষতা লাভেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন ছন্দকে অধিপতি করিয়া প্রতিলব্ধ সমাধি ছন্দ সমাধি বলিয়া কথিত হয়। বীর্য্য, চিত্ত, বীমংসকে অধিপতি করিয়া প্রতিলব্ধ সমাধি বীমংসসমাধি বলিয়া কথিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অপিচ উপচার ধ্যান পাদ, প্রথম ধ্যান ঋদ্ধি। স উপচার প্রথম ধ্যান পাদ দ্বিতীয় ধ্যান ঋদ্ধি। পূর্ব্বভাগে পাদ, অপর ভাগে ঋদ্ধি। বিশুদ্ধি মার্গ ও বিভঙ্গ অর্থকথা দ্রষ্টব্য। অভিধর্ম্মে উত্তর চুলিক বারে আছে:—চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি-পাদ, যথা—ছন্দ, বীর্য্য, চিত্ত ও বীমংস ঋদ্ধি-পাদ। তন্মধ্যে ছন্দ ঋদ্ধি-পাদ কি প্রকার? "ইধ ভিক্খু যস্মিং সমযে লোকুত্তরং ঝানং ভাবেতি নিয্যানিকং অপচযগামিং দিট্‌ঠিগতানং পহানায পঠমায ভূমিযা পত্তিযা বিবিচ্চেব কামেহি......পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি দুক্খা পটিপদং দন্ধাভিঞ্ঞং। যো তস্মিং সমযে ছন্দো ছন্দিকতা কত্তুকম্যতা কুসলো ধম্মছন্দো। অযং বুচ্চতি ছন্দিদ্ধিপাদো। অবসেসা ধম্মা ছন্দিদ্ধি পাদ সম্পযুত্তাতি। ইমে পন লোকুত্তর বসেনেব আগতা" অর্থাৎ এই শাসনস্থ

ভিক্ষু যখন পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করতঃ সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত দুঃখ প্রতিপদা দন্ধাভিজ্ঞ প্রথম ধ্যানে উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিগত সমূহ ত্যাগের জন্য, প্রথম ভূমি প্রাপ্তির মানসে অপচয়গামী নির্য্যাণিক লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করে, তখন যে তাহার ছন্দ, ছন্দানুগমন কর্ত্তৃকাম্য কুশল ধর্ম্ম ছন্দ উৎপন্ন হয়, উহাকেই ছন্দ ঋদ্ধি-পাদ বলে। অবশিষ্ট ধর্ম্ম সমূহ ছন্দ ঋদ্ধি-পাদ সম্প্রযুক্ত। ইহা লোকোত্তরভাবে উক্ত হইয়াছে।

আয়ুষ্মান রট্‌ঠপাল ছন্দকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইবার সময়ে মাতা পিতা হইতে অনুমতি না পাওয়ায় সপ্তাহ যাবৎ নিরাম্বু উপবাস ছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা ছেলে মারা যাইতেছে দেখিয়া অগত্যা প্রব্রজ্যার অনুমতি দিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান সোণবীর্য্যকে ধুর করিয়াই লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবনায় যুক্ত হইয়া চঙ্‌ক্রমণ করিবার সময় পা ফাটিয়া গেলেও আরব্ধবীর্য্য হেতু চঙ্‌ক্রণে ক্ষান্ত হন নাই। আয়ুষ্মান সম্ভূত চিত্তকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন চিত্ত থাকিলে কি না হয়? চিত্তকেই পুর্ব্বগামী করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান মোঘ রাজ বীমংসকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী-হৃদয় যতদিন প্রকৃত তথ্যের সাক্ষাৎকার করিতে পারেনা, ততদিন তৃষিত চাতকের মত নানাদিক দিয়া তাহা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাবরী ঋষির জনৈক শিষ্য তপস্বী মোঘরাজ গুরু নির্দ্দেশিত পন্থায় আকিঞ্চনায়তন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলেন। এই ব্রহ্মের আয়ু অতি দীর্ঘ। তিনি দেখিলেন,—এই অবস্থায় যষ্টিসহস্র কল্পকাল যদি ও জরা ব্যাধির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তথাপি আয়ুক্ষয় হইলে পুনঃজন্ম জরার অধীন হইতে হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্রহ্ম সাযুজ্য যদিও সুদীর্ঘ উপশান্তি, তবুও অনন্তকালের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প; কয়েকক্ষণ মাত্র। কাজেই ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না।

এই চিন্তা করিয়া মোঘরাজ অনন্তকালের শান্তি-গবেষণা মানসে ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগের জন্য এবং তাঁহার জ্ঞানের ও পরিপক্কতা লাভের জন্য কোনও উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বারে ও ভগবান্ নীরব রহিলেন। তৃতীয়বারে মোঘরাজ বলিলেন;—

অযং লোকো পর লোকো ব্রহ্মলোকো সদেবকো,
দিট্‌ঠিন্তে নাভিজানাতি গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সদেবক—অর্থাৎ সদেবলোক সমারক সব্রহ্মক সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে কেহই যশস্বী গৌতমের দৃষ্ট (অভিপ্রায়, লব্ধ) বিষয় জানেন না।

এবং অতিক্কন্ত দস্‌সাবিং অত্থিপঞ্‌হেন আগমং;
কথং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চু রাজা ন পস্‌সতীতি?

এইরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনবিদ্ সমীপে প্রশ্নার্থিক হইয়া আগমন করিয়াছি। লোককে কিরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে মৃত্যু-রাজ দর্শন পায় না অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে? এবার ভগবান্ নির্দ্দেশ দিলেন:—

* সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সু মোঘরাজা সদা সতো,
অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিয়া।
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চু রাজা ন পস্সতীতি।*

মোঘরাজ, সর্ব্বদা স্মৃতির সহিত লোককে শূন্যরূপে প্রত্যবেক্ষণ কর এবং আত্মানুদৃষ্টি সমুৎপাটন কর। তাহা হইলেই মৃত্যু জয়ী হইবে। জরা, মৃত্যু মারকে অতিক্রম করিতে পারিবে। লোককে এইরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে মৃত্যুরাজ দর্শন পাইবে না। জরা, মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে!

গাথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্যকরূপে বুঝিয়া ব্রাহ্মণের চিত্ত আস্রব সমূহ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হইল। অর্হত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজিন, জটা, বাকচীর, দণ্ড, কমণ্ডলু কেশ, দাড়ি, গোঁপ অন্তর্হিত হইল; ভণ্ডু কষায়বস্ত্র সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবরধারী হইয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন;—ভন্তে ভগবন্, আপনি আমার শাস্তা, আমি আপনার শিষ্য। যেমন চারিজন অমাত্য-পুত্র রাজ-সমীপে উচ্চপদ প্রার্থিক হইয়া বাস করিবার সময় একজন দিবারাত্র রাজার ইচ্ছানুযায়ী সেবা শুশ্রূষা করিয়া তুষ্ট করতঃ উচ্চ পদ লাভ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করিল, প্রত্যহ কে সেবা শুশ্রূষা করিবে? কোন আবশ্যকীয় কাজ উৎপন্ন হইলে পরাক্রমের সহিত তাহা সম্পাদন করতঃ রাজাকে তুষ্ট করিব। তৎপর প্রত্যন্তে বিদ্রোহ উৎপন্ন হইলে, রাজাকর্ত্তৃক সে প্রেরিত হইয়া মহা পরাক্রমের সহিত তথায় শান্তি বিধান করতঃ রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল। তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিল, প্রত্যহ সেবা করা এবং সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত সহ্য করা কষ্ট কর। আমি মন্ত্র বলে রাজাকে তুষ্ট করিব। তাহার ক্ষেত্র-বিদ্যার পরিচয় থাকায় মন্ত্র-সংবিধান দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল। চতুর্থ ব্যক্তি ভাবিল, সেবাদিতে কি হইবে? রাজা অভিজাতকেই উচ্চপদ দিয়া থাকেন। যদি সেভাবে দেন, তবে আমি নিশ্চয়ই পাইব। আভিজাত্যের দ্বারা সেও উচ্চ পদ লাভ করিল।

সেইরূপ কেহ ছন্দঋদ্ধি-পাদ দ্বারা, কেহ বীর্য্যঋদ্ধি-পাদ দ্বারা, কেহ চিত্তঋদ্ধি-পাদ দ্বারা কেহ সুপরিশুদ্ধ বীমংসঋদ্ধি-পাদ দ্বারা লোকোত্তর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু পুনঃ পুনঃ ছন্দ উৎপাদন পুনঃ পুনঃ সেবা-সদৃশ, পরাক্রমই বীর্য্য, চিন্তন মন্ত্র-সংবিধান-সদৃশ এবং অভিজাতই প্রজ্ঞা-সদৃশ। সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। সম্মোহ বিনোদনীতে কিন্তু চিত্ত ঋদ্ধি-পাদকে অভিজাত সম্পত্তি এবং বীমংসঋদ্ধি-পাদকে মন্ত্র-বল-সদৃশ বলিয়া যোজনা করিয়াছেন। যাঁহারা এই চতুর্বিধ ঋদ্ধি-পাদ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

মারো পাপিমা—"এত্থ মারোতি সত্তে অনত্থে নিয়োজেন্তো মারেতীতি মারো" সত্ত্বগণকে অনর্থে নিয়োজিত করিয়া মারে বলিয়াই এস্থলে মার বলা হইয়াছে। পাপধর্ম্মে সমন্নাগত বলিয়া তাঁহাকে পাপিমা বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ, অন্তক, নমুচি, প্রমত্ত বন্ধু তাঁহারই নাম। পঞ্চমার, যথা—

* শূন্যতাবশে লোক দর্শনের অর্থাৎ এই গাথার বিস্তৃতার্থ পরিশিষ্টের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

ক্লেশমার, অভিসংস্কার বা ভোগ চেতনামার (পুঞ্ঞ্াভিসঙ্খারা অপুঞ্ঞ্াভিসঙ্খারা ও আনেঞ্জাভিসঙ্খারা)। বশবর্ত্তী স্বর্গবাসী দেব-পুত্রগার এই মারত্রয় আর্য্যমার্গের উৎপত্তি ক্ষণে পরাস্ত হয়) স্কন্ধমার ও মৃত্যুমার (এই মারদ্বয় পরিনিব্বান প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিত্তক্ষণে অভিভূত বা পরাস্ত হয়) এই পাঁচ প্রকার মারকে পঞ্চমার বলে।

যথা তং মারেন পরিযুট্ঠিতচিত্তো—এস্থলে "তং" নিপাতমাত্র। মার কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া সাধারণ ব্যক্তি যেমন বুঝিতে অসমর্থ হয় সেইরূপ আয়ুষ্মান আনন্দও বুঝিতে পারিলেন না। যাঁহাদের দ্বাদশ "বিপল্লাস" (বিপরীত সঞ্জা) ত্যাগ হয় নাই, তাঁহারাই মার কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পড়েন। আয়ুষ্মান আনন্দের এখনও চারিটি "বিপল্লাস" (অশুভে শুভ বলিয়া সংজ্ঞা বিপল্লাস ও চিত্ত বিপল্লাস, দুঃখে সুখ বলিয়া সংজ্ঞা বিপল্লাস ও চিত্ত বিপল্লাস) ত্যাগ হয় নাই। তদ্ধেতু তিনি মারের ভীষণরূপ দেখিয়া; বিকট শব্দ শুনিয়া ভগবানের ভাষিত বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। ভগবান্ তাহা জ্ঞাত থাকিয়াও কেন তিনবার বলিলেন? পরে আয়ুষ্মান আনন্দ শোকাতুর হইয়া ভগবানকে কল্পকাল অবস্থান করিবার জন্য যখন প্রার্থনা করিবেন তখন তাঁহার দোষারোপ করিয়া শোক অপনোদনের জন্য। **কপ্পং**—আয়ুকল্প। তখন মানবদের পূর্ণ আয়ু যত ততকাল। **কপ্পাবসেসং**—"অপ্পং বা ভিয্যোতি বুত্ত বস্সসততো অতিরেকংবা" কম বা বেশী, তখনকার পরিপূর্ণ আয়ু শতবৎসর হইতেও বেশী।

মহাশিব স্থবির প্রমুখ কোন কোন মহাস্থবিরগণ বলেন যে; বুদ্ধগণের অস্থানে (বিনা কারণে গর্জ্জন (সিংহনাদ) হইতে পারেনা। বেলুব গ্রামে উৎপন্ন মারন্তিক বেদনা যেমন সমাপত্তির দ্বারা দশ মাসের জন্য বিদূরিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ সেই সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়া দশ দশ মাসের জন্য মারন্তিক বেদনা বিদূরিত (বিক্খম্ভেত্বা) করিয়া এই ভদ্র কল্পের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারিতেন। কেন ভগবান্ অবস্থিতি করিলেন না? শরীর ধারণ করিলেই খণ্ডিত পলিতভাবে অভিভূত হইতে হয়। বুদ্ধগণ পলিত ভাব প্রাপ্ত না হইয়া আয়ুর পঞ্চমাংশেই বহু জনের প্রিয় আদরণীয় অবস্থায় পরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। বুদ্ধানুবুদ্ধ এবং মহাশ্রাবকগণ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে একা শাখা পল্লব বিহীন বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় থাকিতে হয়। বুদ্ধপরিষদ তরুণ শ্রমণ পরিবৃত হইলে শোভা পায় না। সেই হেতুই অবস্থিতি করেন নাই। কিন্তু অর্থ কথায় আয়ুকল্পই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধ যখন উৎপন্ন হন তখন লোকের পরিপূর্ণ আয়ু যত ততকাল আয়ুকল্প। কল্পাবশেষ পরিপূর্ণ আয়ু হইতে বেশীও অবস্থান করিতে পারেন।

বাহুস্সুতা—ত্রিপিটক বুদ্ধবাক্য বশে বহুশ্রুত এবং পটিবেধ বহুশ্রুত। **ধম্মধরা**—পরিয়ত্তি (ত্রিপিটক) ও পটিবেধ ধর্ম্মধারী। **ধম্মানুধম্ম পটিপন্না**—আর্য্য ধর্ম্মের অনুধর্ম্মভূত বিদর্শন ধর্ম্ম প্রতিপন্ন। **সকং আচরিযকং**—স্বীয় আচার্য্য (সম্যকসম্বুদ্ধের) বাদ। **ব্রহ্মচরিযং**—শিক্ষাত্রয় (অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা) সংগৃহীত সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য। **অপ্পোস্সুক্কো ত্বং পাপিম হোহি**—হে পাপমতিমার, তুমি যে সম্বোধিলাভের অষ্টম সপ্তাহ হইতে

"ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন, সুগত, পরিনিব্বান প্রাপ্ত হউন" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছ, এখন হইতে তুমি নিশ্চেষ্ট হও, আমার পরিনির্ব্বানের জন্য আর চেষ্টা করিতে হইবে না।

সো ইমং পথবিং কম্পেতি—ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহা পরীক্ষা করিতে এই পৃথিবী কম্পিত করেন। দিব্য সম্পত্তি পরিভোগে প্রমত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সংবেগ উৎপাদন করিতে আয়ুষ্মান মহামোগ্গলায়ন * স্থবির ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিলেন। মহানাগ স্থবিরের ভাগিনা সঙ্ঘ রক্ষিত শ্রামণের ঋদ্ধি শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরীক্ষা করিতে বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে;—সঙ্ঘ রক্ষিত সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজিত হইবার সময় কেশ ছেদন করিতেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন;—প্রব্রজিত দিবসেই অর্হৎ হইয়া কেহ বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছেন কি? কেহই কম্পিত করেন নাই দেখিয়া তিনি অভিজ্ঞা বলে বৈজয়ন্ত প্রাসাদোপরে দাঁড়াইলেন এবং পদ দ্বারা প্রহার করিয়াও সামান্য মাত্র কাঁপাইতে পারিলেন না। তাঁহার অসমর্থতা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ হাসিয়া বলিলেন;—পুত্র সঙ্ঘরক্ষিত, তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছ যে এখনও তোমার মস্তকের মাতৃ-জঠরের গন্ধ যায় নাই। তুমি সেই দুর্গন্ধ নিয়া প্রাসাদ কাঁপাইতে চাহিতেছ। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ কিরূপে কম্পিত করিতে পারিবে? শ্রামণের ভাবিলেন, এই দেবতারা আমাকে উপহাস করিতেছেন, কিন্তু আমি যে আচার্য্য পাই নাই। "আচার্য্য সামুদ্রিক মহানাগ স্থবির কোথায়"? তখন দিব্যজ্ঞানে জানিলেন যে, তিনি ঋদ্ধি-প্রভাবে মহাসমুদ্রের মধ্যে উদক-লেন করিয়া দিবা বিহারে বসিয়া আছেন। শ্রামণের তন্মুহূর্ত্তেই তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম করতঃ দাঁড়াইলে স্থবির বলিলেন;—তাত সঙ্ঘরক্ষিত, তুমি শিক্ষিত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তদ্ধেতু প্রাসাদ কাঁপাইতে পার নাই। ভন্তে, আচার্য্যের উপদেশ পাই নাই যে। স্থবির বলিলেন;—তাত সঙ্ঘরক্ষিত, তুমি প্রাসাদ কম্পিত করিতে না পারিলে কে আর পারিবে? তাত, জলের উপর শুষ্ক গোময়-পিণ্ড ভাসিতে এবং লুচি প্রভৃতি পিষ্টক তৈলে পাক করিতে দেখিয়াছ কি? এই উপমাতেই বুঝিয়া নাও। "ভন্তে, ইহাই যথেষ্ট" বলিয়া প্রাসাদের স্থিত স্থান উদক রাশি হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করতঃ পুনঃ প্রাসাদাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পুনঃ আসিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন;—শ্রামণের একবার লজ্জা পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আবার যে আসিতেছেন। দেবরাজ বলিলেন;—ওরূপ বলিও না, এবার তিনি আচার্য্যের উপদেশ পাইয়াছেন, এখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাসাদ কম্পিত করিবেন।

* মহামোগ্গলায়ন—ভগবান্ বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক। তিনি কোলিত গ্রামের মহাধনাঢ্য মোগ্গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র। শারিপুত্রের সঙ্গে তিনি সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তাহার নিকট মোক্ষ ধর্ম্ম পাইতে না পারিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হন। দীক্ষিত হইয়া সাতদিনের মধ্যেই অর্হৎ হইয়া দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান লাভ করেন। তিনি ঋদ্ধিবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রামণের উপস্থিত হইয়া পদাঙ্গুষ্টেই প্রাসাদে প্রহার করিলেন, তখন প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া উন্নত অবনত হইতে লাগিল। দেবগণ ভয়ে ভীত হইয়া "ভন্তে, প্রাসাদ স্থিত হইতে দিন, স্থিত হইতে দিন বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রামণের প্রাসাদ যথাস্থানে স্থিত করিয়া প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড়াইয়া প্রীতি-ভরে বলিলেন;

অজ্জেবাহং পব্বজিতো অজ্জ পত্তাসবক্খযং,
অজ্জ কম্পেমি পাসাদং অহো বুদ্ধস্সুলারতা।
অহো ধম্মস্সুলারতা অহো সঙ্ঘস্সুলারতাতি॥

আমি অদ্যই প্রব্রজিত হইয়া আজই আস্রবক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, আজই আমি প্রাসাদ কম্পিত করিলাম। অহো বুদ্ধের মহিমা! অহো ধর্ম্মের মহিমা!! অহো সঙ্ঘের মহিমা!!!

অট্ঠ বিমোক্খা—অষ্টবিধ বিমোক্ষ। যোগীর চিত্ত প্রত্যনীক ধর্ম্ম সমূহ হইতে সুষ্ঠু মুক্ত হইয়া আলম্বনে অভিরতি বশে সুষ্ঠু রত বলিয়া বিমোক্ষ। অধিমোচনার্থে বিমোক্ষ। বালক যেমন নিরাশঙ্কভাবে পিতৃ-অঙ্কে শায়িত থাকে সেইরূপ অনিগ্রহভাবে নিরাশঙ্ক হইয়া আলম্বনে নিয়োজিত থাকা। এইরূপ অর্থ ১ম বিমোক্ষ হইতে ৭ম বিমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। অষ্টম বিমোক্ষে নহে। অষ্টম বিমোক্ষাবস্থায় চতুর্ব্বিধ অরূপস্কন্ধের (সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা, বিজ্ঞানের) একটু ও বিদ্যমান থাকে না। যথা পরিচ্ছিন্নকালেই নিরুদ্ধ হয়। আর্য্য ব্যক্তিরাই তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। আর্য্য ফলের মধ্যে ইহা শেষ ফল এবং ইহজন্মেই নিব্বান প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া তাহাই উত্তম বিমোক্ষ। ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩য় বিমোক্ষ শুভতেই অধিমুক্ত হয়। তদ্দ্বারা সুবিশুদ্ধ নীলাদি বর্ণ কসিন (কৃৎস্ন) ধ্যান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ধ্যান সমূহে "অপ্পনার" (অর্পণার) মধ্যে শুভ বলিয়া আভোগ নাই বটে, কিন্তু যোগী শুভ কসিন (কৃৎস্ন) ভাবনা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করায় তাহা শুভতেই অধিমুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে। প্রতি-সম্ভিদা মার্গে যে রূপ বর্ণিত ইহয়াছে তাহা ৭৮ পৃষ্টায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মাঘী পূর্ণিমা দিবসে ভগবান্ বৈশালীস্থ চাপাল—চৈত্যেস্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান অবস্থায় স্বীয় আয়ুসংস্কার বিসর্জ্জন করেন। তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ শোকাভিভূত হইলে, তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় আগমন করেন। তথায় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত করাইয়া যে সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মের* অবতারণা করেন সূত্রে কেবল তাহাদের নাম মাত্রই উল্লেখ হইয়াছে। যেহেতু অন্যান্য বহু সূত্রে এইগুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইগুলি বুদ্ধ-ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, যতই উহাদের অর্থ গবেষণা এবং ভাবনা করা যাইবে ততই মানস রত্ন কোষে পরম দুর্ল্লভ রত্ন সঞ্চিত হইবে। সেই সমুদয় ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিজ্ঞানেই সুদেশিত। সেইগুলির শুধু নাম মাত্র জানিলে কাজ হইবে না। সুচারুরূপে জানিবার জন্য পালি ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভই অত্যুত্তম। আমি যথাসাধ্য চয়ন করিয়া এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু গভীরতম বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় ভাব পরিস্ফুট হয় না। সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রথমতঃ।

---

*যে সকল চিত্ত-চৈতসিকের উৎকর্ষ-সাধন বোধি-জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহারাই বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম।

১। **চত্তারো সতিপট্ঠানা**—চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থান। আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্দ্ধারণের জন্য চিত্ত তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্দ্ধারিত যথা স্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্ত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি-প্র-স্থান। "প-ঠাতীতি পট্ঠানং। অথবা সরণট্ঠে সতি উপট্ঠানট্ঠে পট্ঠানং। সতি চ সা পট্ঠানং চাতি সতিপট্ঠানং"। স্মৃতি-প্র-স্থান যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জ্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা। এক "স্মৃতি" চৈতসিক কায়া, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম্ম, (সংজ্ঞা ও সংস্কার) এই চারি আলম্বন-ভেদে চতুর্দ্ধা হইয়াছে। ইহা যেমন লৌকিকস্বভাব স্মৃতি-সঙ্কল্প, লৌকিক জীবনের শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ত্যাগ করাইয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ তেম্‌নি জ্ঞান-মার্গ এবং নিব্বান প্রত্যক্ষ করাইতেও সমর্থ। বুদ্ধদের ইহা গমন মার্গ। তৎসম্বন্ধে ৪৩—৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। **চত্তারো সম্মপ্পধানা**—চতুর্ব্বিধ সম্যক-প্রধান। এখানে "সম্যক" শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাইতেছে। এক সম্যক-প্রধান (চেষ্টা) সংবর, প্রহাণ, ভাবনা, অনুরক্ষণ কৃত্য ভেদে চতুর্ব্বিধ হইয়াছে। যথাঃ—(১) অকৃত পূর্ব্ব কায়িক বাচনিক ও মানসিক পাপ না করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উদ্যোগ। (২) কৃতপূর্ব্ব পাপ চিন্তা পরিত্যাগের জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা ও মহা উদ্যোগ। (৩) অজ্ঞাত সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য ও অকৃতপূর্ব্ব সংকর্ম্ম করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উদ্যোগ। (৪) জ্ঞাত অধিকৃত সদ্ধর্ম্ম না ভুলিবার, না হারাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উদ্যোগ।

৩। **চত্তারো ইদ্ধিপাদা**—চতুর্ব্বিদ ঋদ্ধিপাদ। ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। **পঞ্চিন্দ্রিযানি**—পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৫। **পঞ্চবলানি**—পঞ্চবল, যথা—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞাবল।

"ইন্দ্রিয়" প্রতিপক্ষ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলিয়া ইন্দ্রিয়। বল প্রতিপক্ষ ধর্ম্মের আক্রমণে অটল থাকে। শ্রদ্ধা যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়। আবার শ্রদ্ধা যখন বল প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে; অশ্রদ্ধা আত্ম-পরাজিত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বল অধিক শক্তিশালী। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধাকে পরাভূত করিয়া সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করিয়া থকে। "বীর্য্য" কৌসিদ্য-পরাভবে, "স্মৃতি" আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখিতে, "সমাধি" চিত্তের নিশ্চল অব-স্থানে, "প্রজ্ঞা" মোহধ্বংসে, সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের উপরই ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। শ্রদ্ধা বল অশ্রদ্ধায়, বীর্য্য বল কৌসিদ্যে, স্মৃতি বল প্রমাদে, সমাধি বল ঔদ্ধত্যে, প্রজ্ঞা বল অবিদ্যায় কম্পিত হয় না।

সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, অনুশীলনে তাহাদিগকে ইন্দ্রত্বে পরিপুষ্ট এবং শক্তিশালী করাও দরকার। ইহাদের ইন্দ্রত্বে ও শক্তিলাভে উচ্চাশা নির্দ্ধারণের শক্তি লাভ হয়; আপন দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও হইয়া থাকে। আবার কাহারও নিকট আধিপত্য বা শক্তি সঞ্চিত হইলে, তাঁহার প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত

যে, "আমি কাহার দ্বারা আধিপত্য করিতেছি এবং কোন বলে বলীয়ান হইয়াছি? কি শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি না প্রজ্ঞায়। ইহা ছাড়া অন্য আধিপত্য বা শক্তি প্রকৃত আধিপত্য বা শক্তিই নহে। লোকের নিকট এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চবলের সমতা থাকা সর্ব্বতোভাবে ভাল। ন্যূনাধিক্য ভাল নহে। যেমন শ্রদ্ধা বলবৎ হইয়া প্রজ্ঞা না থাকিলে দুঃশীলের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া পড়ে। আবার প্রজ্ঞা বলবৎ হইয়া যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে তিনি (কেরাটিক) বহু বুঝেন ও বলেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা সৎকার্য্য সাধিত হয় না। অন্যান্য গুলি ও তদ্রূপ বুঝিয়া নিতে হইবে।

শ্রদ্ধা—কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদিতে বিশ্বাস, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নহে। যুক্তি-সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ-জ্ঞান। চিত্তের নির্ম্মলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার লক্ষণ। যেমন স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্র-সূর্য্যের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, তেম্‌নি শ্রদ্ধা-নির্ম্মল চিত্তেই কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল ও বুদ্ধাদি শ্রদ্ধেয় বস্তু গৃহীত হয়; পঞ্চ নীবরণ (কাম-ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) নিবৃত্ত থাকে। হস্ত-হীন ব্যক্তি যেমন রত্নাদি দর্শন করিলেও গ্রহণ করিতে পারে না, বিত্তহীন যেমন ভোগ সুখে বঞ্চিত, বীজহীন যেমন ফসল লাভ করিতে অক্ষম, তেম্‌নি শ্রদ্ধা না থাকিলে দান-শীল-ভাবনাদি সুকর্ম্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধা দ্বারাই পুণ্য-কর্ম্মাদি গৃহীত, কৃত ও ফলিত হয়। এজন্য শ্রদ্ধা হস্ত-বিত্ত-বীজ-সদৃশ। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে:—শ্রদ্ধা রূপ বিত্তই লোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রদ্ধার দ্বারাই পাথেয় বাঁধা হয়, শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিলেই মহাফল লাভ হয়। শ্রদ্ধা চতুর্ব্বিধ, ১৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বীর্য্য—অধ্যবসায়। কার্য্যারম্ভ ইহার স্বভাব; বাধার পর বাধা অতিক্রম ইহার কৃত্য;— এই হেতু অন্য নাম পরাক্রম। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা করে বলিয়া ইহা উৎসাহ, বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলিয়া স্থাম, চিত্ত-সন্ততি ধারণ করে বলিয়া ধীতি। প্রগ্রহ ও উপস্তম্ভন ইহার লক্ষণ। আর্য্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গে ইহা সম্যক-ব্যায়াম, সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গে বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ ঋদ্ধি-পাদে বীর্য্য ঋদ্ধি-পাদ। এই বীর্য্য-চৈতসিকই জলে পতিত শাবকের উদ্ধারার্থে কাঠ-বিড়ালকে স্বীয় লাঙ্গুল সাহায্যে নদীর জল সেচনে রত করিয়াছিল। শাক্য-মুনির চিত্তে এই বীর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদ্গীত হইয়াছিল:—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্ল্ভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

"এই আসনে আমার শরীর শুখে শুখুক, ত্বক, অস্থি, মাংস, প্রলয় হয় হউক, বহু কল্প দুর্ল্ভ অপ্রাপ্য বোধি না পাইয়া কায় এই আসন ত্যাগ করিবে না"। এই দৃঢ়তার সুচ্ছন্ন বর্ম্ম পরিধান করতঃ তিনি ধ্যান মগ্ন হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যেই বীর্য্য অকুশল পথ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-তনয় সুশিক্ষিত জ্যোতিপালকে (অহিংসকে) অঙ্গুলিমাল রূপে ভয়ানক দস্যু করিয়াছিল, সেই বীর্য্য আবার কুশল-পথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অর্হত্বে উন্নমিত করিয়াছিল। বীর্য্য দশপারমিতার অন্যতম। বীর্য্য উৎপত্তির হেতু ১৮২।১৮৩ পৃষ্ঠায় বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তির কারণ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি—যদ্দারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা হয় তাহাই স্মৃতি। কুবিষয় মনে উঠা স্মৃতি নহে, তাহা অকুশল চিত্তোৎপত্তি, দৃষ্টি। স্মৃতি বলিতে সম্যক-স্মৃতিই বুঝায়। তাহা কুশল অবস্থাকে সতত জাগ্রত রাখে। কুশল অপরিত্যাগ উহার লক্ষণ। অবিস্মৃত সতর্কতা ইহার কৃত্য। তাহা সর্ব্ববিধ কুশল কর্ম্মে বিদ্যমান থাকে। স্মৃতি-হীন চিত্ত কর্ণধার হীন তরণীর ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন। ভগবান্ স্মৃতিকে সর্ব্ববিধ কুশল উদ্দেশ্য-সিদ্ধিদাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার অন্য নাম অপ্রমাদ। স্মৃতি উৎপত্তির হেতু ১৮১।১৮২ পৃষ্ঠায় স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তির কারণ দ্রষ্টব্য।

সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। চিত্তের বিক্ষেপ বিধ্বংস ইহার লক্ষণ। নিশ্চল অবস্থান ইহার কার্য্য। ধ্যান ভেদে তাহা চতুর্ব্বিধ, যথা—১। সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত ১ম ধ্যান। ২। বিতর্ক বিচার বর্জ্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ, চিত্তের একোদি ভাব সহিত অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত ২য় ধ্যান। ৩। প্রীতি-বিরাগ উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল সম্প্রজান (সম্প্রজ্ঞান) বিহারে কায়িক সুখানুভব করা, আর্য্যগণ যাঁহাকে উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখ বিহারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেরূপ ৩য় ধ্যান। ৪। পূর্ব্ব হইতেই কায়িক সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া এবং মানসিক সুখ দুঃখ ও পরিহার করতঃ অদুঃখ অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পারিশুদ্ধি ৪র্থ ধ্যান। অসমাহিত ব্যক্তি সংসারে কোন উন্নতিই লাভ করিতে পারে না। সমাহিত ব্যক্তি অধ্যবসায়ের সহিত যেই কার্য্য আরম্ভ করুক না কেন তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। শাক্য-মুনি এইরূপ সমাহিত চিত্তেই সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সমাধি উৎপাদনের হেতু ১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠায় সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের কারণ দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞা—আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্ঘাটিত করিবার উপযোগী শক্তি ধারণ করে, তখন ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। যখন অবিদ্যার আক্রমণে কম্পিত হয় না তখন প্রজ্ঞা বল। এই প্রজ্ঞা আষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক-দৃষ্টি, সম্বোধ্যঙ্গে ধর্ম্ম-বিচয়, কুশল-মূলে অমোহ, ভাবনা কর্ম্মে সম্প্রজ্ঞান, সমাধিতে বিদর্শন, ঋদ্ধি-পাদে বীমংস, প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা সম্বন্ধে ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞা দশ পারমিতার অন্যতম। প্রজ্ঞা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রজ্ঞাবানের নিকট সকলেই অবনত হইতে হয়। প্রজ্ঞা লাভের হেতু ১৮২ পৃষ্ঠায় ধর্ম্ম-বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের হেতু দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞা আলম্বনের যথার্থ অযথার্থ স্বভাব ভেদ করিয়া বিষয়টি প্রকাশিত করতঃ সুপথ কুপথ নির্দ্দেশ করে এবং নিব্বানের পথ উদ্ভাসিত করিয়া প্রদর্শন করে। স্মৃতি প্রকাশিত বিষয়টিকে দৌবারিকের ন্যায় পাহারা দেয় এবং স্তম্ভের ন্যায় প্রোথিত থাকিয়া চিত্তকে স্থিত রাখে ও পথভ্রংশ হইতে রক্ষা করিয়া নিব্বানের দিকে অগ্রসর করায়। শ্রদ্ধা চিত্তকে তৎ-প্রতি নমিত করে। সমাধি চিত্তকে সেই একই লক্ষ্যে নিবিষ্ট রাখে। বীর্য্য তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া থাকে।

৬। **সত্ত বোজ্ঝঙ্গা**—সম্বোধি লাভের সাতটি অঙ্গ। বুঝে বা বোধ করে বলিয়া বোধি। আরব্ধ বিদর্শক হইতে যোগবচর যেই স্মৃতি আদি ধর্ম্ম সামগ্রীর দ্বারা সত্য সমূহ বুঝে, প্রতিবিদ্ধ করে, কলুষ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, কলুষ (ক্লেশ) সঙ্কোচের অভাব হেতু মার্গ ফল প্রাপ্তিতে বিকশিত হয় সেই ধর্ম্ম সামগ্রী বোধি। তাহার অঙ্গ, কারণ ভূত বলিয়া বোধ্যঙ্গ। তাহা ধর্ম্মবশে সপ্তবিধ, যথা—স্মৃতিই সুন্দর বোধ্যঙ্গ বা সুন্দর বোধির অঙ্গ বলিয়া স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ। ধর্ম্মের বিচার করে, পরীক্ষা করে এই অর্থে ধর্ম্মবিচয় (বিদর্শনের প্রজ্ঞা) সম্বোধ্যঙ্গ। বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ। প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ১৮১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্‌গো—আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। ইহাই দুঃখ নিরোধের (নির্ব্বান লাভের) উপায়।

সম্যক-দৃষ্টি—খাটি বা অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান লৌকিক লোকোত্তর ভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ। স্বীয় কর্ম্ম-বিপাক ভোগী সত্ব ভিন্ন আমি অন্য কিছু নই এই জ্ঞান (কম্ম-স্‌সকতা ঞাণো) এবং সত্যানুলোমিক জ্ঞান লৌকিক সম্যক-দৃষ্টি, মার্গ ও ফল সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা লোকোত্তর সম্যক-দৃষ্টি। সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথগজন, সেখ ও অসেখ ভেদে ত্রিবিধ। আবার পৃথগজনের মধ্যে কেহ নিজকে সত্যানুলোমিক স্বীয় কর্ম্মফল ভোগী সত্ব জানিয়াও কর্ম্মফল বিশ্বাসী আত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ নিজকে সত্যানুলোমিক স্বীয় কর্ম্মফল ভোগী সত্ব জানিয়া কর্ম্মফল বিশ্বাসী অনাত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই হিসাবে পৃথগজন দ্বিবিধ; **সেখ**—স্রোতাপত্তিমার্গস্থ হইতে অর্হৎ মার্গস্থ পর্য্যন্ত সপ্তধা বিভক্ত। **অসেখ**—অর্হত্ব-ফলস্থ ব্যক্তি।

সাধারণতঃ দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানকে সম্যক-দৃষ্টি বলা হয়। তাহা প্রথমে নানাভাবে উৎপন্ন হইয়া চতুরার্য্য সত্য প্রতি-বেধক্ষণে একই জ্ঞানে পরিণত হয়।

যখন আর্য্য-শ্রাবক অকুশল+ কি, অকুশলের মূল কি এবং কুশল কি ও কুশলের মূল কি তাহা সম্যক রূপে বুঝিয়া থাকেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রকারে কামানুশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘ (ক্রোধ) অনুশয় বিনোদন পূর্ব্বক অস্মী মানানুশয়ের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন এবং অবিদ্যা পরিহার করতঃ বিদ্যা উৎপাদন করিয়া ইহ জন্মেই দুঃখান্তকারী হইয়া থাকেন। এইরূপেই আর্য্যব্যক্তি সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন* হইয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি (জ্ঞান) ঋজুগত, তিনি ধর্ম্মে অচলা প্রসাদ সম্পন্ন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে এই সদ্ধর্ম্মে আগত।

+অকুশল—প্রাণী হত্যা, চুরি, পরস্ত্রী গমনাদি নীতিবিরুদ্ধ কামাচার, মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ (অনর্থযুক্ত গল্প গুজব ঠাটাবিদ্রূপ) অভিধ্যা (লোভ) ব্যাপাদ ও মিথ্যা-দৃষ্টি। অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ। কুশল—প্রাণী হত্যা বিরতি, চৌর্য্য বিরতি, ব্যভিচার বিরতি, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য সম্প্রলাপ বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক-দৃষ্টি। কুশল মূল—অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ।

অথবা যখন আর্য্য-শ্রাবক আহার*, দুঃখ, জরা মরণ, জন্ম, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার, অবিদ্যা এবং আসব (আস্রব) এই সমুদয়ের যে কোনটী বিশেষ ভাবে জানেন এবং তাহাদের উৎপত্তি ও নিরোধ এবং নিরোধের উপায় সুবিদিত হন, তখনই সেই আর্য্য-শ্রাবক কামানুশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় বিনোদন পূর্ব্বক অস্মিতাদৃষ্টি সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকেন, এবং অবিদ্যা ত্যাগ করতঃ বিদ্যা উৎপাদন পূর্ব্বক ইহ জন্মেই দুঃখান্ত করেন। এইরূপেই আর্য্য ব্যক্তি সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি ঋজুগত, তিনি অচলা প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া এই সদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

সম্যক-সঙ্কল্প—সদ্ বা উত্তম সঙ্কল্প। ইহা ত্রিবিধ, যথা—নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প, অব্যাপদ সঙ্কল্প, ও অবিহিংসা সঙ্কল্প। পঞ্চকামগুণ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) পরিভোগ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিরাগতা বা নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তির সঙ্কল্পের নাম নৈষ্ক্রম্য-সঙ্কল্প। ব্যাপাদ-সঙ্কল্প বিরত হইয়া মৈত্রী সঙ্কল্প পরতা অব্যাপদ সঙ্কল্প। বিহিংসা প্রতিবিরত হইয়া করুণা সম্পন্ন হওয়া, আত্মসুখ আত্মমুক্তি সঙ্কল্প প্রাপ্তির নাম অবিহিংসা সঙ্কল্প। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য্য সাধন বশে মার্গাঙ্গ পূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র কুশল সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-সঙ্কল্প।

সম্যক-বাক্য—সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য। ইহা চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপের নিবৃত্তি, যথা—(১) মৃষাবাদ বিরত হওয়া অর্থাৎ সভাস্থলে, বিচারালয়ে, লোক সাক্ষাতে আত্ম-হেতু, পর-হেতু, টাকা পয়সাদি আমিষ-হেতু সজ্ঞানে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা না বলা। সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস্য এবং অবিষমবাদী হওয়া। (২) পিশুন বাক্য বিরত হইয়া সন্ধি-কর্ত্তা হওয়া অর্থাৎ এখানে কোন কথা শুনিয়া এঁদের ভেদের জন্য অন্যত্র না বলা; অন্যত্র কোন কথা শুনিয়া ওঁদের ভেদের জন্য এঁদেরকে না বলা। বিবাদ-ভিন্ন লোকের মধ্যে সন্ধিকর্ত্তা বিবাদ অনুৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্র নন্দী হওয়া ও সমগ্র করণী বাক্য বলা বা ভাষিত হওয়া। (৩) পরুষ বাক্য বিরত হওয়া অর্থাৎ কর্ণ সুখকর, নির্দ্দোষ, প্রেমনীয়, হৃদয়ঙ্গম সদর্থপূর্ণ, বহুজন-কান্ত, বহুজন-প্রিয় বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। (৪) শূন্য গর্ভ বাক্য, অসদ্ প্রস্তাব, ঠাট্টা বিদ্রূপ বা সম্প্রলাপ বিরত হইয়া কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী হওয়া এবং নিধানবতী, অর্থ সংহিত, পরিমিত বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। এই চারি প্রকারে কার্য্য সাধন করিয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র অকুশল বাক্য বিরতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-বাক্য।

সম্যক-কর্ম্মান্ত—সৎ বা পবিত্র কর্ম্মকারী হওয়া। ইহা ত্রিবিধ কায়িক পাপ হইতে বিরত হইয়া ত্রিবিধ কায়িক সুকর্ম্ম করতঃ কায়ার পবিত্রতা সম্পাদন করা, যথা—প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হইয়া নিহিত দণ্ড, নিহিত শস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণ ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী

---

*বিভিন্ন সত্বগণের স্থিতির জন্য চতুর্ব্বিধ আহার আছে, যথা—স্থূল বা সূক্ষ্ম গ্রাস আহার, স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার, ও বিজ্ঞানাহার। তৃষ্ণার সমুদয়ে আহার সমুদয়, তৃষ্ণার নিরোধেই আহারের নিরোধ হইয়া থাকে। আহার নিরোধের উপায় আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ ভাবে জরা মরণাদি বিষয়ে ও বুঝিয়া নিতে হইবে।

হইয়া বাস করা। (২) অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া অর্থাৎ গ্রামে বা অরণ্যে পরাধিকৃত বস্তু চৌর্য্য চিত্তে গ্রহণ না করিয়া দত্ত দায়ী, দত্ত প্রতিকাঙ্ক্ষী, অচৌর, সুচীভূতাত্ম হইয়া বিচরণ করা। (৩) কাম সমূহে মিথ্যাচার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা. ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগ্নী, জ্ঞাতী, ও ধর্ম্মরক্ষিতা, সস্বামীকা, স্বরক্ষিতা এবং সপরিদণ্ডাদি স্ত্রীর প্রতি কামাচার ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে যথাসময়ে রমিত হওয়া। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য্য সম্পাদন বশে মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র অকুশল কর্ম্ম বিরতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক কর্ম্মান্ত।

সম্যগাজীব—অনবদ্য বা সজ্জীবিকা। কায়িক বাচনিক পাপে লিপ্ত না হইয়া অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ দ্বারা এবং কুহনা, লপনা, নৈমিত্তিকতা, নিষ্পীড়নতা, লাভ দ্বারা লাভ অন্বেষণ (কুশীদ ব্যবহার) দ্বারা ও পঞ্চ নিষিদ্ধ ব্যবসা (অস্ত্র, সত্ত্ব অর্থাৎ মনুষ্য, মাংস মৎস্য, মদ্য ও বিষ বাণিজ্য) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করিয়া ধর্ম্মতঃ অহিংস, অচৌর, অবঞ্চন, অমায়াবী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা। ইহা ও প্রথমে নানা ভাবে কার্য্য সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করিলে মার্গক্ষণে এক অকুশল জীবিকা বিরতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাই সম্যগাজীব।

সম্যক-ব্যায়াম—একান্ত অনবদ্য সৎ চেষ্টা। ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপত্তির চেষ্টা অর্থাৎ অকৃত পূর্ব্ব কায়িক বাচনিক ও মানসিক পাপ কর্ম্ম সমূহ অনুৎপাদন জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবলা চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (২) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জন্য হৃদয়ে প্রবলা ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করা ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (৩) অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন জন্য হৃদয়ে প্রবলা চেষ্টা, বলবতী ইচ্ছা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করাও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (৪) উৎপন্ন কুশলের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির, বিবৃদ্ধির জন্য, তৎ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রবলা ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎ বিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করা এবং স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। ইহা প্রথমে চতুর্ব্বিধ হইয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে এক কুশল বীর্য্যই উৎপন্ন হয়; তাহাই সম্যক ব্যায়াম।

সম্যক-স্মৃতি—নিরবদ্য বা সৎস্মৃতি। ইহা কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্ম্ম সমূহে ধর্ম্মানুদর্শন ভেদে প্রথমে চতুর্ব্বিধ হইয়া কার্য্য সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করে। তৎপর মার্গক্ষণে এক সৎ স্মৃতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-স্মৃতি। ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩নং প্যারা গ্রাফের অনুবাদ ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সম্যক-সমাধি—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যগাজীব, সম্যক-স্মৃতি, এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতা। ইহা প্রথমাদি ধ্যানভেদে চতুর্ব্বিধ, যথা—কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া (পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ)

সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (২) বিতর্ক বিচার বর্জ্জিত, আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একোদিভাব সহিত অবিতর্ক, অবিচার, সমাধি জাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (৩) প্রীতি বিরাগ (বর্জ্জিত) উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল সম্প্রজান (সম্প্রজ্ঞান) বিহারে কায়িক সুখানুভব করা, আর্য্যগণ যাঁহাকে উপেক্ষক স্মৃতি শীল সুখ বিহারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (৪) পূর্ব্ব হইতেই কায়িক সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া, মানসিক সুখ দুঃখ ও পরিহার করতঃ অদুঃখ অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। এই ধ্যান সমূহ পূর্ব্ব ভাগে সমাপত্তি বশে নানাবিধ এবং মার্গক্ষণে ও স্রোতাপত্তি আদি মার্গ বশে নানাবিধ। ধ্যান সমূহ পূর্ব্ব ভাগে লৌকিক অপর ভাগে লোকোত্তর। এই পূর্ব্ব ভাগে লৌকিক অপর ভাগে লোকোত্তর চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক-সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভাণবারং চতুত্থং (চতুর্থ অধ্যায়)

চক্খুমা—"পঞ্চহি চক্খুহি চক্খুমা" বুদ্ধচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, দিব্যচক্ষু, মাংসচক্ষু, সমন্তচক্ষু এই পঞ্চবিধ চক্ষে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ। **বুদ্ধ চক্ষু**—চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পদ্ম বা পুণ্ডরীক বনে গিয়া যেমন দেখিতে পান যে পদ্ম বা পুণ্ডরীক গুলি উদকে জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া কোনটি জলের অভ্যন্তরে, কোনটি জলের সম সম ভাবে, কোনটি জলের উপরে জলের সহিত অলিপ্তভাবে রহিয়াছে, সেইরূপ ভগবান্ বুদ্ধচক্ষে চক্রবাল অবলোকন করিলে দেখিতে পাইতেন প্রাণীদিগের মধ্যে কাহার প্রজ্ঞাচক্ষে স্বল্প পাপ রজ, কাহার প্রজ্ঞাচক্ষে অধিক পাপ রজ রহিয়াছে, কে তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কে মৃদ্বিন্দ্রিয়, কে স্বাকার, কে দ্বাকার, কে সুবিজ্ঞাপক, কে দুর্বিজ্ঞাপক, কে পরলোক বজ্জ ভয় দর্শী হইয়া বিহার করিতেছেন। ভগবান্ জানিতেন এই ব্যক্তি রাগ চরিত, এ দ্বেষ চরিত, এ মোহ চরিত, এ বিতর্ক চরিত, এ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানবান। ভগবান্ লোকের চরিত্রানুযায়ী অর্থাৎ রাগ চরিতকে অশুভ কর্ম্ম-স্থান, দ্বেষ চরিতকে মৈত্রীভাবনা, বিতর্ক চরিতকে আনাপাণ-স্মৃতি, শ্রদ্ধা চরিতকে প্রসাদনীয় নিমিত্ত, জ্ঞান চরিত্রকে বিদর্শন নিমিত্ত (অনিত্য দুঃখ, অনাত্মাকার) শিক্ষা দিয়া এবং মোহ চরিতকে উদ্দেশ প্রশ্নাদির সময় যথা সময় ধর্ম্ম মীমাংসা ও গুরু সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভব দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া পরম সুখের ভাগী করিয়া দিতেন। তাই মহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন ;—

সেলে যথা পব্বতমুদ্ধনিট্‌ঠিতো, যথাপি পস্‌সে জনতং সমন্ততো।
তথূপমং ধম্মময়ং সুমেধ, পাসাদমারুয্‌হ সমন্তচক্খু।
সোকাবতিণ্ণং জনতমপেতসোকো, অবেক্খস্সু জাতিজরাভিভূতং।

পঞ্চ নীবরণ—কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও মিথ্যা-দৃষ্টি।

* অযং বুচ্চতি সম্মাসমাধি—অযং পুব্বভাগে লোকিযো, অপরভাগে লোকুত্তরো সম্মাসমাধীতি বুচ্চতি।

"শৈল-পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন চতুর্দ্দিক দর্শন করেন, হে সুমেধ, সমন্তচক্ষু, অপেতশোক, আপনিও সেইরূপ ধর্ম্মময় প্রাসাদে আরোহণ করতঃ জন্ম জরাভিভূত শোকগ্রস্ত জনতাকে প্রত্যবেক্ষণ করুন। ভগবান্ এইরূপ বুদ্ধচক্ষে চক্ষুষ্মান ছিলেন।

ধর্ম্মচক্ষু—প্রজ্ঞাচক্ষু। ভগবান্ মহাপ্রজ্ঞ, পৃথুপ্রজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, চতুর্ব্বিশারদ প্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষসিংহ, অনন্তজ্ঞান, অনন্ততেজ, অনন্তযশঃ সম্পন্ন, আঢ্য, মহাধনী, নেতা, বিনেতা, প্রজ্ঞাপেতা, দর্শী, প্রসাদেতা। ভগবান্ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী অসঞ্জাত পথের সঞ্জাতা, অকথিত পথের কথক, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ্, মার্গপ্রাপ্ত শিষ্যে পরিবৃত হইয়া বিহারী, তিনি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন, তিনি চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্ম্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নির্ণেতা, অমৃত-দাতা, ধর্ম্ম-স্বামী তথাগত, সেই ভগবানের প্রজ্ঞায় অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত, অস্পর্শিত কিছুই নাই। অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন সমস্ত ধর্ম্ম সর্ব্বাকারে ভগবানের জ্ঞান-মুখে আগত। আত্মার্থ, পরার্থ, উভয়ার্থ, ইহলৌকিকার্থ, পারলৌকিকার্থ, গম্ভীর, অগম্ভীর, গূঢ়, প্রতিচ্ছন্ন সমস্তই তিনি অবগত আছেন। সমস্ত ধর্ম্মে ও সমস্ত সত্ত্বের প্রতি ভগবানের জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবান্ প্রাণীদের আশয়, অনুশয়, চরিত্র, অধিমুক্তি জানেন, প্রজ্ঞাচক্ষে সমস্তই দেখেন। মৎস্য, কচ্ছপ, তিমি, তিমিঙ্গল প্রভৃতি মৎস্য মহাসমুদ্রের মধ্যে যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, গড়ুরাদি যে কোন পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ শারীপুত্র প্রভৃতি মহাজ্ঞানীগণ ভগবানের জ্ঞান প্রদেশে বিচরণ, পরিবর্ত্তন করিতেন। নিপুণ বালবেধি-রূপ স্বীয় জ্ঞানে পরবাদ বিমর্দ্দনকারী কত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণপণ্ডিতগণ ভগবৎ সমীপে আসিয়া অতি নিগূঢ় প্রতিচ্ছন্ন প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন, ভগবান্ তন্মুহূর্ত্তে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিতেন। তখন ভগবান্ প্রজ্ঞায় অধিকতর বিরোচিত হইতেন। এইরূপ প্রজ্ঞাচক্ষে ভগবান্ চক্ষুষ্মান।

দিব্যচক্ষু—ভগবান্ মানুসিক চক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে হীন, উত্তম, সুবর্ণ, দুর্ব্বর্ণ, সুগত, দুর্গত সত্ত্বগণকে চ্যুত ও উৎপন্ন হইতে দেখিতেন; তিনি দেখিতেন যে, এই সত্ত্বগণ কায়, মনো, বাচনিক দুষ্কর্ম্মে সমন্নাগত, আর্য্য-নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিগত, মিথ্যাদৃষ্টিক কর্ম্ম সমাদান হেতু কায়-ভেদ মরণান্তে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে পতিত হইতেছে; এই সত্ত্বগণ কায়, মনো, বাচনিক সুকর্ম্মে সমন্নাগত, আর্য্য-অনিন্দুক, সম্যক দর্শন সম্পন্ন, সম্যক-দৃষ্টিক কর্ম্ম সমাদান হেতু কায়-ভেদ মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছেন। সত্ত্বগণকে যথা কর্ম্মানুযায়ী উৎপন্ন হইতে দেখিতেন বলিয়া ভগবান্ দিব্যচক্ষে চক্ষুষ্মান ছিলেন।

মাংসচক্ষু—ভগবানের চক্ষু পঞ্চ বর্ণ বিশিষ্ট ছিল, যথা—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শুভ্র। ভগবানের চক্ষুর রোম সমূহ এবং তাহাদের স্থিত স্থান উম্মার পুষ্পের ন্যায় দর্শনীয় প্রসাদ জনক সুনীল বর্ণ ছিল। তৎপর কর্ণিকার ফুলের ন্যায় দর্শনীয় প্রসাদ জনক পীত বর্ণ। ভগবানের চক্ষের কোণাদ্বয় ইন্দ্রগোপকের ন্যায় প্রসাদ জনক দর্শন যোগ্য সুলোহিত বর্ণ, নয়নের মধ্যস্থল সুকৃষ্ণ বর্ণ, সুকৃষ্ণবর্ণের চতুষ্পার্শ্ব শুকতারকা বর্ণ সদৃশ দর্শনীয় প্রীতিজনক অতি শুভ্র বর্ণ ছিল।

পূর্ব্বে সুচরিত কর্ম্মের প্রভাবে ভগবান্ এই বিশুদ্ধ মাংসচক্ষে রাত্রি কালেও সমন্ততঃ যোজন প্রমাণ স্থান দেখিতে পাইতেন। যখন চতুরাঙ্গ সমন্নাগত অন্ধকার অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে অঘোর অরণ্যে ভয়ানক মেঘাড়ম্বরের সময় সূর্য্য অস্তমিত হইলে (রাত্রি কালে) ও চতুর্দ্দিকে যোজন পর্য্যন্ত অতি সুস্পষ্টরূপে দেখিতেন। ভিত্তি, কপাট, গাছ, পর্ব্বত, লতাকুঞ্জের দ্বারা দেখিবার অন্তরায় হইত না। একটী তিলকে চিহ্নিত করিয়া অসংখ্য তিলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তেমন রাত্রেও সেই তিল উঠাইয়া লইতে পারিতেন। ভগবান্ এইরূপ বিশুদ্ধ মাংসচক্ষেও চক্ষুষ্মান ছিলেন।

সমন্তচক্ষু—সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানকেই সমন্তচক্ষু বলে। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে বিভূষিত, উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, সমন্নাগত ছিলেন।

ন তস্স অদিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি, অথো অবিঞ্ঞাতং অজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং, তথাগতো তেন সমন্তচক্খুতি॥

তাঁহার অদৃষ্ট অবিজ্ঞাত অজ্ঞানিত লোকের মধ্যে কিছুই নাই। যাহা জানিবার আছে সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু তথাগত সমন্তচক্ষু। ভগবান্ এই পঞ্চবিধ চক্ষে চক্ষুষ্মান।

দুক্খস্সন্তকরো—স্বীয় এবং পরের জন্ম জরাদি দুঃখান্তকারী।

মহাপদেসে—বুদ্ধাদি মহৎ মহৎ ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত মহাকারণ সমূহ। "বুদ্ধাপদেসো, সঙ্ঘাপদেসো, সম্বহুলথেরা'পদেসো, একত্থেরাপদেসোতি এই চারি মহাপদেস।

সুত্তে ওসারেতব্বানি—জ্ঞানের সহিত সূত্রের অনুশীলন করা উচিত।

বিনযে সন্দস্সেতব্বানি—বিনয় সন্দর্শন করা উচিত। এইস্থলে সূত্র অর্থ ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্য। বিনয় অর্থ রাগ দ্বেষাদি উপশমের কারণ। সেই হেতু মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—গৌতমি, তুমি যেই ধর্ম্ম সমূহ জানিবে যে, এই ধর্ম্ম সমূহ কাম রাগ সংবর্দ্ধন করিতেছে, বিরাগ জন্মিতেছেনা, সংযোগসাধন করিতেছে, বিসংযুক্ত করিতেছে না, চারি উপাদান বর্দ্ধিত হইতেছে, হ্রাস হইতেছে না, আসক্তি উৎপাদন করিতেছে, অনাসক্ত করিতেছেনা, অসন্তুষ্টি ভাব জন্মাইতেছে। সন্তোষ জন্মিতেছে না, আলস্য ভাব জন্মিতেছে, বীর্য্য সংবর্দ্ধন হইতেছেনা, ক্লেশসঙ্গি ও গণসঙ্গি সংবর্দ্ধন করিতেছে, বিবিক্ত করিতেছে না, ত্রিবিধাবর্ত্ত সঞ্চিত হইতেছে, অপচয় হইতেছে না, গৌতমি, নিশ্চয় জানিও যে ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা বিনয় নহে, ইহা শাস্তার শাসন নহে। তৎ বিপরীতই ধর্ম্ম, বিনয়ও শাস্তার শাসন জানিবে। অর্থাৎ যেই পরিয়ত্তি ধর্ম্ম শিক্ষায় ধারণে শ্রবণে, জিজ্ঞাসায়, মনোযোগের সহিত প্রতিঃ পালনে রাগাদি ভাব পরি-বর্জ্জনের কারণ হইয়া বিরাগাদি ভাব সংবর্দ্ধন করে, তাহাই অপায়াদিতে না পড়ে মত করিয়া সম্যকরূপে ধরে বলিয়াই ধর্ম্ম, কলুষ বিনাশের কারণ বলিয়া বিনয়, সম্যক-সম্বুদ্ধের উপদেশ, অনুশাসন বলিয়া শাস্তার শাসন বলিয়া জানিবে।

***ইমস্মিং পন ঠানে ইমং পকিণ্ণকং বেদিতব্বং**—সুত্তে চত্তারো মহাপদেসা, খন্ধকে চত্তারো মহাপদেসা, চত্তারি পঞ্হা, ব্যাকরণানি, সুত্তং সুত্তানুলোমং, আচরিযবাদো, অত্তনো

মতি, তিস্সো সঙ্গীতিযো তি" মহাপদেসে এই প্রকীর্ণক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য;—সূত্রে উক্ত চারি মহাপদেস, খন্ধকে উক্ত চারি মহাপদেস, চারি প্রকার প্রশ্ন-ব্যাকরণ, সূত্র, সুত্রানুলোম, আচার্য্যবাদ, আত্মমত, তিনটা সঙ্গীতি। "তত্থ অযং ধম্মো অযং বিনযোতি ধম্ম বিনিচ্ছযে সম্পত্তে ইমে চত্তারো মহাপদেসা পমাণং। যং এত্থ সমেতি তদেব গহেতব্বং ইতরং বিরবন্তস্সপি ন গহেতব্বং" "তত্র এই ধর্ম্ম, এই বিনয়" এই রূপ ধর্ম্ম বিনিশ্চয় (বিনির্ণয়) স্থলে মহাপরিনিব্বান সুত্রে উক্ত চারি মহাপদেসই প্রযোজ্য। ধর্ম্ম বিনয়ের সহিত যাহা ঐক্য হয় তাহাই গ্রহণীয়। অন্যথা রোদন করিলেও গ্রহণ করিতে নাই। "ইদং কপ্পতি ইদং ন কপ্পতীতি কপ্পিযাকপ্পিয বিনিচ্ছযে পত্তে, যং ভিক্খবে মযা ইদং ন কপ্পতীতি অপ্পটিক্খিত্তং, তঞ্চে অকপ্পিযং অনুলোমেতি কপ্পিযং পটিবাহতি তং বো ন কপ্পতীতি আদিনা নযেন খন্ধকে বুত্তা চত্তারো মহাপদেসা পমাণং। তেসং বিনিচ্ছয কথা সমন্তপাসাদিকাযং বুত্তা" "ইহা কপ্পিয় (উপযুক্ত) ইহা অকপ্পিয় (অনুপযুক্ত) এইরূপ কপ্পিয় অকপ্পিয় বিনির্ণয় স্থলে" ভিক্ষুগণ! যাহা আমি অকপ্পিয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই তাহা যদি অকপ্পিয়ের অনুরূপ হয়, কপ্পিয়ের প্রতিবন্ধক হয়, তাহাও তোমাদের কপ্পিয় নহে। ইত্যাদি নিয়মে খন্ধকে উক্ত চারি মহাপদেস প্রযোজ্য (পমাণং)। তাহাদের বিনিশ্চয় (বিনির্ণয়) কথা বিনয় অর্থকথা সমন্তপাসাদিকায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় বর্ণিত নিয়মে যাহা কপ্পিয়ের অনুরূপ তাহাই গ্রহণীয়, অন্যথা অকপ্পিয় বলিয়া জানিতে হইবে। "একংস ব্যাকরণীযো পঞ্হো, বিভজ্জ ব্যাকরণীযো পঞ্হো পটিপুচ্ছা ব্যাকরণীযো পঞ্হো ঠপনীযো পঞ্হো্তি ইমানি চত্তারি পঞ্হা ব্যাকরণানি নাম" একার্থক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন, বিভাজ্য ব্যাকরণীয় প্রশ্ন, প্রতি জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন ও স্থাপনীয় প্রশ্ন এই চতুর্ব্বিধ প্রশ্ন ব্যাকরণ। "তত্থ চক্খুং অনিচ্চন্তি পুট্ঠো আম অনিচ্চন্তি একংসেনেব ব্যাকতব্বং। এসনযো সোতাদিসু। অযং একংস বাকরণীযো পঞ্হো" অত্র চক্ষু অনিত্য কি? জিজ্ঞাসিত হইলে, হাঁ, চক্ষু অনিত্য, ইহা একার্থেই ব্যাকরণীয়। এইরূপ শ্রোত্রাদিও। ইহা একার্থক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। "অনিচ্চং নাম চক্খুন্তি" চক্ষুই কি অনিত্য? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, তদুত্তরে বলিতে হইবে যে শুধু চক্ষুই অনিত্য নহে, শ্রোত্রও অনিত্য, ঘ্রাণও অনিত্য, জিহ্বাও অনিত্য ইত্যাদি বিভাগ করিয়া উত্তর দিতে হইবে। ইহা বিভাজ্য ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। "যথাচ চক্খু তথা সোতং, যথা সোতং তথা চক্খুন্তি" যথা চক্ষু তথা শ্রোত্র, যথা শ্রোত্র তথা চক্ষু বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা প্রশ্ন করিতে হইবে। দর্শনার্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিলে তাহা স্বীকার করিবে না। অনিত্যার্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিলে হাঁ, বলিয়া স্বীকার করিবে। এইরূপই প্রতিজিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। "তং জীবং তং সরীরন্তি"? ইত্যাদি প্রশ্ন (অর্থাৎ যেই সমস্ত প্রশ্ন স্বর্গ মোক্ষ লাভজনক নহে, জ্ঞানেরও বিকাশ পায় না শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র, সেই সমুদয় নিরর্থক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধে ভগবান্ তাহার উত্তর দেন নাই। সুতরাং সেইরূপ প্রশ্নই স্থাপনীয় (স্থাপন যোগ্য)। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে এই চারি প্রকার প্রশ্ন-ব্যাকরণ প্রযোজ্য। "সুত্তাদীসু পন সুত্তং নাম তিস্সো সঙ্গীতিযো আরুল্হানি তীণিপিটকানি। সুত্তানুলোমং নাম অনুলোমকপ্পিযং। আচরিযবাদো নাম অট্ঠকথা। অত্তনো মতি নাম

নযগ্গাহেন অনুবুদ্ধিযা অত্তনো পটিভানং” পঞ্চশতিকাদি তিন সঙ্গীতিতে সঙ্গায়িত (আবৃত্ত) ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্যই সূত্র। ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্যের যাহা অনুরূপ তাহাই সূত্রানুলোম। ত্রিপিটকের অর্থকথার মতই আচার্য্যবাদ। ন্যায় অনুসারে স্বীয় প্রতিভান, নিজের মত (অত্তনোমতি)। “তথ সুত্তং অপ্পটিবাহিযং। তং পটিবাহন্তেন বুদ্ধোব পটিবাহিতো হোতি। অনুলোম কপ্পিযং পন সুত্তেন সমেন্তমেব গহেতব্বং, ন ইতরং। আচরিযবাদোপি সুত্তেন সমেন্তো যেব গহেতব্বো ন ইতরো। অত্তনো মতি পন সব্বদুব্বলা। সাপি সুত্তেন সমেন্তা যেব গহেতব্বা, ন ইতরা।” সূত্র অনতিক্রমণীয়। সূত্র অতিক্রম করিলে সম্যকসম্বুদ্ধকে অতিক্রম করা হইবে। অতএব কোন প্রকারে সূত্র অবিশ্বাস করিতে নাই। অনুলোম কপ্পিযং (ত্রিপিটক বুদ্ধ বাক্যের অনুরূপ বিষয়) সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়। সূত্রের সঙ্গে ঐক্য না হইলে গ্রহণ যোগ্য নহে। আচার্য্যবাদ (অর্থ কথার মত) ও সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়, নচেৎ নহে। স্বীয় মত সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। তাহাও সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়, ঐক্য না হইলে নহে। “পঞ্চসতিকা সত্তসতিকা, সহস্সিকাতি ইমা পন তিস্সো সঙ্গীতিযো। সুত্তম্পি তাসু আগতমেব পমাণং ইতরং গারয্হ সুত্তং ন গহেতব্বং। তথ ওসরন্তানিপি হি পদ ব্যঞ্জনানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ বিনযে সন্দিস্সন্তীতি বেদিতব্বানি” পঞ্চশতিকা, সপ্তশতিকা ও সহস্রিকা নামে তিনটী যে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি হইয়াছিল, সেই তিন সঙ্গীতিতে যাহা সঙ্গায়িত (আবৃত্ত) হইয়াছিল তাহাই সূত্র। আর যাহা আবৃত্ত হয় নাই অথচ বর্ত্তমানে দৃষ্ট হইতেছে সেই গুলি অহিতকর নিন্দনীয় সূত্র, তাহা গ্রহণীয় নহে। প্রক্ষিপ্ত সূত্রের সহিত ঐক্য হইলেও আসল সূত্রের সহিত যদি ঐক্য না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট হইতেছে না।

পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি—ভগবানের পরিনিব্বানের তিন মাস পরে রাজ গৃহের বেভার পর্ব্বত পার্শ্বস্থ সপ্তপর্ণি গুহার দ্বারে সুবিস্তৃত ময়দানে রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ প্রমুখ ভগবান্ কর্ত্তৃক “এতদগ্গং” স্থান প্রাপ্ত, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, ষড়াভিজ্ঞ পঞ্চশত অর্হৎ দ্বারা সাত মাস যাবৎ যে সঙ্গীতি হইয়াছিল তাহাই পঞ্চশতিকা, স্থবিরবাদ বা প্রথম সঙ্গীতি নামে অভিহিত।

সপ্তশতিকা সঙ্গীতি—ভগবানের পরিনিব্বানের শতবৎসর পরে বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ টাকা পয়সা গ্রহণাদি দশ বিধ অধর্ম্মবাদ প্রচার করায় যশঃ স্থবিরের উদ্যোগে বৈশালীর বালুকা-রামে রাজা কালাশোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া দ্বাদশ লক্ষ ভিক্ষুর মধ্য হইতে প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ত্রিপিটকধর সপ্তশত ভিক্ষু নির্ব্বাচিত হইয়া আটমাস যাবৎ যে সঙ্গীতি হইয়াছিল তাহা সপ্তশতিকা বা দ্বিতীয় সঙ্গীতি নামে অভিহিত। সঙ্গীতির সময়ে রেবতস্থবিরের প্রশ্নে সর্ব্ব-কামী স্থবির যথাধর্ম্ম, যথাবিনয় প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম সঙ্গীতির উদ্যোক্তা আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের প্রণালী মতে এই সঙ্গীতির কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অর্হৎগণের স্মৃতি বিপুলতার ভিতর দিয়া শ্রুতিপরম্পরা ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাণী ভগবানের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তখনও ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

সহস্রিকা সঙ্গীতি—ভগবানের পরিনির্ব্বানের ২১৮ বৎসর পরে রাজা অশোক সমস্ত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সহোদর তিষ্যকুমার ব্যতীত ৯৯ জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিয়া ছিলেন। তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিন বৎসর সন্ন্যাসী সেবক ছিলেন। তাঁহার পিতা বিন্দুসার মহারাজা ও সন্ন্যাসী সেবক ছিলেন।

অশোক রাজত্ব প্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে তিনি ধর্ম্মাশোকরূপে পরিণত হন। তখন হইতেই তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুল প্রচার করেন। ফলে সন্ন্যাসীগণের লাভ সৎকার হ্রাস পায়, তখন তাঁহারা গত্যান্তর না দেখিয়া দলে দলে স্বয়ং ভিক্ষু সাজিয়া গেলেন; কিন্তু নিজদের পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেহ অগ্নি পূজা, কেহ সূর্য্য উপসনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নির্ম্মল বুদ্ধ-শাসনে অনাচারের সূত্র-পাত হইল। তদ্দর্শনে সুশীল ভিক্ষুগণ উপোসথাদি বিনয় কর্ম্ম বন্ধ করিলেন। সম্রাট উপোসথাদি বিনয়-কর্ম্ম করিতে বলিয়া পাঠাইলেন কিন্তু ভিক্ষুগণ সম্মত হইলেন না। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলেন বলিয়া জনৈক অমাত্য কতিপয় ভিক্ষুর জীবন নাশ করিলেন। তখন সঙ্ঘ পরিচালনের ভার ছিল "মহীন্দ" (সম্রাট অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিক্ষু) স্থবিরের উপর। সেই সময় আয়ুষ্মান মোদ্গলি পুত্র তিষ্য-স্থবির অহোগঙ্গা পর্ব্বতে ছিলেন। অমাত্য ভিক্ষু হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এই হত্যা ব্যাপারে কাহার পাপ হইল জানিতে চাহিলেন। ভিক্ষুগণ মহারাজের সন্দেহ দূর হয় মত সদুত্তর দিতে না পারায় ১৬ জন ভিক্ষু, ১৬ জন অমাত্য এবং সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গুরু তিষ্যস্থবিরের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। স্থবির ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সন্দেহ দূর করিলেন। ভগবৎ বাক্য আবৃত্তি করিয়া অচিত্তকের পাপ হইবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দিলেন। মহারাজ প্রীত হইয়া শাসন শুদ্ধ করিবার মানসে স্বয়ং সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা করিলেন। তৎপর তিনি অশোকারামে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া এক একজন ভিক্ষুকে ডাকাইয়া "আমাদের সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী ছিলেন" জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে কেহ শাশ্বত বাদী, কেহ আত্ম বাদী, কেহ উচ্ছেদ বাদী, ইত্যাদি বুদ্ধ-বাণীর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সম্রাট তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া বিতাড়িত করিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র হইয়াছিল। সুশীল ভিক্ষুগণ মহারাজ আমাদের সম্যকসম্বুদ্ধ "বিভাজ্য বাদী," বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারাই প্রকৃত ভিক্ষু। তখন সম্রাট বলিলেন, ভন্তে, এখন শাসন শুদ্ধ করা হইয়াছে, আপনারা উপোসথাদি বিনয় কর্ম্ম করুন। তখন সাত বৎসর পরেই ভিক্ষুগণ উপোসথাদি করিলেন। সেই সময় ৬০ লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই মহাসভায় পরবাদ মর্দ্দন করিয়া তিষ্য স্থবির "কথাবথু প্রকরণ" প্রণয়ন করেন। তখন প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন, ত্রিপিটকধর সহস্র ভিক্ষু নির্ব্বাচিত হইয়া ৯ মাসে ১ম ও ২য় সঙ্গীতির ন্যায় এই সঙ্গীতির কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সহস্র ভিক্ষুর দ্বারা কৃত বলিয়া এই সঙ্গীতি সহস্রিকা বা ৩য় সঙ্গীতি নামে অভিহিত হয়। এই সঙ্গীতি পর্য্যন্ত স্মৃতি-বিপুল প্রাপ্ত অর্হৎগণ বিনা লিপিতে স্মৃতি দর্পনেই ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাণী রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর শাসন প্রতিষ্ঠাতা অর্হৎগণ বুদ্ধ-বাণী বহু অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতেতেছে দেখিয়া তাল পত্রে সমস্ত

ত্রিপিটক বিশুদ্ধভাবে লিখাইয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে রক্ষা করিয়া যান।

এই তিন মহাসঙ্গীতিতে যাহা সঙ্গায়িত (আবৃত্ত) হইয়াছে তাহাই সূত্র। অন্য সব নকল সূত্র। নকল সূত্রের সহিত ঐক্য হইলেও বুদ্ধ ভাষিত সূত্রের সহিত ঐক্য না হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। যাহা ঐক্য না হয় তাহা জানিতে হইবে যে সূত্রের অন্তঃ প্রবিষ্ট ও বিনয়ে দৃষ্ট হইতেছে না।

ভাণবারং পঞ্চমং (পঞ্চম অধ্যায়)

দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্খে বজ্জন্তি তথাগতস্স পূজায—তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষে দিব্য-সঙ্গীত গীত হইতেছে। বরুণবারণ দেবগণ অতীব দীর্ঘজীবী। তাঁহারা মহাপুরুষ মনুষ্য-লোকে উৎপন্ন হইয়া সম্বোধি লাভ করিবেন শুনিয়া তাঁহার প্রতিসন্ধি গ্রহণ দিবসে পূজা করিবার জন্য পুষ্প-মালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা মালা রচনা করিতে করিতে মহাপুরুষ মাতৃ-জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পূজা করিতে মনস্থ করেন। তৎপর মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন শুনিয়া অভিনিষ্ক্রমণ দিবসে পূজা করিতে ক্ষিপ্র হস্তে মালা রচনা করিতে থাকেন। এই মহাপুরুষ ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের মালা রচনা শেষ হইল না। অতঃপর তাঁহারা সম্বোধিলাভ সময়ে পূজা করিতে সঙ্কল্প করেন। বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া সম্বোধিলাভ করিলেন, তখনও তাঁহাদের মালা রচনা শেষ না হওয়ায় ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন দিবসে পূজা করিতে মনন করেন। তৎপর ভগবান্ সপ্ত-সপ্তাহ বোধি মণ্ডপে অতিবাহিত করিয়া অষ্টম সপ্তাহে ঋষি পতনে আসিয়া ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করেন। তচ্ছ্রবণে যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন সময়ে পূজা করিতে মনস্থ করেন। যথা-সময়ে ভগবান্ যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে বর্ষা যাপন করিতেছেন শুনিয়া দেব লোক হইতে অবতরণ সময়ে পূজা করিতে সঙ্কল্প করেন। তৎপর দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছেন শুনিয়া আয়ুসংস্কার বিসর্জ্জন দিবসে পূজা করিতে অতি ক্ষিপ্র হস্তে মালা রচনা আরম্ভ করেন। ভগবান্ যথা সময়ে আয়ুসংস্কার বিসর্জ্জন করতঃ তিন মাস পরে পরিনিব্বান মঞ্চে শায়িত হইলেন তবুও তাঁহাদের মালা রচনা শেষ হইল না। তখন অন্যান্য দেবগণ বলিলেন, তোমরা কার জন্য মালা-রচনা করিতেছ? ভগবান্ত পরিনিব্বান-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এই শয়ন হইতে আর ত উঠিবেন না, প্রত্যুষ সময়েই পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইবেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অদ্যই ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া অদ্যই সম্বোধিলাভ করতঃ ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। আজই যমক-ঋদ্ধি প্রদর্শন করতঃ দেবলোক হইতে অবতরণ করিলেন এবং অদ্যই আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিয়া পরিনিব্বানে পরিনির্বৃত হইতেছেন। দ্বিতীয় দিবসে যাগু পানের সময় পর্য্যন্ত ও রহিলেন না। দশ পারমী সম্পূরণ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ত ইহা উপযুক্ত নহে" বলিয়া

তাঁহারা অসমাপ্ত মালা সমূহ লইয়াই ভগবানের পূজার জন্য আগমণ করিলেন, কিন্তু এই চক্রবালের মধ্যে দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ আসিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় স্থান না পাইয়া চক্রবালের মুখে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া এবং একে অপরকে জড়াইয়া ত্রিরত্নকে উদ্দেশ করতঃ দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ, ষড়বর্ণ বুদ্ধ-রশ্মি, দশ পারমী, সাড়ে পঞ্চশত জাতক, চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ-গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এক এক দলের কীর্ত্তন শেষ হইলে "মহাযশঃ মহাযশঃ" বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই হেতুই বলা হইয়াছে যে তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষে দিব্য-সঙ্গীত গীত হইতেছে। ভগবান্ পরিনিব্বান মঞ্চে দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া শায়িত ভাবেই পৃথিবী তল হইতে চক্রবালের মুখ রেখা পর্য্যন্ত এবং চক্রবালের মুখ সীমা হইতে ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সম্মিলিত দেব পরিষদে বুদ্ধ-পূজার মহা উৎসাহ দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; আনন্দ, এইভাবে তথাগতকে পুষ্পাদি দ্বারা মহা উৎসাহের সহিত পূজা করিলেও তথাগতের যথোচিত সংকার করা হয় না। যেহেতু তথাগত দীপঙ্কর বুদ্ধ-পাদ মূলে অষ্ট ধর্ম্ম সমোধান (একত্র) করতঃ যে অভিনীহার (প্রার্থনা) করিয়া ছিলেন, তাহা মাল্য, গন্ধ, বাদ্য ও সঙ্গীতাদির জন্য নহে, ইহা লাভের জন্য পারমী সমূহ পূর্ণ করেন নাই। তদ্ধেতু এবংবিধ পূজায় তথাগত যথোপযুক্ত ভাবে পূজিত নহেন।

ভগবান্ অন্যত্র একটি মাত্র পুষ্প হস্তে লইয়া বুদ্ধ-গুণ সমূহ স্মরণ করতঃ কৃত পূজার ফল অসংখ্য অপ্রমাণ বলিয়া এইস্থলে কেন এইরূপ মহাপূজা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? পরিষদের অনুগ্রহ এবং শাসনের চির স্থিতি কামনায়। যদি ভগবান্ প্রত্যাখ্যান না করিতেন তবে ভবিষ্যতে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণ শীল, সমাধি, বিদর্শন পূর্ণ না করিয়া স্বীয় সেবক অনুচরগণের সহিত কেবল পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। আমিষ পূজায় শাসন একদিনও স্থায়ী হইতে পারে না। মহাবিহার সদৃশ সহস্র বিহার, মহাচৈত্য সদৃশ সহস্রচৈত্য ও শাসন ধারণ করিতে সক্ষম নহে। যে করে তাঁহারই পুণ্য হয় বটে। সম্যক প্রতিপত্তিই তথাগতের উপযুক্ত পূজা। তদ্দারাই শাসন স্থায়ী হয়, তাহাই তাঁহার কাম্য। তদ্ধেতু তাহা দেখাইতেই বলিতেছেন;—"যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অনুরূপ প্রতিপন্ন ও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার করে সে-ই তথাগতকে পরম পূজায় পূজা করে"।

ধম্মানুধম্মপটিপন্নো—স্রোতপত্তি মার্গ আদি নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্মের অনুধর্ম্ম, পূর্ব্ব-ভাগ প্রতিপদা প্রতিপন্ন (শীল, আচার, প্রজ্ঞপ্তি, ধুতাঙ্গ সমাদান গোত্রভূজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিতব্য শমথ বিদর্শন সম্যক প্রতিপদা)। তাহাই (সেই পূর্ব্ব ভাগ প্রতিপদাই) নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভের অনুরূপ বলিয়া সমীচীন বলিয়া কথিত হয়। সেইরূপ প্রতিপন্ন বলিয়া সামীচি প্রতিপন্ন। সেই পূর্ব্ব ভাগ প্রতিপদা সংখ্যা ত অনুধর্ম্ম পূরণ করে, আচরণ করে বলিয়া অনুধর্ম্মা-চারী। তদ্ধেতু যে ভিক্ষু ষড়বিধ অগারবে স্থিত হইয়া প্রজ্ঞপ্তি (চারিত্রশীল) অতিক্রম করে ও অন্যায় ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন নহে। যে ভিক্ষু ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সমস্ত শিক্ষাপদ পালন করেন, প্রাণান্তেও সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তিনিই ধর্ম্মানু-ধর্ম্মপ্রতিপন্ন। উপাসক, উপাসিকার মধ্যে যাহারা পঞ্চ শীল লজ্ঘন করে, দশ অকুশল কর্ম্মপথে

বিচরণ করে, তাহারা ধম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন নহে। যাঁহারা ত্রিশরণে স্থিত হইয়া পঞ্চ শীলাদি শীল সমূহ পরিপূর্ণকারী হন। মাসে আট বার উপোসথ পালন করেন, দান দেন, ফুল দীপাদি দ্বারা পূজা করেন, মাতা পিতা ও ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণদের সেবা করেন তাঁহারাই ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন।

পরমায পূজায—উত্তম পূজায়। এই নিরামিষ পূজার দ্বারাই আমার শাসন স্থায়ী হইবে। যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণ তথাগতকে এই পূজায় পূজা করিবে ততদিন তথাগত শাসন আকাশ মধ্যস্থ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রদীপ্ত থাকিবে।

যেভুয্যেন আনন্দ, দসসু লোক ধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা তথাগতং দস্সনায—অসংজ্ঞ সত্ত্ব ও অরূপ দেবগণ ব্যতীত দশ সহস্র চক্রবালের দেব ব্রহ্মাগণ তথাগতকে দর্শনের জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম আত্মভাব ধারণ পূর্ব্বক সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানেও বহু দেবতা অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সারি সারি দাঁড়াইয়াছেন, কেহ কাহারও হস্ত, পদ বা বস্ত্রাদি দ্বারা বিরক্তি জন্মাইতেছেন না (সর বা আমাকে ঠেলিও না এইরূপ গণ্ডগোলও নাই।)

আয়ুষ্মান উপবাণ—স্বভাবতঃ স্থূল দেহ, আরও মোটা পাংশুকুল চীবর পরিহিত হওয়ায় অধিকতর স্থূল হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যজন করায় কতিপয় দেবতা ভগবানের মুখ দেখিতে পাইতে ছিলেন না। তাই তাঁহারা বলিতে ছিলেন ;—"আমরা বহু দূর হইতে আসিয়াছি...... ..এই মহাশক্তিশালী ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় আমরা অন্তিম সময়ে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিনা"। দেবগণ সাধারণ ব্যক্তিকে ভেদ করিয়া (বিনিবিজ্ঝ) দেখিতে পারেন বটে কিন্তু ক্ষীণাস্রবকে (অর্হৎকে) ভেদ করিয়া (বিনিবিজ্ঝ) দেখিবার তাঁহাদের সাধ্য নাই। আয়ুষ্মান উপবাণ অর্হৎ, তাতে আবার মহাতেজস্বী বলিয়া তাঁহার অতি সন্নিকটে আসিবার সাধ্যও নাই। তিনি মহাতেজস্বী কেন হইলেন ? আয়ুষ্মান উপবাণ অতীত জন্মে ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের অস্থি-ধাতু-স্তূপ রক্ষক দেবতা ছিলেন। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার অস্থি-ধাতু একবদ্ধ (অখণ্ড) ছিল। দীর্ঘায়ু বুদ্ধগণের অস্থি অখণ্ড ভাবেই থাকেন। তাঁহাদের একটি অস্থি-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদের অস্থি-ধাতু অখণ্ড ভাবেই থাকায় মানবেরা এক হাত দীর্ঘ এক বিগত প্রস্থ, দুই আঙ্গুল পুরু স্বর্ণময় ইটের দ্বারা হরিতাল এবং মনোশিলায় মাটীর কার্য্য ও তিল-তৈল দ্বারা উদক-কার্য্য সম্পাদন করতঃ যোজন প্রমাণ উচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। তৎপর ভূমিবাসী দেবগণ মিলিত হইয়া আর এক যোজন উচ্চ করেন। অতঃপর আকাশস্থ দেবগণ আর এক যোজন, উষ্ণবলাহক দেবগণ মিলিয়া আর এক যোজন, অনন্তর অভ্রবলাহক দেবগণ আর এক যোজন, চতুর্ম্মহারাজিক দেবগণ মিলিয়া আর এক যোজন এবং ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আর এক যোজন উচ্চ করেন, এই রূপে সপ্ত যোজন উচ্চ চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। লোকে মাল্য সুগন্ধাদি দ্বারা পূজা করিতে আসিলে চৈত্য-রক্ষক দেবতা তাঁহাদের হস্ত হইতে পূজার সামগ্রী লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উহার দ্বারা চৈত্য পূজা করিতেন। তখন এই আয়ুষ্মান উপবাণ ব্রাহ্মণ মহাশাল

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পীতবর্ণ বস্ত্র লইয়া ঐ চৈত্যে পূজা করিতে গিয়াছিলেন। রক্ষক দেবতা তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্র লইয়া চৈত্যে পূজা করেন। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে প্রসন্ন চিত্ত হইয়া ঈদৃশ বুদ্ধের চৈত্য-রক্ষক দেবতা হইতে প্রার্থনা করেন। তৎপর তিনি মরণান্তে স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দেব মনুষ্য লোকে সংসরণ করিতে করিতে ভগবান্ কশ্যপ সম্যক-সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া যথাসময়ে পরিনির্ব্বাপিত হইলেন। তাঁহার অস্থিধাতু ও অখণ্ড ভাবে ছিলেন। সকলে সম্মিলিত হইয়া যোজন প্রমাণ উচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই উপবাণ তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের চৈত্য-রক্ষক দেবতা হইয়া যাবজ্জীবন চৈত্য রক্ষাও পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর আয়ুশেষে স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া দিব্য সম্পত্তি পরি-ভোগ করেন। আমাদের ভগবানের সময় তথা হইতে চ্যুত হইয়া মহাকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করতঃ বয়োপ্রাপ্তে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ব্বে চৈত্যরক্ষক দেবতা ছিলেন বলিয়া মহাতেজস্বী হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে ভেদ করিয়া বা তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া দেবগণ ভগবানের মুখদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সেই কারণেই দেবগণ ঐরূপ বলিতেছেন।

মনোভাবনীযে—ভাবিতমনা, বর্দ্ধিতমনা, যাঁহারা রাগরজাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে (বা দিগের)। **বস্‌সং বুত্থা ভিক্‌খূ**—বর্ষা শেষে ভিক্ষুগণ। ভগবানের সময় ভিক্ষুগণ দুই সময়ে ভগবানের নিকট আগমন করিতেন, বর্ষাবাসের পূর্ব্বে এবং বর্ষা শেষে। বর্ষাবাসের পূর্ব্বে ভগবানের নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিতে, বর্ষাশেষে গৃহীত কর্ম্মস্থান ভাবনায় অধিগত বিষয় নিবেদন করিতেই ভিক্ষুগণ ভগবৎ সমীপে আগমন করিতেন। বুদ্ধের সময়ের ন্যায় লঙ্কাদ্বীপেও এপার গঙ্গার ভিক্ষুগণ লৌহ প্রাসাদে এবং ওপার গঙ্গার ভিক্ষুগণ তিষ্য মহাবিহারে সম্মিলিত হইতেন। এ পার গঙ্গার ভিক্ষুগণ আবর্জ্জনা ক্ষেপণি সম্মার্জ্জনী হস্তে মহাবিহারে আসিয়া চৈত্যে সুধাকর্ম্মাদি করতঃ বর্ষাশেষে লৌহ প্রাসাদে সম্মিলিত হইতে স্থির করেন। তৎপর যাঁহার যেখানে সুবিধা, তিনি সেখানে বর্ষা যাপন করতঃ বর্ষাশেষে পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী লৌহ প্রাসাদে সম্মিলিত হইয়া পঞ্চনিকায় এবং অর্থকথার মধ্যে যিনি যাহা আয়ত্ব (মুখস্থ) করিয়াছেন তিনি তাহা আবৃত্তি করিতেন। কোন ভুল হইয়া থাকিলে তখনই অন্যভিক্ষু তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। ওপার গঙ্গাবাসী ভিক্ষুগণ ও তিষ্য-মহাবিহারে সম্মিলিত হইয়া ঐরূপ করিতেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ব্রত সম্পন্ন ছিলেন। ভগবৎ দর্শনে ভিক্ষুগণ আসিতে দেখিলে বসিয়া থাকিতেন না। উঠিয়া প্রত্যুদ্গমন করতঃ পাত্রচীবর গ্রহণ করিতেন এবং আসনে বসাইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক শয়নাসন ঠিক করিয়া দিতেন। নূতন ভিক্ষু আসিলেও নিকটে বসাইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দিতেন। ভগবানের পরিনিব্বানের পর ভিক্ষুগণ আর আসিবেন না মনে করিয়া তিনি বলিতেছেন;—"পূর্ব্বে ভন্তে, ভিক্ষুগণ ......আসিতেন.........ভগবানের পরিনিব্বানের পর আমাদের মহানুভাব ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ ঘটিবে না"। ভগবান্ তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বলিলেন; আনন্দ, মহানুভাব ভিক্ষুদের দর্শন দুর্ল্লভ হইবে না। তথা-

গতের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান, সম্বোধি লাভ স্থান বুদ্ধগয়া, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থান সারনাথ এবং পরিনিব্বান স্থান কুশীনারা এই চারিটি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য মহানুভাব ভিক্ষুগণ নানাদিক হইতে আসিবে। তোমরা এ সকল স্থানে থাকিয়া তাহাদের দর্শন পাইবে। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত তীর্থস্থানে পরিচর্য্যাদি করিবে, বোধিতে জল সিঞ্চন করিবে তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা তীর্থ দর্শনের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথে প্রসন্নচিত্তে কাল গত হইবে তাহারাও সুগতি প্রাপ্ত হইবে।

অদস্সনং আনন্দাতি—মাতৃজাতির অদর্শনই উত্তম প্রতিপত্তি বলিয়া ভগবান নির্দ্দেশ দিতেছেন, যেহেতু যতক্ষণ স্ত্রী জাতিকে না দেখে ততক্ষণ তাঁহাদের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না, চিত্ত ও সঞ্চল হয় না। দর্শনে আসক্তিও উৎপন্ন হইতে পারে চিত্তও সঞ্চল হইতে পারে সেই হেতু বলিয়াছেন; আনন্দ, অদর্শনই কর্ত্তব্য। তখন আনন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছেন;—ভন্তে, তাঁহারা (মায়ের জাতিরা) ভিক্ষা দিতে আসিলে, বা পথে যাইবার সময় তাঁহাদের দর্শন ঘটিলে ভিক্ষুদের কি করা কর্ত্তব্য? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন "আলাপ না করাই উচিত"? কারণ আলাপ সালাপ হইলে বিশ্বাস জন্মে, বিশ্বাস জন্মিলে মার অবকাশ পায়, কাম ভাব উৎপন্ন হইলে শীল বিনাশ প্রাপ্তির আশঙ্কা। শীল বিনাশ প্রাপ্তিতে অপায় পূরক হইতে হইবে। তাই অনালাপ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে:—

সল্লপে অসিহত্থেন পিসাচেনাপি সল্লপে,
আসীবিসম্পি আসীদে যেন দট্‌ঠো ন জীবতি।
নত্বেব একো একেন মাতুগামেন সল্লপেতি॥

শিরশ্ছেদনে উদ্যত অসি হস্ত ব্যক্তির সহিত কথা বলিবে, রক্তমাংস ভক্ষণোদ্যত পিশাচের সহিত আলাপ করিবে এবং যে সর্প দংশন করিলে জীবন নাশ হয় তেমন আশীবিষের সম্মুখে দাঁড়াইবে তথাপি একা একাকিনী মাতৃজাতির সহিত দাঁড়াইবে না ও আলাপ করিবে না। কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৃত্যু হইলে নারকীয় দুঃখ যন্ত্রণা নাই কিন্তু শীল বিনাশ প্রাপ্তিতে মৃত্যুর পর ঘোরতর নরকে পতন অনিবার্য্য। আয়ুষ্মান আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; ভন্তে, মায়ের জাতিরা কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে বা শীল যাজ্ঞা করিলে কিংবা ধর্ম্ম শুনিতে প্রার্থনা করিলে অথবা প্রশ্নাদি করিলে ভিক্ষুগণ যদি প্রত্যুত্তর না দেন, তবে তাঁহারা মনে করিবেন যে, ইঁহারা বোবা ও বধির, না হয় শুনিয়া উত্তর দিতেছেন না কেন? তখন ভিক্ষুগণকে আলাপ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় ভিক্ষুদের কি ভাবে আলাপ করা উচিত? তদুত্তরে ভগবান্ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে;—**সতি আনন্দ উপট্‌ঠাপেতব্বা**—আনন্দ, মাতৃজাতির মধ্যে যে মাতা, ভগ্নী বা মেয়ে সমতুল্যা তাহাকে স্বীয় মাতা ভগ্নী বা মেয়ে বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করিবে, অর্থাৎ যদিও আলাপ করিতে হয় তবে আপন মাতা, বোন বা মেয়ে মনে করিয়াই আলাপ করিতে হইবে।

রোদমানো অট্‌ঠাসি—আয়ুষ্মান্ আনন্দ যখন শুনিলেন যে, ভগবান্ কর্ত্তৃক সংবেগ-জনক তীর্থের বিষয়, তীর্থ দর্শনের বা চৈত্য পূজার সার্থকতা এবং মাতৃজাতির প্রতি ব্যবহার বিধি,

স্বীয় দেহ সৎকারের ব্যবস্থা এবং স্তূপের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তিনি বুঝিলেন অদ্য নিশ্চয়ই ভগবান্ নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। তখন তাঁহার মহাশোক উৎপন্ন হইল, তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন এ সময় শাস্তার নিকট বসিয়া রোদন করা ভাল হইবে না। তাই তিনি উঠিয়া ভিক্ষুদের বৈঠকখানায় গেলেন এবং বৃক্ষ অবলম্বনে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাসুদস্সনো নাম অহোসি চক্কবত্তি ধম্মিকো ধম্মরাজা—মহাসুদর্শন নামে এক ধার্ম্মিক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাইলে দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাসুদর্শন সূত্র দেখুন। সেই সূত্র ভগবান্ পরিনিব্বান মঞ্চে শায়িতাবস্থায় দেশনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তিনটি কারণে কুশীনারায় আগমন করেন। ১ম মহাসুদর্শন সূত্র দেশনার নিদান উত্থাপনের জন্য! ২য় পরিব্রাজক সুভদ্রের সংশয় বিদূরিত করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্তি। ৩য় বুদ্ধাস্থির জন্য সমাগত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণ ব্রাহ্মণই তাহা উপশম করিতে সমর্থ হইবে। পরিব্রাজক সুভদ্র অন্তিম সময়ে ভগবানের আশ্রয় লইতে আসিয়া যে ছয়জন শাস্তার নাম করেন, সময় সঙ্কীর্ণ বলিয়া সূত্রে তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষতঃ শ্রামণ্যফল সূত্রে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা এইস্থলে উল্লিখিত হইতেছে :—

পূরণো কস্সপো—একজন ভদ্রলোকের ঔরসে কোন বিজাতিয়া স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। পূর্ব্বে সেই বংশে ৯৯ জন জন্মিয়াছিল, তাহার জন্মে একশত জন পূর্ণ হওয়ায় সে পূরণ আখ্যা লাভ করে। তাহার ব্যক্তিগত নাম কশ্যপ। তাহার প্রভু তাহাকে দ্বারবানের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে এই কাজে বিরক্ত হইয়া বনে পলায়ন করে। তথায় দস্যুগণ বস্ত্রাদি কাড়িয়া লয়। বিবস্ত্র হইয়া সে নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করে। সে গ্রামের অধিবাসী গণকে বলিল, "আমি সমস্ত বিদ্যায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে পূরণ বলে এবং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে কশ্যপ বলে। তখন গ্রামবাসীরা তাহাকে বস্ত্রদান করিলে সে বলিল লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহৃত হয়; পাপ হইতেই লজ্জার উৎপত্তি, আমি সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি নির্ম্মূল করিয়াছি, অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।" তচ্ছ্রবণে লোকে তাহাকে নানা প্রকারে পূজা করিতে লাগিল। কালে তাহার পঞ্চশত প্রধান শিষ্য হইল। ৮০০০০ লোক তাহার মত অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। তাহার মত ছিল ;—স্বহস্তে করিলে বা আদেশ করিয়া করাইলে, ছেদন করিলে বা করাইলে, দণ্ডদ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়া হইলে, নিজে কম্পিত হইলে বা অপরকে কম্পিত করাইলে, প্রাণীহত্যা, চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, একৈক গৃহ ঘেরিয়া লুট, পথে লুকাইয়া পথিক হত্যা, পর-স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে কিম্বা মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না। পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারাল ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংস রাশি

একত্র পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ নাই। গঙ্গার দক্ষিণ তীরের ক্রুর, কর্কশ, দারুণ লোকদিগকে হনন, ছেদন, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে কোন পাপ হয় না। গঙ্গার উত্তর তীরের ত্রিরত্নে শ্রদ্ধা সম্পন্ন, ত্রিরত্নে প্রসন্ন লোকদিগকে দান দিলে বা দেওয়াইলে, মহাযজ্ঞ করিলে বা করাইলে কোন পুণ্য হয় না। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল সংযম এবং সত্য বাক্য বলায় ও কোন পুণ্য হইতে পারে না। মোট কথা তাহার মতে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। অকুশল করিলেও পাপ হয় না, কুশল করিলে ও পুণ্য হয় না।

মক্খলি গোসালো—ইহার প্রকৃত নাম মক্খলি (মস্করি)। গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় তাহার নাম মক্খলি গোশাল হয়। তাহার প্রভুর আদেশ মত সে এক দিন একটি ঘৃত-কুম্ভ মস্তকে করিয়া যাইতেছিল। কোন পঙ্কময় স্থানে তাহার পদস্খলন হওয়ায় সমস্ত ঘৃত নষ্ট হইয়া যায়। সে যখন ভয়ে পলায়ণ করিতেছিল, এমন সময় তাহার প্রভু তাহার বস্ত্রধারণ করেন। সে বিবস্ত্র হইয়া বনে প্রবেশ করে। তৎপর সমীপবর্ত্তী গ্রামে গিয়া লোক সকলকে প্রতারিত করে। কালে তাহারও পঞ্চশত প্রধান শিষ্য হইয়াছিল। অশীতি সহস্র লোক তাহার মতের অনুসরণ করিয়াছিল। তাহার মত ছিল :—সত্বগণের সংক্লেশের বা পাপের কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ সংক্লিষ্ট হয়। সেইরূপ সত্বগণের বিশুদ্ধির ও কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ বিশুদ্ধ হয়। স্বীয় পরাক্রমে কৃতকর্ম্মের ও কোন ফল নাই। পরের উপদেশ পালন করিয়া চলাতেও কোন লাভ নাই। পুরুষাকার নাই, বল, বীর্য্য, পুরুষ-শক্তি, পুরুষ-পরাক্রম ও নাই। সর্ব্বসত্ব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বজীব অধীন, অবল, অবীর্য্য, নিয়তি, সঙ্গতি ও স্বভাবে তাহারা নানাপ্রকার গতিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা হয়, যাহা না হইবার তাহা হয় না। ছয় অভিজাতিতে থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। চুরাশী মহাকল্প + কাল ক্ষেপণান্তে অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলে দুঃখের অন্ত সাধন করিবে। যেমন সূতারগুলি বৃক্ষাগ্র বা পর্ব্বত শিখর হইতে এক প্রান্তে ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে যতদূর সূতা ততদূর খুলিয়া শেষ হইয়া স্থির হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্ত কল্প কালান্তে দুঃখের অন্ত সাধন করিবে।

অজিতো কেসকম্বলো—সেও তাহার প্রভুর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া সন্ন্যাস অবলম্বণ করিয়াছিল। সে কেশ নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিত এবং সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিত। তাহার মত ছিল ;—দানের, যজ্ঞের, অতিথি সৎকারের, সুকৃত, দুষ্কৃত কর্ম্মের কোন ফল বা বিপাক নাই। ইহলোক, পরলোক, মাতাপিতা ও ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। লোকে সম্যক প্রতিপন্ন সম্যক মার্গগত এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই ; যাঁহারা স্বয়ং অভিজ্ঞা বলে

+ কর্ণমুণ্ড, রথকার, ছদ্দন্ত, কুণাল, মন্দাকিনী, সিংহপ্রপাত, অনোতপ্ত এই সপ্ত মহাহ্রদ। এক মহাহ্রদ হইতে ১০০ বৎসর অন্তর কুশাগ্র দ্বারা এক বিন্দু জল ফেলিয়া সে হ্রদ সাতবার জল শূন্য করিতে যে সময় লাগিবে সেই সুদীর্ঘ কাল এক মহা-কল্প বলা হইয়াছে।

ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে পারেন। পুরুষ চারি মহাভূত হইতেই উৎপন্ন। যখন মরে মাটীর অংশ মাটীর সহিত, জল জলের সহিত, তেজ তেজের সহিত, বায়ু বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে গমন করে। মৃত পুরুষকে চার পাইতে করিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। সেখানে লোকে তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করে। মৃতদেহ ভস্ম হইলে শ্বেতবর্ণ অস্থি সমূহ পড়িয়া থাকে। মূর্খ কর্ত্তৃক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা "অস্তিবাদ" বলে তাহারা তুচ্ছ মিথ্যা বিলাপ করে। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েই কায় ভেদ হইলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর আর জন্মে না। অজিত কেশকম্বল এইরূপ নাস্তিক-বাদী ছিল। তাহারও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিল।

পকুধো কচ্চাযনো—এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে কোন বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। পকুধ বৃক্ষমূলে তাহার জন্ম হওয়ায় পকুধ কচ্চায়ণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে সে জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপায় না দেখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে। তাহার মত ছিলঃ—পৃথিবীকায়, আপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ ও জীব (আত্মা) এই সাতটী কায় অকৃত, অকারিত, অনির্ম্মিত, অনির্ম্মাপিত, বন্ধ্য, কূটস্থ, এশিক সদৃশস্থিত। তাহারা কম্পিত হয় না, বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় না, পরস্পরের বাধা জন্মায় না, পরস্পরের সুখ দুঃখের হেতুও নহে। তত্র কেহ হন্তা নাই, হনন করাইবার ও কেহ নাই, শ্রোতাও নাই, বক্তাও নাই, বিজ্ঞাতও নাই, বিজ্ঞাপনকর্ত্তাও নাই। তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা শিরশ্ছেদ করিলেও কেহ কাহারও জীবন হত্যা করিতে পারে না, অপিচ ঐ সাত কায়ের অন্তরে, বিবরে শস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র।

নিগণ্ঠো নাতপুত্তো—নাত নামক কৃষকের পুত্র। তিনি বলিতেন, "এমন কোন গ্রন্থ নাই আমি পাঠ করি নাই "এই হেতু তিনি নিগ্র্ন্থ নাত পুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার মত এই;—শীতল জলও প্রাণী বিশেষ। এই হেতু শীতল জলও ব্যবহার করিতে নাই। তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিরত, সমস্ত পাপ হইতে বিধৌত, সমস্ত পাপ বিরতি স্পৃষ্ট অর্থাৎ পাপ বিরতি পালন করেন। এই হেতু তিনি অন্ত প্রাপ্ত চিত্ত, সংযত ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত। তাঁহার পঞ্চশত প্রধান শিষ্য ছিল।

সঞ্জযো বেলট্‌ঠপুত্তো—বেলাস্থি নাম্নি দাসীর গর্ভে তাহার জন্ম হয় বলিয়া বেলট্‌ঠ পুত্র। তাহার মস্তকে সঞ্জ (wood apple) ফলের ন্যায় মাংসপিণ্ড বিদ্যমান থাকায় সে সঞ্জয় বেলট্‌ঠ পুত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাহার ও অনেক শিষ্য ছিল। তাহার বাদ ছিল ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত অমরা বিক্ষেপ। কিছুতেই ধরা দিত না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে "এইরূপও আমি বলিনা, সেইরূপও আমি বলিনা, অন্যথাও আমি বলিনা, না বলিয়াও আমি বলিনা" এইরূপ উত্তর দিয়া বাক্য বিক্ষেপ বা অমরা বিক্ষেপ করিত। এইরূপ করিবার কারণ মিথ্যা ধরা পড়িবার ভয়, যেহেতু কিছুই সঠিক জানিত না। মহারাজ অজাতশত্রু তাহার উত্তর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ছয় শাস্তার মধ্যে এ-ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞানী। তাহার ধারণা

ছিল,—ইহজন্মে যে যেভাবে আছে অর্থাৎ বিপদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও বহুপদ প্রাণী তাহারা পরজন্মেও ঠিক সেই অবয়ব প্রাপ্ত হইবে। পরিব্রাজক সুভদ্র এই ছয়জন শাস্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবানের অন্তিম সময় বলিয়া (সময় না থাকাতে) তাহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কেবল তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মই দেশনা করেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল। অন্বেষণ করিয়া সারা জীবনে যাহা পাইতে সক্ষম হয়েন নাই ভগবানের উপদেশানুযায়ী আচরণ করায় তন্মুহূর্ত্তে সেই পরম শান্তির সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন।

সুঞ্ঞা পরপ্পবাদা সমণেহি অঞ্ঞেহি—অন্যান্য পরপ্রবাদ ধর্ম্ম (জনশ্রুতি মূলক ধর্ম্ম) সকল দ্বাদশ প্রকারের শ্রমণ+ শূন্য অর্থাৎ পর প্রবাদ ধর্ম্মে দ্বাদশ প্রকারের জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমণ+ নাই, থাকিতেও পারে না। **সম্মা বিহরেয্যুং**—যিনি স্রোতাপন্ন কিম্বা স্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানলাভের জন্য আরব্ধ বিদর্শক, তিনি উপদেশদানাদিতে কিম্বা স্বীয় লব্ধোপায়ে অপরকে ও তদবস্থ করিয়া যে বিহরণ করিয়া থাকেন উহাই সম্মা (সম্যক) বিহার। তথা সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ প্রভৃতির বিহার ও সম্মাবিহার। সেইরূপ সম্যক রূপে বিহরণ করিলে। **যং পব্বজিং**—যং নিপাত মাত্র, পব্বজিং—প্রব্রজিত হইয়াছিলাম। **কিং কুসলানুএসী**—কুশল কি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান গবেষণা করিতে। "কিং কুসলং" সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান অধিপ্রেত (অভিপ্রেত)। তং গবেসন্তোতি অত্থো। **ঞাযস্স ধম্মস্স**—আর্য্যমার্গ ধর্ম্মের। পদেসানুবত্তী—"পদিস্সতি এতেন অরিয মগ্গো পচ্চকৃখতো দিস্সতীতি পদেসো" আর্য্য মার্গ প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রদেশ। প্রদেশে বিদর্শন মার্গ প্রবর্ত্তন করতঃ।

ভাণবারং ছট্ঠং (ষষ্ঠ অধ্যায়)

যো খো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি—আনন্দ, আমি যেই ধর্ম্ম ও বিনয় দেশনা করিয়াছি, প্রজ্ঞাপন করিয়াছি, সেই ধর্ম্ম বিনয়ই আমার পরিনিব্বানের পর তোমাদের শাস্তা অর্থাৎ তোমাদের শাস্তার কার্য্য সাধন করিবে। আমি যে তোমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি—"ইদং লহুকং, ইদং গরুকং, ইদংসতেকিচ্ছং ইদং অতেকিচ্ছং ইদং লোকবজ্জং, ইদং পণ্ণত্তিবজ্জং, অযং আপত্তি পুগ্গলস্স সন্তিকে বুট্ঠাতি, অযং আপত্তি গণস্স সন্তিকে বুট্ঠাতি, অযং সঙ্ঘস্স সন্তিকে বুট্ঠাতীতি সত্তাপত্তিকৃখন্ধবসেন ওতিণ্ণে বত্থুস্মিং সখন্ধকপরিবারো উভতো বিভঙ্গো মযা বিনযো নাম দেসিতো" অর্থাৎ ইহা লহুক (লঘু)

+শ্রমণ দ্বাদশ শ্রেণীর আছেন যথা—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব মার্গ জ্ঞান লাভের জন্য আরব্ধ বিদর্শক চারি শ্রেণীর শ্রমণ। স্রোতাপত্তি আদি মার্গ জ্ঞান লাভী চারি শ্রেণীর শ্রমণ এবং স্রোতাপত্তি আদি ফল জ্ঞান লাভী চারি শ্রেণীর শ্রমণ।

আপত্তি, (অপরাধ) ইহা মহাপত্তি, ইহা সচিকিৎস্য,+ ইহা অচিকিৎস্য,+ ইহা লোকবজ্য,+ ইহা পণ্নত্তিবজ্য, এই আপত্তি একজনের নিকট দেশনীয়, এই আপত্তি গণের নিকট দেশনীয়, এই আপত্তি সঙ্ঘের নিকট দেশনা করিয়া উঠিতে (বিশুদ্ধ হইতে) হইবে, এইরূপ সপ্ত আপত্তি স্কন্ধে অবতীর্ণ বস্তুতে সখন্ধকপরিবার উভয় বিভঙ্গ আমা কর্ত্তৃক (তথাগত কর্ত্তৃক) বিনয় নামে দেশিত হইয়াছে। আমার পরিনিব্বানের পর সেই **বিনয় পিটক** তোমাদের শাস্তার কার্য্য সাধন করিবে।

আমি যে চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান, চারি প্রকার সম্যক প্রধান (চেষ্টা), ঋদ্ধি লাভের চারি প্রকার উপায়, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সম্বোধিলাভের সাতটি অঙ্গ, আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিয়া সেই সেই কারণে এইধর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়া করিয়া **সুত্তন্ত পিটক** দেশনা করিয়াছি, আমার পরিনিব্বানের পর তাহা তোমাদের শাস্তার কার্য্য সাধন করিবে।

আমি যে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চারি আর্য্য সত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, নববিধ হেতু, চতুর্ব্বিধ আহার, সপ্তস্পর্শ, সপ্ত বেদনা, সপ্ত সংজ্ঞা, সপ্ত সঞ্চেতনা, সপ্তচিত্ত, তন্মধ্যে এই পরিমাণ (এত্তকং) কামাবচর, এই পরিমাণ রূপাবচর, এই পরিমাণ অরূপাবচর, এই পরিমাণ পরিয়াপন্ন, এই পরিমাণ অপরিয়াপন্ন, এই পরিমাণ লৌকিক, এই পরিমাণ লোকোত্তর বলিয়া এই ধর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সমস্ত পট্ঠান (প্র-স্থান অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃত কারণ), অনন্ত নয় মহাপ্র-স্থান প্রতিমণ্ডিত **অভিধর্ম্ম পিটক** দেশনা করিয়াছি। আমার পরিনিব্বানের পর সেই অভিধর্ম্ম পিটক তোমাদের শাস্তার কার্য্য সাধন করিবে। অভিসম্বোধির পর হইতে পরিনিব্বান পর্য্যন্ত ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী যাহা ভাষণ করিয়াছি, আলাপন করিয়াছি, তাহা (ধর্ম্ম বিনয়) ত্রিপিটক, পঞ্চনিকায়, নবাঙ্গ, **চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মস্কন্ধ** বলিয়া প্রভেদ গত হয়। এই চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্ম স্কন্ধ রহিল, আমি একাই নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হইতেছি। এতদিন আমি একাই তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি ও অনুশাসন করিয়াছি। আমার পরিনিব্বানের পর এই চতুরশীতি সহস্র ধম্মস্কন্ধ তোমাদিগকে উপদেশ দিবে ও অনুশাসন করিবে। এইরূপে ভগবান্ বহু কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে আমার পরিনিব্বানের পর তাহা (সেই **ধর্ম্ম বিনয়**) তোমাদের শাস্তা।

ভগবান্ কুশীনারার শাল বনে খৃঃ পূর্ব্ব ৫৪৪ অব্দে মহাপরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। তাঁহার দেহাবশেষের অংশ লইবার জন্য বিভিন্ন জন পদ হইতে রাজাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কুশীনারার মল্লগণ, রাজ গৃহের রাজা আজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পকবাসী বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণ, পাবার মল্লগণ ভগবানের শরীরের (অস্থিধাতুর) অংশ নিয়া স্বীয় স্বীয় নগরে স্তূপে নিধান করতঃ পূজা করিয়াছিলেন।

+ যেই সমুদয় আপত্তি প্রাপ্ত হইলে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্ত হওয়া যায় তাহা সচিকিৎস্য। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না তাহা অচিকিৎস্য। যে সমুদয় আপত্তি সচিত্তক পক্ষে চিত্ত অকুশল সেই সমুদয় আপত্তি লোক বজ্য অবশিষ্ট আপত্তি (অপরাধ) গুলি পণ্নত্তি বজ্য।

পিপ্পলি বনের মৌর্য্যগণ শ্মশান হইতে অঙ্গার এবং ব্রাহ্মণ দ্রোণ যেই স্বর্ণময় তুম্বদ্বারা বুদ্ধাস্থি সমূহ বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই তুম্বটি নিয়া চৈত্যে নিধান করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর অন্যান্য বিষয় সূত্রের অনুবাদে দেখুন। তথাগত শেষ জীবনের দেড় বৎসরের মধ্যে যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল স্থানের উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

রাজগৃহ—ইহার বর্ত্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে ইহা গিরিব্রজ নামেও খ্যাত ছিল। (পঞ্চ পর্ব্বত অর্থাৎ বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্ঝকূট ও ঋষিগিলি এই পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে) খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা অজাতশত্রুর পিতা রাজা বিম্বিসার তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ভগবান্ তথাগত তথাকার গৃধ্রকূট পর্ব্বতে, গৌতম ন্যগ্রোধারামে, চোরপ্রপাতে, বেভার পর্ব্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহায়, ঋষিগিলি পর্ব্বত পার্শ্বে কাল শিলায়, শীতবনে সর্পশৌণ্ডিক গুহায়, তপোদারামে, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, জীবকের আম্রবনে, মদ্রকুক্ষি মৃগদায়ে অনেক সময় বাস করিয়া ভিক্ষুগণকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিও সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারস্থ সুবিস্তৃত ময়দানে হইয়াছিল। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ প্রায় ⅞ অংশ বুদ্ধাস্থি- রাজা অজাতশত্রু দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে এখানে নিধান করাইয়া রাখাইয়াছিলেন। সেই সমুদয়ের স্মৃতি-চিহ্ন দেখিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। বর্ত্তমানেও তপোদে (তপ্ত জল কুণ্ডে) প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে। স্থানটী অতি মনোরম। বর্ত্তমানে ইহা বিহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন। বক্তিয়ারপুর হইতে ৩৩ মাইল এবং পাটনা জংসন হইতে ২৮ মাইল মাত্র ব্যবধান। গয়া ষ্টেশন হইতে মটর যোগেও তথায় যাওয়া যায়।

নালন্দা—ভগবান্ এইস্থানে পাবারিক আম্রবনে অবস্থান করতঃ শিষ্যদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। তথাগতের প্রধান শিষ্য শারিপুত্র এখানকার নালকগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও পরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। পুরাকালে বৌদ্ধদের এখানে সুবিখ্যাত বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ফাহিয়ান ও হুয়েন সাঙ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দর্শন যোগ্য। সেকালে ভারতে স্থপতিবিদ্যা যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সদাশয় ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্ন তত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মৃত্তিকার গর্ভ হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধ্বংসাবশেষ উত্তোলন করা হইতেছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। সেকালের শিল্পিগণ কি উপায়ে বিশাল প্রস্তর খণ্ড উত্তোলন করিয়া এই বিরাট হর্ম্যরাজী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মধ্যেভাগে বড় গাঁও নাম ছিল বটে বর্ত্তমানে পুনঃ ইহার নালন্দা নাম দেওয়া হইয়াছে। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে ইহা মাত্র ২৪ মাইল ব্যবধান। গয়া ষ্টেশন হইতে মটর যোগেও তথায় যাওয়া চলে।

পাটলি গ্রাম—এই স্থানে মগধ-রাজ অজাতশত্রুর সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই অমাত্য বজ্জী বা লিচ্ছবী রাজ-বংশকে পরাভূত করিতে প্রথম নগর নির্ম্মাণ করেন। ভগবান্ পাটলি গ্রামের অধিবাসীদের নবনির্ম্মিত আবসথে রাত্রি যাপন করতঃ তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট পঞ্চ-

শীল পালনের উপকারিতা ও পঞ্চশীল লঙ্ঘনের অপকারিতা বর্ণনা করেন। তৎপর সুনীধ ও বর্ষ কারের আবসথে ভোজন করতঃ মহাভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত জলপূর্ণ গঙ্গানদী তরী বিনা উত্তীর্ণ হন। ভগবান্ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া ছিলেন যে, পাটলি গ্রাম পাটলি পুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিবে। বাণিজ্য ও সভ্যতা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নগর হইবে, কিন্তু জল, অগ্নি ও অন্তর্বিবাদ এই ত্রিবিধ উপদ্রব থাকিবে। কালে তাহা পাটলি পুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মগধ-রাজ কালাশোক পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে ইহা বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট রাজ চক্রবর্ত্তী অশোকের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী হইয়াছিল। মহারাজ অশোক রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তথায় কয়েকটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগের বহু মূল্যবান ভগ্নাবশেষ তথায় পাওয়া গিয়াছে, যাহা কলিকাতার যাদু ঘরে সুরক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম পাটনা। বেলুব গ্রাম ও পাটলি গ্রাম বৈশালীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম ছিল।

বৈশালী—বজ্জী অর্থাৎ লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। এক সময় তথায় মহামারী, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ এই তিন উপদ্রবে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সকলে রাজ-সমীপে গিয়া নিবেদন করেন যে, “মহারাজ, নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সপ্ত রাজার রাজত্বে কখনও এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই, আপনার অধার্ম্মিকতায় এইরূপ ঘটিয়াছে মনে হয়”। ধার্ম্মিক রাজা সকলকে মন্ত্রণাসভাগৃহে সমবেত করাইয়া নিজের অধার্ম্মিকতা নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। সকলে পূর্ব্বাপর ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, রাজার কোন দোষ নাই। তৎপর কিসে এই সকল উপদ্রবের শান্তি হইবে চিন্তা করিয়া অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল, কিন্তু কিছুতেই উপশম হইল না। সর্ব্বশেষে তাঁহারা সর্ব্বলোক-হিতানুকম্পী ভগবান্ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। ভগবান্ বৈশালীবাসীদের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বৈশালীর লিচ্ছবী রাজা অতি সমারোহে পূজা সৎকার করিতে করিতে ভগবানকে স্বরাজ্যে লইয়া যান। ভগবানের আগমনে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে, সেই প্রবল জল প্রবাহে পঁচা শবাদি ভাসাইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। তৎপর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে বৈশালীর চতুর্দ্দিকে “রতন সুত্তং” পাঠ করিতে আদেশ দেন। আয়ুষ্মান আনন্দের রত্নসূত্র পাঠান্তে বৈশালীর ত্রিবিধ ভয় উপশম হইয়া যায়। তৎপর উদেন, গৌতমক, সপ্তম্বক, বহুপুত্রক, আনন্দ, চাপাল, মহাবন প্রভৃতি স্থানে চৈত্য নির্ম্মিত হয়। তথাকার আনন্দ (সারন্দদ) চৈত্যে বজ্জীদিগকে সপ্ত অপরিহানিয়* শ্রীবৃদ্ধিজনক ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা পরিনিব্বান সূত্রের প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। বজ্জিগণ ভগবান্ বুদ্ধের সেই উপদেশ নিজদের সমগ্র শক্তি দ্বারা পূজা করতঃ উহাকে প্রাণ বান করিয়া তুলিয়া অজেয় এবং সর্ব্ব বিষয়ে চরম উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন। পরে কুক্ষণে মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকারের কূট জালে জড়িত হইয়া তাহা হারাইয়া তাঁহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, আসাম প্রভৃতি স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সকল দেশে যে সকল অসভ্য লোক বাস করিত তাহারা বজ্জিগণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতীয় লোক নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া

প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরের আম্র পালী গণিকা ও ভগবানের উপদেশে মুক্তির পথাবলম্বিনী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বিরাট আম্র বাগান দান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা পাটলিপুত্রের উত্তরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম বেসাড়। ইহা হাজিপুরের ২০ মাইল উত্তরে সংস্থিত। **কোটি গ্রাম**—মহাপণাদ রাজার রাজ-প্রাসাদ গঙ্গায় পতিত হইলে সেই প্রাসাদের উপর মাটী ভরট হইবার পর তদুপরি যে সন্নিবিষ্ঠ গ্রাম উহাই কোটি গ্রাম। তৎসম্বন্ধে জানিতে চাইলে মহাপণাদ জাতক দেখুন। তাহা গঙ্গার তীরবর্ত্তী গ্রাম। **নাতিকা**—এক তড়াগের দুই পার্শ্বে চুল্লতাত ও জ্যৈষ্ঠতাত ভ্রাতার দুই গ্রাম ছিল। সেই দুই গ্রাম এক জ্ঞাতির গ্রাম বলিয়া জ্ঞাতিক (ঞাতিক) স্থানে নাতিক বলা হইয়াছে। **শ্রাবস্তী জেতবন**--ইহার বর্ত্তমান নাম সায়েট মায়েট। বলরামপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র ৮ মাইল ব্যবধান। সবত্থ নামক ঋষির বাস স্থান বলিয়া বা সমস্ত বস্তু এই নগরে পাওয়া যাইত (অত্থি) বলিয়া পালি নাম সাবত্থী। ধন কুবের শ্রেষ্ঠী সুদত্ত (পরে অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত) জেত নামক রাজ কুমারের উদ্যান ৫৪ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া খরিদ করতঃ তথায় সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। মহোপাসিকা বিশাখা ২৭ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্ব্ব পার্শ্বে পূর্ব্বারাম নামে দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবানকে দান করিয়াছিলেন, ভগবান্ জেতবনারামে উনবিংশতি বর্ষা পূর্ব্বারামে ছয় বর্ষা মোট পঞ্চবিংশতি বর্ষা শ্রাবস্তীতে যাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তথায় আনন্দ বোধি, অর্হৎগণের বহু স্তূপ, গন্ধ কুটির চিহ্ন, প্রতিহার্য্য চৈত্য, নগরের প্রাচীর, কোশল রাজার প্রাসাদ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

পাবা—এই স্থানের ধনকুবের শ্রেষ্ঠী স্বর্ণকার বংশীয় চুন্দ ভগবানের প্রথম দর্শনে স্রোতাপন্ন হইয়া স্বীয় আম্র কাননে বিহার নির্ম্মাণ করতঃ ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। পরিনিব্বানের পূর্ব্বদিন ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলে, আর্য্য-শ্রাবক চুন্দ স্বীয় আলয়ে পিণ্ডগ্রহণের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভগবানের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ ভগবানের নিকট রক্তামাশয় রোগ না হয় মত, রোগ হইলেও অধিক কষ্টকর না হইবার উদ্দেশ্যে "সূকরমদ্দব" প্রস্তুত করান। দেবগণ জানেন যে অদ্যকার আহারই ভগবানের শেষ আহার, আর তিনি পিণ্ডগ্রহণ করিবেন না। তদ্ধেতু পুণ্যার্থী হইয়া দেবগণ তাহাতে দিব্য ওজ প্রক্ষেপ করেন। ভগবান্ চুন্দের বাড়ীতে গিয়া কেবল সূকরমদ্দবই গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘকে অন্যান্য খাদ্য ভোজ্য দেওয়াইলেন। তবুও সূকরমদ্দব খাওয়া মাত্রই ভগবানের নিকট রক্তামাশয় রোগ উৎপন্ন হইল। কিন্তু সুখের বিষয় যে তৎপ্রভাবে রোগ অধিক কষ্ট দায়ক হইতে পারে নাই। তাই তিনি পদব্রজে কুশীনারা যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুশীনারা যাইবার পথে কালাম গোত্রজ আলাড় ঋষির শিষ্য মল্লরাজ পুত্র পুক্কুস ভগবানের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার বর্ত্তমান নাম পদর বন। ইহা গোরক্ষ পুরের চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও গণ্ডক নদের দ্বাদশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে পাবায় রেলওয়ে ষ্টেশনও হইয়াছে। **কক্কুধা নদী**—এই নদীতে ভগবান শেষ স্নান করেন ও তাহার জল পান করেন। **হিরণ্যবতী নদী**—ইহার বর্ত্তমান নাম শোন। কাহারও মতে গণ্ডক নদের প্রাচীন

নাম হিরণ্যবতী। সেই নদীর তীর পর্য্যন্ত শাল বন ছিল। কুশীনারার উপর দিয়া তাহা প্রবাহিত হইয়াছে। **গঙ্গা নদী**—স্বনাম প্রসিদ্ধা নদী। পাটলি গ্রামে সুনীধ ও বর্ষকার ব্রাহ্মণের আবসথে ভিক্ষু সঙ্ঘসহ ভগবান্ ভোজন করিয়া বহির্গত হইলে, সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, "ভগবান্ যেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইবেন তাহার নাম গৌতম-দ্বার এবং যেই স্থান দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন তাহার নাম গৌতম তীর্থ নাম করণ করিবেন।" তখন গঙ্গা বন্যার জলে পরিপূর্ণ ছিল। তীরে বসিয়া কাকেও জল পান করিতে পারিত। ভগবান্ দেখিলেন পরপারে গমনোদ্দেশ্যে লোকে নৌকাদি অন্বেষণ করিতেছে, তদ্দর্শনে ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ঋদ্ধি প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরপারে স্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ সেই স্থানে যে প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগে দর্শন করুন।

তথাগতের জন্ম স্থান লুম্বিনী উদ্যান—ভগবান্ যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বৌদ্ধ সম্রাট অশোক তথায় একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন সেই ভাবে পাষাণে মহামায়া দেবী ও সিদ্ধার্থের এবং মহাব্রহ্মা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। স্থানীয় লোকেরা "রোমিনী" দেবী নামে উহার পরিচয় দিয়া থাকেন। তথায় কয়েকটি স্তূপ ও বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। তথা হইতে হিমালয়ের মোহন দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয়। উহা নেপাল রাজ্যের ছয় মাইল ভিতরে। বি, এণ্ড, এন্, ডব্লু রেলওয়ের নাওটানওয়া ও নাওগর ষ্টেশন হইতে যথাক্রমে আট ও অষ্টাদশ মাইল ব্যবধান। নেপাল মহারাজ কর্ত্তৃক তথায় ধর্ম্মশালাও নির্ম্মিত হইয়াছে।

কপিলবস্তু—সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধনের রাজধানী। শাক্যেরা তথায় রাজত্ব করিতেন। ভগবানের পরিনিব্বানের পর শাক্যগণ কুশীনারায় আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ নিয়া তথায় স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিয়াছিলেন। লুম্বিনী অথবা বি, এণ্ড, এন্, ডব্লু রেলওয়ের সোহরট্গর ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। তাহা নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

তথাগতের সম্বোধিলাভের স্থান বুদ্ধ গয়া—ইহা গয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সুরনর ব্রহ্মলোকে বুদ্ধত্ব লাভের আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। এই স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ হয় বলিয়া ইহা বুদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত! মহাবোধিতরু ও বোধিপালঙ্ক প্রভৃতি সপ্ত সপ্তাহ ধ্যান স্থান, সুউচ্চ কারুকার্য্য খচিত অতুল শিল্প সুসমামণ্ডিত বুদ্ধ-গয়া মন্দির দর্শকগণের মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে+।

+কথিত আছে—যখন এই পৃথিবী ধ্বংস হইতে থাকে, পৃথিবীর সমস্ত অংশ ধ্বংস হওয়ার পর সর্ব্বশেষে বোধি পালঙ্ক-স্থান ধ্বংস হয়। পৃথিবী সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সর্ব্ব প্রথম বোধিপালঙ্ক-স্থান সৃষ্ট হয়। তৎপর তথায় একটা পদ্ম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যদি সেই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত না হয় তবে সেই কল্প বুদ্ধ শূন্য হয়। আর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে বুঝিতে হইবে যে এই কল্পে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। যতটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে সেই কল্পে তত জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ভদ্র কল্পে ৫টা পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে পাঁচ জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন বলিয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মারা আনন্দিত হইয়াছিলেন। গয়ার বোধি পালঙ্ক চক্রবালের মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহা নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদীর তীরবর্ত্তী মহা বালুকা রাশির উপর অবস্থিত। তাহার প্রাচীন নাম উরুবেলা।

তথাগতের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থান সার নাথ—ইহা বেনারস রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র সাত মাইল ব্যবধান। ইহার প্রাচীন নাম ঋষি পতন মৃগদায়। ঋষি (প্রত্যেক বুদ্ধগণ) গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে আকাশ পথে আসিয়া তথায় অবতরণ করিতেন। ঋষিদের পতন স্থান বলিয়া ঋষি পতন। হত্যার জন্য আনীত মৃগদিগকে তথায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মৃগদায়। দায় অর্থ বন অর্থাৎ মৃগবন। প্রত্ন তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ের নিমিত্ত সার নাথ সুপ্রসিদ্ধ। মূল গন্ধকুটি বিহার, বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের স্তম্ভ, বহু স্তূপ, বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, চঙ্ক্রমন স্থান ও অধুনা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বুদ্ধাস্থি স্থাপিত মূল গন্ধকুটি মন্দির বিশেষ ভাবে দর্শন যোগ্য। অশোক স্তূপের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে মন্দিরের চিহ্ন বিরাজমান উহাই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন-স্থান। সম্যক সম্বুদ্ধগণের এই স্থানই প্রথম ধর্ম্ম প্রচার স্থান। এই স্থান ও অপরিবর্ত্তনীয়। সার নাথে রেলওয়ে ষ্টেশন ও আছে।

কুশীনারা—এই স্থানে ভগবান্ মহাপরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। সুভদ্র নামক পরিব্রাজক ভগবানের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। তিনি ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। মহাসুদর্শন রাজার রাজত্বকালে ইহা কুশাবতী নামে মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। ভগবানের পরিনিব্বানের পর মল্ল রাজগণ ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশের স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিদেশীয় লোকেরা ইহাকে কুশী নগর নামে অভিহিত করেন। স্থানীয় লোকেরা মাতা কুমার নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। পরিনিব্বান প্রতি মূর্ত্তির নিকটে যেই স্তূপ সংস্কার করা হইয়াছে ঐ স্থানেই ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় বহু স্তূপ ও বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিনিব্বান মূর্ত্তিটা মথুরা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্থাপিত। তাম্র লিপিতে আছে—ব্রাহ্মণ ভগবানকে পূজা করিতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। সেই হেতু বুদ্ধ দর্শনের স্মৃতি স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্রাট অশোক বিরাট স্তূপটি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান রামভার গ্রামে ভগবানের দাহ স্থান দৃষ্ট হয়। তথায় বহু ভগ্ন চৈত্যাদি বিদ্যমান আছে। বি, এণ্ড, এন্, ডব্লু রেলওয়ের তহশীল দেওয়া-রিয়া ও গোরক্ষপুর ষ্টেশন হইতে যথাক্রমে ১৮ ও ২৫ মাইল দূরে **কুশীনারা** অবস্থিত।

রামগ্রাম—এখানকার কোলিয়গণ বুদ্ধাস্থির অষ্টমাংশ নিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ ও পূজা করিয়াছিলেন। ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে গর্গরা ও রাপ্তি নদীর মধ্য স্থলে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম রাম নগর। **বেঠদ্বীপ**—তথাকার ব্রাহ্মণ রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সহ কুশীনারায় আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ মহা সমারোহে স্বীয় রাজ্যে লইয়া গিয়া স্তূপ রচনা করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। **অল্লকপ্প**—তথাকার বুলয় ক্ষত্রিয়গণও কুশীনারায় সসৈন্যে আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ মহা সমারোহে নিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করতঃ পূজা করিয়াছিলেন।

পিপ্পলি বন—এই স্থানের মৌর্য্যগণ সসৈন্যে কুশীনারায় আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষ না পাইয়া শ্মশান হইতে অঙ্গারাবশেষ নিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। ইহা গোরক্ষপুরের পূর্ব্বে রাপ্তি ও গণ্ডকনদের মধ্যে অবস্থিত। **তথাগতের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আগমন স্থান সাঙ্কাশ্য**—ভগবান্ যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন। তথায় তিনমাস বর্ষা যাপন করতঃ মহামায়া দেবী প্রমুখ দেব সঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া

অভিধর্ম্ম দেশনা করেন। তিন মাসান্তে অভিধর্ম্ম দেশনা শেষ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার অভিপ্রায় দেবরাজকে জ্ঞাপন করিলে, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা দেব-পুত্র দৈব-শক্তি প্রভাবে সাঙ্কাশ্য নগরের পুরদ্বার পর্য্যন্ত তিন খানি সোপান রচনা করেন। তন্মধ্যে মধ্য-সোপান মণি-বর্ণ, ডানদিকের সোপান স্বর্ণ-বর্ণ, বামদিকের সোপান রৌপ্য-বর্ণ ছিল। যখন মণি সোপান দিয়া ভগবান্ অবতরণ করিতে ছিলেন, তখন সম্মুখে পঞ্চশিখ গন্ধর্ব্ব পুত্র বীণা বাদন করিতে ছিলেন ও মহাব্রহ্মা শ্বেতছত্র ধারণ করেন। স্বর্ণ সোপান দিয়া মহাব্রহ্মাগণও রৌপ্য সোপান দিয়া দেবগণ শোভা যাত্রা করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। সম্যক সম্বুদ্ধগণের দেব-লোক হইতে নামিবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই। এই স্থানও অপরিবর্ত্তনীয়। **সাকেত—** (নামান্তর অযোধ্যা বা বিশাখা) ইহা বর্ত্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সরযূতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। মহোপাসিকা বিশাখার পিতা অঙ্গদেশ হইতে আসিয়া এই খানেই বাস করিয়াছিলেন। **কৌশাম্বী—**বুদ্ধের সময়ে বৌদ্ধ মহিলা শ্যামাবতীর স্বামী রাজা উদয়নের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। তথাকার শ্রেষ্ঠী, রাজা উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত, বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্ঘকে কৌশাম্বীর উপকণ্ঠবর্ত্তী এক উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। তথায় সহস্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। তাহা ঘোষিতারাম নামে পরিচিত। উদয়ন ভগবানের জীবদ্দশায় রক্তচন্দনকাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন। হাইয়ন্‌সাং বলেন তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। এলাহাবাদের নিকট বর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রাচীন নগর। বর্ত্তমানে তাহা কোশম নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে। **চম্পা—**প্রাচীন অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আধুনিক ভাগল পুরের নিকটস্থ। অনেক সময় ভগবান্ তথায় অবস্থান করিতেন।

বারাণসী—প্রাচীন কাশীর রাজধানী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মহাগোবিন্দ সূত্রে মহাব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে :—প্রাচীনকালে এই পৃথিবীতে দিসম্পতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ গোবিন্দে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জ্যোতিপাল নামে এক মহাজ্ঞানী পুত্র ছিলেন। গোবিন্দের মৃত্যুর পর জ্যোতিপাল গোবিন্দে অভিষিক্ত হইয়া মহাগোবিন্দ বলিয়া খ্যাত হন। মহারাজ দিসম্পতির মৃত্যুর পর যুবরাজ রেণু রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আপন ছয় জন ভ্রাতাকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে আদেশ করেন। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তর দিকে বিস্তৃত, দক্ষিণে শকট মুখ সদৃশ এই মহাপৃথিবীকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তাই সূত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

দন্তপুরং কালিঙ্গানং অস্‌সকানঞ্চ পোতনং,
মহেসযং[১] অবন্তীনং সোবিরানঞ্চ রোদুকং[২]।
মিথিলাচ বিদেহানং চম্পা অঙ্গেসু মাপিতা,
বারাণসী চ কাসীনং এতে গোবিন্দ মাপিতাতি।

১। সী, ই, মহিস্‌সতি। ২। সী, রোরুকং।

তখনকার সপ্ত রাজার নাম, যথা —

সত্তভূ ব্রহ্মদত্তোচ বেস্সভূ ভরতো সহ,

রেণু দ্বে চ[১] ধতরট্ঠা তদাসুং সত্ত ভারধাতি[২] (মহাগোবিন্দ সুত্তং)

বারাণসীস্থ ঋষিপতন সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধগণ প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। ইহা অনাদি কাল হইতেই ধর্ম্মের প্রচার স্থান। বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহর। বেনারস জেলা গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। অতি সুন্দর স্থান।

বজ্জী—প্রাচীনকালে কাশী-রাজার প্রধানা রাজ্ঞী একটা মাংস পিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। মহারাণী অকীর্ত্তি-ভয়ে উহা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এক মুনি সেই পাত্র পাইয়া নিজের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে উহা কিছুদিন থাকিলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী পরম সুন্দর কুমার ও একটী পরমা সুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। উহারা মাতৃস্তনের পরিবর্ত্তে মুনির অঙ্গুলি চুষিয়াছিল এবং তাহা হইতেই দুগ্ধ পাইয়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল। তাহাদের লীন ছবি বলিয়া তাহারা লিচ্ছবি ("লিচ্ছবী") নামে পরিচিত হয়। উহারা কিছু বড় হইলে আশ্রম সন্নিহিত জনপদবাসী ছেলে মেয়েগণ উহাদের সঙ্গে ক্রিড়ায় শৌর্য্যেবীর্য্যে পারিয়া উঠিত না। অন্যান্য ছেলেদিগকে তাহারা প্রহার করিত। তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়ী গেলে তাহাদের মাতা পিতা জিজ্ঞাসা করিতেন, কি হইয়াছে? কেন তোমরা কাঁদিতেছ? তখন ছেলেরা বলিত নির্ম্মাতা (মা ছাড়া) ছেলেরা আমাদিগকে প্রহার করিয়াছে। মুনির ভয়ে গ্রাম্য ছেলেদের মাতা পিতাগণ কুমার কুমারীকে কিছু বলিতে অক্ষম হইয়া আপন আপন ছেলেকে বলিয়া দিলেন যে তোমরা তাহাদের সহিত ক্রীড়াদি করিওনা, তাহাদের সান্নিধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিও, এই হেতু তাহাদের নাম হয় বজ্জী। কুমার কুমারী বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। মুনির নির্দ্দেশ মত জনপদ বাসীরা উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া দেন। ক্রমে ইঁহাদের ১৬টী পুত্র ও ১৬টী কন্যা জন্মে। কাল সহকারে তাঁহারাও পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাঁহাদের বহু সন্তান সন্ততি হয়। মুনির নির্দ্দেশ ছিল তাঁহাদের মেয়ে অন্যকে না দেওয়া, তাঁহাদের জন্যও অন্যের মেয়ে না আনা। তাঁহারা যে নগরে বাস করিতেন তাহা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এই হেতুও তাঁহাদের রাজধানীর নাম বৈশালী হয়। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ভগবান বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত সাত পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন। বজ্জিগণ সম্প্রীত ভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলে রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের শাসন প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল, রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে থাকিত না। বজ্জিগণ অষ্টকুলে বিভক্ত ছিলেন। তীরভুমি, জনকপুর, বৈশালী, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সূত্রের ১ম অধ্যায় দেখুন।

১। সী, চেব। ২। সী, ই, ভারতাতি।

অজাতশত্রু—মগধ-রাজ বিম্বিসারের পুত্র, কোশল-রাজ প্রসেন জিতের ভাগিনেয়, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী বিদেহ রাজের কন্যা ছিলেন। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের প্রথম দর্শনে স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বেলুবনারাম ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে,—অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন তখন মহিষীর সাধ হইয়াছিল যে রাজার স্কন্ধ নিঃসৃত রক্তপান করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অভিলাষ গোপন রাখেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন রাজার সন্নির্ব্বন্ধ অনুরোধে মহিষী তাহা ব্যক্ত করেন, রাজাও প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার সাধ পূর্ণ করেন। যখন দৈবজ্ঞেরা এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন যে, মহিষীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহন্তা হইবে তখন মহিষী গর্ভ পাতের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু রাজার সতর্কতা নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বোধ হয় অজাত অবস্থা হইতেই শত্রু বলিয়া তাঁহার নাম অজাতশত্রু রাখা হইয়াছিল।

ষোড়ষ বর্ষ বয়সে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেব দত্ত ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া যখন ভগবানের বিরোধী হইল, তখন অজাতশত্রু তাহার কুহকে পড়িয়া পিতৃহত্যার সঙ্কল্প করেন। একদিন অসি হস্তে পিতৃ হত্যার জন্য গমন করিলে প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল কিন্তু সহাস্য বদনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বৎস, তুমি আমার প্রাণ বধের ইচ্ছা করিয়াছ"? অজাতশত্রু বলিলেন "রাজ্যের জন্য"। ধর্ম্ম প্রাণ বিম্বিসার তখনই পুত্রকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু নারকী দেব দত্তের কুপরামর্শে পিতাকে বন্দি করিয়া রাখেন। অজাতশত্রুর এক ছেলে হইলে তিনি পুত্র স্নেহের আস্বাদ পাইয়া এবং মাতার নিকট তাঁহার জন্ম সময়ে পিতার আনন্দের বিষয় শুনিয়া পিতাকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন বিম্বিসারের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে তখন তাঁহার অনুতাপের অবধি রহিল না। যখন নারকী দেবদত্ত সশরীরে অবীচি নরকে পতিত হইল তখন তাঁহার অনুতাপ শত সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি নয়ন মুদিত করিতেই পারিতেন না, তিনি দেখিতেন যেন তৎপুত্র উদয়ভদ্র তাঁহাকে অসি হস্তে বধ করিতে আসিতেছে। তিনি অমাত্যের নির্দ্দেশ মত ক্রমে ছয় জন শাস্তার নিকট গমন করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজ-বৈদ্য জীবকের পরামর্শে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানের ভাষিত শ্রামণ্য ফল সূত্র শ্রবণে তাঁহার বিভীষিকা বিদূরিত হইল। তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া রাজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা চলিয়া আসিলে, ভগবান্ ভিক্ষু সঙ্ঘকে বলিয়াছিলেন "এই রাজা পিতৃ বধ রূপ মহা পাপে লিপ্ত না হইলে এই আসনের মধ্যেই মার্গফল লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেন"। তবুও সুখের বিষয় যে এক দিন তিনি ইহার প্রভাবে প্রত্যেক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। তৎপর রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

আয়ুষ্মান আনন্দ—সিদ্ধার্থ দেবের পিতৃব্য পুত্র। ইনি ও সিদ্ধার্থ দেব একই দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এই ছয় জন রাজ-পুত্র এবং নাপিত উপালী এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ভগবানের যখন পঞ্চ পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স তখন

আনন্দ তাঁহার উপস্থায়ক নিযুক্ত হন। শারি পুত্র, মোগ্‌গল্লায়ন প্রভৃতি আরও অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু ভগবান্ আনন্দকেই এই পদ দিয়াছিলেন, যেহেতু আনন্দ শত সহস্র কল্প কাল পূর্ব্ব হইতে এই পদ লাভের জন্য প্রভূত পুণ্য করতঃ প্রার্থনা করিয়া আসিতে ছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপরিনিব্বান পর্য্যন্ত ভগবানের সঙ্গে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক ছিলেন। ভগবান্ প্রথম নারী জাতিকে প্রব্রজ্যা দেন নাই। মহারাজ শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতি শাক্য নারিগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু ভগবান্ তাহাতে সম্মতি না দিয়া বৈশালীতে চলিয়া আসেন। তখন মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতি পঞ্চ শত শাক্য নারী ব্রহ্মচারিণী বেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দের সন্নির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় ভগবান্ নারীদিগকে সঙ্ঘে লইবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে আয়ুষ্মান আনন্দ সূত্র ও অভিধর্ম্ম সঙ্গায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণের বিষয় সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

সারিপুত্তো—সারি পুত্র। সারি বা শারি নামিকা ব্রাহ্মণীর পুত্র বলিয়া শারি পুত্র। ভগবান্ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্ম্মসেনাপতি নামেও খ্যাত। ইঁহার গৃহী নাম উপতিষ্য। যে গ্রামে তাঁহার জন্ম তাহার নামও উপতিষ্য বা নালক। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী। তাঁহার এক জন অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বন্ধু কোলিত গ্রামের মহা কুলের পুত্র বলিয়া কোলিত এবং মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র বলিয়া মোগ্‌গল্লায়ন নামে খ্যাত। তিনি ভগবান্ বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার সময় তাঁহাদের উভয়ের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল। উভয়ের পঞ্চশত পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কুমার সহচর ছিলেন। তাঁহারা রাজগৃহ নগরে নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৎপর তাঁহারা শিবিকা ও রথাদিসহ পঞ্চশত সহচরকে বাড়ীর দিকে পাঠাইয়া অবশিষ্ট পঞ্চ শত সহচরের সহিত খ্যাত নামা পরিব্রাজক সঞ্জয় বেলট্‌ঠ পুত্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রব্রজিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই সঞ্জয়ের অধিগত বিষয় আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সংসার দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় দেখিতে পাইলেন না। তৎপর তাঁহারা তত্বজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় পুনঃ রাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময়ে তথাগত সম্যক-সম্বোধি লাভ করতঃ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া ক্রমে রাজগৃহে আসিয়া মহারাজ বিম্বিসার প্রদত্ত বেলুবনারামে বাস করিতে ছিলেন। অতঃপর একদিন উপতিষ্য পরিব্রাজক দেখিতে পাইলেন স্থবির অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়াই উপতিষ্যের শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত? আপনার শাস্তা কে? কাহার ধর্ম্মে আপনি রুচি করেন? স্থবির কহিলেন, আমি শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণের শিষ্য, তিনিই আমার শাস্তা, সেই ভগবানের ধর্ম্মই আমি পালন করি। তখন উপতিষ্য কহিলেন, আপনার শাস্তা কোন্ বাদী? তিনি কিরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন? তদুত্তরে স্থবির বলিলেন, বন্ধো, আমি নূতন অচির প্রব্রজিত, অল্প দিন মাত্র এই ধর্ম্ম বিনয়ে আগমন করিয়াছি, আমাদের শাস্তার সমস্ত ধর্ম্ম মত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই। ভন্তে, বলে উপতিষ্য

বলিলেন "আমার নাম উপতিষ্য, আপনি অল্প বলুন বা বেশী বলুন অর্থই আমাকে প্রকাশ করুন। অর্থই আমার আবশ্যক, শুধু বহু ব্যঞ্জনে কি করিবে? আপনার ভাষিত বিষয় শত নয়ে (গুণে বা প্রকারে) সহস্র নয়ে জ্ঞাত হওয়ার ভার আমারই"। তখন অশ্বজিৎ এই ধর্ম্ম পর্য্যায় বলিলেন:—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমণোতি॥

যেই ধর্ম্মসমূহ (রূপ, বেদনাদি স্কন্ধপঞ্চ) হেতু সমুৎপন্ন, তথাগত বুদ্ধ তাহাদের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উহাদেরই যে নিরোধ, নিরোধের উপায়, তাহাও বলিয়াছেন। অতএব মহাশ্রমণ বুদ্ধ হেতু ও নিরোধ বা নির্ব্বানবাদী। পরিব্রাজক গাথার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদদ্বয় শুনিয়াই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, তিনি স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। অপর পাদদ্বয় স্রোতাপন্ন কালেই উচ্চারিত হইল। উপতিষ্য বুঝিলেন বিশ্ব চরাচর সকলি নশ্বর, ক্ষণ ভঙ্গুর, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশ্যম্ভাবী। তখন স্থবিরকে বলিলেন, "ভন্তে, আর বলিতে হইবে না, ইহাই যথেষ্ট। সেই অশোক পদ আপনা কর্ত্তৃক বিদিত। আমরা এই বিষয় পরিজ্ঞাত না হওয়ায় বহু কোটি কোটি কল্প কাল ভবচক্রে ঘুরিয়াছি। বর্ত্তমানে কোথায় আমাদের শাস্তা বাস করিতেছেন"? স্থবির বলিলেন, "বন্ধো, এই রাজগৃহেরই বেলুবনে তিনি বাস করিতেছেন"। ভন্তে,তাহা হইলে আপনি অগ্রে যান। আমার এক বন্ধু আছেন, আমি তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছি। আমি তাঁহাকে লইয়াই আসিব। তখন স্থবিরকে অভিবাদন ও তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ বিদায় দিয়া আরামাভিমুখে যাইতে লাগিলেন এবং কোলিত পরিব্রাজকের সমীপবর্ত্তী হইয়া স্থবিরের ভাষিত গাথা বলিলেন। তচ্ছ্রবণে কোলিতেরও বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া বলিলেন, "চলুন বন্ধো, শাস্তার নিকট গমন করি"। অতঃপর উপতিষ্য বলিলেন, "আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় অসারে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব"। উভয়ে সঞ্জয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি বলিলেন, "কি বৎসগণ, অমৃত দেশক পাইয়াছ"? হাঁ আচার্য্য, পাইয়াছি। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন, ধর্ম্ম উৎপন্ন, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি তুচ্ছে, অসারে বিচরণ করিতেছেন। চলুন শাস্তার সমীপে গমন করি। তচ্ছ্রবণে সঞ্জয় বলিলেন, "যাও তোমরা, আমি যাইব না"। কেন আচার্য্য? আমি মহাজনগণের আচার্য্য হইয়া বিচরণ করিতেছি। অন্তেবাসী হইয়া বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আচার্য্য, জগতে যখন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছেন; তখন মহাজনগণ সেখানেই যাইবেন, আমরাও তথায় যাইব। আপনি আর কি করিবেন? সঞ্জয় বলিলেন,—"বৎস, এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী"? আচার্য্য, মূর্খই বেশী, পণ্ডিত সামান্য কয়েকজন মাত্র। বৎস, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে, মূর্খগণ আমি মূর্খেরই নিকট আসিবে। আমি যাইব না, তোমরাই যাও। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, সঞ্জয়ের পরিষদ ভাঙ্গিয়া গেল। সঞ্জয় শূন্য আরাম দেখিয়া উষ্ণ রক্ত বমন করিলেন।

ভগবান্ চতুর্পরিষদ মধ্যে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ ভিক্ষুগণ, ঐ যে উপতিষ্য ও কোলিত নামে দুই বন্ধু আসিতেছে, তাহারাই আমার অগ্র ভদ্র শ্রাবক যুগল হইবে।" তাঁহারাও ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণাম করতঃ বলিলেন, "ভন্তে, আমরা ভগবৎ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিতেছি।" তখন ভগবান্ "এস ভিক্ষুগণ, দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য সুব্যাখ্যাত ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেই তন্মুহূর্ত্তে সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী শত বৎসর বয়স্ক স্থবিরের ন্যায় হইলেন। তৎপর ভগবান্ তাঁহাদের চর্য্যানুযায়ী ধর্ম্ম দেশনা আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে উপতিষ্য ও কোলিত ব্যতীত আর সকলেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। প্রব্রজ্যা দিবস হইতে সপ্তম দিবসে মোগ্‌গল্লায়ন এবং পঞ্চদশ দিবসে শারিপুত্র অর্হত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম প্রাপ্ত হইলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র কি মহাপ্রজ্ঞ নহেন? তিনি কেন মোগ্‌গল্লায়নেরও পরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার পরিকর্ম্ম মহৎ বলিয়া। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কোথাও যাইতে সত্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু রাজাগণের কোথায়ও যাইবার কালে হস্তী বলবাহন জন্য আড়ম্বর করিতে করিতে বিলম্ব ঘটে ইহাও তদ্রূপ দ্রষ্টব্য। সেই দিবসই ভগবান্ বেলুবনে বুদ্ধিমান ছায়ায় শ্রাবক সম্মিলিত করাইয়া শারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লায়নকে অগ্র শ্রাবক বলিয়া ব্রহ্মস্বরে ঘোষণা করতঃ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুগণ আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, "অগ্র শ্রাবকের পদ দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রব্রজিত ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত অঞ্‌ঞা কোণ্ডঞ্‌ঞ প্রমুখ পঞ্চ বর্গীয়কে, অথবা তৎপর প্রব্রজিত যশঃ কুলপুত্র প্রমুখ ৫৫ জন বন্ধুকে, কিম্বা ৩০জন ভদ্রবর্গীয়কে অথবা সহস্র শিষ্য পরিবৃত উরুবেল কশ্যপাদি তিন সহোদরকে দেওয়া উচিত ছিল। এতগুলি উপযুক্ত ভিক্ষু বাদ দিয়া ইঁহাদের পশ্চাতে প্রব্রজিত শারিপুত্রও মোগ্‌গল্লায়নকে অগ্র শ্রাবকের পদ দেওয়াটা ভগবানের পক্ষে মুখ চাহিয়াই দেওয়া হইল"। ভগবান্ ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় শুনিয়া বলিলেন:—"ভিক্ষুগণ, আমি মুখ চাহিয়া দিতেছিনা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্ম্মানুযায়ী প্রণিধান মতেই লাভ করিয়াছে, অঞ্‌ঞাকোণ্ডঞ্‌ঞ যে এক শস্য নয় বার অগ্রদান করিয়াছিল, তাহা অগ্রশ্রাবকত্ব লাভের জন্য দেয় নাই। অগ্রধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে লাভের জন্যই দিয়াছিল। যশঃকুলপুত্র প্রভৃতিরা অর্হত্ব প্রাপ্তির প্রণিধানই করিয়াছিল। শারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লায়ন এক অসংখ্যেয়াধিক লক্ষ কল্প পূর্ব্বে অনোমদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধের পাদমূলে অগ্রশ্রাবকত্ব লাভেরই প্রণিধান করিয়াছিল+। অতএব প্রত্যেকে স্বীয় প্রণিধান মতই প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি মুখ চাইয়া কাহাকেও দিই নাই"। শারিপুত্র যেরূপ সুকৌশলে বিরুদ্ধবাদীদিগের কূট তর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন আর কেহ সেরূপ পারিতেন না। ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয় তিনি বিস্তারে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। শারিপুত্রের প্রজ্ঞাবল ও পরিনিব্বান প্রাপ্তি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। **মোগ্‌গল্লায়ন**—ঋদ্ধি শক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ঋদ্ধি বলে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতেন। ইচ্ছা মত দেব লোকেও নরকে যাইয়া কোন্ কারণে কোন্ দেবতা কিরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন, নরকে কে, কি কারণে কিরূপ

+তাঁহাদের অতীত বৃত্তান্ত ধর্ম্ম পদার্থকথায় অগ্রশ্রাবক বথু দ্রষ্টব্য।

দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং লোকদিগকে ঋদ্ধি প্রভাবে স্বর্গ নরক দেখাইতেন, তাই দলে দলে লোক বুদ্ধ-মত গ্রহণ করিত। ইহাতে তৈর্থিকেরা অপদস্থ হইত, সুতরাং তাহাদের লাভ সংকারও কমিয়া গিয়াছিল। তৈর্থিকেরা ভাবিল "মোগ্‌গল্লায়নকে নিহত করিলে বুদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে"। তাই তাহারা তাঁহার প্রাণ বধের সঙ্কল্প করিল। তাহারা কতিপয় উপাংশুঘাতক নিযুক্ত করিয়া মোগ্‌গল্লায়নকে বধ করিলে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইল। ঘাতকেরা গিয়া তাঁহার অবস্থিতি গুহা বেষ্টন করিল, কিন্তু মোগ্‌গল্লায়ন ঋদ্ধি বলে পলাইয়া গেলেন। পরদিনও ঐরূপ হইল। কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, "তাঁহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নিঃশেষ করিয়া নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হওয়া উচিত"। তদ্ধেতু তিনি সেইদিন পলাইয়া গেলেন না। "অতীত এক জন্মে তিনি স্ত্রীর প্ররোচনায় স্বীয় অন্ধ মাতাপিতাকে বন মধ্যে নিয়া সিংহ শার্দ্দুলাদির মুখে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইয়াছে, এখন তাঁহার শেষ জন্ম, আর কোথায়ও জন্মিবেন না। স্ত্রৈণতার কৃত মহাপাপের ফলভোগ করিতে তিনি মহা ঋদ্ধিশালী হইয়াও আর ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিলেন না। তখন ঘাতকেরা গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলিও চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মরিয়াছেন মনে করিয়া চলিয়া গেল। ইচ্ছা মৃত্যু ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মারিবার কাহারও সাধ্য নাই। তখন তিনি পূর্ব্ব অধিষ্ঠান বলে ঋদ্ধি প্রভাবে আকাশ পথে ভগবানের চরণতলে সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভন্তে, আমার পরিনিব্বান প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ভগবান্ বলিলেন ;—"মহামোগ্‌গল্লায়ন, তুমি নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হইতে পার বটে, কিন্তু তোমার মত কেহই আর ধর্ম্ম শুনাইতে পারিবে না, তুমি একবার ধর্ম্ম ভাষণ কর"। তখন আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লায়ন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করতঃ ক্রমশঃ সপ্ততাল প্রমাণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বহুবিধ বিভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মধুর কণ্ঠে ধর্ম্ম দেশনা করিলেন এবং ভগবানের পদে পুনঃ প্রণাম করতঃ নিব্বানে পরিনির্ব্বাপিত হইলেন। শারিপুত্রের পরিনিব্বান প্রাপ্তির এক পক্ষ পরে অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় তাঁহার পরিনিব্বান হইয়াছিল। তৎপর রাজা অজাতশত্রুর চেষ্টায় ঘাতক ও তৈর্থিয়গণ ধরা পড়িয়া যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিয়াছে তাহা ধর্ম্মপদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

আম্রপালী—বৈশালী নগরের নানাগুণবতী ও পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী। তাঁহার গর্ভে রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অভয় রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল। অপদান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "আম্রপালী আম্রশাখান্তরে ঔপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু তাঁহার নাম আম্রপালী হইয়াছে"। ভগবান্ ফুস্স সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার ভগ্নী ছিলেন। তখন তিনি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া রূপসম্পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবান্ সিখী সম্যক-সম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বিমুক্ত-চিত্তা ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই বাচনিক পাপের হেতু মরণান্তে ভয়ানক নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে দশ সহস্র জন্ম গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মরণান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবপুরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথা হইতে

চ্যুত হইয়া বর্ত্তমানে আম্রশাখান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মেই তিনি পূর্ব্ব প্রার্থনানুযায়ী পরমা রূপবতী হইয়াছিলেন। এবারও পূর্ব্ব পাপভোগ নিঃশেষ না হওয়ায় গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বের সুচরিত কর্ম্মের প্রভাবে পরমা রূপবতী ও নানাগুণান্বিতা বলিয়া বৈশালী নগরের প্রধান বারাঙ্গনা হইয়াছিলেন। ভগবানের অশীতি বৎসর বয়সে তিনি আম্রপালীর উপবনে আগমন করিলে, আম্রপালী ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা লাভ করেন। পরবর্ত্তী দিবসে বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া তাঁহার আরাম ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তৎপর শাসনে প্রব্রজিতা হইয়া অচিরেই ষড়াভিজ্ঞসম্পন্না অর্হৎ হইয়াছিলেন। থেরী গাথা ও থেরী অপদানে তাঁহার ভাষিত অনেকগুলি কবিত্বপূর্ণ গাথা আছে।

অনুরুদ্ধ—শাক্যরাজা শুদ্ধোদনের সহোদর শুক্লোদনের পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম মহানাম। অনুরুদ্ধ মহাপুণ্যাত্মা, পরম সুকুমার ছিলেন। সুবর্ণ থালায় তাঁহার জন্য আহারীয় উৎপন্ন হইত। নাই (নত্থি) এই শব্দ তিনি শোনেন নাই। একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে নাই এই শব্দের অর্থ শিখাইতে এক শূন্যপাত্র আবৃত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু পথের মধ্যে দেবতা দিব্য পূপে (পূবে) তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহা ভোজন করিয়া মাকে আসিয়া বলিলেন ;—"মা, আমি কি আপনার প্রিয় নহি ? এতদিন আমাকে এমন সুভোজ্য নত্থি পূপ দেন নাই কেন" ? তখন তাঁহার মাতা সবিশেষ অবগত হইয়া বুঝিলেন যে, কোন দ্রব্য নাই ইহা তাহার শ্রুতিগোচর হইবে না ? তিনি তিন ঋতুপযোগী ত্রিবিধ প্রাসাদে অলঙ্কৃত নাটকী স্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তথাগত সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শাক্যরাজ্যে আগমন করতঃ যখন স্বীয় পুত্র রাহুল কুমার এবং স্বীয় ভ্রাতা যুবরাজ নন্দকে দীক্ষিত করিয়া মল্লরাজ্যে চলিয়া গেলেন, তখন রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে প্রত্যেক শাক্যের গৃহ হইতে এক একজন করিয়া একসঙ্গে দুই অশীতি সহস্র (১৬০০০০) ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত হইলেন। সেই সময়ে মহানাম অনুরুদ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং প্রব্রজিত হইতে চাইলে অনুরুদ্ধ গৃহবাসে অনিচ্ছুক হইয়া আনন্দ প্রভৃতির সহিত প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অর্হৎ হইয়া দিব্যচক্ষু স্থবিরদিগের মধ্যে অগ্রস্থান প্রাপ্ত হন। সেইহেতুই মল্লরাজগণ ভগবানের দেহ কাঁধে উঠাইতে না পারিয়া এবং ভগবানের চিতায় অগ্নি জ্বালাইতে না পারিয়া তাঁহার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দও "ভগবান পরিনির্ব্বৃত হইলেন কি" বলিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনি শত সহস্র কল্প পূর্ব্বে ভগবান্ পদুমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বুদ্ধ প্রমুখ শত সহস্র ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল সচীবর মহাদান দিয়া দিব্যচক্ষু সম্পন্ন ভিক্ষুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সপ্ত যোঁজনিক ধাতুচৈত্যের চতুর্দ্দিকে বহু সহস্র কাঁস নির্ম্মিত প্রদীপে ঘৃত পূর্ণ করিয়া দীপমেরু রূপে জ্বালাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর দিব্য ও মনুষ্য সম্পত্তি পরিভোগ করিতে করিতে ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার যোজন প্রমাণ ধাতু চৈত্যের চতুর্দ্দিকে কংস নির্ম্মিত দীপাধারে ঘৃত পূর্ণ করতঃ সমস্ত রাত্রি জ্বালাইয়াছিলেন এবং স্বীয় মস্তকে সহস্র সলিতাযুক্ত বৃহৎকংস প্রদীপ লইয়া সমস্ত রাত্রি চৈত্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া আয়ুশেষে বারাণসীতে এক

দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, নাম ছিল অন্নভার। সেই জন্মে সুমন নামক শ্রেষ্ঠীর ঘরে কাজ করিবার সময় উপরিট্ঠ নামক প্রত্যেকসম্বুদ্ধ ভিক্ষায় আসিলে তিনি স্বীয় আহার সামগ্রী তাঁহার পাত্রে দান করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে অন্নভারের স্ত্রীও স্বীয় আহার সামগ্রীগুলি দিয়াছিলেন। তখন সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে অধিষ্ঠিত দেবতা মহাশব্দে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। নিরোধ সমাপত্তি হইতে উত্থিত প্রত্যেকসম্বুদ্ধ অথবা শ্রাবককে কিছু দান করিলে তাহার ফল সপ্তাহের মধ্যে লাভ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী তাঁহার এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিসহস্র টাকা দিয়া পুণ্যাংশ গ্রহণ করিলেন। তৎপর শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিতে গিয়া মাটীর নীচে নিধিকুম্ভী প্রাপ্ত হন। রাজাকে গিয়া তাহা জানাইলে, রাজা সমস্ত উঠাইয়া অন্নভারকেই প্রদান করেন এবং তাঁহার "মহাধন শ্রেষ্ঠী" নামকরণ করেন। তিনি সেই সম্পত্তি পরিভোগ করতঃ যাবজ্জীবন কুশল কর্ম্ম করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হন। দীর্ঘদিন দেব ঐশ্বর্য্য পরিভোগ করিয়া আমাদের বুদ্ধ উৎপন্ন কালে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাকশ্যপ—ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পিপ্‌ফলী মানব। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভদ্রা কাপিলানি মদ্র রাজ্যে সাগল নগরে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে কোসিয় গোত্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন রূপবতী ছিলেন যে তাঁহার দেহ-প্রভায় দ্বাদশ হস্ত পরিমিত গৃহ আলোকিত হইত; প্রদীপের আবশ্যক করিত না। যাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে সহজে সাংসারিকের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না। ইঁহাদের মাতা পিতা ইঁহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই পালন করিয়াছিলেন। কামভাবে কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। মাতাপিতার মরণের পর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও গৃহে থাকিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় দেখিয়া, উভয়ে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া যাইবার সময় পিপ্‌ফলী ব্রহ্মচারী চিন্তা করিলেন ;—এই ভদ্রা কাপিলানি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তিনি যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, ইহা লোকে দেখিয়া মনে করিবে যে "আমরা প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই।" এইরূপ মনে করিলে লোক পাপগ্রস্ত হইয়া নিরয়গামী হইবে। ইহাতে আমাদেরও অন্যায় হইবে। অতএব ভিন্ন পথে যাওয়াই উচিত। দ্বিধাপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন ;—"ভদ্রে, তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিলে লোকে নানা কুকথা বলিয়া নিরয়গামী হইতে পারে, ইহাতেঁ আমাদের উভয়েরই অন্যায় হইবে, এই দুই পথের মধ্যে আপনি একটা গ্রহণ করুন, আমি অন্য পথে যাইব"। তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন ;—"হাঁ আর্য্য, স্ত্রীজাতি প্রব্রজিতের ভার। আমরা প্রব্রজিত হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইতেছি না বলিয়া লোকে নানা কুধারণা পোষণ করিতে পারে"। তিনি ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ চতুর্স্থানে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতে+ প্রণাম করিয়া সমুজ্জল দশ নখ একত্র করতঃ কৃতাঞ্জলি সহকারে বলিলেন ;—"শত সহস্র

+ললাট, দুই কনুই, কটিদেশ, দুই জানু ও দুই পা দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম।

কল্প কালের মিত্র সম্ভাব অদ্য বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আপনি পুরুষ, সুতরাং দক্ষিণ (দাক্ষিণ্যযুক্ত, উদার ডাইন), দক্ষিণপথই আপনার অবলম্বনীয়। আমি মাতৃগ্রাম (মাতৃগুষ্টি) বামাজাতি, আমার বাম পথেই যাওয়া উচিত" এই বলিয়া ভদ্রা কাপিলানি বাম পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের দ্বিধা ভূতকালে "আমি চক্রবাল সুমেরু পর্ব্বতাদির ভার বহনে সমর্থা হইয়াও আপনাদের গুণগ্রাম ধারণে অক্ষম" এই ভাব প্রকাশ করণের ন্যায় এই সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল, আকাশে অশনিপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল, চক্রবাল পর্ব্বত উন্নমিত হইল। তখন সম্যকসম্বুদ্ধ বেলুবনের গন্ধ কুটীরে বসিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী-কম্পন ও গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া অবগত হইলেন যে ;—পিপ্‌ফলী মানব ও ভদ্রা কাপিলানি অপরিমিত ভোগ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া "আমারই উদ্দেশ্যে" প্রব্রজিত হইয়াছে। তাহাদের বিয়োগ কালে উভয়ের গুণ বলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। "এখন মৎ কর্ত্তৃক ইহাদের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য" ইহা স্থির করিয়া তখনই ভগবান্ পাত্র চীবর লইয়া গন্ধ কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী তিন গব্যুতি (ক্রোশ) পথ গিয়া রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যস্থিত বহুপুত্র বটবৃক্ষ মূলে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি ছদ্মবেশে না বসিয়া বুদ্ধ বেশেই অশীতি হস্তব্যাপী ষড়বর্ণ রশ্মিসমূহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বসিলেন। তখন পর্ণ-ছত্র-শকট-চক্র-কূটাগারাদি প্রমাণ বুদ্ধরশ্মি সমূহ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া বিধারিত হইতেছিল। সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য্য উদ্গমন কালের ন্যায় বনান্তরে একোদ্ভাস উৎপন্ন হইল। দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ শ্রীতে গগনে সমুজ্জ্বল তারকামালার ন্যায়, সলিলে সুপুষ্পিত কমল কুবলয়ের ন্যায় বনান্তর সমুজ্জ্বলভাবে বিরোচিত হইতে লাগিল। ন্যগ্রোধ তরুর কাণ্ড স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, পত্রসমূহ নীলবর্ণ, পক্বপত্র রক্তবর্ণ কিন্তু সেই সময়ে তরুটী সমুজ্জ্বল সুবর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী এইভাবে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখিয়া "ইনিই আমার শাস্তা হইবেন, ইঁহারই উদ্দেশ্যে বোধহয় প্রব্রজিত হইয়াছি" ভাবিয়া দৃষ্ট স্থান হইতেই অবনত শিরে গিয়া তিনস্থানে বন্দনা করতঃ বলিলেন ;—"ভন্তে ভগবন্, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনারই শ্রাবক"।

অতঃপর ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন :—"কশ্যপ, তোমার গুণের প্রভাবে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছে,—পৃথিবী তোমার গুন রাশি ধারণে অসমর্থা হইলেও তথাগতের গুণ মহিমা এতই মহৎ যে তোমার কৃত কর্ম্মের প্রভাবে (নিপচ্চাকারো) আমার লোমও নাড়িতে পারে নাই। কশ্যপ, উপবেশন কর, তোমাকে আমার দায়াদ করিব"। তৎপর তাঁহাকে ভগবান্ ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা উপসম্পাদা প্রদান করিলেন এবং তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। শাস্তার শরীর বিচিত্র দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে, মহাকশ্যপের শরীর সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত ছিল। নৌকায় পশ্চাৎ বদ্ধ ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় তিনি শাস্তার পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন। শাস্তা কিয়দ্দূর গিয়া পথ ত্যাগ করতঃ এক বৃক্ষ-মূলে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। শাস্তা বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া মহাকশ্যপ স্বীয় পট সজ্ঘাটী চীবর চতুর্গুণ (চারি ভাজ) করিয়া বিছাইয়া দিলেন। শাস্তা তদুপরি বসিয়া চীবর খানা হস্তে পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, "কশ্যপ, তোমার এই পট সজ্ঘাটী চীবর অতি মৃদু" তচ্ছ্রবণে মহাকশ্যপ ভাবিলেন ;—"শাস্তা আমার সজ্ঘাটী বস্ত্র খানা অতি মৃদু বলিতেছেন, অবশ্য পরিধানের ইচ্ছুক

হইবেন” ইহা মনে করিয়া তিনি শাস্তাকে প্রণাম করতঃ করজোড়ে নিবেদন করিলেন ;—ভন্তে ভগবন্, এই সঙ্ঘাটী পরিধান করুন। তখন ভগবান্ বলিলেন ;—“তাহা হইলে কশ্যপ, তুমি কি পরিধান করিবে”? মহাকশ্যপ নিবেদন করিলেন ;—“ভন্তে, আপনার পিড়নের কাপড় খানা পাইলেই গায়ে দিব”। “কশ্যপ, এই পরিভোগে জীর্ণ পাংশুকুল চীবর ধারণ করিতে সক্ষম হইবে? আমাকর্ত্তৃক এই পাংশুকুল চীবর গ্রহণ কালে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধ পরিভোগ জীর্ণ এই চীবর অল্প গুণে ধারণ করিতে পারে না। পটিপত্তি+ধর্ম্ম মহোৎসাহে পরিপূরণকারী জাতি পাংশুকুলিক ‡ কর্ত্তৃকই ধারণীয়” এইরূপ বলিয়া চীবর বিনিময় করিলেন। মহাকশ্যপের চীবর ভগবান্, ভগবানের চীবর মহাকশ্যপ পরিধান করিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে অচেতন এই মহাপৃথিবী যেমন বলিতেছেন, “ভন্তে, অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, শ্রাবকের সহিত পরিহিত বস্ত্র কেহ পরিবর্ত্তন করেন নাই, আমি আপনার এই গুণ মহিমা ধারণে অক্ষম” এই উদ্দেশ্যে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভগবানের পরিহিত বস্ত্র পাইয়া স্ফীতমন হইলেন না, তখনই তিনি ভগবানের নিকট হইতে ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি সাত দিন মাত্র পৃথগজন ভাবে থাকিয়া অষ্টম দিবসে চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে বলিলেন ;—“ভিক্ষুগণ, কশ্যপ চন্দ্রের ন্যায় লোকের বাড়ীতে সমুপস্থিত হয়, তাহার কায় এবং চিত্ত কুলে অনাসক্ত, নিত্য নূতন নূতন কুলে অপ্রগল্‌ভের সহিতই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে” ইত্যাদি রূপে তাঁহার বহুতর প্রশংসা করিয়া অপর ভাগে আর্য্যগণের মধ্যে সিংহনাদে ঘোষণা করিলেন “এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং ভিক্‌খূনং ধুতবাদানং যদিদং মহাকস্‌সপোতি” অর্থাৎ “ভিক্ষুগণ, আমার ধুতবাদ ভিক্ষু শ্রাবকদিগের মধ্যে এই মহাকশ্যপই অগ্রতম” বলিয়া তিনি তাঁহাকে অগ্রস্থান প্রদান করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ মহাশ্রাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্ম বিবৃত করিতে অপদানে ও থেরগাথায় অনেকগুলি ভাব পূর্ণ গাথা ভাষণ করিয়াছেন। তাঁহার ইহজীবনের কার্য্যাবলী সূত্রে ও পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। ভদ্রা কাপিলানি উত্তর দিকে গিয়া তৈর্থিকের নিকট দীক্ষিত হইয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ পরিব্রাজিকা ব্রত পালন করেন। রাজা শুদ্ধোদনের পরিনিব্বান প্রাপ্তির পর মহা প্রজাপতী গৌতমী প্রব্রজিত হইবার জন্য ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করেন, কিন্তু ভগবান্ নারীজাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে অসম্মত হইয়া বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি শাক্য কুলের পঞ্চ শত মহিলার সহিত ব্রহ্মচারিণীবেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রমণিগণ, যাঁহারা কখনও গৃহের বাহির হন নাই, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা দীর্ঘ ৫১যোজন পথ পদব্রজে গমন করায় তাঁহাদের পা ফাটিয়া গেল কিন্তু তবুও তাঁহারা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তদ্দর্শনে আয়ুষ্মান আনন্দের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি যুক্তির সহিত ভগবানের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন, তখন ভগবান্ ভিক্ষুণীদের জন্য আটটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া আনন্দকে

+পটিপত্তি ধর্ম্ম—১৩শ প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত; ১৪ প্রকার খন্ধকব্রত ও ৮২ প্রকার মহাব্রত।

‡ জাতি পাংশুকুলিক—যাঁহারা প্রবজ্যা দিবস হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন, শ্মশান মশান প্রভৃতি হইতে লোকের ত্যাজ্য বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন।

বলিলেন ;—"আনন্দ, মহাপ্রজাপতী গৌতমী যদি এই আটটি নিয়ম প্রতি পালন করিতে প্রতিশ্রুতা হন, তবে তখনই তাঁহার উপসম্পদা হইবে"। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপ্রজাপতী সন্নিধানে আসিয়া যখন ঐ আটটি নিয়ম শুনাইলেন তখনই তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "ভন্তে আনন্দ, শুচিমান ব্যক্তি যেমন স্নান পূর্ব্বক মহামূল্য রত্ন দাম মস্তকে গ্রহণ করে সেইরূপ আমরাও ভগবান্ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ এই আটটি নিয়ম (নারীজাতির পক্ষে যত কঠোর হইক না কেন) মস্তকে ধারণ করিতেছি"। এইরূপ বলা মাত্রেই তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর উৎপন্ন হইয়া, তাঁহারা শত বৎসর বয়স্কা ভিক্ষুণীর ন্যায় হইয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরে ভদ্রা কাপিলানি ও মহাপ্রজাপতী গৌতমীর নিকট আসিয়া দীক্ষিতা হন এবং ভগবানের উপদেশে ষড়াভিজ্ঞসম্পন্না অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অপদানে এবং থেরী গাথায় তাঁহার ভাষিত অনেকগুলি গাথা রহিয়াছে। লক্ষ কল্প পূর্ব্ব হইতে মহাশ্রাবকত্ব লাভের জন্য আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভদ্রা কাপিলানির সহিত প্রণিধান সহকারে পুণ্য করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ পদুমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বৈদেহ নামক শ্রেষ্ঠী হইয়া সাত দিন যাবৎ মহা দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের সময় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ হইয়া এক শাটক দান করিয়াছিলেন। আর এক জন্মে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রত্যেকসম্বুদ্ধকে গায়ের কাপড় দান করিয়া আসেন। ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের ধাতু-চৈত্য স্বর্ণময় পদ্ম দ্বারা সাজাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর নন্দ নামক রাজা হইয়া পঞ্চশত প্রত্যেকসম্বুদ্ধের দীর্ঘ দিন সেবা পূজা করিয়াছিলেন।

উপালী—কপিলবস্তুর রাজকুলের ক্ষৌরকার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম মন্তানি। গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পূর্ণ। যখন অনুরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি রাজ-পুত্রগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবস্তু হইতে কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা মূল্যবান বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচন পূর্ব্বক প্রিয় সহচর ক্ষৌরকার-পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও"? কিন্তু তিনি চিন্তা করিলেন ;—আমি একাকী কপিলবস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন, বিশেষতঃ ক্ষৌরকার বংশে আমার জন্ম, এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আমার উপযুক্ত নহে। রাজ পুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে প্রব্রজিত হওয়া আরও সহজ। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি এক বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া "যাহার আবশ্যক সে-ই ইহা গ্রহণ করুক" বলিয়া রাজ পুত্রদিগের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ অনুরুদ্ধ প্রভৃতি রাজ পুত্রদিগকে প্রব্রজ্যাদিতে অগ্রসর হইলে তিনিও প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। তখন রাজ-পুত্রেরা বলিলেন ; "ভন্তে, অগ্রে তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন, তাহা হইলে আমরা ইহাকে প্রণামাদি করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইব, তাহাতে আমাদের দুর্জ্জয়মান ত্যাগ হইবে"। তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত ভগবান্ উপালীকে অগ্রে প্রব্রজ্যা দিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে (রাজ পুত্র দিগকে) প্রব্রজ্যা দিলেন। "অনুরুদ্ধাদীহি পন সহ গন্ত্বা পব্বজিতত্তা খত্তিযানং উপসমীপে অল্লীনো যুত্তো, কায়চিত্তেহি সমঙ্গি ভূতোতি উপালী" অনুরুদ্ধাদি রাজপুত্রগণের সহিত গিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উপালী, ক্ষত্রিয়গণের উপ (সমীপে) অল্লীন (যুক্ত) বলিয়া উপালী, কায়মনে

ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত বা ক্ষত্রিয়গণের সহিত মিলিত বলিয়া উপালী নাম হয়। তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম-স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। তখন ভগবান্ বলিলেন, অরণ্যে বাস করিলে তোমার বিদর্শন ধুরই পূর্ণ হইবে। আমার সঙ্গে থাকিলে বিদর্শন ধুর এবং গ্রন্থধুর এই উভয়ই পরিপূর্ণ হইবে। তিনি শাস্তার উপদেশে অচিরেই অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিনয়ে পারদর্শী হইলেন। তিনি ভারুকচ্ছ-বত্থু, অজ্জুক-বত্থু এবং কুমারকশ্যপ-বত্থু সুবিচার করিয়া প্রত্যেকবারে ভগবানের সাধুবাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভগবান্ আর্য্যগণ মধ্যে সিংহনাদে ঘোষণা করেন যে "বিনয় ধর শ্রাবকদিগের মধ্যে উপালীই অগ্রতম"। তিনি অগ্র শ্রাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বচরিত প্রকাশ করিতে বহু যুক্তিপূর্ণ ভাবগ্রাহী গাথা ভাষণ করেন। অপদান গ্রন্থপাঠে জানা যায়:—ইনিও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদের সময়ে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া এখন হইতে লক্ষ কল্পকাল পূর্ব্বে ভগবান্ পদুমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন ইনি সুজাত নামে ব্রাহ্মণমহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্বেদ ও লক্ষণ শাস্ত্র, ইতিহাস এবং ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মে পারদর্শী হইয়াছিলেন। একদা তিনি ভগবানের ধর্ম্ম সভায় গিয়া দেখেন যে, ভগবান্ জনৈক ভিক্ষুকে বিনয় ধর ভিক্ষুদিগের মধ্যে অগ্রতম বলিয়া নির্দ্দেশ দিতেছেন। তখন ইনিও ভবিষ্যতে সেইরূপ ভিক্ষু হওয়ার মানসে বহু শতসহস্র টাকা ব্যয়ে শোভণ নামে সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া চতুপ্র্রত্যয়ের সহিত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। তৎপ্রভাবে তিনি ত্রিশ কল্প পর্য্যন্ত দেব-ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। সহস্রবার দেবরাজ ইন্দ্র হন। সহস্রবার পৃথিবীর মধ্যে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া বিপুল সুখৈশ্বর্য্য পরিভোগ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যে কতবার হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পে অনন্ত তেজ, অমিত যশঃ অঞ্জস নামক মহারাজের ইনি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল চন্দন কুমার। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অলঙ্কত হস্তীতে চড়িয়া যাওয়ার সময় দেবল নামক প্রত্যেকসম্বুদ্ধকে দেখিয়া তদ্দিকে হস্তী প্রেরণ করেন। প্রত্যেক সম্বুদ্ধের মহিমা প্রভাবে হস্তী সেদিকে না যাওয়ায় যুবরাজ হস্তীকে প্রহার করেন এবং বুদ্ধের উপর ভয়ানক কুপিত হন। তম্মুহূর্ত্তে তাঁহার শরীরে ভয়ানক দাহ উৎপন্ন হইল, সসাগরা মহাপৃথিবী প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোথায়ও শান্তি না পাইয়া পিতার নিকট তাহা প্রকাশ করেন। তচ্ছ্রবণে অঞ্জস মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ;—"পুত্র, তুমি মুনিকে বৈরচিত্তে ঘট্টন করিতে চাহিয়া ভারি অন্যায় করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে সুমেখল, কোসম, সিগ্গব, সত্তক এই চারিজন রাজা ঋষিকে ঘট্টন করিয়া জনপদের সহিত ধ্বংস হইয়াছেন। ব্রহ্মচারিগণ কুপিত হইলে রাজ্যসহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি আমরা তাঁহা হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত না হই, তবে সপ্ত দিবসের মধ্যে আমাদেরও বিনাশ অনিবার্য্য"। অতঃপর রাজা তিন সহস্র যোজন ব্যাপী সহচর সহ যুবরাজকে লইয়া প্রত্যেকসম্বুদ্ধের পাদমূলে সমুপস্থিত হইলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "জলে যেমন অগ্নি তিষ্টে না, পাষাণে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, অগদে যেমন ক্রিমিকুল তিষ্টে না সেইরূপ বুদ্ধগণেরও কোপ উৎপন্ন হয় না। ভূমি যেমন অচল, সাগর যেমন অপ্রমেয়, আকাশ যেমন অনন্ত বুদ্ধগণও সেইরূপ। তাঁহারা কখনও আলোল নহেন। বুদ্ধগণ সততই ক্ষমাশীল"! তখন প্রত্যেকসম্বুদ্ধ যুবরাজের পরিদাহ বিদূরিত করতঃ আকাশে উত্থিত

হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আয়ুষ্মান উপালী স্বয়ং বলিতেছেন ;—

তেন কম্মেনহং বীর হীনত্তং অজ্ঝুপাগতো,
সমতিক্কম্ম তং জাতিং পাবিসিং অভয়ং পুরং।

সযম্ভুং তং বিমানেত্বা সন্তচিত্তং সমাহিতং,
তেন কম্মেনহং অজ্জ জাতোম্‌হি নীচ যোনিযং॥

... ...

পন্থে দিস্বান কাসাবং ছড্‌ডিতং মিল্‌হ মক্‌খিতং,
সিরস্মিং অঞ্জলিং কত্বা বন্দিতব্বং ইসিদ্ধজং।
অব্‌ভতীতা চ যে বুদ্ধা বত্তমানা অনাগতা,
ধজেনানেন সুজ্ঝন্তি, তস্মা এতে নমস্‌সিযা।

হে মহাবীর, সেই কর্ম্মের দ্বারা আমাকে হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, আপনার কৃপায় তাহা ত্যাগ করতঃ নিব্বান পুরে প্রবেশ করিয়াছি। তখন স্বয়ম্ভু হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার হৃদয়ের দাহ বিদূরিত হইয়াছিল, আজ আপনার কৃপায় রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নির সন্তাপও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রবণ শক্তি আছে তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

সমাহিত শান্তচিত্ত স্বয়ম্ভুকে অবজ্ঞা করিয়া অদ্য আমাকে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুক্ষণ কেহ হেলায় হারাইবেন না। সুসময় বৃথা ক্ষেপণ করিলে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয়। সকলে সদর্থে অনুপ্রাণিত হইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। শ্রীবুদ্ধের উৎপত্তিতে সংসার দুঃখ কেহ বমন করেন, কেহ বিরেচন অর্থাৎ বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করেন, আবার কেহ হলাহলবৎ তাহা উৎপাদন করেন। মার্গ লাভীদের সংসার ক্লেশ বমিত, ফল লাভীদের বিরেচিত। ফললাভ করিয়া অবস্থিতদের নিব্বানই ঔষধ। যাঁহারা মনুষ্যোত্তর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও নিব্বান সম্পত্তি গবেষণা করেন। তাঁহাদের পক্ষে সঙ্ঘই পুণ্যক্ষেত্র। যাঁহারা শাসনের প্রতিপক্ষ তাঁহারাই হলাহলবৎ সংসার দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। হলাহল পানে যেমন মৃত্যু বা মৃত্যু তুল্য দুঃখ নিশ্চিত, সম্যক সম্বুদ্ধ শাসনের যাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের চতুর অপায়ে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী, কোটিকল্পেও মুক্তি ঘটিবে না। বুদ্ধগণ সতত ক্ষমাশীল, অহিংস ও মৈত্রী পরায়ণ। তাঁহারা দেব মানবকে ত্রাণ করেন। তেমন বুদ্ধের কেহ প্রতিপক্ষ হইবেন না। লাভ, অলাভ, সম্মান, অবমাননে বুদ্ধগণ বিচলিত নহেন। তাঁহারা পৃথিবী সদৃশ। সেইহেতু তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। তাঁহারা স্বীয় তনয়ের প্রতি যেমন কৃপালু, স্বীয় জীবন নাশে উদ্যত ঘাতকের প্রতিও মহাপাপীর প্রতিও তেমন কৃপালু। তাঁহাদের ক্রোধ এবং কাম ভাব উৎপন্ন হয় না। পুত্র এবং ঘাতক সকলের প্রতিই সমচিত্ত।

কাষায় বস্ত্র যদি বিষ্ঠা লিপ্ত হইয়া ত্যজ্যাবস্থায় পথে দৃষ্ট হয়, তবে তখনই কৃতাঞ্জলি সহকারে সেই ঋষি-ধ্বজাকে নমস্কার করা উচিত। যেহেতু পরিনিব্বান প্রাপ্ত বুদ্ধও বর্ত্তমান বুদ্ধ এবং ভাবী

বুদ্ধগণ এইধ্বজার দ্বারাই বিশুদ্ধ বা শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! সেই হেতুই কাষায় বস্ত্র পূজনীয়।

কল্প—যোজন বিস্তার যোজন দীর্ঘ শ্বেত সরিষা রাশি হইতে শত বৎসরান্তে এক একটি সরিষা নিক্ষেপ করিলে যত বৎসরে ঐ সরিষা রাশি নিঃশেষ হইবে তত বৎসরে এক মহাকল্পের চতুর্থাংশ মাত্র। অথবা লোকের পরমায়ু অসংখ্যেয় বৎসর হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া দশ বৎসর মাত্র হইলে শস্ত্র, রোগ ও দুর্ভিক্ষ এই তিন উপদ্রবের মধ্যে কোনটি দ্বারা সংবর্ত্ত হইয়া বহু সত্ত্ব বিনষ্ট হইবে। তখন যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা কুশলে মনোনিবেশ করিবে, তখন লোকের আয়ু পুনঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। দশ বৎসর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক অসংখ্যেয় + বৎসর উপগমন করতঃ তৎপরে অসদ্ধর্ম্ম সমাদান হেতুতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পুনর্ব্বার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত সময় লাগে তাহাকে এক অন্তর কল্প বলে। বিশ অন্তর কল্পে এক অসংখ্যেয় কল্প এবং চারি অসংখ্যেয় কল্পে এক মহাকল্প হয়। মহাপৃথিবী (কোটিশতসহস্র চক্রবাল) সৃষ্টির সূত্রপাত হইতে প্রলয় হইয়া পুনঃ সৃষ্টির সূত্রপাত পর্য্যন্ত যে অত্যাতি দীর্ঘ সময় তাহার নাম কল্প বা মহাকল্প। তাহা চারি অংশে বিভক্ত ; যথা—বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী, সংবৰ্ত্ত, সংবর্ত্তস্থায়ী। বিবর্ত্ত হইতে এক অসংখ্যেয় এবং বিবর্ত্তস্থায়ী এক অসংখ্যেয়ও সংবর্ত্ত হইতে এক অসংখ্যেয় এবং সংবর্ত্তস্থায়ী এক অসংখ্যেয় এই চারি অসংখ্যেয়ে এক মহাকল্প হয়। সুদীর্ঘ সময়ের পর এই মহাপৃথিবী (কোটিশতসহস্র চক্রবাল) অগ্নি, জল ও বায়ু এই তিনের মধ্যে যে কোনটি দ্বারা সংবর্ত্ত হইয়া থাকে। যখন লোক রাগ-বহুল হয় তখন অগ্নি দ্বারা, আর যখন দ্বেষ-বহুল হয় তখন জল দ্বারা সংবর্ত্ত হয়। কোন কোন আচার্য্য ইহার বিপরীতও বলিয়া থাকেন। যখন লোক মোহ-বহুল হয় তখন বায়ু দ্বারা সংবর্ত্ত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সত্ত সত্তগ্‌গিনা বারা অট্ঠমে অট্ঠমে দকা।
চতুসট্‌ঠি যদা পুণ্ণা একো বাযুবরো সিযা॥

সপ্তবার অগ্নিদ্বারা অষ্টমবারে জলদ্বারা পুনঃ সপ্তবার অগ্নিদ্বারা অষ্টমবারে জলদ্বারা এইরূপে তেষট্টি কল্প অতীত হইলে পুনঃ জলের দ্বারা কল্প বিনাসের পালা উপস্থিত হয়। কিন্তু বায়ু উহা নিবারণ করিয়া পরিপূর্ণ চৌষট্টি কল্পায়ুক শুভাকীর্ণ পর্য্যন্ত বিধ্বংস করিয়া থাকে।

অগ্‌গিনাভস্‌সরা হেট্‌ঠা আপেন সুভকিণ্‌হতো।
বেহপ্‌ফলতো বাতেন এবং লোকো বিনস্‌সতীতি॥

অগ্নির দ্বারা আভস্বর (৬ষ্ঠ) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত, জলের দ্বারা শুভাকীর্ণ (৯ম) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত এবং বায়ুর দ্বারা বৃহৎফল (১০ম) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত সংবর্ত্ত হইতে হয়।

শূন্যতা-দৃষ্টি

বীমংস ঋদ্ধিপাদ বর্ণনায় বাবরী ঋষির শিষ্য আয়ুষ্মান মোঘরাজকে ভগবান্ যে গাথার দ্বারা নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণে আয়ুষ্মান মোঘরাজ অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গাথার এই স্থলে বিস্তৃতার্থ দেওয়া হইতেছে।

+এক কোটির বিংশতিঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০টি শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা

সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সু মোঘরাজা সদা সতো ;
অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিযা।
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি ॥

মোঘরাজ, সর্ব্বদা স্মৃতিমান ভাবে লোককে শূন্যরূপে প্রত্যবেক্ষণ এবং আত্মানুদৃষ্টি সমুৎপাটন কর, তাহা হইলেই মৃত্যু জয়ী হইবে। জরা-মৃত্যু-মারকে অতিক্রম করিতে পারিবে। লোককে এইরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে মৃত্যুরাজ দর্শন পাইবে না। বিস্তৃতার্থ ; **লোকো**—লোক। নিরয় লোক, পশুলোক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সদেবলোক। জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভন্তে, কিহেতু লোক বলিয়া উক্ত হয়? ভগবান্ বলিয়াছিলেন ;—ভিক্ষু, লুপ্ত হয় বলিয়া (লুজ্জতীতি) লোক। কি লুপ্ত হয়? চক্ষু লুপ্ত হয়, রূপ লুপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শজ হেতু যে সুখ, দুঃখ অথবা অদুঃখ অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাও লুপ্ত হয়। সেইরূপ শ্রোত্র, শব্দ, শোত্রবিজ্ঞান, শোত্র-সংস্পর্শ, শোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ, কায়-বিজ্ঞান মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান এবং তাহাদের সংস্পর্শ ও সংস্পর্শজ অনুভূতিও লুপ্ত হয় বলিয়াই লোক। **সুঞ্ঞতো**—শূন্যতঃ। **দুই কারণে লোককে শূন্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়** ; যথা—ইহার প্রবর্ত্ত স্বলক্ষণ অবশ্য (স্কন্ধ লোকের চলিত স্বীয় লক্ষণ অবাধ্য বা বশে বর্ত্তিত হয় না বলিয়া) এবং সংস্কারসমূহ তুচ্ছ দৃষ্ট হয় বলিয়া। ইহার প্রবর্ত্ত স্বলক্ষণ কিরূপ অবশ্য বলিয়া লোককে শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়? রূপবশে বর্ত্তিত হয় না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বশে বর্ত্তিত হয় না অর্থাৎ ইচ্ছায় লাভ হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা। রূপ যদি আত্মা হইত কখনও তাহা আবাধকর হইত না। আমার ঈদৃশ রূপ হউক, ঈদৃশ রূপ না হউক এইরূপ ইচ্ছা করিলেও লাভ হয় কি? যেহেতু রূপ অনাত্মা সেই হেতুই রূপ আবাধজনক হয়। আমার রূপ এইভাবেই থাকুক, কখনও ইহার ব্যতিক্রম না হউক এইরূপ ইচ্ছা করিলেও লাভ হয় না। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও। কিরূপ সংস্কার সমূহ তুচ্ছ দৃষ্ট হয় বলিয়া লোক শূন্যতঃ দৃষ্ট হয়? রূপে সার লাভ হয় না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানেও সার লাভ হয় না। তাহা নিত্যসার বা সুখসার বা আত্মসার ও ধ্রুব বা শাশ্বত বা অবিপরিণাম ধর্ম্ম হইতে অপগত, অসার, নিঃসার। যেমন নল, এরণ্ড, কদলিকা, উডুম্বর, ফেনপিণ্ড, উদক বুদ্বুদ, মরীচিকা, মায়া, অসার, নিঃসার, অপগতসার সেইরূপ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও নিত্যসার বা সুখসার বা আত্মসার হইতে অপগত, অসার, নিঃসার। এইরূপ প্রবর্ত্ত স্বলক্ষণ অবশ্য বলিয়া ও সংস্কার সমূহ তুচ্ছ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া লোককে শূন্যরূপে প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। অপিচ **ছয়টি কারণে লোককে শূন্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়,** যথা—চক্ষু আত্মা বা আত্মনীনে বা নিত্যত্বে বা ধ্রুবত্বে বা শাশ্বতত্বে বা অবিপরিণামশীলত্বে শূন্য। চক্ষুবিজ্ঞান···মনোবিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ···মনোসংস্পর্শ, চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা···মনোসস্পর্শজ বেদনা, রূপসংজ্ঞা···ধর্ম্মসংজ্ঞা, রূপসঞ্চেতনা··ধর্ম্মসঞ্চেতনা, রূপতৃষ্ণা···ধর্ম্মতৃষ্ণা, রূপবিতর্ক···ধর্ম্মবিতর্ক, রূপবিচার···ধর্ম্মবিচার আত্মা বা আত্মনীনে বা নিত্যত্বে বা ধ্রুবত্বে বা শাশ্বতত্বে বা অবিপরিণামশীলত্বে শূন্য। এইরূপ ছয় প্রকারে লোককে শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়।

অপিচ **দশটি কারণে ও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়,** যথা—রূপ রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অনাত্মা, অসার, বধক, বিভব, অঘমূলক, সাস্রব, সংখত অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ সঞ্জাত। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, চ্যুতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসারাবস্থ ও রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অনাত্মা, অসার, বধক, বিভব, অঘমূলক, সাস্রব এবং সংখত। এই দশ কারণে লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়। অপিচ **দ্বাদশ কারণে লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়,** যথা—রূপ সত্বও নহে, জীবও নহে, নরও নহে, মানবও নহে, স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে, আত্মাও নহে আত্মনীয়ও নহে, আমিও নহি, আমার ও নহে, কেহ ও নহে, কাহারও নহে। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। এই দ্বাদশ কারণেও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, ভিক্ষুগণ, এই দেহ তোমাদের নহে, অপরের ও নহে। ভিক্ষুগণ, ইহা পূর্ব্বতন কর্ম্মের দ্বারা অভিসংখত (কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সঞ্জাত) অভিসঞ্চেতয়িত বিন্দনীয় বলিয়া দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুগণ, তত্র শ্রুতবান আর্য্য-শ্রাবক পটিচ্চসমুপ্পাদে (কারণ ফলধর্ম্মে) সুন্দররূপে (যোনিসো) জ্ঞানতঃ মনোনিবেশ করে:—এই কারণটী বিদ্যমান থাকিলে এই ফলটী হয়। ইহার উৎপত্তিতে ইহাও উৎপন্ন হয়। এই কারণটী না থাকিলে এই ফল হয় না, ইহার নিরোধে ইহাও নিরোধ হয়, যথা:—অবিদ্যার+ কারণে সংস্কার*, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান$, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ×, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন‡ ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ১ স্পর্শের কারণে বেদনা২ বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান৩ উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হাহুতাশ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সম্পূর্ণ দুঃখ রাশির উদ্ভব হইয়া থাকে। অবিদ্যার অশেষ ত্যাগ বা নিরোধেই সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জাতির (জন্মের) নিরোধ, জন্মের নিরোধে জরামরণ, শোক বিলাপ দুঃখ দুশ্চিন্তা ও হাহুতাশের নিরোধ হয়। এই রূপে সম্পূর্ণ দুঃখ রাশির নিরোধ হইয়া থাকে। এই রূপেও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে;—"ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা ত্যাগ কর (তৎপ্রতি আসক্তি ত্যাগ কর), তাহা ত্যাগ হইলে, তোমাদের দীর্ঘ রাত্র হিত সুখাবহ হইবে"। ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নহে? ভিক্ষুগণ, রূপ; বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার এবং বিজ্ঞান তোমাদের নহে। তোমাদের তৎপ্রতি আসক্তি ত্যাগ হইলে দীর্ঘ রাত্র হিত সুখাবহ হইবে।

ভিক্ষুগণ, **তোমরা ইহা কিরূপ মনে কর?** এই জেতবনে যে সমুদয় তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা পলাশ আছে, সে সমুদয় লোকে হরণ করিলে কিম্বা দগ্ধ করিলে, অথবা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ করিলে

+মোহ, চতুরার্য্য সত্যে অজ্ঞতা। *লৌকিক কুশলাকুশল কর্ম্ম চেতনা। উহা তিন প্রকার যথা—পুঞ্‌ঞাভিসংখারা অপুঞ্‌ঞাভিসংখারা আনেঞ্জাভিসংখারা। $পুনঃজন্ম গ্রহণ কারী চিত্ত। ×বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধের নাম নাম, মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুর নাম রূপ। ‡চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা কায় ও মন। ১চক্ষু কর্ণাদির সহিত রূপ শব্দাদির স্পর্শ। ২ সুখ দুঃখাদি অনুভূতি। ৩, তৃষ্ণার চরম পরিণতি, ইহা চারি প্রকার যথা—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রতপরামর্শ, আত্মবাদ।

তোমাদের এইরূপ মনে হইবে কি? আমাদিগকে লোকে হরণ করিতেছে বা দগ্ধ করিতেছে অথবা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ করিতেছে? না ভন্তে, এইরূপ মনে হইবে না। তাহার হেতু কি? ভন্তে, সেই সমুদয় আত্মা এবং আত্মনীয় নহে বলিয়া। সেইরূপ ভিক্ষুগণ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তোমাদের নহে। সেই সমুদয়ের প্রতি তোমরা আসক্তি ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমাদের দীর্ঘ রাত্র হিত-সুখাবহ হইবে। একদা গমণিকে বলিয়াছেন;—

সুদ্ধধম্মসমুপ্পাদং সুদ্ধসঙ্খারসন্ততিং;
পস্‌সন্তস্‌স যথাভূতং ন ভযং হোতি গমণি।
তিনকট্‌ঠসমং লোকং যদা পঞ্‌ঞায পস্‌সতি;
ন অঞ্‌ঞং পত্থযতে কিঞ্চি অঞ্‌ঞত্র অপ্পটিসন্ধিযা তি;

হে গমণি, এই পঞ্চস্কন্ধ কারণ ফল ধর্ম্ম মাত্র, কেবল সংস্কারের প্রবাহ, ইহা যথাভূত দর্শন-কারীর ভয় হয় না। যখন লোককে প্রজ্ঞাচক্ষে তৃণ কাষ্ঠের মত দর্শন করে, তখন অপ্রতিসন্ধি (নিব্বান) ব্যতীত আর কিছুই সে কামনা করে না। এইরূপে লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। **একদা আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলিয়াছিলেন**;— ভন্তে, শূন্যতঃ লোক শূন্যতঃ লোক বলা হয়, কি হেতু শূন্যতঃ লোক বলা হয়? আনন্দ, যে হেতু লোক আত্মা বা আত্মনীয়ে শূন্য, সেই হেতুই শূন্যতঃ লোক বলা হয়। আনন্দ, আত্মা বা আত্মনীয়ে কি শূন্য? আনন্দ, চক্ষু, রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ, কায়-বিজ্ঞান, মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান এবং তাহাদের সংস্পর্শ ও সংস্পর্শজ হেতু যে সুখ বা দুঃখ অথবা অদুঃখ অসুখ অনুভূতি উৎপন্ন হয়, আত্মা বা আত্মনীয়ে তাহা শূন্য অর্থাৎ এই সমুদয়ের মধ্যে কোনটি আত্মাও নহে আত্মনীয়ও নহে। আত্ম বা আত্মনীয়ে যে হেতু শূন্য, সেই হেতুই শূন্যতঃ লোক বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে লোক শূন্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। **ভগবান্ কর্ত্তৃক আরও উক্ত হইয়াছে যে**,—এবমেব খো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু রূপং সমন্নে সতি যাবতা রূপস্‌স গতি। বেদনং সমন্নেসতি যাবতা বেদনায গতি। সঞ্‌ঞং সমন্নে সতি যাবতা সঞ্‌ঞায গতি। সঙ্খারে সমন্নে সতি যাবতা সঙ্খারানং গতি। বিঞ্‌ঞানং সমন্নে সতি যাবতা বিঞ্‌ঞানস্‌স গতি। যং পিস্‌স তং হোতি অহন্তি বা মমন্তি বা অস্মীতি বা; তং পি তস্‌স ন হোতীতি অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাবৎ রূপের গতি, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার সমূহের এবং বিজ্ঞানের গতি তাবৎ সেই সমুদয় সম্যকরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পূর্ব্বে যে ইহার আমিত্ব বা মমত্ব বা অস্মীত্ব ছিল সেই ভাব তাহার আর থাকে না। এইরূপেও লোক শূন্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ কর।

অবেক্‌খস্‌সু:—প্রত্যবেক্ষণ কর, দেখ, তুলনা কর, স্থির কর, বিভাবন কর, বিভূত কর। **মোঘরাজা**:—ব্রাহ্মণের নাম। সদা—সর্ব্বদা। **সতো**:—স্মৃতি মান। চারি কারণে স্মৃতি মান হইয়া অর্থাৎ কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা করতঃ, চিত্তে চিত্তানুদর্শন, বেদনায় বেদনানুদর্শন, ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শন স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা করতঃ। **অত্তানুদিট্‌ঠিং**:—আত্মানুদৃষ্টিকে। **আত্মানুদৃষ্টি** বলে বিংশতি প্রকার "সক্কায" দৃষ্টি, যথা:—ইহলোকে আর্য্য-অদর্শী, আর্য্য-ধর্ম্মে অপণ্ডিত,

আর্য্য-ধর্ম্মে অবিনীত, সৎপুরুষ-অদর্শী, সৎপুরুষ ধর্ম্মে অপণ্ডিত ও অবিনীত অশ্রুতবান পৃথগজন রূপকে আত্মা বলিয়া দর্শন করে বা আত্মাকে রূপবান কিম্বা আত্মাতে রূপ অথবা রূপে আত্মা বলিয়া দর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া দর্শন করে বা আত্মা বিজ্ঞানবন্ত কিম্বা বিজ্ঞানে আত্মা অথবা আত্মাতেই বিজ্ঞান বলিয়া সমনুদর্শন করে। এইরূপ যে দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টি-কন্তার, দৃষ্টিখিল (দিট্‌ঠিবিসূকায়িকং), দৃষ্টিবিস্পন্দন, দৃষ্টিসংযোজন, গ্রহ, প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, মিথ্যার্থ, তীর্থায়তন, বিপরীত গ্রহণ, অযথার্থকে যথার্থ বলিয়া ধারণা, যাবৎ দ্বাষষ্টি বিধা মিথ্যাদৃষ্টিগত সমূহ। ইহাকেই বলে আত্মানুদৃষ্টি। **উহুচ্চা**—সমুৎপাটন করিয়া সম্যকরূপে উদ্ধার করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, ভবিষ্যতেও আর উৎপন্ন না হয় মত করিয়া।

এবং মচ্চুতরো সিয়া—এইরূপেই মৃত্যুজয়ী হইবে, মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইবে। জন্ম মরণ হইতে সমুত্তীর্ণ হইবে। **এবং লোকং অবেক্‌খন্তং**—এইরূপ ভাবে লোক প্রত্যবেক্ষণ-কারীকে। **মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি**—মৃত্যু-রাজ, মার-রাজ দেখে না। **ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে** যে,—ভিক্ষুগণ, যেমন অরণ্যস্থ মৃগ অরণ্যে বিচরণমান নির্ভয়ে গমন করে, নির্ভয়ে স্থিত হয়, উপবেশন করে ও শয়ন করে। ইহার হেতু কি? ভিক্ষুগণ, মৃগ দুঃখের সম্মুখীভূত হয় নাই বলিয়া। হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ ভিক্ষু ও কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া (পঞ্চনীবরণ * ত্যাগ করিয়া) সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ ও একাগ্রতা যুক্ত প্রথমধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত করিয়াছে, অপরকে বধ করিয়া পাপমতি মার চক্ষুর অদর্শনগত হইয়াছে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার বর্জ্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একোদিভাব সহিত অবিতর্ক-অবিচার সমাধিজাত প্রীতিসুখ একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয়ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে ......তৃতীয়ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,......চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত করিয়াছে, **অপরকে** বধ করিয়া পাপমতি মার চক্ষুর অদর্শন গত হইয়াছে। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্ব্বপ্রকারে রূপসংজ্ঞা সমূহের সমতিক্রম, প্রতিঘ (ক্রোধ) সংজ্ঞা সমূহের অস্তাগম এবং নানত্ব সংজ্ঞা সমূহে মনোযোগী না হইয়া অনন্ত আকাশ এইরূপ ভাবনা করিয়া আকাশানন্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,... ...পুনঃ ভিক্ষু সর্ব্বপ্রকার আকাশানন্তায়তন সমতিক্রম করতঃ অনন্ত বিজ্ঞান এইরূপ ভাবনা করতঃ বিজ্ঞানানন্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,......পুনঃ সর্ব্বপ্রকারে বিজ্ঞানানন্তায়তন সমতিক্রম করতঃ কিছুই নাই এইরূপ ভাবনা করিয়া আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,......পুনঃ ভিক্ষু সর্ব্বপ্রকারে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করতঃ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,......পুনঃ ভিক্ষু সর্ব্বপ্রকারে নৈবসংজ্ঞানা-সংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করতঃ সংজ্ঞা বেদয়িত (বিন্দনীয়) নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সংজ্ঞার ব্যয় দেখিয়া তাহার আস্রবসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত

---

*ধ্যানাদি কুশল চিত্ত উৎপত্তির বাধা জন্মায় বলিয়া কামছন্দ অর্থাৎ আসক্ত লিপ্সা প্রভৃতির সাধারণ নাম নীবরণ। তাহা ছয় প্রকার, যথা:—কামছন্দ, ব্যাপাদ-ক্রোধ, স্ত্যানমিদ্ধ-চিত্ত চৈতসিকের জড়তা ও গ্লানি, ঔদ্ধত্যকৌকৃত্য-চিত্তের সঞ্চলতা ও অনুশোচনা, বিচিকিৎসা-সংসয় বা দ্বৈত ভাব এবং অবিদ্যা-চতুরার্য্য সত্যে অজ্ঞানতা

করিয়াছে, **অপরকে** বধ করিয়া পাপমতি মার চক্ষুর অদর্শন গত হইয়াছে, লোকে তৃষ্ণোত্তীর্ণ। সে নির্ভয়ে গমন করে, নির্ভয়েস্থিত হয়, উপবেশন করে, শয়ন করে। তাহার হেতু কি? ভিক্ষু পাপমতির চক্ষের অন্তরালে গত বলিয়া, মৃত্যুরাজ দেখেন না বলিয়া। **সেই হেতু ভগবান্ বলিয়াছেন**—মোঘরাজ, আত্মানুদৃষ্টি ত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা স্মৃতিমান ভাবে লোককে শূন্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ কর, তাহা হইলেই মৃত্যুজয়ী হইবে। এইরূপ ভাবে লোক প্রত্যবেক্ষণকারীকে মৃত্যুরাজ দর্শন পায় না।

মল্লিকাদেবী—ইনি কোশল রাজের সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে প্রথমে কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায়, সেনাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।" তৎপর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা যাইবার সময় ভাবিলেন, "ভগবানকে প্রণাম করিয়া যাইব।" তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাত পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন। তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, মল্লিকে, তুমি কোথায় যাইতেছ?" ভন্তে, আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।" "কেন?" আমি বন্ধ্যা ও অপুত্রক বলিয়া। "যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই; তুমি ফির।" ভগবানের এই আদেশে মল্লিকা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক পতি-গৃহে ফিরিলেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "পুনঃ আসিলে যে?" ভগবান্ আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।" সেনাপতি ভাবিলেন, "অবশ্যই তথাগত কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।" অনন্তর মল্লিকাদেবী অচিরে গর্ভধারণ করিলেন; তাঁহার দোহদ জন্মিল; তিনি স্বামীকে বলিলেন, "আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "কি দোহদ?" আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, বৈশালীর গণরাজগণ তথাকার যে মঙ্গল পুষ্করিণীর জলে অভিষেক সম্পাদন করেন, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান ও জল পান করি।" সেনাপতি "তাহাই হইবে" বলিয়া সহস্রধনুর তুল্য বল এক ধনু গ্রহণ করিলেন, মল্লিকাকে রথে তুলিয়া শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করতঃ বৈশালীতে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে লিচ্ছবী রাজাদিগের অর্থ ধর্ম্মানুশাসক মহালি লিচ্ছবী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগর-দ্বার সমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুলের সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, "এ শব্দ বন্ধুল সেনাপতির রথের। আজ লিচ্ছবীদিগের মহা ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল।

মঙ্গল পুষ্করিণীর ভিতরে বাহিরে বলবান্ প্রহরী থাকিত; উহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত ছিল, এই হেতু তাহাতে পাখী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে রক্ষীদিগকে বিদূরিত করিলেন, লৌহজাল ছিন্ন করিলেন, ভার্য্যাকে ভিতরে নিয়া স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং ও স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবী-দিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবীরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুল মল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন।
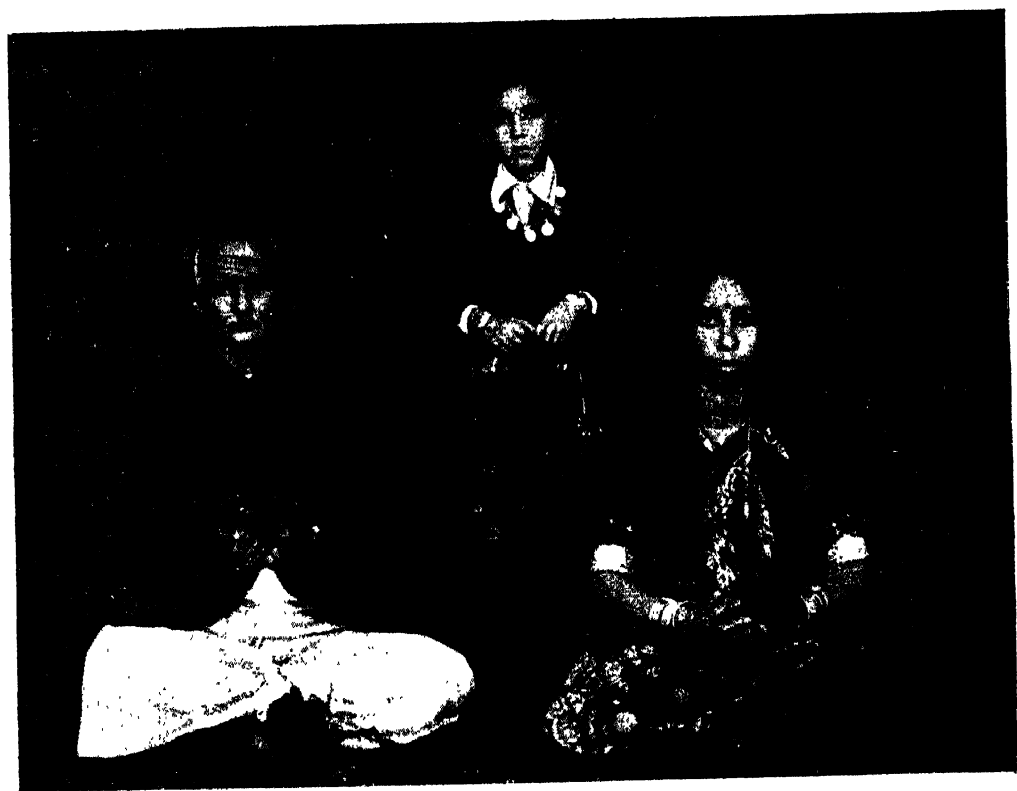
(কলিকাতা বাসী—সদ্ধর্ম্ম-প্রিয় ও ধাম্মিক উপাসক শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধুরী, তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণ-ভাবিনী দেবী ও পুত্র শ্রীমান আনন্দ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ভিক্ষুসঙ্ঘের সুপরিচিত। বহুদিন যাবৎ তিনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রকেও বুদ্ধ-শাসনে দান করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ দুই বেলা ত্রিরত্নের পূজা বন্দনা এখন তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত।)

তাঁহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন; তচ্ছ্রবণে মহালি বলিলেন, "তোমরা যাইও না; বন্ধুল একাই তোমাদিগকে বধ করিবেন। "তাঁহারা বলিলেন, আমরা যাইবই যাইব।" "যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিবে সেইখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কবিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যখন তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে ফিরিবে; ইহার পর আর অগ্রসর হইও না।" তাঁহারা মহালির কথামত প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া বন্ধুলের অনুধাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, আমাদের পশ্চাতে অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে।" বন্ধুল বলিলেন, "বেশ, যখন সবগুলি একখানা রথের মত দৃষ্ট হইবে তখন জানাইবে।" অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল তখন মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর।" ইহা বলিয়া তিনি স্ত্রীর হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন; অমনি তাঁহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন; উহা বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল; কিন্তু লিচ্ছবিরা তচ্ছ্রবণেও ফিরিলেন না; অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অনন্তর বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়াই একটা শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবন্ধ গ্রন্থি ছিল সেই অংশ বেধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহারা "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। তখন বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন, "তোমরা মৃত, মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না"। "কি! আমাদের মত লোক মৃত! এ নূতন কথা বটে?" "বিশ্বাস না হয় তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্ব পশ্চাতে আছ, তাহার কটিবন্ধ খুলিয়া দেখিতে পার।" পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাই করিলে, তখনই প্রাণ ত্যাগ করিয়া পড়িয়া গেলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন, তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বর্ম্মাদি খোল।" পঞ্চশত লিচ্ছবী এইভাবেই প্রাণ হারাইলেন। +

অতঃপর বন্ধুল স্ত্রীকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন। মল্লিকা ক্রমে ষোলবার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান্ ও সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের

+ ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গে অনুরূপ দুইটী আখ্যায়িকা দিয়াছেন। প্রথমটীতে দেখা যায়, ঘাতক এমন কৌশলে এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতেই পারে নাই। অনন্তর সে যেমন নস্ত গ্রহণ করিল, অমনি হাঁচি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে এক ব্যক্তি এমন কৌশলে তাহা প্রতিদ্বন্দীকে তরবারি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বসিয়া কলহ করিতে লাগিল। অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল। (জাতক, ঈশান চন্দ্র ঘোষ)

এক সহস্র অনুচর ছিল। ইহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে যাইতেন; তখন ইহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গন পূর্ণ হইত। একদা এক মিথ্যা মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েকজন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র রোদন করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন সেনাপতি বিচার গৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোক মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। তিনি তদবধি বিনা পক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভূতপূর্ব্ব বিচারকদিগের উৎকোচ লাভের পথরুদ্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তৎপর তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুল নিজেই রাজপদ গ্রহণের অভিসন্ধি করিতেছেন"। ক্রমে রাজাও তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহ বিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে।" এজন্য তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিতেছি প্রত্যন্তে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন"। রাজা বন্ধুলের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মহাযোদ্ধা পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ইহার এবং ইহার বত্রিশজন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।" বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজার নিযুক্ত দস্যুগণ পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তে শান্তি স্থাপন করতঃ রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজধানীর অদূরে সেই মহাযোদ্ধাগণ হঠাৎ তাঁহার এবং তাঁহার বত্রিশ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেইদিন মল্লিকা বুদ্ধ প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত ভগবান্ তাঁহার আলয়ে আসিয়া সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেই মল্লিকার নিকট পত্র আসিল যে, তাঁহার স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। তিনি দুঃসংবাদ পাইয়াও কাহাকে কিছু বলিলেন না; ঈদৃশ মহাশোক দমন করতঃ পত্রখানি কটিদেশে রাখিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা পরিবেষণ কালে ঘৃতের কলসী দ্বারের গোবরাটে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাহা অপনয়ন করাইয়া অন্য কলসী আনাইয়া পরিবেষণ করিলেন। খাওয়া শেষে ভগবান্ কথা উত্থাপনের জন্য বলিলেন;—মল্লিকে, যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে, তন্নিমিত্ত চিন্তা করিও না। তখন মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "ভন্তে, লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বত্রিশটী পুত্রের ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়া অনর্থক শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘৃত-কলসীর জন্য চিন্তা করিব কেন? তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন; মল্লিকে, অনাদি সংসারে বর্ত্তমান জীবগণের ইহা অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর তাঁহাকে ভগবান্ বলিলেন :—

অনিমিত্তমনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং।
কসিরঞ্চ পরিত্তঞ্চ তঞ্চদুক্খেন সংযুতং॥

মরণশীল মানবগণের জীবন অজ্ঞাত এবং অনিমিত্ত অর্থাৎ কখন কিভাবে জীবনাবসান ঘটিবে তাহার কোন লক্ষণ অববোধ হয় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, ক্লেশপূর্ণ ও জরা ব্যাধি প্রভৃতিতে দুঃখ সঙ্কুল।

নহি সো উপক্কমো অথি যেন জাতা ন মিয্যরে।
জরম্পি পত্বা মরণং এবং ধম্মাহি পাণিনো॥

জাতক না মরিয়া পারিবে এমন কোন প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না; অন্ততঃ জরাক্রান্ত হইয়া হইলেও মরিতে হইবে। প্রাণিগণ ঈদৃশ স্বভাব বিশিষ্ট।

ফলানমিব পক্কানং নিচ্চং পতনতো ভযং।
এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভযং॥

পাকা ফলসমূহের যেমন অনুক্ষণ পতনের সম্ভাবনা, তেমনই জাত প্রাণীদেরও নিয়ত মরণ ভয় বিদ্যমান।

যথাপি কুম্ভকারস্স কতা মত্তিক ভাজনা।
সব্বে ভেদন পরিযন্তা এবং মচ্চান জীবিতং॥

যেমন কুম্ভকার নির্ম্মিত মৃৎ-ভাজন ভেদন দ্বারা সসীম; তেমন মানব জীবন ও মৃত্যু দ্বারা সসীম।

দহরা চ মহন্তা চ যে বালা যে চ পণ্ডিতা।
সব্বে মচ্চু বসং যন্তি সব্বে মচ্চু পরাযনা॥

তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, জ্ঞানী বা মূর্খ সকলেই মৃত্যুর অধীন এবং সকলেই মৃত্যু পরায়ণ।

তেসং মচ্চুপরেতানং গচ্ছতং পরলোকতো।
ন পিতা তাযতে পুত্তং ঞাতীবা পন ঞাতকে॥

মৃত্যুপরেত মানবগণের মরণ সময়ে পিতা পুত্রকে কিংবা জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে ত্রাণ করিতে পারে না।

পেক্খতঞ্ঞেব ঞাতীনং পস্স লালপতং পুথু।
একমেকোব মচ্চানং গোবজ্ঝো বিয নিয্যতি॥

গোপাল যেমন ব্রজে গো-পাল লইয়া যায়, তেমনি বহুবিধ বিলাপে রত জ্ঞাতিগণের সম্মুখেই এক একজনকে মৃত্যু বরণ করিতেছে।

এবমব্ভাহতো লোকো মচ্চুনা চ জরায চ।
তস্মাধীরা ন সোচন্তি বিদিত্বা লোকপরিযাযং॥

সংসার মৃত্যু এবং জরায় ব্যাহত, পণ্ডিতগণ এই লোকধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া শোকহীন হন।

যস্স মগ্গং ন জানাসি আগতস্স গতস্স বা।
উভো অন্তে অসং পস্সং নিরত্থং পরিদেবসি॥

জাত বা মৃত যাহার গমনাগমন মার্গ দুর্জ্ঞেয়, এতদুভয়ান্ত না জানিয়া তজ্জন্য পরিদেবন করা নিরর্থক।

পরিদেবযমানো চে কিঞ্চিদত্থং উদব্বহে।

সংমূল্হো হি সমত্তানং কযিরা চে নং বিচক্খণো ॥

খেদোক্তিতে যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও ফলোদয় হইত, তবে মূঢ় ব্যক্তিসম জ্ঞানিগণও পরিদেবন করিতেন। (বিচক্ষণ নিজদেরকেও মূঢ়ের সমান করিয়া পরিদেবন করিতেন।)

নহি রুণ্ণেন সোকেন সন্তিং পপ্পোতি চেতসো।

ভিয্যস্সুপ্পজ্জতে দুক্খং সরীরঞ্চুপহঞ্ঞতি।

রোদন কিম্বা শোকে চিত্তে শান্তি আসে না; অধিকন্তু উত্তরোত্তর দুঃখই বাড়ে এবং শরীর জীর্ণ হয়।

কিসো বিবণ্ণো ভবতি হিংসমত্তানমত্তনা।

ন তেন পেতা পালেন্তি নিরত্থা পরিদেবনা ॥

পরিদেবনে লোক কৃশ এবং বিবর্ণ হয়, ইহাতে প্রেতাত্মার কোন লাভ হয় না, নিজকে নিজে হিংসা করা হয় মাত্র, পরিদেবন এমনি নিরর্থক।

সোকমপ্পজহং জন্তু ভিয্যোদুক্খং নিগচ্ছতি।

অনুত্থুনন্তো কালঙ্কতং সোকস্স বসমন্বগূ ॥

মানুষ শোক ত্যাগ না করিলে উত্তরোত্তর দুঃখই প্রাপ্ত হয়, নিয়ত কালগতের স্মরণে মন স্বতঃই শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

অঞ্ঞেপি পস্স গমিনে যথা কম্মুপগেনরে।

মচ্চুনো বসমাগম্ম ফন্দন্তেবিধ পাণিনে ॥

অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, যাহারা কর্ম্মানুসারে গমন করিতেছে। এই সংসারে মৃত্যুর বশাগত হইয়া প্রাণিগণের মধ্যে নিত্য স্পন্দনই হইয়া থাকে।

যেন যেন হি মঞ্ঞন্তি ততো তং হোতি অঞ্ঞথা।

এতাদিসো বিনাভাবো পস্স লোকস্স পরিযাযং ॥

লোকে যাহা মনে করে তাহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে। সংসার ধর্ম্মতা ঈদৃশ অভাবমূলক, ইহা দর্শন কর।

অপিবস্স সতং জীবে ভিয্যো বা পন মাণবো।

ঞাতিসঙ্ঘা বিনা হোতি জহাতি ইধ জীবিতং ॥

সংসারে যদি মানব শতবর্ষ কিম্বা ততোধিক জীবিতও থাকে, তথাপি জ্ঞাতিসঙ্ঘ হইতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়।

তস্মা অরহতো সুত্বা বিনেয্য পরিদেবিতং।

পেতং কালঙ্কতং দিস্বা নেসো লব্ভা মযা ইতি ॥

তদ্ধেতু অর্হৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুহৃদের দেহ ত্যাগে মনে করিবে "ইহাকে আর পাইব না" এইরূপে পরিদেবন বিনোদন করিবে।

যথা সরণমাদিত্তং বারিণা পরিনিব্বুতো,
এবং পি ধীরো সপঞ্ঞো পণ্ডিতো কুসলো নরো।
খিপ্পমুপ্পতিতং সোকং বাতো তূলংব ধংসযে,
পরিদেবং পজপ্পঞ্চ দোমনস্‌সঞ্চ অত্তনো ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন বারিসিঞ্চণে পরিনির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ প্রজ্ঞাবান, ধীর, দক্ষ, পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের উৎপন্ন শোক, পরিদেবন, কল্পনা, জল্পনা, দৌর্ম্মনস্য বাত কর্ত্তৃক শিমূল তুলা বিধ্বস্তের ন্যায় শীঘ্রই ধ্বংস করিয়া থাকে।

অত্তনো সুখমেসানো অব্বুহে সল্লমত্তনো ;
সব্বুল্‌হসল্লো অসিতো সন্তি পপ্‌পুয্য চেতসো।
সব্বসোকং অতিক্কন্তো অসোকো হোতি নিব্বুতোতি ॥

আত্মসুখান্বেষী স্বীয় শোক সমুৎপাটিত করে। বিদ্ধ শল্যের অবিদ্যমানতায় মানসিক শান্তি লাভ হয়। সর্ব্বশোক অতিক্রান্ত ব্যক্তি অশোক হয় এবং নির্ব্বৃতি লাভ করে। মল্লিকা পুত্রবধূগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের নিরপরাধ পতিগণ স্ব স্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল পাইয়াছে; অতএব শোক করিও না; রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষ ভাব না জন্মে।" রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাঁহারা যে নিরপরাধ, রাজাকে একথা জানাইল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে আগমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধূদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন। মল্লিকা বলিলেন, "মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন তখন উহা গ্রহণই করিলাম।" অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন; আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই; আমি এবং আমার বত্রিশটী পুত্রবধূ স্ব স্ব পিত্রালয়ে যেন যাইতে পারি, এই অনুমতি দিন।" রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিয়া নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তিনি চারি কোটি টাকা মূল্যের সপ্ত রত্নময় মহালতা আভরণ দ্বারা পূজা করতঃ যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা সূত্রের অনুবাদে উক্ত হইয়াছে।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণ সংহারের পর কোশলরাজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না; রাজ্যে সুখ ছিল না। তিনি বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে সৈনাপত্য প্রদান করেন। কিন্তু দীর্ঘ কারায়ণ "এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন" ভাবিয়া রাজার প্রমাদ অনুসন্ধানে রত রহিলেন। তখন ভগবান্ শাক্যদিগের "মেদালুপং" নামক নগরে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া আরামের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিতে বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন + দিয়া একাকী গন্ধ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক

+ পঞ্চ রাজ-চিহ্ন—উষ্ণীষ, পাদুকা, খড়্গ, ছত্র ও চামর।

স্থাপন পূর্ব্বক চুম্বন করতঃ উভয় হস্তে শ্রীপাদ যুগল পরিমার্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ"। ভগবানের প্রশ্নে কেন তিনি ভগবানকে এত ভক্তি করেন তাহা প্রকাশ করিতে ধর্ম্ম চৈত্যসমূহ * ভাষণ করেন।

রাজা গন্ধ কুটীরে প্রবেশ করিলেই কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া স্কন্ধাবারে চলিয়া আসিয়া রাজপুত্র বিড়ূড়ভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটী অশ্ব ও একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলপণ পূর্ব্বক স্কন্ধাবারে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় ভাগিনেয় রাজা অজাতশক্রর সাহায্যে পুনঃরাজ্য গ্রহণ করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নগর দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে ; কাজেই বাহিরে একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপ ক্লান্তি বশতঃ প্রত্যুষ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, "কোশল নরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন" বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশক্রকে এই সংবাদ দিলে তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীর কৃত্য সম্পাদন করিলেন। পরিচারিকার প্রমুখাৎ রাজা অজাতশক্র সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিড়ূড়ভকে সমুচিৎ শিক্ষা দিতে স্বীয় চতুরঙ্গিনী সেনাসজ্জার আদেশ করিলেন। তখন অমাত্যগণ রাজচরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, মহারাজ, আপনার মাতুল জীবিত থাকিলে আপনার যাওয়া উচিত হইত। এখন বিড়ূড়ভের রাজ্য লাভ ব্যাপারে আপনারও সাহায্য করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি রূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

সিদ্ধিরস্তু।

"সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ;
ইদং মে পুঞ্ঞং পঞ্ঞা লাভায সংবত্ততু।
নিব্বানস্স পচ্চযো হোতূ"তি ॥

সমাপ্ত

* মধ্যম নিকায়ের মজ্ঝিম পঞ্ঞাসের রাজ বর্গের ৯ম সূত্র দ্রষ্টব্য।

বিষয়-সূচী

গাথা-সূচী

ব্যক্তি-নাম সূচী

স্থান-নাম সূচী

বচন-সূচী

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৬	সারানীয়ং	সারনীয়ং
৩	২৩	সুখসচ্ছন্দে	সুখস্বচ্ছন্দে
৩	২৭	ব্যসন করিব	ব্যসন সম্পাত করিব
৩	৩১	ব. পিঃ সুত্ত মেতং	ব. সুত্ত মেতং
৪	২৬	ঘঠে	ঘটে
৪	৩০	ঘঠিয়া	ঘটিয়া
৫	১	পঞ্ঞঞপেন্তি	পঞ্‌ঞপেন্তি
৫	৬	বত্তিসস্‌ন্তি	বত্তিস্‌সন্তি
৬	১	মঞ্ঞি্‌ঞসস্‌ন্তি	মঞ্‌ঞিস্‌সন্তি
৬	৫।৬	পসযহ	পসয্‌হ
৬	৬	বাসেন্তীতে	বাসেন্তীতি
৬	৭	পটিকঙ্খা	পাটিকঙ্খা
৬	১৭।১৯	বলৎকার	বলাৎকার
৭	২২	আত	আগত
৮	১	বিহরয্যেন্তি	বিহরেয্যুন্তি
৮	১৯	তচ্ছ্‌বনে	তচ্ছ্‌বণে
৮	২৯	মমলা মোকদ্দমায়	মামলা মকদ্দমায়
৯	২৩	রোপ্য	রৌপ্য
৯	৩১	সী. ব. বজ্জানং	সী. ব. বজ্জীনং
১১		দেসিস্‌সামি	দেসেস্‌সামি
১২	১	পঞ্ঞ্‌ঞাপেসসন্তি	পঞ্ঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি
১২	৫	পূজেসসন্তি	পূজেস্‌সন্তি
১২	৬	ভিকখূনং	ভিক্‌খূনং
১২	৯	সাপেক্‌খো	সাপেক্‌খা
১২	২৯	উপদেশভাবে	উপদেশোভাবে
১৩	১	পচ্চত্তঞ্ঞে্‌ঞেব	পচ্চত্তঞ্ঞ্‌ঞেব
১৩	২৪।২৭	তাহারা	তাঁহারা
১৩	২৬	তচ্ছবণে	তচ্ছ্‌বণে
১৪	৫	অম্বুযুত্তা,	অপ্পযুত্তা।
১৬	১	দেসিস্‌সামি	দেসেস্‌সামি
১৬	৫	ভবিসসান্তি	ভবিস্‌সন্তি
১৬	৭	পাটকঙ্খা	পাটিকঙ্খা
১৯	৬।৮।১৪।২৭।৩১	সব্রহ্মচারীগণের	সব্রহ্মচারিগণের
১৯	২১	গৃহীগণের	গৃহিগণের
১৯	২৮	গৃহীগণ	গৃহিগণ
২০	৬	তক্করসস	তক্করস্‌স
২০	৬	দিটিঠযা	দিট্‌ঠিযা
২০	৯	অর্পণ	অর্পণা
২১	১	বিহরিসসন্তি	বিহরিস্‌সন্তি
২১	৩	সন্দিসসিসসন্তি	সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি
২১	৪।৬	ভিকখূনং	ভিক্‌খূনং
২২	৮	মহপফলো	মহপ্‌ফলো
২৩	১৪	বিমুত্তাভগবন্তো	বিমুত্তে ভগবন্তো
২৩	২২	ভন্তে	ভন্তে,
২৩	১৬	পঞ্ঞঞো	পঞ্ঞ্‌ঞো
২৪	৫	অঞ্ঞঞো	অঞ্ঞ্‌ঞো
২৪	১১	পসসেয্য	পস্‌সেয্য
২৪	১৩	সবেব	সব্বে
২৫	১০	সম্মসম্বোধিং	সম্মাসম্বোধিং
২৫	৩১	সী. ই.	সী. ই. অত্র
২৭	১৫	গাত্রেথান	গত্রোত্থান
২৭	২৪	পদপ্রক্ষালান্তে	পদপ্রক্ষালনান্তে
৩১	৫	আনন্দং	আনন্দ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	৮	এবমেবং	এবমেব
৩২	২	অগ্‌গিত্তোব	অগ্‌গিত্তোবা
৩২	১০	পনীতং	পণীতং
৩২	১১	নিটিঠতং	নিট্‌ঠিতং
৩৩	৩	পনীতেন	পণীতেন
৩৩	৩	ওনীতপত্তপানিং	ওনীতপত্তপাণিং
৩৩	২১	তোজন	ভোজন
৩৪	২	পক্কসি	পক্কমি
৩৪	৩	অনুবন্ধা	অনুবন্ধা
৩৪	৫	নিকৃথসি	নিকৃথমি
৩৪	২৭	উম্পং	উলুম্পং
৩৮	২৬	কটিস্‌স	কটিস্‌সহ
৩৯	১	চে তো	চেতো
৩৯	৬	সঞ্ঞত্তোজনানং	সঞ্ঞ্‌ঞোজনানং
৩৯	৯	পরিনিববাযী	পরিনিব্বাযী
৩৯	১৮	শীলব্রত পরামাস	শীলব্রত পরামর্শ
৩৯	১৮	অরূপভাবে	অরূপভবে
৩৯	২৭	অবশ্যাম্ভাবী	অবশ্যম্ভাবী
৩৯	২৯	কটিস্‌স	কটিস্‌সহ
৪০	২	পরিনিববাযী	পরিনিব্বাযী
৪০	২৮	জ্ঞানাদিগমন	জ্ঞানাধিগম
৪১	১৬	নিরপ্রাপ্তির	নিরয়প্রাপ্তির
৪২	১৪	সমীচান	সমীচীন
৫৫	২৩	আনন্দ সংস্কৃত	আনন্দ, সংস্কৃত
৫৫	২৬	আনন্দ সেই	আনন্দ, সেই
৫৫	২৮	ধমুদ্বীপ	ধর্ম্মদ্বীপ
৫৮	২৫	নখ	নখ
৬০	৩১	উদ্ধেগাপ্রীতি	উদ্বেগাপ্রীতি
৬১	১১	তচ্চ্‌বণে	তচ্ছ্‌বণে
৬১	১৫	ক্রমণঃ	ক্রমশঃ
৬৪	২৪	যথোচ্ছিত	যথোচিত
৬৪	২৫	নিকস্থ	নিকটস্থ
৬৪	২৯	পরিব্বান	পরিনিব্বান
৬৪	৩০	হইয়াছিলেন যে	হইয়াছিল যে
৬৫	১৫।২৯	পরিনির্ব্বান	পরিনিব্বান
৬৬	২৭।২৮	পরিনির্ব্বান	পরিনিব্বান
৬৭	২৫	পরিনির্ব্বানের	পরিনিব্বানের
		এইরূপ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য	
৬৪	২৬	কটুচ্ছু	কটচ্ছু
৭৫	৬	সঞঞ্ঞী	সঞ্ঞ্‌ঞী
৭৬	২	দুবণ্ণানি	দুব্বণ্ণানি
৭৬	১৬	বহিঃ অপ্রস্থমণা	বহিঃস্থ অপ্রমাণ
৭৮	১৫	সুষ্টু মুক্ত	সুষ্টু মূর্ত্ত
৭৮	৩০	অজ্ঝত্তং	অজ্ঝাত্তং
৭৯	৩	বিমেকৃখো	বিমোকৃখো
৮০	২০	ভন্তে ভগবান্	ভন্তে, ভগবন্,
৮০	২১	হে সুগত	হে সুগত,
৮০	২১	পরিনির্ব্বাণে পরিনির্ব্বাণ,	পরিনিব্বানে, পরিনিব্বান
৮১	২৯	ভিক্ষুনী	ভিক্ষুণী
৮২	১৯	ভিক্ষুনী	ভিক্ষুণী
৮৩	২৯	নিষ্কাদিত	নিষ্ফাদিত
৮৩	২৫	চতুর্ঋদ্ধিপাদ	চতুঋর্দ্ধিপাদ
		এইরূপ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য	
৮৬	২৮।৩১	নিষ্কাদিত	নিষ্ফাদিত
৮৮	২৯	তদ্বারা	তদ্দারা
৮৯	২২	সত্তবোজ্ঝঙ্গানি	সত্তবোজ্ঝঙ্গা
৮৯	২৩	অষ্টাঙ্গিক	আষ্টাঙ্গিক
		এইরূপ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য	
৯৬	২	ভিক্ষথবে	ভিক্‌খবে
৯৮	৩১	অন্তর্ব্বাস	অন্তর্বাস
১০১	২০	বাববার	বারবার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০১	৩০	ক্রচ্ছিন্ন	চক্রচ্ছিন্ন
১০৪	৫	অস্‌সোসীত্তি	অস্‌সোসিত্তি
১১০	৩২	পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য	
		১১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য	
১১১	২১	শাস্তা	শাস্তা
১১৩	৯	প্রাণী ইত্যাদি	প্রাণী হত্যাদি
১১৪	২২	হই	হইত
১১৫	১৫	উপোসতো	উপসথো
১২২	৭	পটিপজ্জাস্ত	পটিপজ্জন্তি
১২২	১৭	আনন্দ অরহত্ব	আনন্দ, অরহত্ব
১২২	৩১	সোবণ্ণঞ্ছি	সোবণ্ণঞ্‌হি
১২৩	১০	কাবস্‌স	কাযস্‌স
১২৭	২৭	ভিক্ষুনী	ভিক্ষুণী
১৩০	৩১	হে বাসিষ্টগণ	হে বাশিষ্ঠগণ
		এইরূপ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য	
১৩১	২	অমহাকঞ্চ	অম্‌হাকঞ্চ
১৩১	১৯	অন্তর্ব্বাস	অন্তর্বাস
১৩৩	৯	গোতমে	গোতমো
১৪২	৪	সো বো	সো বো
১৪৩	৭	নো সখা	নো সখা
১৪৭	২৬	উপসম	উপশম
১৪৩	১০	ভক্‌খবে	ভিক্‌খবে
১৪৮	৬	বাহাপগ্‌গহহ	বাহাপগ্‌গয্‌হ
১৪৯	১৫	দেবতাগণ	দেবতা
১৫০	১৬।২৩	বাসিষ্টগণ	বাশিষ্ঠগণ
১৫২	৬	অমুরুদ্ধ	অমুরুদ্ধ
১৫২	২৪।২৬	বাসিষ্টগণ	বাশিষ্ঠগণ
১৫৪	১১	চক্ষুবত্তিস্‌স	চক্কবত্তিস্‌স
১৫৪	২১	করিব ?	করিব ?
১৫৬	৩০	শাস্তকে	শাস্তাকে
১৬০	৩১	ন দি সতি	নদিস্‌সতি
১৬২	৩১	উদার	উদার
১৬৫	৩	কপিলবথবা	কাপিলবথথা
১৬৮	৩০	উপসম	উপশম
১৭১	১৭	হইবে না,	হইবেন।
১৭২	২৮	পরিনির্ব্বানে	পরিনিব্বানে
১৭৪	২৩	উপসম্পদ	উপসম্পদা
১৭৭	২৮	খন্দাদি	খন্ধাদি
১৭৯	৩।৪	উপসম	উপশম
১৭৯	২৯	অষ্টাঙ্গিক	আষ্টাঙ্গিক
১৮০	১৪	প্রসুত	প্রসূত
১৮০	২২	কত্তৃক	কর্ত্তৃক
১৮১	৮	কত্তৃক	কর্ত্তৃক
১৮১	১০	ব্রাহ্ম	ব্রহ্ম
১৮৩	১৬	ভাবনপূায়র্ণতা	ভাবনায় পূর্ণতা
১৮৫	৬।৯	অত্যাধিক	অত্যধিক
১৯৩	১৪	মার্গজ	মার্গাঙ্গ
১৯৪	৯	হয়	হন
১৯৪	১৩	পাটলী	পাটলি
২০০	৮	সন্তলোক	সত্বলোক
২০০	১১	লোকন্তগ	লোকান্তগ
২০৬	১৭	স্যানসিদ্ধ	স্যানমিদ্ধ
২০৩	৯	স্বাকখাতো	স্বকখাতো
২০৬	১৮	বুদ্ধত্ত	বুদ্ধ,
২০৬	২৭	রমিত	নমিত
২০৯	৩০	মচ্চূ	মচ্চু
২১৩	৩৩	বেধিজ্ঞান	বোধিজ্ঞান
২২১	১৫	শারীপুত্র	শারিপুত্র
২২২	১৬	মহাপদেস	মহাপ্রদেশ
২০৩	২	মহাপদেস	মহাপ্রদেশ
২২৯	৯	চ্যুত	চ্যুত
২৩৯	১৮	শুদ্ধোধনের	শুদ্ধোদনের
২৪৪	৬	শুদ্ধোধনের	শুদ্ধোদনের